আমার রাজনীতির রূপরেখা

জিয়াউর রহমান

১৯৩৬ সালে বগুড়ার বাগবাড়ি গ্রামে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান-এর জন্ম। স্কুলের লেখাপড়া শেষ করে ১৯৫৩ সালে তিনি তদানীন্তন পাকিস্তান আর্মিতে যোগ দেন। ১৯৫৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে কমিশন লাভ করেন। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে তিনি ফার্স্ট ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানির কমান্ডার হিসেবে লাহোরের খেমকারান সেক্টরে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি Quetta staff College থেকে পিএসপি উপাধিতে ভূষিত হন। একই সাথে তিনি কাকুলাস্থ তদানীন্তন পাকিস্তান সামরিক একাডেমির ইন্সট্রাক্টর নিযুক্ত হন।

১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের সময় তিনি ঢাকার জয়দেবপুরে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার ছিলেন। জয়দেবপুরের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করেই সারাদেশে গণবিক্ষোভের দাবানল জ্বলে ওঠে। জিয়াউর রহমান ১৯৭০ সালে চট্টগ্রামের ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দায়িত্ব গ্রহণকরেন এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তিনি চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের চট্টগ্রাম সংলগ্ন সেক্টরে সেনাবাহিনী পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত হন এবং দক্ষতা ও সাফল্যের সাথে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

-পরবর্তী ফ্ল্যাপ দেখুন

প্রচ্ছদ : অরূপ মান্দী

স্বাধীনতা যুদ্ধে অনন্য কৃতিত্বের ফলশ্রুতি হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে 'বীরোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করেন। স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালের জুন মাসে তিনি কুমিল্লার একটি ব্রিগেডের কমান্ডার ছিলেন। সেই সময় তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ডেপুটি চীফ অব স্টাফ নিযুক্ত হন। ১৯৭৫ সালে আগস্ট মাসে তিনি সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৭৬ সালের ২৯ নভেম্বর তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন। ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল তিনি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৭৮ সালের ৩ জুন তিনি সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম প্রত্যক্ষ গণভোটে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হন।

শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ জাগিয়ে তোলার একজন নিবেদিত প্রাণ সৈনিক। জাতীয় রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক চেতনা সঞ্চার এবং রাজনীতিতে গণমুখী ও অর্থনৈতিক ক্তুর অভিসারী করে তোলার লক্ষ্যে তিনি গঠন রেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল। তিনি ছিলেন লের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ১৯৭৯ সালের ১৮ য়ারি দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সামরিক বাহিনীর কাছ থেকে জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনকরেন।

জিয়াউর রহমান
আমার রাজনীতির রূপরেখা

(শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক ইতিহাসে
এ বই একমাত্র মূল রাজনৈতিক দলিল এবং
তাঁর লেখা সংবলিত প্রথম বই।)

পুনঃপ্রকাশনা পৃষ্ঠপোষকতা :
মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর
(মহাসচিব বিএনপি)

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা
এ. কে. এ. ফিরোজ নুন

জ্ঞান বিতরণী

https://nagorikpathagar.org

©
লেখক

তৃতীয় মুদ্রণ
৮৬তম জন্মবার্ষিকী, ২০২২
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১৯ জানুয়ারি, ২০২০
জ্ঞান বিতরণী সংস্করণ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত
অমর একুশে গ্রন্থমেলা-২০১৩

প্রচ্ছদ
সৈয়দ লুৎফুল হক

প্রকাশক
মোহাম্মদ সহিদুল ইসলাম
জ্ঞান বিতরণী
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা)
ঢাকা-১১০০, মোবা. ০১৭১১-০৫৭৮৭২, ০১৯৬৩-৩৩১৩৪৯
gyaanbitoroni007@gmail.com

অক্ষর বিন্যাস
আর. ডি. কম্পিউটার
১৬৪, আর. এম. দাস রোড, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
নিউ এস. আর. প্রিন্টিং প্রেস
২১ আর. এম. দাস রোড, ঢাকা-১১০০

যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২, ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য
আমেরিকা পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
কানাডা পরিবেশক : এটিএন মেগা স্টোর, ২৯৭৬, ড্যামফোর্ত এভিনিউ, টরেন্টো, অন্টারিও, কানাডা

মূল্য
৬০০ টাকা US $ 5.00

AMAR RAJNITEER RUPREKHA
By Ziaur Rhaman
Patronized by Mirza Fakhrul Islam Alamgir
Edited by A. K. A. Firoze Noon
Published by Mohammad Shahidul Islam
Gyan Bitaroni, 38/2-Ka, Banglabazar
Dhaka-1100, Mobile : 01711057872

ISBN : 978-984-90109-9-9

ঘরে বসে জ্ঞান বিতরণী'র বই পেতে ভিজিট করুন–
http://rokomari.com/gyanbitorani ফোনে অর্ডার করতে ০১৫১৯৫২১৯৭১ হট লাইন ১৬২৯৭
www.boibazar.com/Gyan Bitaroni অথবা ফোনে অর্ডার করতে কল করুন ০৯৬১১২৬২০২০

https://nagorikpathagar.org

উৎসর্গ

বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী সংগ্রামী জননেতা
লে. কর্নেল (অব.) আ. স. ম. মোস্তাফিজুর রহমান সাহেবকে
বড় দুর্দিনে বই প্রকাশের ব্যাপারে যার সাহায্য পেয়েছিলাম।

https://nagorikpathagar.org

দলীয় সঙ্গীত

প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ
জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ
বাংলাদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ (২)
আমার আংগিনায় ছড়ানো বিছানো
সোনা সোনা ধূলি কণা
মাটির মমতায় ঘাস ও ফসলের সবুজের আলপনা
আমার তাতেই হয়েছে স্বপ্নের বীজ বোনা।
প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ
জীবন বাংলাদেশ..........(২)
অপরূপ জোছনায় সাজানো রাংগানো
ঝিলি মিলি চাঁদ দোলে
নিবিড় বন-ছায় পিউ পাপিয়া হৃদয়ের তান তোলা
আমার তাতেই রেখেছি শান্তির দীপ জ্বেলে।
প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ
জীবন বাংলাদেশ........(২)
(দলীয় সঙ্গীত গাইবার সময় দয়া করে আপনিও অংশ গ্রহণ করুন।)

https://nagorikpathagar.org

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানের রাহিম

পুনর্মুদ্রণ সংক্রান্ত দু'টি কথা

বাংলাদেশের রাজনীতিতে জিয়াউর রহমান একটি অবিস্মরণীয় নাম। স্বাধীনতার ঘোষণা থেকে শুরু করে স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান দেশের চরম ক্রান্তিকালে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করে দেশকে পুনঃগঠিত করে নব ধারার রাজনীতির সূচনা করে তিনি বাংলাদেশের রাজনীতিতে নিজের জন্য স্থায়ী আসন তৈরি করে নিতে পেরেছেন। রাজনৈতিক নেতৃত্ব যেখানে ব্যর্থ হয়েছে সেখানে জিয়াউর রহমান দেশ ও জাতিকে পথ দেখিয়েছেন। হতাশার অন্ধকার থেকে আশার আলোতে নিয়ে গেছেন।

১৯৭৫ সালে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পর বাংলাদেশের মানুষ যখন গণতন্ত্র হারিয়েছিলো, কথা বলার, মতামত প্রকাশ করার, সংগঠন করার মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার হারিয়েছিলো, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছিলো, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হয়েছিলো, তারপর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরে জিয়াউর রহমানই গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে এনেছিলেন বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনরায় চালু করে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিয়ে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করে তিনি এদেশের মানুষের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। তিনি শুধু স্বাধীনতার ঘোষণাই করেন নি। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস রচনার প্রথম ধাপ হিসেবে দলিলপত্র সংগ্রহ করার প্রকল্প তিনি নিয়েছিলেন।

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর এদেশের সাধারণ সিপাহী-জনতা বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করার জন্যে জিয়াকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলো। জিয়া সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। সকল দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক শক্তিকে একত্র করে উদার গণতান্ত্রিক আধুনিক বাংলাদেশ নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন।

"বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ" দর্শনের প্রবক্তা এই নেতা বাংলাদেশের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে গ্রামে বন্দরে নগরে ছুটে বেরিয়েছেন মানুষকে উৎপাদন উন্নয়নের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে। বাংলাদেশের মানুষ নতুন নেতৃত্বে আশার আলো দেখতে পেয়েছে। ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে একটি আধুনিক সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়বার জন্যে।

ক্ষেতে খামারে কৃষক উৎপাদনের কর্মযজ্ঞে ঝাপিয়ে পড়েছে। বন্ধ হয়ে যাওয়া কল-কারখানাতে শ্রমিকেরা ২ শিফট ৩ শিফটে কাজ করেছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র/ছাত্রীরা লেখাপড়ায় মন দিয়েছে।

দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ অবস্থা থেকে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যে ভরে গেছে কৃষকের উঠান। শিল্পে নতুন বিনিয়োগের সূচনা হয়েছে।

খাল খনন কর্মসূচি, কৃষিতে নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ, গণশিক্ষা, নারী ক্ষমতায়ন, যুবকদের সংগঠিত করা, আজকের পোশাক শিল্পের সূচনা তিনিই করেছিলেন। নব নব

https://nagorikpathagar.org

বিনিয়োগের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বাংলাদেশের অর্থনীতিকে 'তলা বিহীন ঝুড়ি'র অপবাদ থেকে মুক্ত করে একটি সম্ভাবনাময় উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করেছিলেন অতিস্বল্প সময়ে। জিয়ার প্রজ্ঞাসম্পন্ন, দক্ষ নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশ জাতিসংঘে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী জাপানকে পরাজিত করে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়েছিল। ইরান-ইরাক যুদ্ধের অবসানের লক্ষ্যে সেদিন প্রেসিডেন্ট জিয়াকে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ দেওয়া হয়েছিলো।

চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যের সংগে প্রকৃত বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো। তারই স্বীকৃতি হিসেবে তুরস্ক, আলজেরিয়া, মরক্কো ও মালিতে জিয়াউর রহমানের নামে রাস্তার নাম রাখা হয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করে, অর্থনীতিকে সচল করার জন্য তিনি বাংলাদেশ ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকা, ভূটান ও মালদ্বীপকে নিয়ে সার্ক গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন, আজ তারই ফলে সার্ক এখন একটি বাস্তবতা।

দুর্ভাগ্য বাংলাদেশের, এই মহান নেতাকে আমরা বেশি দিন আমাদের মাঝে রাখতে পারিনি। বাংলাদেশের শত্রুরা তাঁকে ১৯৮১ সালে ৩১ মে চট্টগ্রামে হত্যা করে। তাঁর চলে যাওয়ায় বাংলাদেশের অপূরণীয় শূন্যতা সৃষ্টি হয়।

তাঁর সততা ছিল কিংবদন্তীর মতো। মেধা ছিল অসাধারণ। দক্ষতা ছিল অতুলনীয়। সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল বিরল। প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টির জন্য এই ক্ষণজন্মা মানুষটি বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে স্থায়ীভাবে আসন নিয়েছেন। আর সেজন্যই তাঁর শাহাদাতের পরে প্রায় ২০ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণকালের সর্ববৃহৎ নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। আজ এই মহান নেতৃত্বকে জনগণের সামনে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে ব্যবহার করছে আদালতের রায়ের মধ্য দিয়ে, মিথ্যা প্রচারণার মধ্যদিয়ে, ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে এই মহান, সৎ, ত্যাগী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতাকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে উঠে পড়ে লেগেছে ক্ষমতাসীনরা। কিন্তু যার স্থান মানুষের হৃদয়ে চিরস্থায়ী তাঁকে মুছে ফেলা যায় না। এদেশের স্বাধীনতাকামী ও গণতন্ত্রকামী মানুষ যতদিন বাংলাদেশের স্বাধীন পতাকা উড়বে ততদিন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে ।

স্বাধীনতার ঘোষক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তক, আধুনিক স্বনির্ভর বাংলাদেশের রূপকার শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বক্তব্য ও লেখা নিয়ে *"আমার রাজনীতির রূপরেখা"* বইটি পুনরায় প্রকাশিত করার এই উদ্যোগের জন্য 'জ্ঞান বিতরণী'র স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ সহিদুল ইসলামকে আমি ধন্যবাদ জানাই। তিনি একটি জাতীয় দায়িত্ব পালন করেছেন।

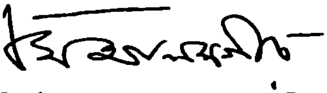

(মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর)
ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব
বিএনপি

https://nagorikpathagar.org

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানের রাহিম

বই প্রসঙ্গে দু'টি কথা

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে প্রথম রাজনৈতিক কর্মী ও দলীয় নেতৃবৃন্দ এবং সংসদ সদস্য/সদস্যা, মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের জন্যে রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করেন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার আগেই। রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করেন ২৭ পুরানা পল্টন অফিসে। এই রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রিন্সিপাল ছিলাম আমি। আর প্রশিক্ষণ কার্যে সর্বদা পরামর্শ, উপদেশ এবং প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় সর্বদিক দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন অধ্যাপক ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই বইয়ের যাবতীয় বিষয়াদি তাঁর জীবিতকালের এবং তাঁরই অনুমোদিত।

আমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে চেষ্টা করেছি তাঁর একান্ত নিজের বিষয়াদি তুলে ধরার। পরবর্তীতে এ ধরনের আরো বই প্রকাশের ইচ্ছা রাখি, কারণ একজন জনপ্রিয় ও ব্যতিক্রমধর্মী নেতার কোন কিছুই যেন হারিয়ে না যায় সময়ের যাঁতাকলে। শহীদ জিয়া ছিলেন একজন বাস্তবধর্মী ও পরিশ্রমী নেতা। যাঁর পরিকল্পনা ছিল সুদূরপ্রসারী। দেশ ও জাতির জন্যে ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। তাঁর লেখাগুলি পড়লে আমরা বুঝতে সক্ষম হবো যে এই নেতার বিশেষত্ব কতটুকু। দেশ ও জাতির জন্যে তাঁর চিন্তা বা ধ্যান-ধারণা ছিলো কতো গুরুত্বপূর্ণ। পরিশেষে বই প্রকাশের ক্ষেত্রে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বর্তমান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য জনাব লেঃ কর্নেল (অব.) আ. স. ম. মোস্তাফিজুর রহমানের সাহায্য ও সহযোগিতা আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। তাছাড়া আরো স্মরণ করছি অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম এবং দৈনিক দেশ-এর প্রতিনিধি আবুল কালাম আজাদ (সরোজ নুন) এবং আমার স্ত্রী মিসেস মোমেনা বেগম (মিলু) এম. এ. এঁরা এই বই প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহপাক সহায় হোন, যাতে এই বইটি প্রিয় পাঠকদের কাছে সমাদৃত হয়। এই বই-এর সবই শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানে নিজের লেখা

https://nagorikpathagar.org

ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বক্তৃতা থেকে নেয়া হয়েছে। যার মূল কপি আমার কাছে রয়েছে। এই বই শহীদ জিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসে একমাত্র মূল রাজনৈতিক দলিল এবং প্রথম প্রকাশিত বই। সেই দুর্দিনে এই বই যখন প্রকাশিত হয়েছিল তখন বইটি ব্যাপকভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বর্তমানে অনেকেই এই বই থেকে লেখাগুলি নিয়ে নিজ নিজ নামে সম্পাদিত দেখিয়ে বই আকারে প্রকাশিত করছেন, যা উচিৎ নয়। এই পর্যন্ত আমার সম্পাদিত চারটি বই প্রকাশিত হয়েছে। অচিরেই জিয়ার অপ্রকাশিত অনেক বিষয় দিয়ে আর একটি বই 'শহীদ জিয়া'র ডায়রী' নামে প্রকাশিত হবে যার মূল ডকুমেন্টসহ সব কিছুই আমার কাছে জমা আছে।

খোদা হাফেজ-

এ. কে. এ. ফিরোজ নুন

https://nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

একটি জাতির জন্ম	:	১৩
'পরিস্থিতি আমাকে টেনে এনেছে'	:	২৬
আমার দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অগ্রগতি	:	৩৩
দলের চেয়ে দেশ বড়	:	৩৯
বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ	:	৫৬
আমাদের পররাষ্ট্রনীতি	:	৬৩
আমাদের পথ	:	৭০
মহিলা সমাজ ও আমাদের রাজনীতি	:	৭৪
অগ্রগতির পথে মহিলা সমাজ	:	৮২
প্রশিক্ষিত কর্মীই রাজনৈতিক দলের প্রাণ	:	৯১
বিশ্ব রাজনীতিতে বাংলাদেশের গুরুত্ব	:	৯৪
স্বনির্ভর বাংলাদেশই আমার রাজনীতির লক্ষ্য	:	৯৮
স্বাধীন জাতির, স্বাধীন উপলব্ধি	:	১০২
জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রবিরোধী কাজে লিপ্ত দেশী-বিদেশী চক্রের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখুন	:	১১৬
আমাদের বর্তমান উৎসর্গিত হোক ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য	:	১১৯
আমার ডায়েরি থেকে	:	১২৮
প্রশিক্ষণ বিষয়ক কিছু নমুনা	:	১৪৮
জনগণ যদি রাজনৈতিক দল হয় তা'হলে আমি সেই দলে আছি	:	১৬৫
জিয়া'র ১৯ দফা কর্মসূচী ও দেশ পুনঃ গঠনের ডাক	:	১৭৩
'আমি জিয়া বলছি' মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা	:	১৭৬
স্বাধীনতার ঘোষক কে? সে প্রশ্ন এখন অবান্তর	:	১৭৮
জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গুরুত্বপূর্ণ দশ দফা প্রস্তাবের উপর ভাষণ-১	:	১৭৯

https://nagorikpathagar.org

চীনে সরকারী সফরে প্রদত্ত জেনারেল জিয়ার ভাষণ–২	:	১৮১
বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দল	:	১৮৫
পার্টির আদর্শ– প্রথম অধ্যায়	:	২০১
পার্টির আদর্শ– দ্বিতীয় অধ্যায়	:	২১৪
পার্টির আদর্শ– তৃতীয় অধ্যায়	:	২২৭
আমার কথা স্মরণীয় ভাষণ থেকে	:	২৩৬
স্মৃতি অম্লান বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানদের শোকবাণী	:	২৬৯
প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যুতে বিশ্বের বিভিন্ন নেতা মর্মাহত	:	২৭৬
জিয়া সেরা নেতা, কার্টার	:	২৭৮
অর্থনৈতিক উন্নয়নে জিয়ার ভূমিকা উত্তম ওয়াশিংটন স্টার	:	২৮০
সোনার গাঁ উইলিয়াম ব্রানিগান/ওয়াশিংটন পোস্ট	:	২৮২

https://nagorikpathagar.org

একটি জাতির জন্ম

[স্বাধীনতার ঘোষক, 'জেড ফোর্স'-এর অধিনায়ক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নিজের লেখা প্রথম রচনা ।]

পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই ঐতিহাসিক ঢাকা নগরীতে মিঃ জিন্নাহ যেদিন ঘোষণা করলেন, "উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা" আমার মতে ঠিক সেদিনই বাঙালী হৃদয়ে অংকুরিত হয়েছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদ। জন্ম হয়েছিল বাঙালী জাতির। পাকিস্তানের স্রষ্টা নিজেই ঠিক সেদিনই অস্বাভাবিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের ধ্বংসের বীজটাও বপন করে গিয়েছিলেন— এই ঢাকার ময়দানেই। এই ঐতিহাসিক নগরী ঢাকাতেই মিঃ জিন্নাহ অত্যন্ত নগ্নভাবে পদদলিত করেছিলেন আমাদের জনগণের জন্মগত অধিকার। আর এই ঐতিহাসিক ঢাকা নগরীতেই চূড়ান্তভাবে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেলো তার সাধের পাকিস্তান। ঢাকা নগরী প্রতিশোধ নিল জিন্নাহ ও তার অনুসারীদের নষ্টামীর। প্রতিশোধ নিল যোগ্যতমভাবেই। মহান নগরী ঢাকা চিরদিন ছিল মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মানবিক মুক্তি সাধনের পীঠস্থান। সে এবারও হয়েছে মুক্তির উৎসরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবার বিশ্বের নির্যাতিত জনতার গর্বের শহর আশার নগরীরূপে।

অতিপ্রিয় মাতৃভূমির মুক্তির আশায় ঢাকা নগরীর বীরজনতা সংগ্রাম করেছে হানাদার দখলদার দস্যু বাহিনীর বিরুদ্ধে। দস্যু বাহিনীর নৃশংসতা আর হত্যার বিরুদ্ধে শির উঁচু করে রুখে দাঁড়িয়েছে ঢাকার মানুষ। সংগ্রাম করেছে দৃঢ়তার সাথে। বর্বর পাকিস্তানী বাহিনী আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছে এই ঢাকা নগরীতেই। এই বীর নগরীর পবিত্র ভূমিতে ফিরে এসেছি আমি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের দিন কয়েকের মধ্যেই। বীর নগরীর পবিত্র মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রথমেই আমি এই সংগ্রামী ঢাকা ও ঢাকাবাসীর উদ্দেশ্যে শির নত করেছি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধায়।

পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণের সপ্তাহ খানেক পরে একজন সাংবাদিক আমাকে বলেছিলেন, সেই দুঃস্বপ্নে ভরা দিনগুলো সম্পর্কে কিছু স্মৃতিকথা লিখতে। আমি একজন সৈনিক। আর লেখা একটি ঈশ্বর প্রদত্ত শিল্প।

https://nagorikpathagar.org

সৈনিকেরা স্বভাবতই সেই বিরল শিল্প ক্ষমতার অধিকারী হয় না। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি ছিল এমনই আবেগধর্মী যে আমাকেও তখন কিছু লিখতে হয়েছিল। তখনই কলম তুলে নিতে হয়েছিল হাতে।

ভারত ভেঙে দু'ভাগ হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল অস্বাভাবিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের। আর তার অব্যবহিত পরেই আমরা চলে গিয়েছিলাম করাচী। সেখানে ১৯৫২ সালে আমি পাশ করি ম্যাট্রিক। যোগদান করি পাকিস্তান সামরিক একাডেমীতে। অফিসার ক্যাডেটরূপে। সেই থেকে অধিকাংশ সময়ই বিভিন্ন স্থানে আমি কাজ করেছি পাকিস্তানী সেনা বাহিনীতে।

স্কুল জীবন থেকেই পাকিস্তানীদের দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতা আমার মনকে পীড়া দিতো। আমি জানতাম, অন্তর দিয়ে ওরা আমাদের ঘৃণা করে। স্কুলজীবনে বহু দিনই শুনেছি আমার স্কুল-বন্ধুদের আলোচনা। তাদের অভিভাবকরা বাড়িতে যা বলতো তাই তারা রোমন্থন করতো স্কুল প্রাঙ্গণে। আমি শুনতাম মাঝে মাঝেই। শুনতাম তাদের আলোচনার প্রধান বিষয় হতো বাংলাদেশকে শোষণ করার বিষয়। পাকিস্তানী তরুণ সমাজকেই শেখানো হতো বাঙালীদের ঘৃণা করতে। বাঙালীদের বিরুদ্ধে একটা ঘৃণার বীজ উপ্ত করে দেওয়া হতো স্কুল ছাত্রদের শিশুমনেই। স্কুলে শিক্ষা দেয়া হতো তাদের— বাঙালীকে নিকৃষ্টতর মানব জাতি রূপে বিবেচনা করতে। অনেকসময় আমি থাকতাম নীরব শ্রোতা। আবার মাঝে মধ্যে প্রত্যাঘাত হানতাম আমিও। সেই স্কুল জীবন থেকেই মনে মনে আমার একটা আকাঙ্খাই লালিত হতো, যদি কখনো দিন আসে, তাহলে এই পাকিস্তানবাদের অস্তিত্বেই আমি আঘাত হানবো। সযত্নে এই ভাবনাটাকে আমি লালন করতাম। আমি বড় হলাম। সময়ের সাথে সাথে আমার সেই কিশোর মনের ভাবনাটাও পরিণত হলো। জোরদার হলো। পাকিস্তানী পশুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার দুর্বারতম আকাঙ্খা দুর্বার হয়ে উঠতো মাঝে মাঝেই। উদগ্র কামনা জাগতো পাকিস্তানের ভিত্তি ভূমিটাকে তছনছ করে দিতে। কিন্তু উপযুক্ত সময় আর স্থানের অপেক্ষায় দমন করতাম সেই আকাঙ্খাকে।

১৯৫২ সালে মশাল জ্বললো আন্দোলনের। ভাষা আন্দোলনের। আমি তখন করাচিতে। দশম শ্রেণীর ছাত্র তখন। পাকিস্তানী সংবাদপত্র, প্রচার মাধ্যমে, পাকিস্তানী বুদ্ধিজীবী, সরকারী কর্মচারী, সেনাবাহিনী, আর জনগণ সবাই সমানভাবে তখন নিন্দা করেছিল বাংলাভাষার, নিন্দা করেছিল বাঙালীদের। তারা এটাকে বলতো, বাঙালী জাতীয়তাবাদ। তাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তারা এটাকে মনে করেছিল এক চক্রান্ত বলে। এক সুরে তাই তারা চেয়েছিল একে ধ্বংস করে দিতে। আহ্বান জানিয়েছিল এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের।

https://nagorikpathagar.org

কেউ বলতো— বাঙালী জাতির মাথা গুঁড়িয়ে দাও। কেউ বলতো— ভেঙে দাও এর শিরদাঁড়া। এর থেকেই আমার তখন ধারণা হয়েছিল, পাকিস্তানীরা বাঙালীদের পায়ের তলায় দাবীয়ে রাখতে চায়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তারা চায় বাঙালীদের উপর ছড়ি ঘুরাতে। কেড়ে নিতে চায় বাঙালীদের অধিকার। একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকরূপে বাঙালীদের মেনে নিতে তারা কুণ্ঠিত।

১৯৫৪ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হলো নির্বাচন। যুক্তফ্রন্টের বিজয় রথের চাকার নীচে পিষ্ট হলো মুসলিম লীগ। বাঙালীদের আশা আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক যুক্তফ্রন্টের বিজয় কেতন উড়লো বাংলায়। আমি তখন দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্যাডেট। আমাদের মনেও জাগলো তখন পুলকের শিহরণ।

যুক্তফ্রন্টের বিরাট সাফল্য আনন্দে উদ্বেলিত হলাম আমরা সবাই। পর্বতঘেরা এ্যাবোটাবাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমরা বাঙালী ক্যাডেটরা আনন্দে হলাম আত্মহারা। খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করলাম সেই বাঁধ ভাঙা আনন্দের তরঙ্গমালা। একাডেমী ক্যাফেটোরিয়ায় নির্বাচনী বিজয় উৎসব করলাম আমরা। এ ছিল আমাদের বাংলা ভাষার জয়, এ ছিল আমাদের অধিকারের জয়, এ ছিল আমাদের আশা আকাঙ্খার জয়, এ ছিল আমাদের জনগণের, আমাদের দেশের এক বিরাট সাফল্য।

এই সময়েই একদিন কতকগুলো পাকিস্তানী ক্যাডেট আমাদের জাতীয় নেতা ও জাতীয় বীরদের গালাগাল করলো। আখ্যায়িত করলো তাদের বিশ্বাসঘাতক বলে। আমরা প্রতিবাদ করলাম। অবতীর্ণ হলাম তাদের সাথে এক উষ্ণতম কথা কাটাকাটিতে। মুখের কথা কাটাকাটিতে এই বিরোধের মীমাংসা হলো না, ঠিক হলো এর ফয়সালা হবে, মুষ্ঠিযুদ্ধের দ্বন্দ্বে। বাঙালীদের জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে বক্সিং গ্লাভস্ হাতে তুলে নিলাম আমি। পাকিস্তানী গোয়ার্তুমীর মান বাঁচাতে এগিয়ে এলো এক পাকিস্তানী ক্যাডেট, নাম তার, লতিফ (পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অর্ডিন্যান্স কোরে এখন সে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)। লতিফ প্রতীক্ষা করলো, আমাকে সে একটু শিক্ষা দেবে। পাকিস্তানের সংহতির বিরুদ্ধে যাতে আর কথা না বলতে পারি সেই ব্যবস্থা নাকি সে করবে।

এই মুষ্ঠিযুদ্ধ দেখতে সেদিন জমা হয়েছিল অনেক দর্শক। তুমুল করতালির মাঝে শুরু হলো মুষ্ঠিযুদ্ধ। বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তানের দুই প্রতিনিধির মধ্যে। লতিফ আর তার পরিষদ দল অকথ্য ভাষায় আমাদের গালাগাল করলো। হুমকি দিলো বহুতর। কিন্তু মুষ্ঠিযুদ্ধ স্থায়ী হলো না ত্রিশ সেকেন্ডের বেশি। পাকিস্তানপন্থী

https://nagorikpathagar.org

আমার প্রতিপক্ষ ধুলোয় লুটিয়ে পড়লো। আবেদন জানালো, সব বিতর্কের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্যে।

এই ঘটনাটি আমার মনে এক গভীর রেখাপাত করেছিল। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীতেও বাঙালী অফিসারদের অনুগত্য ছিল না প্রশ্নাতীত। অবশ্য গুটিকয়েক দালাল ছাড়া। আমাদের ওরা দাবীয়ে রাখতো, অবহেলা করতো আর করতো অসম্মান। দক্ষ ও যোগ্য বাঙালী অফিসার আর সৈনিকদের ভাগ্যে জুটতো না কোন স্বীকৃতি বা পারিতোষিক। জুটতো শুধু অবহেলা আর অবজ্ঞা। আখ্যায়িত করতো আমাদের আওয়ামী লীগের দালাল বলে। একাডেমীর ক্লাশগুলোতে সবসময় বোঝানো হতো,— আওয়ামী লীগ হচ্ছে ভারতের দালাল। পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট করতেই আওয়ামী লীগ সচেষ্ট। এমন কি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই ক্যাডেটদের শেখানো হতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন ওদের (পাকিস্তান) রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শত্রু।

বাঙালী অফিসার ও সৈনিকরা সব সময়ই পরিণত হতো পাকিস্তানী অফিসারদের রাজনৈতিক শিকারে। সব বড় বড় পদগুলো আর লোভনীয় নিয়োগপত্রের শিকেগুলো বরাবরই ছিঁড়তো পাকিস্তানীদের ভাগ্যে। বিদেশে শিক্ষার জন্য পাঠানো হতো না বাঙালী অফিসারদের। আমাদের বলা হতো, ভীরু-কাপুরুষ। আমাদের নাকি ক্ষমতা নেই ভালো সৈনিক হওয়ার। ঐতিহ্য নেই যুদ্ধের, সংগ্রামের।

এরপর এলো আইয়ুবী দশক। আইয়ুব খানের নেতৃত্বে চালিত এক প্রতারণাপূর্ণ, সামরিক শাসনের কালো দশক। এই তথাকথিত উন্নয়ন সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা করার। বাংলাদেশের বীরজনতা অবশ্য বীরত্বের সাথে প্রতিহত করেছে এই হীন প্রচেষ্টা। এ ছিল এক পালা বদলের কাল। এখান থেকেই আমাদের ভাষা সাহিত্য ও শিল্প গ্রহণ করেছে এক নতুন পথ; আমাদের বুদ্ধিজীবীমহল, ছাত্র-জনতা আর প্রচার মাধ্যমগুলো সাংস্কৃতিক বন্ধনকে দৃঢ় করার জন্য পালন করেছে এক বিরাট ভূমিকা। আমাদের দেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য আসন্ন সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে জনগণ ও সৈনিকদের মনোভাবকে গড়ে তোলা আর আন্দোলনে দ্রুততর গতি সঞ্চারণে এদের রয়েছে এক বিরাট অবদান। জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলা একমাত্র উপাদান হচ্ছে এর সংস্কৃতি।

১৯৬৩ সালে আমি ছিলাম সামরিক গোয়েন্দা বিভাগে। সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের তদানীন্তন পরিচালক মেজর জেনারেল নওয়াজেশ আলী মালিক এক সময় আমার এলাকা পরিদর্শন করেন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক

https://nagorikpathagar.org

পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল একদিন। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে কিছুটা উন্নততর করবার অভীপ্সা সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করছিলেন তিনি। এক পর্যায়ে এ ব্যাপারে তিনি আমার অভিমত জানতে চাইলে আমি বললাম,— 'বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যদি ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করা না হয়, তাহলে দেশে প্রশাসন ব্যবস্থা চালু রাখা সরকারের পক্ষে কঠিন হবে।' এর জবাবে তিনি বললেন,— 'বাংলাদেশ যদি স্বয়ম্ভর হয় তাহলে সে আলাদা হয়ে যাবে।' পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় সামরিক কর্তাদের বাংলাদেশ সম্পর্কে এটাই ছিল মনোভাব। অথচ তারাই তখন দেশটা শাসন করছিলেন। তারা চাচ্ছিলেন বাংলাদেশটাকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেউলিয়া করে রাখতে।

১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হচ্ছে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। সে সময়ে আমি ছিলাম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর এমন এক কোম্পানীতে, যার নামে গর্ববোধ করতো সবাই। আমি ছিলাম তেমনি একটা ব্যাটেলিয়ানের কোম্পানী কমান্ডার। সেই ব্যাটেলিয়ান এখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীরও গর্বের বস্তু। খেমকারান রণাঙ্গনের বেদিয়ানে তখন আমরা যুদ্ধ করছিলাম। সেখানে আমার ব্যাটেলিয়ান বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছিল। এই ব্যাটেলিয়ানই লাভ করেছিল পাক বাহিনীর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বাধিক বীরত্ব পদক। ব্যাটেলিয়ানের পুরস্কার বিজয়ী কোম্পানী ছিল আমার কোম্পানী, "আলফা কোম্পানী"। এই কোম্পানী যুদ্ধ করেছিল ভারতীয় সপ্তদশ রাজপুত, উনবিংশ মারাঠা লাইট ইনফ্যান্ট্রি, ষোড়শ পাঞ্জাব ও সপ্তম লাইট ক্যাভালরীর (সাঁজোয়া বহর) বিরুদ্ধে। এই কোম্পানীর জওয়ানরা এককভাবে এবং সম্মিলিতভাবে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে, ঘায়েল করেছে প্রতিপক্ষকে। বহুসংখ্যক প্রতিপক্ষকে হতাহত করে, যুদ্ধবন্দী হিসেবে আটক করে এই কোম্পানী অর্জন করেছিল সৈনিক সুলভ মর্যাদা প্রশংসা করেছিল তাদেরও প্রীতি। যুদ্ধবিরতির সময় বিভিন্ন সুযোগে আমি দেখা করেছিলাম বেশ কিছুসংখ্যক ভারতীয় অফিসার সৈনিকের সাথে। আমি তখন তাদের সাথে কোলাকুলি করেছি, হাত মিলিয়েছি। আমার ভালো লাগতো তাদের সাথে হাত মেলাতে। কেননা আমি তখন দেখেছিলাম, তারাও অত্যন্ত উঁচু মানের সৈনিক। আমরা তখন মত বিনিময় করেছিলাম। সৈনিক হিসেবেই আমাদের মাঝে একটা হৃদ্যতাও গড়ে উঠেছিল, আমরা বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিলাম। এই প্রীতিই দীর্ঘদিন পর বাংলাদেশের হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে পাশাপাশি ভাই-এর মত দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করতে উদ্বুদ্ধ করেছে আমাদের।

https://nagorikpathagar.org

পাকিস্তানীরা ভাবতো বাঙালীরা ভাল সৈনিক নয়। খেমকারানের যুদ্ধে তাদের বদ্ধমূল ধারণা ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। পাকিস্তানী বাহিনীর সবার কাছেই আমরা ছিলাম তখন ঈর্ষার পাত্র। সে যুদ্ধে এমন একটা ঘটনাও ঘটেনি যেখানে বাঙালী জওয়ানরা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেছে। ভারতের সাথে সেই সংঘর্ষে বহুক্ষেত্রে পাকিস্তানীরাই লেজ গুটিয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে। সেই সময় পাকিস্তানীদের সমন্বয়ে গঠিত পাক বাহিনীর এক প্রথম শ্রেণীর সাঁজোয়া ডিভিশনই নিম্নমানের ট্যাংকের অধিকারী ভারতীয় বাহিনীর হাতে নাস্তনাবুদ হয়েছিল। বাঙালী সৈনিকদের ক্ষমতা উপলব্ধি করে হৃদকম্প জেগেছিল তাদের।

এই যুদ্ধে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর বাঙালী পাইলটরাও অর্জন করেছিল প্রচুর সুনাম। এইসব কিছুই চোখ খুলে দিয়েছিল বাঙালী জনগণের। তারাও আস্থাশীল হয়ে উঠেছিল তাদের বাঙালী সৈনিকদের বীরত্বের প্রতি। বাঙালী সৈনিকের বীরত্ব ও দক্ষতার প্রশংসা হয়েছিল তখন বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদপত্রে। উল্লেখ করা হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের নাম। এ নাম আজ বাংলাদেশেরও এক পরম প্রিয় সম্পদ।

এসব কিছুর পরিণতিতে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বাহিনী গ্রহণ করলো এক গোপন পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা ঠিক করলো প্রতিরক্ষা বাহিনীতে বাঙালীদের আনুপাতিক হার কমাতে হবে। তারা তাদের এই গোপন পরিকল্পনা পুরোপুরিভাবে কার্যকরী করলো। কিন্তু এই গোপন তথ্য আমাদের কাছে গোপন ছিল না।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছিল আমাদের মনে। বাঙালী সৈনিকদের মনে। বিমান বাহিনীর বাঙালী জওয়ানদের মনে। আমরা তখনই বুঝেছিলাম, বিশ্বের যে কোন বাহিনীর মোকাবিলাতেই আমরা সক্ষম।

জানুয়ারিতে আমি নিযুক্ত হয়েছিলাম পাকিস্তান সামরিক একাডেমীতে প্রশিক্ষকের পদে। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি একদিন শিক্ষক হলাম। মনে রইলো। শুধু যুদ্ধের স্মৃতি। সামরিক একাডেমীতে শুরু হলো আমরা শিক্ষক জীবন।

সামরিক একাডেমীতে থাকাকালেও আমি সম্মুখীন হয়েছি নানা প্রতিকূল অবস্থার। লাভ করেছি নতুন অভিজ্ঞতা। সেখানে দেখেছি বাঙালী ক্যাডেটদের প্রতি পাকিস্তানীদের একই অবজ্ঞার ঐতিহ্যবাহী প্রতিচ্ছবি। অবৈধ উপায়ে পাকিস্তানীদের দেখেছি বাঙালী ক্যাডেটদের কোণঠাসা করতে। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন যেমন দেখেছি, আমি যখন শিক্ষক হলাম তখনো তেমনিভাবেই বাঙালী ক্যাডেটদের ভাগ্যে জুটতো শুধু অবেহলা অবজ্ঞা আর

https://nagorikpathagar.org

ঘৃণা। আন্তঃসার্ভিস নির্বাচনী বোর্ডে গ্রহণ করা হতো নিম্নমানের বাঙালী ছেলেদের। ভালো ছেলেদের নেওয়া হতো না ক্যাডেটরূপে; রাজনৈতিক মতাদর্শ আর দরিদ্র পরিবারের নামে প্রত্যাখ্যান করা হতো তাদের। এর সবকিছুই আমাকে ব্যথিত করতো। সামরিক একাডেমীতেই পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে আমার মন বিদ্রোহ করলো। একাডেমীর গ্রন্থাগারে সংগৃহীত ছিল সব বিষয়ের ভালো ভালো বই। জ্ঞানার্জনের এই সুযোগ গ্রহণ করলাম। আমি ব্যাপক পড়াশুনা করলাম। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে বৃটিশ ঐতিহাসিকরা এটাকে আখ্যায়িত করেছিল বিদ্রোহ হিসেবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা বিদ্রোহ ছিল না— এটা ছিল এক মুক্তিযুদ্ধ। ভারতের জন্য, স্বাধীনতার যুদ্ধ।

'পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর তথাকথিত সামরিক কর্ম-কর্তাদের সাথেও মাঝে মাঝে আমার আলোচনা হতো। তাদের পরিকল্পনা ছিল আরো কয়েক দশক কোটি কোটি জাগ্রত বাঙালীকে দাবীয়ে রাখার। কিন্তু আমি বিশ্বাস করতাম বাংলাদেশের জনগণ আর ঘুমিয়ে নেই। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের পরিণতিই ছিল এর জ্বলন্ত প্রমাণ। স্বাধীনতার জন্য আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে এটাও ছিল একটা সুস্পষ্ট অঙ্গুলি সংকেত। এই মামলার পরিণতি এক করে দিল বাঙালী সৈনিক নাবিক ও বৈমানিকদের। বাংলাদেশের জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে গেল তারা। তাদের উপর পাকিস্তান সরকারের চাপিয়ে দেওয়া সব বিধিনিষেধ ঝেড়ে ফেলা হলো। এক কণ্ঠে সোচ্চার হলো তারা মাতৃভূমির স্বাধীনতার দাবীতে।

১৯৬৯ সালে এপ্রিল মাসে আমাকে নিয়োগ করা হলো জয়দেবপুরে। ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ানে। আমি ছিলাম সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। আমাদের কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল আবদুল কাইয়ূম ছিল একজন পাকিস্তানী। একদিন ময়মনসিংহের এক ভোজ-সভায় ধমকের সুরে সে ঘোষণা করলো,— 'বাংলাদেশের জনগণ যদি সদাচরণ না করে তাহলে সামরিক আইনের সত্যিকার ও নির্মম বিকাশ এখানে ঘটানো হবে। আর তাতে হবে প্রচুর রক্তাপাত।' এই ভোজ-সভায় কয়েকজন বেসামরিক ভদ্রলোকও উপস্থিত ছিলেন। তাদের মাঝে ছিলেন ময়মনসিংহের তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার জনাব মোকাম্মেল। লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাইয়ুমের এই দম্ভোক্তি আমাদের বিস্মিত করলো। এর আগে কাইয়ূম এক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল। ইসলামাবাদে পাকিস্তানী নীতি নির্ধারকদের সাথে সংযোগ ছিল তার। তার মুখে তার পুরনো প্রভুদের মনের কথাই ভাষা পেয়েছে এটাই আমি ভাবছিলাম। পরবর্তী সময়ে এ ব্যাপারে আমি তাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করি। এবং ওর কথা থেকে আমার কাছে

https://nagorikpathagar.org

এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সে যা বলছে তা জেনেশুনেই বলছে। উপযুক্ত সময়ে কার্যকরী করার জন্য সামরিক ব্যবস্থার এক পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। আর কাইয়ুম সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। আমি এতে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ি। এই সময়ে আমি একদিন চতুর্দশ ডিভিশনের সদর দফতরে যাই। জিএসও— ১ (গোয়েন্দা) লে. কর্নেল তাজ আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের কয়েকজন সম্পর্কে আমার কাছে অনেক কিছু জানতে চায়। আমি তার এসব তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য কি জিজ্ঞেস করি। সে আমাকে জানায় যে তারা বাঙালী নেতাদের জীবনী সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করছে। আমি বারবার তাকে জিজ্ঞেস করি,— 'এসব খুঁটিনাটির প্রয়োজন কি?' এই প্রশ্নের জবাবে সে জানায়,— 'ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক গতিধারায় এগুলো কাজে লাগাবো।' গতিক যে বেশি সুবিধার নয়, তার সাথে আলোচনা করেই আমি তা বুঝতে পারি। সেই বছরেরই সেপ্টেম্বর মাসে চার মাসের জন্য আমি উচ্চতর প্রশিক্ষণে পশ্চিম জার্মানী যাই।

পশ্চিম জার্মানীতে অবস্থানকালে আমি একদিন দেখি সামরিক এ্যাটাচি কর্নেল জুলফিকার সে সময়ের পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কারিগরি এ্যাটাচির সাথে কথা বলছিল। এই ব্যক্তিটি ছিল এক সরলমনা পাঠান অফিসার। তাদের সামনে ছিল করাচীর দৈনিক পত্রিকা 'ডন'-র একটা সংখ্যা। এতে প্রকাশিত হয়েছিল ইয়াহিয়ার ঘোষণা ১৯৭০ সালেই নির্বাচন হবে। সরলমনা পাঠান অফিসারটি বলছিল,— 'নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ ব্যাপকভাবে নির্বাচনে জয়ী হবে, আর সেখানেই হবে পাকিস্তানের সমাপ্তি।'

এর জবাবে কর্নেল জুলফিকার বললো,— 'আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে। কিন্তু কেন্দ্রে সে ক্ষমতা পাবে না। কেননা, অন্যান্য দলগুলো মিলে কেন্দ্রে আওয়ামী লীগকে ছাড়িয়ে যাবে। আমি এটা জেনেই বলছি, এ সম্পর্কে আমার কাছে বিশেষ খবর আছে।'

এরপর আমি বাংলাদেশে এলাম। ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরে আমাকে নিয়োগ করা হলো চট্টগ্রামে। এবার ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটেলিয়নের সেকেন্ড ইন-কমান্ড। এর কয়েক দিন পর আমাকে ঢাকা যেতে হয়। নির্বাচনের সময়টায় আমি ছিলাম ক্যান্টনমেন্টে। প্রথম থেকেই পাকিস্তানী অফিসাররা মনে করতো চূড়ান্ত বিজয় তাদেরই হবে। কিন্তু নির্বাচনের দ্বিতীয় দিনেই তাদের মুখে দেখলাম হতাশার সুস্পষ্ট ছাপ। ঢাকায় অবস্থানকারী পাকিস্তানী সিনিয়র অফিসারদের মুখে দেখলাম আমি আতংকের ছবি। তাদের এই আতংকের কারণও আমার অজানা ছিল না। শীঘ্রই জনগণ গণতন্ত্র ফিরে

https://nagorikpathagar.org

পাবে, এই আশায় আমরা— বাঙালী অফিসাররা তখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম।

চট্টগ্রামে আমরা ব্যস্ত ছিলাম অষ্টম ব্যাটেলিয়ানকে গড়ে তোলার কাজে। এটা ছিল রেজিমেন্টের তরুণতম ব্যাটেলিয়ান। কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের পাকিস্তানে চলে যাওয়ার কথা। তাই অগ্রগামী দল হিসেবে আমাদের দু'শ জন জোয়ান আগেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। বাকীরা ছিল একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের সৈনিক। আমাদের তখন যে সব অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে ছিল, তিনশ' পুরানো ৩০৩ রাইফের, চারটা এলএমজি ও দুটি তিন ইঞ্চি মর্টার। গোলাবারুদের পরিমাণও ছিল নগণ্য। আমাদের এন্টিট্যাংক বা ভারী মেশিনগান ছিল না। ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে বাংলাদেশে যখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিস্ফোরণোম্মুখ হয়ে উঠছিল, তখন আমি একদিন খবর পেলাম, তৃতীয় কমান্ডো ব্যাটেলিয়ানের সৈনিকরা চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিহারীদের বাড়িতে বাস করতে শুরু করেছে। খবর নিয়ে আমি আরো জানলাম, কমান্ডোরা বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ নিয়ে বিহারীদের বাড়িগুলোতে জমা করছে এবং রাতের অন্ধকারে বিপুল সংখ্যায় তরুণ বিহারীদের সামরিক ট্রেনিং দিচ্ছে। এসব কিছু থেকে— এরা যে ভয়াবহ রকমের অশুভ একটা কিছু করবে তার সুস্পষ্ট আভাসই আমরা পেলাম।

এরপর এলো ১লা মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সারা দেশে শুরু হলো ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন। এর পরদিন দাঙ্গা হলো। বিহারীরা হামলা করেছিল এক শান্তিপূর্ণ মিছিলে। এর থেকেই ব্যাপক গোলযোগের সূচনা হলো।

এই সময়ে আমার ব্যাটেলিয়ানের এনসিও-রা আমাকে জানালো, প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিংশতিতম বালুচ রেজিমেন্টের জওয়ানরা বেসামরিক পোশাক পরে বেসামরিক ট্রাকে করে কোথায় যেন যায়। তারা ফিরে আসে আবার শেষ রাতের দিকে। আমি উৎসুক হলাম। লোক লাগালাম খবর নিতে। খবর নিয়ে জানলাম প্রতি রাতেই তারা যায় কতগুলো নির্দিষ্ট বাঙালীপাড়ায়। নির্বিচারে হত্যা করে সেখানে বাঙালীদের। সেই সময় প্রতিদিনই ছুরিকাহত বাঙালীকে হাসপাতালে ভর্তি হতেও শোনা যায়।

এই সময়ে আমাদের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল জানজুয়া আমার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখার জন্যেও লোক লাগায়। মাঝে মাঝেই তার লোকেরা যেয়ে আমার সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে শুরু করে। আমরা তখন

https://nagorikpathagar.org

আশংকা করছিলাম, আমাদের হয়ত নিরস্ত্র করা হবে। আমি আমার মনোভাব দমন করে কাজ করে যাই এবং তাদের উদ্যোগ ব্যর্থ করে দেয়ার সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করি। এসময় বাঙালী হত্যা ও বাঙালী দোকান পাটে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ক্রমেই বাড়তে থাকে।

আমাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করা হলে আমি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবো কর্নেল (তখন মেজর) শওকত-ও আমার কাছে তা জানতে চান। ক্যাপ্টেন শমসের মবিন এবং মেজর খালেকুজ্জামান আমাকে জানান যে স্বাধীনতার জন্য আমি যদি অস্ত্র তুলে নেই তাহলে তারাও দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না। ক্যাপ্টেন ওলি আহমদ আমাদের মাঝে এসব খবর আদান-প্রদান করতেন। জেসিও এবং এনসিওরা-ও দলে দলে বিভক্ত হয়ে আমার কাছে বিভিন্ন স্থানে জমা হয়ে আসতে থাকে। তারাও আমাদের জানায় যে কিছু একটা না করলে বাঙালী জাতি চিরদিনের জন্যে দাসে পরিণত হবে। আমি নীরবে তাদের কথা শুনতাম। কিন্তু আমি ঠিক করেছিলাম উপযুক্ত সময় এলেই আমি মুখ খুলবো। সম্ভবত ৪ঠা মার্চে আমি ক্যাপ্টেন ওলি আহমদকে ডেকে নেই। আমাদের ছিল সেটা প্রথম বৈঠক। আমি তাকে সোজাসুজি বললাম, — 'সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। আমাদের সব সময় সতর্ক থাকতে হবে।' ক্যাপ্টেন আহমদও আমার সাথে একমত হন। আমরা পরিকল্পনা তৈরি করি এবং প্রতিদিনই আলোচনা বৈঠকে মিলিত হতে শুরু করি।

৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক 'গ্রীন সিগন্যাল' মনে হলো। আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিলাম। কিন্তু তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে তা জানালাম না। বাঙালী ও পাকিস্তানী সৈনিকদের মাঝেও উত্তেজনা ক্রমেই চরমে উঠছিল।

১৩ই মার্চ শুরু হলো বঙ্গবন্ধুর সাথে ইয়াহিয়ার আলোচনা। আমরা সবাই ক্ষণিকের জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমরা আশা করলাম, পাকিস্তানী নেতারা যুক্তি মানবে এবং পরিস্থিতির উন্নতি হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পাকিস্তানীদের সামরিক প্রস্তুতি হ্রাস না পেয়ে দিন দিনই বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো। প্রতিদিনই পাকিস্তান থেকে সৈন্য আমদানী করা হলো। বিভিন্ন স্থানে জমা হতে থাকলো অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ। সিনিয়র পাকিস্তানী সামরিক অফিসাররা সন্দেহজনকভাবে বিভিন্ন গ্যারিসনে আসা যাওয়া শুরু করলো। চট্টগ্রাম নৌবাহিনীরও শক্তি বৃদ্ধি করা হলো।

১৭ই মার্চ স্টেডিয়ামে হাব-আরসি-র লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম. আর. চৌধুরী, আমি, ক্যাপ্টেন ওলি আহমেদ ও মেজর আমিন চৌধুরী এক গোপন

https://nagorikpathagar.org

বৈঠকে মিলিত হলাম। এক চূড়ান্ত যুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম। লেঃ কর্নেল চৌধুরীকে অনুরোধ করলাম নেতৃত্ব দিতে।

দুদিন পর ইপিআর-এর ক্যাপ্টেন (এখন মেজর) রফিক আমার বাসায় গেলেন বেঙ্গল ইপিআর বাহিনীকে আমাদের সঙ্গে নেয়ার প্রস্তাব দিলেন। আমরা ইপিআর বাহিনীকে আমাদের পরিকল্পনাভুক্ত করলাম।

এর মধ্যে পাকিস্তানী বাহিনীও সামরিক তৎপরতা শুরু করার চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। ২১ মার্চ জেনারেল আবদুল হামিদ খান গেল চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে। চট্টগ্রামে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নই তার এই সফরের উদ্দেশ্য। সেদিন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারের ভোজ-সভায় জেনারেল হামিদ ২০তম বেলুচ রেজিমেন্ট কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফাতমীকে বললো,— 'ফাতমী, সংক্ষেপে ক্ষিপ্রগতিতে আর যত কম সম্ভব লোক ক্ষয় করে কাজ করতে হবে।' আমি এই কথাগুলো শুনেছিলাম।

২৪শে মার্চ ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ঢাকা চলে এলেন। সন্ধ্যায় পাকিস্তানী বাহিনী শক্তিযোগে চট্টগ্রাম বন্দরে যাওয়ার পথ করে নিল। যুদ্ধ জাহাজ সোয়াত থেকে অস্ত্র নামানোর জন্যেই ছিল তাদের এই অভিযান।

পথে জনতার সাথে ঘটলো ওদের কয়েক দফা সংঘর্ষ। এতে আহত হলো বিপুল সংখ্যক বাঙালী। সশস্ত্র সংগ্রাম যে কোন মুহূর্তে শুরু হতে পারে এটা আমরা ধরেই নিয়েছিলাম। মানসিক দিক দিয়ে আমরা ছিলাম প্রস্তুত। পরদিন আমরা পথের ব্যারিকেড অপসারণের কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

তারপর এলো সেই কালো রাত। ২৫শ ও ২৬শে মার্চের মধ্যবর্তী কালো রাত। রাত ১টায় আমার কমান্ডিং অফিসার আদেশ দিলো নৌবাহিনীর ট্রাকে করে চট্টগ্রাম বন্দরে যেয়ে জেনারেল আনসারীর কাছে রিপোর্ট করতে। আমার সাথে নৌবাহিনীর (পাকিস্তানী) প্রহরী থাকবে তাও জানানো হলো। আর আমি ইচ্ছা করলে আমার সাথে তিনজন লোক নিয়ে যেতে পারি।

তবে আমার সাথে আমারই ব্যাটেলিয়ানের একজন পাকিস্তানী অফিসারও থাকবে। অবশ্য কমান্ডিং অফিসারের মতে সে যাবে আমাকে গার্ড দিতেই।

এ আদেশ পালন করা আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। আমি বন্দরে যাচ্ছি কিনা তা দেখার জন্য একজন লোক ছিল। আর বন্দরে শবরীর ('শবরীর' শব্দটির অর্থ আমি বুঝতে পারিনি/ জর্জ) মত প্রতীক্ষায় ছিল জেনারেল আনসারী। হয়তো বা আমাকে চিরকালের মতো স্বাগত জানাতে।

আমরা বন্দরের পথে বেরোলাম। আগ্রাবাদে আমাদের থামতে হলো। পথে ছিল ব্যারিকেড। এই সময়ে সেখানে এলো মেজর খালেকুজ্জামান চৌধুরী।

https://nagorikpathagar.org

ক্যাপ্টেন ওলি আহমদের কাছ থেকে এক বার্তা এসেছে। আমি রাস্তায় হাঁটছিলাম। খালেক আমাকে একটু দূরে নিয়ে গেল। কানে কানে বললো, — 'তারা ক্যান্টনমেন্ট ও শহরে সামরিক তৎপরতা শুরু করেছে। বহু বাঙালীকে ওরা হত্যা করেছে।'

এটা ছিল একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত সময়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমি বললাম,— "আমরা বিদ্রোহ করলাম। তুমি ষোলশহর বাজারে যাও। পাকিস্তানী অফিসারদের গ্রেফতার করো। ওলি আহমেদকে বলো ব্যাটেলিয়ান তৈরি রাখতে, আমি আসছি।"

আমি নৌবাহিনীর ট্রাকের কাছে ফিরে গেলাম। পাকিস্তানী অফিসার, নৌবাহিনীর চীফ পেটি অফিসার ও ড্রাইভারকে জানালাম যে আমাদের আর বন্দরে যাওয়ার দরকার নেই।

এতে তাদের মনে কোন প্রতিক্রিয়া হলো না দেখে আমি পাঞ্জাবী ড্রাইভারকে ট্রাক ঘুরাতে বললাম। ভাগ্য ভালো, সে আমার আদেশ মানলো। আমরা আবার ফিরে চললাম। ষোলশহর বাজারে পৌঁছেই আমি গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে একটা রাইফেল তুলে নিলাম পাকিস্তানী অফিসারটির দিকে তাক করে।

সে আমার কথা মানলো। পরে বললাম,— 'হাত তুলো। আমি তোমাকে গ্রেফতার করলাম।' নৌবাহিনীর লোকেরা এতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো। এক মুহূর্তেই আমি নৌবাহিনীর অফিসারের দিকে রাইফেল তাক করলাম। তারা ছিল আটজন। সবাই আমার নির্দেশ মানলো এবং অস্ত্র ফেলে দিল।

আমি কমান্ডিং অফিসারের জীপ নিয়ে তার বাসার দিকে রওয়ানা দিলাম। তার বাসায় পৌঁছে হাত রাখলাম কলিং বেলে। কমান্ডিং অফিসার পাজামা পরেই বেরিয়ে এলো। খুলে দিল দরজা। ক্ষিপ্রগতিতে আমি ঘরে ঢুকে পড়লাম এবং গলা শুদ্ধ তার কলার টেনে ধরলাম।

দ্রুতগতিতে আবার দরজা খুলে কর্নেলকে আমি বাইরে টেনে আনলাম। বললাম,— 'বন্দরে পাঠিয়ে আমাকে মারতে চেয়েছিল? এই তোমাকে গ্রেফতার করলাম। এখন লক্ষ্মী সোনার মতো আমার সঙ্গে এসো।'

সে আমার কথা মানলো। আমি তাকে ব্যাটেলিয়ানে নিয়ে এলাম। অফিসারদের মেসে যাওয়ার পথে আমি কর্নেল শওকতকে (এখন মেজর) ডাকলাম। তাকে জানালাম, 'আমরা বিদ্রোহ করেছি।' শওকত আমার হাতে হাত মিলালো।

https://nagorikpathagar.org

ব্যাটেলিয়ানে ফিরে দেখলাম সমস্ত পাকিস্তানী অফিসারকে বন্দী করে একটা ঘরে রাখা হয়েছে। আমি অফিসে গেলাম। চেষ্টা করলাম। লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম. আর চৌধুরীর সাথে আর মেজর রফিকের সাথে যোগাযোগ করতে। কিন্তু পারলাম না। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। তারপর রিং করলাম বেসামরিক বিভাগের টেলিফোন অপারেটরকে। তাকে অনুরোধ জানালাম— ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, কমিশনার, ডি-আই. জি ও আওয়ামী লীগ নেতাদের জানাতে যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটেলিয়ান বিদ্রোহ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবে তারা।

এদের সবার সাথেই আমি টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কাউকে পাইনি। তাই টেলিফোন অপারেটরের মাধ্যমেই আমি তাঁদের খবর দিতে চেয়েছিলাম। অপারেটর সানন্দে আমার অনুরোধ রক্ষা করতে রাজী হলো।

সময় ছিল অতি মূল্যবান। আমি ব্যাটেলিয়ানের অফিসার, জেসিও আর জোয়ানদের ডাকলাম। তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলাম। তারা সবই জানতো। আমি সংক্ষেপে সব বললাম এবং তাদের নির্দেশ দিলাম সশস্ত্রসংগ্রামে অবতীর্ণ হতে। তারা সর্বসম্মতিক্রমে হৃষ্টচিত্তে এ আদেশ মেনে নিলো। আমি তাদের একটা সাময়িক পরিকল্পনা দিলাম।

তখন রাত ২টা বেজে ১৫ মিনিট ২৬শে মার্চ। ১৯৭১ সাল। রক্ত আখরে বাঙালীর হৃদয়ে লেখা একটি দিন। বাংলাদেশের জনগণ চিরদিন স্মরণে রাখতে ভালোবাসবে। এই দিনটিকে তারা কোনোদিন ভুলবে না। কো-ন-দি-ন-না।

https://nagorikpathagar.org

'পরিস্থিতি আমাকে টেনে এনেছে'

প্রেসিডেন্ট জিয়া ছিলেন সমুদ্রতটে আছড়ে পড়া সাগরের উত্তাল তরঙ্গের মতো প্রাণচঞ্চল, "তলাবিহীন ঝুড়িতে" নতুন শস্য ঢেলে ঝুড়িটার তলা মেরামত করতে চেয়েছিলেন। তিনি দেশময় জাগিয়ে তুলেছিলেন কর্মোদ্যম এবং কর্মযোগের এক নবজাগরণ, কাজ-কাজ-কাজ এই ছিল তার ডাক। বর্ধিত উৎপাদন প্রয়াসকে তিনি সংযোজন করেছিলেন এদেশের রাজনীতিতে। সেটার তিনি নাম দিয়েছিলেন উৎপাদনের রাজনীতি। এ কথায় যে যে বাস্তব সমস্যার সঙ্গে এদেশ প্রত্যহ মুখোমুখি হচ্ছে, সেগুলিকে চিহ্নিত করেছিলেন, ডাক দিয়েছিলেন বিপ্লবের। বলেছিলেন এ বিপ্লব হবে শান্তিপূর্ণ। রাজনীতির ক্ষেত্রে ছিল না তার কোন আড়ষ্টতা। সাফল্য আর ব্যর্থতার খতিয়ান নয়— তাঁর উদ্যোগের পিছনে সক্রিয় নিষ্ঠা এবং সৎ প্রয়াসকে আজ সবাই অভিনন্দন জানাচ্ছে। বিশ্বের নেতৃস্থানীয় পত্র-পত্রিকায় আজ অবধি চলছে তারই স্বীকৃতি।

১৯৭৯ সালের অক্টোবর মাসে ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ'র প্রতিনিধি রতনি টাস্কার বাংলাদেশ সফর করেন এবং প্রেসিডেন্ট জিয়ার এক সাক্ষাৎকার নেন। সফর শেষে রতনি টাস্কার তাঁর পত্রিকায় লিখেছেন যে, জিয়ার প্রধান সম্পদ হল তাঁর ব্যক্তিগত সততা। সমালোচকরাও তার সততা এবং নিষ্ঠা সম্পর্কে একমত। তাঁর পরিবারের সদস্য এবং আত্মীয়স্বজন কোথাও তাঁর নাম ভাঙ্গিয়ে ব্যক্তিগত ফায়দা লুটার চেষ্টা করেছেন এমন কথা কেউ বলতে পারবে না। রতনি টাস্কার ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউতে '৭৫ সালের পর বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং জিয়ার সূচিত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার উপর মন্তব্য সূচক এক দীর্ঘ প্রতিবেদন তুলে ধরেন এবং এক অধ্যায়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সম্পদ প্রাপ্তির সম্ভাব্যতা নিয়েও এক দীর্ঘ আলোচনা করেন। নিম্নে প্রেসিডেন্ট জিয়ার সঙ্গে তাঁর কর্মসূচীর ব্যাখ্যা সম্বলিত গৃহীত সাক্ষাৎকারটি দেয়া হল :

রতনি টাস্কার : মুজিবের পতনের পর আপনি এক পর্যায়ে পূর্ণ ক্ষমতা গ্রহণ করে বলেছিলেন, সামরিক বাহিনী ও আপনি নিজে শিগগিরই ব্যারাকে ফিরে

https://nagorikpathagar.org

যাবেন এবং বেসামরিক প্রশাসনের পথ তৈরি করে দিবেন। এখন আপনি নেতা হিসেবে থেকে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখলেন কেন?

জিয়াউর রহমান : সে সময় (আগস্ট ১৯৭৫) .... কি ঘটতে যাচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তা আমাদের জানা ছিল না। তখন আমি উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। সময় গড়িয়ে পরিস্থিতি আমাকে টেনে আনে। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, এমন একটা কিছু যেন রয়েছে, যা আমাকে টেনে ধরছে। এরপর গণভোট এবং পরবর্তী পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করি। এরপর কয়েকটি দলকে একক একীভূত করে (বিএনপি) পার্লামেন্ট নির্বাচন এগিয়ে যায়। সামরিক আইন তুলে নেয়া হয়। দেশে এখন সম্পূর্ণ বেসামরিক সরকার ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু হয়েছে।

রতনি টাস্কার : শাসনতন্ত্রের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে গণতন্ত্রের পরিবর্তে সামরিক আইন বলে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহকে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। একথা সত্য নয় কি?

জিয়াউর রহমান : এ বক্তব্যে কোন যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না। সে সময় সামরিক আইন মোতাবেক আমরা কিছু পদক্ষেপ নেই। সামরিক আইন যখন বেসামরিক সরকার কায়েমে পথ তৈরি করে দেয় সামরিক সরকার তখন এগুলিকে বৈধ করার জন্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পার্লামেন্টে আইন প্রণয়ন করে এবং পদক্ষেপসমূহকে এভাবেই সঙ্গত করে নেয়। পঞ্চম সংশোধনী পার্লামেন্টে আলোচনা ও অনুমোদিত হয়েছে। তাই এটা বৈধ।

রতনি টাস্কার : বিরোধী দলসমূহকে খণ্ডবিখণ্ডিত মনে হচ্ছে। এটা কি সুস্থ অবস্থা বলে আপনি মনে করেন। পূর্ণ গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিতে এ অবস্থা কি আপনার ইচ্ছার প্রমাণ করে?

জিয়াউর রহমান : আওয়ামী লীগ এর আগে ক্ষমতাসীন ছিল। এদের সংগঠন বড়। দলের অভ্যন্তরে কোন্দলের অনিবার্য পরিণতিতে তারা এ অবস্থার সম্মুখীন বলে আমি মনে করি। অন্যান্য দলের বেলায়ও এই একই কারণ। তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে আমরা তাদের মতামত নেই।

রতনি টাস্কার : আপনার মন্ত্রিসভা এবং দলে শেখ মুজিবের এক সময়কার সমর্থক এবং তার পতনে কাজ করেছে এই উভয় ধরনের লোক রয়েছে। এটা বিস্ময়কর নয় কি?

https://nagorikpathagar.org

জিয়াউর রহমান : আমাদের সঙ্গে অনেক লোক আছে যারা এর আগে অন্যান্য দলে ছিল। অনেক লোককে বিন্যাস্ত করে আমাদের এই দল গড়ে ওঠে, জনগণের মধ্যেই এই শিকড়, এই দলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী রয়েছে। আমরা দ্রুত গতিতে দেশব্যাপী এই দল সংগঠিত করি। কর্মসূচী ব্যাখ্যা করে কর্মী পর্যায়ে দলের অনেক সভা সম্মেলন হচ্ছে। জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং অর্থনৈতিক উৎপাদনের দিকে এগিয়ে নেয়াই এ রাজনৈতিক তৎপরতার লক্ষ্য। একমাত্র এই প্রতিক্রিয়াই দেশের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। আমাদের দল সুসংগঠিত। কাজেই তা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সমাজের সর্বস্তরের জনগণকে অংশগ্রহণ করাতে সক্ষম। তাদের সকলকে আমরা দলে একটি রাজনৈতিক প্লাটফরম দিয়েছি। দলীয় প্লাটফরমের মাধ্যমে আমরা তাদের জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করানোর জন্যে সংগঠিত করতে চাই। সার্বিক জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে সমাজের বিভিন্ন জনগণ একটি রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা প্রাপ্তির মাধ্যমে যাতে নিজেদের সংগঠিত ও কর্মতৎপর করতে পারে তজ্জন্য কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক ও নারী সমাজকে একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী দিয়েছি, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও আমাদের কর্মসূচী রয়েছে।

রতনি টাস্কার : আপনার সরকারের কয়েকজন সদস্যদের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী বাহিনীর দালালী করার অভিযোগ আছে। আপনি তা কি স্বীকার করেন?

জিয়াউর রহমান : কিছুসংখ্যক লোক আমাদের দলের কয়েকজনের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলে থাকে। তাদের এ ব্যাপারে তথ্য দেয়ার কথা বললে তারা কেউ সুনির্দিষ্ট কোন প্রমাণ দিতে বা কিছু বলতে পারে না। কাজেই কোন কিছু সঠিকভাবে না জেনে শুনে কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করাকে আমি সঠিক মনে করি না।

রতনি টাস্কার : আপনার কিছুসংখ্যক সমালোচক বলছে যে আপনি নিজের অবস্থানকে সংহত করার কাজে ব্যস্ত, ফলে পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী অবহেলিত হচ্ছে।

জিয়াউর রহমান : আমরা যা করছি তা হলো দলীয় নেতৃত্ব গড়ে তোলার প্রচেষ্টা ... কেননা আমাদের এই দেশে জাতীয় পর্যায়সহ বিভিন্ন স্তরে নেতৃত্বের অভাব রয়েছে। আমাদের একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী আছে। তা

https://nagorikpathagar.org

বাস্তবায়ন এবং জাতীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে সে অনুসারে দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার জন্য দলের একটি নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও রয়েছে। দলীয় নেতৃবর্গ এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্মীগণ এতে প্রশিক্ষণ নেয়। দেশে কোন দলের এ ধরনের নিজস্ব কেন্দ্র এই প্রথম।

আপনি জানেন প্রাথমিক অবস্থায় দেশকে সামনে এগিয়ে নেয়ার কাজে উন্নয়ন কলা-কৌশলের দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি ও সাংগঠনিক ভিত গড়ে তোলা কত কঠিন কাজ। গত দু'বছরে উন্নয়ন দ্বিগুণ হয়েছে। প্রত্যেক সেক্টরকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। দেশকে সামরিক শাসন থেকে আমরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ফিরিয়ে এনেছি।

... মনে হয় আপনি অবগত আছেন যে, সেনাবাহিনীর কোন লোক সামরিক আইন জারি করেনি। আওয়ামী লীগের একজন রাজনৈতিক নেতা (সাবেক প্রেসিডেন্ট খোন্দকার মোশতাক) এই কাজটি করেন। পরিস্থিতি তাই ছিল এবং সশস্ত্র বাহিনীর কাঁধের ওপর তা এসে পড়ে।

রতনি টাস্কার : দুর্নীতি এখনো শংকার কারণ কি?

জিয়াউর রহমান : হ্যাঁ! সব সময়ই দেশে ব্যাপক দুর্নীতি চালু আছে। সারা বিশ্বেও আমি তাই দেখছি। দুর্নীতির নয়া নয়া পন্থা দেখা যাচ্ছে। লোকজন বাইরে যাচ্ছে আর দুর্নীতির নয়া কৌশল শিখছে। আপনি জানেন, আমরা প্রশাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাচ্ছি। এতে আরো কিছু সময় লাগবে। দেশকে রাজনৈতিকভাবেই আমরা সংগঠিত করছি। প্রশাসনের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। এ ভারসাম্য হবে প্রশাসনে জনগণের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে।

রতনি টাস্কার : বাংলাদেশ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন সংস্থার গুরুত্ব বাড়াতে চায় বলে মনে হয়। আপনাদের বর্তমান পররাষ্ট্রনীতি বিশেষতঃ সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের সঙ্গে সম্পর্ক কি?

জিয়াউর রহমান : ১৯৭৫ সাল থেকে আমরা আরো অনেক দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে কাজ করেছি। প্রত্যেকের সঙ্গে আমাদের ভালো সম্পর্ক রয়েছে। প্রত্যেক দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। ১৯৭৫ সালের পর চীন, সউদী আরব, কোরিয়া, পাকিস্তান এবং অপর দু'একটি দেশের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফিলিপাইন ও জর্ডানে

https://nagorikpathagar.org

শিগগিরই আমাদের মিশন খোলা হবে। আমাদের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য হলো মৈত্রীর বিস্তার এবং এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা। দেশে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য আমরা এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা চাই। অর্থনৈতিক উন্নয়নে এটা অপরিহার্য। কোন শক্তি জোটের পক্ষাবলম্বন না করে এই অঞ্চলের প্রত্যেক দেশের সঙ্গে সুসম্পর্কের মাধ্যমেই তা অর্জন করা যাবে।

রতনি টাস্কার : এর মানে কি মুজিব শাসনামলের সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে বিদ্যমান বিশেষ সম্পর্ক থেকে আপনি সরে যাচ্ছেন?

জিয়াউর রহমান : তা আমি মনে করি না। সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক রয়েছে। তারা এখানে কয়েকটি প্রকল্পে অংশ নিচ্ছে। উভয় দেশের মধ্যে সময়ে সময়ে প্রতিনিধি দল বিনিময় হচ্ছে।

রতনি টাস্কার : ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে আপনি নয়াদিল্লীর সদিচ্ছার উপর বাংলাদেশের আস্থা কমিয়ে আনতে চান?

জিয়াউর রহমান : ভারতের সঙ্গে দু'তিন বছরে বাণিজ্য বেড়েছে। তাদের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক বিদ্যমান... উভয় দেশের মধ্যে মন্ত্রী পর্যায়ের এক যৌথ কমিশন রয়েছে। গঙ্গা অববাহিকার পানির যৌথ ব্যবহারে একটি দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তি প্রণয়নে এটা কাজ করছে। আমরা আশা রাখি শিগগিরই এ ব্যাপারে দীর্ঘ মেয়াদী সমাধান পাওয়া যাবে।

রতনি টাস্কার : চলতি সালে খরায় ফসলের মারাত্মক ক্ষতি হওয়ায় বাজেটের অধিকাংশ অর্থ খাদ্য ক্রয়ে ব্যয় করা হচ্ছে। এতে কি দেশের সাধারণ অর্থনীতি ক্ষতির সম্মুখীন হবে না?

জিয়াউর রহমান : খরার ফলে ক্ষয়ক্ষতি ব্যাপক। পরিস্থিতির মোকাবিলায় আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। এর ফলে আমাদের উন্নয়ন কর্মসূচী যাতে ব্যাহত না হয় পাশাপাশি তারও ব্যবস্থা নিয়েছি। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও পল্লী উন্নয়নে আমরা অতিরিক্ত প্রকল্প গ্রহণ করেছি। আপনি জানেন যে, লুসাকা (কমনওয়েলথ শীর্ষ বৈঠকে) এবং হাভানায় (জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ বৈঠকে) আমরা খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছি। হাভানা বৈঠকে তা গৃহীত এবং বাংলাদেশ এর সমন্বয়কারী দেশ হিসেবে মনোনীত হয়েছে। এটা আমাদের জন্যে অত্যন্ত সুখবর। কৃষি উন্নয়নে কিছু বিদেশী তহবিলের সঙ্গে আমরা যোগসূত্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নিচ্ছি। কৃষিখাত এবং খনিজ, গ্যাস ও তেল আহরণের বিশেষ

https://nagorikpathagar.org

বিশেষ প্রকল্পসমূহের জন্যে আমাদের দেশি মুদ্রারও অভাব রয়েছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

রতনি টাস্কার : আপনি খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশের স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পারায় এমন কি উদ্বৃত্ত খাদ্য রফতানির কথাও বলেন, কৃষিখাতে বিশেষতঃ যখন বিনিয়োগে মন্থর বলে শোনা যাচ্ছে তখন এই লক্ষ্য অর্জনের আশা কি উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয়?

জিয়াউর রহমান : কৃষিখাতে বিনিয়োগ ধীরগতিসম্পন্ন হয়ে পড়েছে কথাটি সঠিক নয়। সমস্যা ব্যাপক তাই সব কিছুকে সংগঠিত করা কষ্টসাপেক্ষ। কিন্তু আমরা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছি যেখান থেকে আমরা সঠিকভাবে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারবো।

রতনি টাস্কার : বৈদেশিক ঋণের ওপর আপনি ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং দাতাদেশগুলি অনির্দিষ্টকালের জন্যে বাংলাদেশে তহবিল যোগান অব্যাহত রাখবে বলে আপনি মনে করেন?

জিয়াউর রহমান : এ পর্যন্ত আমাদের খুবই অসুবিধাজনক সময় ছিল। শূন্য থেকেই আমরা শুরু করেছি। এখন আমরা আরো অধিক বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার মতো অবস্থায় পৌঁছেছি। উদাহরণ স্বরূপ কৃষিখাতের কথা বলা যায়। আমরা কৃষিকে এগিয়ে নিতে চাই এই কারণে যে, এ খাতে পর্যাপ্ত উদ্বৃত্ত উৎপাদন করে তা রফতানি করা সম্ভব। আগামী ৩ বছরের মধ্যে এই খাতে আমাদের চাহিদা পূরণ করে রফতানির সমতা অর্জন করা যাবে। এখন অসম্ভব মনে হলেও তা সঠিক নয়।

রতনি টাস্কার : ২.৫—৩% হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির আলোকে জনগণের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মশাসনে আপনি কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন?

জিয়াউর রহমান : ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন পরিকল্পনাই ছিল না এবং কিছুই হয়নি। ১৯৭৫ সালের পর গ্রামে পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পে কাজ করার জন্যে আমরা বহুসংখ্যক নারী-পুরুষকে প্রশিক্ষণ দেই। এখন পল্লী এলাকায় ৩৮ হাজার পরিবার পরিকল্পনা কর্মী নিয়োজিত হয়েছে। তবে তাদের তত্ত্বাবধান পর্যাপ্ত নয়। তাদেরকে দিয়ে কার্যকরভাবে কাজ করানোর জন্যে আমরা তাদের নিয়ন্ত্রণ ও কাজের খতিয়ান নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। বহুসংখ্যক নারী পুরুষ জন্মশাসন অপারেশনের জন্যে আসছে এবং তাদের এই সুযোগ-সুবিধা দিতে আমরা সক্ষম হচ্ছি।

https://nagorikpathagar.org

এটা একটি স্পর্শকাতর এলাকা, রাতারাতি এখানে বৈপ্লবিক কিছু করা যাবে না। জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার কাজে আমরা পর্যায়ক্রমে এগুচ্ছি এবং তার ফলাফল পাচ্ছি। জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে আমরা এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছি। কেননা, এই শতাব্দীর শেষে এই জনসংখ্যা সর্বোচ্চ দশ কোটিতে সীমিত রাখতে হবে। অন্যথায় দেশের জন্যে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হবে।

রতনি টাস্কার : ইরান ও পাকিস্তানের ইসলামী পুনরুজ্জীবন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম কি? এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু বলুন।

জিয়াউর রহমান : ১৯৭৭ সালে আমরা শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করে ইসলামী বিধান সংযোজন করি। আমরা জাতীয় জীবনে ধর্মকে যথাযথ গুরুত্ব দেই। আমাদের জনগণ খুব ধার্মিক ... এদেশের ন্যায় এত মসজিদ অন্য কোন মুসলিম দেশে আছে বলে আমার মনে হয় না। আমরা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ ও পুনর্গঠন করছি। দেশে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হতে যাচ্ছে।

https://nagorikpathagar.org

আমার দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অগ্রগতি

আগের রাজনীতি এখন আর চলে না। এখন আরো শক্ত রাজনীতি করতে হবে। এই ধারায় যারা টিকতে পারবে না তারা থাকতে পারবেন না।

এখন আমরা একটি বিশেষ রাজনৈতিক ধারা বা প্রক্রিয়ায় এসে উপনীত হয়েছি। আমাদের দলীয় কর্মসূচী মানুষের মাঝে সাড়া জাগিয়েছে। মানুষ মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছে। তারা ক্ষেতে-খামারে, কলে-কারখানায় সুফল পেতে শুরু করেছে। আমাদের দল গ্রামে-গঞ্জে সুসংগঠিত হয়েছে। আমাদের আরো ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত হতে হবে।

১৯৭১ সালে যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধারা চলে আসছে তারও বহু আগে থেকে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ইতিহাস বহুদিনের। কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাস অল্পদিনের। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ইতিহাস পূর্ণরূপ ধারণ করে এবং একটি প্রক্রিয়ায় ধাপে ধাপে দেশে এবং আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আরো শক্তিশালী হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করেছিল। সেই অনুপ্রেরণা এত শক্তিশালী ছিল যে, এদেশের মানুষ স্বাধীনতার যুদ্ধ করার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল। ১৯৭১ সালে আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছিলাম। কিন্তু এই স্বাধীনতার যুদ্ধকে অনেকে খর্ব করার চেষ্টা করেছে। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের কৃতিত্ব একটি মহল কেড়ে নিতে চেয়েছিল। অথচ এই স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্যে আমাদের দেশের লাখ লাখ মানুষ রক্ত দিয়েছিল। আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম।

কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা কি সব কিছু? আমাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাবেন, এদেশের মানুষকে বিদেশীরা শত শত বছর ধরে শোষণ করেছে বিভিন্নভাবে।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশে কলকারখানা স্থাপিত হয়েছে। আপনারা জেনে রাখুন, যে দেশের যুবসমাজ জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে অনুপ্রাণিত হয় না, সেই দেশ কোনদিন শক্তিশালী হতে পারে না।

https://nagorikpathagar.org

মনে রাখবেন, শুধু জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে বসে থাকলে চলবে না, এর সদস্য বা সদস্যা হওয়াটাই সব কিছু নয়। জাতীয়তাবাদের অনুশীলন করতে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে। তবেই আপনারা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের অনুসারী হতে পারবেন। আপনাদের বুঝতে হবে, জানতে হবে অতীতে আমরা কিসের শিকার হয়েছিলাম। বর্তমানেও কারা আমাদের শোষণ করতে চায়। সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ ও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ— এসব নিয়ে আপনারা আগে শ্লোগান দিয়েছিলেন। কিন্তু তখন আপনারা বুঝতে পারেন নি। এখন আপনাদের বুঝতে হবে, সাম্রাজ্যবাদ এখন খতম হয়ে গেছে। যা একটু রেশ রয়েছে তাও শেষ হয়ে যাবে। তবে এগুলি বিভিন্ন রূপ ধারণ করছে। এদের সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে। সম্প্রসারণবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার ঘটে পাশাপাশি। সাম্রাজ্যবাদ শক্তি মোকাবিলা করার জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সৃষ্টি হয়েছে সমঝোতা এবং একতা। সৃষ্টি হয়েছে নন এলাইন মুভমেন্ট।

নয়া উপনিবেশবাদ। পাক আমলে এটা আমাদের দেশে হয়েছিল। আমাদের দেশটা ছিলো একটা কলোনী। পাকিস্তানীরা আমাদের পরাধীন বানিয়ে আমাদের জাতীয় সমস্ত কিছু নিয়ে গিয়েছিল তাদের দেশে। তার আগে তেমনিভাবে গড়ে উঠেছে 'লন্ডন'। তারাও একই কায়দায় আমাদের শোষণ করেছে। এই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়ে হয়েছে কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বে শহর।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে রাজনৈতিক দলের কোন গঠনমূলক কর্মসূচী নেই। সেগুলি কেমন করে দল হলো। আওয়ামী লীগের কথাই বলি। এ পার্টি বাংলাদেশী কোন পার্টি নয়। যদি বাংলাদেশী পার্টি হতো তাহলে ১২ মাসে ১৩ বার বিদেশে হুকুম আনতে যেতে হত না। এই পার্টির মধ্যে যদি কোন সত্যিকারের যুক্তি থাকতো তাহলে পার্টির নেতা শেখ সাহেব ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের রাতে কেন পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। তাহলে এবার বুঝতে পারেন, রাজনৈতিক কন্ট্রাডিকশন আছে এবং তাদের শিকড় বাংলাদেশের মাটিতে নয়। আমাদের দলে যারা যোগ দিয়েছে, তাদের সাথে আমি গভীরভাবে আলোচনা করেছি এবং তা থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এই পার্টির কেন্দ্রবিন্দু বাংলাদেশের মাটিতে নয় বিদেশে। এটা বার বার প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশের মাটিতে রাজনৈতিক দল সৃষ্টি হবে না, যে রাজনীতির অনুপ্রেরণা বাংলাদেশের মধ্যে থেকে জন্মাবে না সেই রাজনীতি

https://nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের মাটিতে টিকে থাকবে না। এখন তারা বাঙালী জাতীয়তাবাদের কথা বলে। যখনই তারা বাঙালী জাতীয়তাবাদের কথা বলে তখনই তারা সীমান্তের বাইরে আঙ্গুল দেখায়। ওখানে তাদের দাদারা রয়েছে, সোজা কথা।

জাতীয়তাবাদের দুই ভারসন রয়েছে। সরু ভারসনগুলির দিকে তাকালে দেখতে পাবেন যে, হিটলার জার্মানীতে যে জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করেছিল সেটি ছিল র‍্যাসিয়াল। রেসকে ভিত্তি করে তারা বলল আমরা যারা জার্মানে রয়েছি আমরা দুনিয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাদের মধ্যে যারা দুর্বল ছিল তারা নিষ্পেষিত হলো শারীরিক ও মানসিকভাবে লাখে লাখে। রেসকে ভিত্তি করে আরবরাও জাতীয়তাবাদের কথা বলে, তারপর আসে ভাষাভাষী। সেই ভাষাকে কেন্দ্র করেও জাতীয়তাবাদের কথা বলা হচ্ছে। আওয়ামী লীগ, মনি সিং, জে এস ডি ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের কথা বলছে। তারা একটি ভাষাভিত্তিক দল। তারপর আসে ধর্ম। মুসলিম লীগ, আইডি এল, জামায়াত। এরা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করছে এবং ধর্মভিত্তিক একটি দেশের রূপরেখা টানছে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন শরীফে বলেছেন, 'লা ইলাস তরুণা বে আইয়াজাল, লা তামাজান কালিলান।' অর্থাৎ যত বড় মূল্যেই হোক না কেন আল্লাহর নামকে বিক্রি করো না। কিন্তু আল্লাহর নামকে বিক্রি করে পার্টি করা হচ্ছে। রাজনীতি করা হচ্ছে। পাকিস্তানও এভাবে চেয়েছিল। কিন্তু কামিয়াব হয়নি। আসিয়ান দেশগুলিকে অঞ্চলভিত্তিক একটি অর্থনীতির ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। ইউরোপিয়ান ইকনমি কমিটি— এরাও ভৌগোলিকভাবে আলাদা। তবুও তারা অর্থনীতির ভিত্তিতে অগ্রসর হচ্ছে। কারণ সকলেই একই বিপদের সম্মুখীন। এভাবে অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি ইউরোপীয় পার্লামেন্ট সংগঠিত হয়েছে। পরে জাতীয়তাবাদ সর্বউচ্চ পর্যায়ে পৌছে যুদ্ধের মাধ্যমে। জাতীয়তাবাদের অনুপ্রেরণা যখন তুঙ্গে পৌছে তখন স্বাধীনতা সৃষ্টি করার জন্যে যুদ্ধ করে। এই যুদ্ধ ও জাতীয়তাবাদের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশ। তাই বাংলাদেশের সাথে অন্যান্য দেশের তুলনা করা চলে না। কারণ আমরা সরাসরি যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আমাদের জাতীয়তাবাদ হচ্ছে সার্বিক। মনে রাখবেন, এসব ক্ষেত্রে একটি যদি ঘাটতি পড়ে তাহলে অন্যগুলি আমাদের সেই গ্যাপ পূরণ করবে। ৭টি সেক্টরের মধ্যে শুধু একটি নিয়ে যদি জাতীয়তাবাদ হতো তাহলে সেটিতে ঘাটতি দেখা দিলে তা ফেল মারতো।

আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, গত ২/৩ বছরে আমাদের দেশে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমরা অনেক এগিয়ে গেছি।

https://nagorikpathagar.org

আমরা যদি সামাজিকভাবে এগিয়ে না যেতাম তাহলে আমাদের অস্তিত্ব থাকতো না, দেশের উন্নতি হতো না। দেশের ৪৪৪টি খবরের কাগজ থাকতো না। ৪টি খবরের কাগজ যেখানে ছিল সেখানে ৪৪৪টি খবরের কাগজ হয়েছে। '৭৫ সালে ১টি দল ছিল, এখন ৬২টি দল হয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশ যে মর্যাদা পেয়েছে তা আজ পেতো না। বাংলাদেশ একটি আন্তর্জাতিক ফেক্টর হয়েছে। যেটা আগে ছিলো না।

এখন আপনারা দেখছেন, রাজনীতি কত বড় শক্ত কাজ। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে জনগণের টার্গেট করতে হবে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও জনগণ এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও দর্শন— এ দুটোকে মিলিয়ে দিতে হবে। তাহলেই আমরা সফল হবো। এটা করার জন্যে আমরা গ্রামে গ্রামে যাচ্ছি। আমাদের পার্টির কমিটি সংগঠন গ্রামে গ্রামে গড়ে তুলতে হবে। বিশেষ করে মহিলা, যুব ও কৃষক সংগঠন চাই। এগুলি করতে হবে। জনগণকে এসব ব্যাপারে শিখাতে হবে। সচেতন করে গড়ে তুলতে হবে। এ জন্যে আমাদের একটা লক্ষ্য নিয়ে এগুতে হবে। আর প্রয়োজনবোধে আমাদের টার্গেট রদবদল করতে হবে। আজকের আধুনিক ও বিজ্ঞান যুগে সবাই দিন দিন পাল্টে যাচ্ছে। পুরনো দিনের নীতি অচল হয়ে যাচ্ছে। এ জন্যে প্রয়োজন ও সময় মাফিক লক্ষ্য বদল করে কাজ করতে হবে। যারা এগুলিকে বুঝেন না তারা মত বদলাচ্ছেন না। তাই তারা কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। এটা হলে জনগণ বুঝে উঠতে পারবেন না। তারা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আজকে এ সমস্যা হচ্ছে পোল্যাণ্ডে। পোল্যাণ্ডে চরম লক্ষ্যের দ্বি-মতই হচ্ছে প্রধান সমস্যা। চীন দেশে তারা বুঝতে পেরেছে এবং তারা লক্ষ্যের রদবদল করে ফেলেছে। তাই তারা আজ বলছে মাও যা কিছু বলেছিল সব ঠিক ছিলো না। আমরা যদি জাতীয়তাবাদের মূল ফেক্টরগুলির প্রয়োজন মাফিক রদবদল না করি আমাদের অবস্থাটাও তাই হবে। আল্লাহও বলেছেন, তোমরা সময় বিশেষ কিছু কিছু রদবদল করিও না। মনে রাখতে হবে, যে ব্যক্তি সময় বিশেষে নিজেকে এডজাস্ট করতে না পারে মূল ফিলসফি ঠিক না রেখে সে ব্যক্তি নিজেকে সারভাইব করতে পারে না।

আমরা এতক্ষণ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দর্শন সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করলাম। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে কি কি ভিত্তিক হতে পারে এবং আমাদের জাতীয়তাবাদ যে সার্বিক ভিত্তিক বা সর্বভিত্তিক সেটা আমরা প্রমাণ করলাম। মনে রাখবেন আমাদের দর্শনের মূলে রয়েছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। শোষণমুক্ত একটি সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছি আমরা।

https://nagorikpathagar.org

যদিও এটি বড় শক্ত কাজ। এটা দুনিয়ার কোন দেশেও একশ' ভাগ সফল হয়নি। কোন দেশ বেশি অগ্রসর হয়েছে আর কোন দেশ তার চেয়ে কম। আমাদের এই শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করতে হলে পাঁচটি বিষয়ের ওপর নজর দিতে হবে। এই পাঁচটি বিষয় বা চাহিদা হচ্ছে— অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান এবং স্বাস্থ্য। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন খাদ্যের। কারণ খাদ্য না পেলে মানুষ বাঁচবে না, তারপর বস্ত্র। লজ্জা নিবারণ করতে পারলে আসবে শিক্ষা। এই তিনটির সাহায্যে বাকি দুইটি মেটানো সম্ভব। শোষণমুক্ত সমাজ কায়েম করতে হলে বণ্টন ব্যবস্থা থাকতে হবে। যেটাকে আপনারা 'সুষম বণ্টন' বলেন। কিন্তু উৎপাদন করতে না পারলে বণ্টন ব্যবস্থা কিভাবে হবে? এই শোষণমুক্ত সমাজে বণ্টন ব্যবস্থা শুধু বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দর্শনের সহায়তা নেয়া যেতে পারে। এই দর্শনের মধ্য দিয়ে স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্যে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। এছাড়াও এর সাথে প্রয়োজন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ৭টি ফেক্টর। যে ফেক্টরগুলির মধ্য দিয়ে দেশের সকল মানুষকে আপনাদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। আর এটা করতে হলে কিভাবে করবেন? সেটা করতে পারলে স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা দিতে হবে। আর স্বাধীনতা কেন দিতে হবে সেটা বুঝতে হবে। এই যে সোসালিজম হয়েছে সব মানুষের। সেটাকে তারা রেসট্রিকশন করে দিয়েছে। কন্ট্রোল করে ফেলেছে। যার ফলে তাদের সেই সমগ্র শক্তিটা ব্যবহৃত হতে পারছে না। মানুষের সেই শক্তির বিকাশ ঘটাতে পারছে না। ফলে আজকে সেইভাবে একচেটিয়া, একদলীয় সোসালিজম মার খাচ্ছে। সাইন্স টেকনোলজির জন্যে প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে যদি সাইন্স ব্যবহার করা যায় অল্পসংখ্যক লোক দিয়ে তাহলে সেখানে বেশিসংখ্যক লোক ব্যবহার করবেন কেন? বেশি কষ্ট করতে যাবেন কেন? আন নেসেসারী রেজিমেন্টেশনের কি দরকার আছে। আমরা বহুদলীয় গণতন্ত্র করেছি। অনেকে অনেক রকম কথা বলছে। কিন্তু আমাদেরকে এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতেই হবে।

এখন এই যে সমগ্র স্বাধীনতা আপনারা বাস্তবায়ন করবেন, কিভাবে করবেন? এটা হবে বহুদলীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে। আমাদের রাজনীতির মধ্যে এত শক্তি থাকবে যে, একশত দল থাকলেও তারা আমাদের এই শক্তিটাকে রুখতে পারবে না। সকলকে বলে দিতে হবে এবং তাদের প্রমাণ করে দিতে হবে যে, তোমাদের রাজনীতিটা ঠিক নয়। তখন দেখবেন, তারা যুক্তি দিয়ে আমাদের টলাতে না পেরে আমাদের দলে চলে আসবে। তাদের মধ্যে একটা

https://nagorikpathagar.org

ছোট অংশ থাকবে তাদের কিছু করা যাবে না। তাদের ওভাবেই ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের মনটা অনেক বড় হতে হবে। সাহায্যটা অনেক বেশি থাকতে হবে। আমাদের পরিধিও অনেক বড় হতে হবে। যাতে আমরা সকলকে এরকম ভাবে নিতে পারি। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করো। ইউনিফাই করা। যেখানে জাতি বিভক্তি হয়ে গিয়েছিল। বহুদলীয় গণতন্ত্র দিয়ে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মধ্য দিয়েই তা করতে হবে। এই বহুদলীয় গণতন্ত্র করতে হলে আমাদের সর্ব প্রকারের সংগঠন করতে হবে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সর্বপ্রকার সংগঠন করতে হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশের সকল মানুষকে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে স্থান দিতে হবে। মনে রাখবেন আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা। জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে সমগ্র শক্তিটাকে দেশের কাজে লাগাতে হবে। তাই আমরা দল করছি রাজনৈতিকভাবে। গ্রামে গ্রামে আমরা সংগঠন করেছি। যাতে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের শিকারে আমরা পরিণত না হই। এছাড়াও আমাদের আরো সংগঠন করতে হবে।

আপনারা জানেন, আমাদের গ্রাম প্রতিরক্ষা দল রয়েছে। গ্রামের যুবক-যুবতীদের মানুষের তাদের নিজপায়ে দাঁড়ানোর জন্যে একটি সংগঠন দিয়েছি। রাজনৈতিক সংগঠন নয়। আমরা জাতীয় মহিলা সংস্থা, যুব সংস্থা, যুব মহিলা সংস্থা এমন কি শিশু সংস্থাও করেছি। কারণ সকলেই রাজনৈতিকভাবে আমাদের সাথে আসতে পারে না। সেজন্যে তাদের বিভিন্নভাবে চয়েজ অল্টারনেটিভ দিতে হবে। এসবের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিপ্লব। যে বিপ্লব দিয়ে আমরা দ্রুতগতিতে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রোডাক্টিভ ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে পারি। এ বিপ্লব দুই প্রকারের হতে পারে। একটি হচ্ছে রক্তক্ষয়ী এবং অপরটি হচ্ছে শান্তিপূর্ণ বিপ্লব। রক্তক্ষয়ী বিপ্লব হয়ে গেছে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে। স্বাধীনতা যুদ্ধের মূলে ছিল জাতীয়তাবাদ। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের যে কর্মসূচী সেই কর্মসূচী হচ্ছে বিপ্লব।

https://nagorikpathagar.org

দলের চেয়ে দেশ বড়

আজকের এই শুভদিনে আমি আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই আপনাদের সকলকে, যারা আজ এই মহান গৌরবোজ্জ্বল জাতীয় সংসদে বর্তমান অধিবেশনে শরীক হয়েছেন।

আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য উপস্থাপনার আগে আজ আমি আবার শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সেই বীর শহীদদের, যাঁদের চরম আত্মত্যাগের ফলে আমরা স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে সারা দুনিয়ায় নিজেদের পরিচয় দিতে সক্ষম হচ্ছি।

আমি স্মরণ করছি সেই সব মহান ব্যক্তিত্বকে, যাঁরা বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের এবং স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছেন এদেশের মানুষকে।

সংসদে নির্বাচিত হবার পর যেসব জননেতা মৃত্যুবরণ করেছেন আমি তাদের কথাও সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি।

জাতীয় সংসদের এটা ৬ষ্ঠ অধিবেশন। প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭৯ সালের ২ এপ্রিল। বর্তমান অধিবেশন তাই দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অগ্রযাত্রার প্রতীক। বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমরা যে এই প্রক্রিয়াকে সামনে এগিয়ে নিতে পারছি সেজন্য আমরা সকলেই গর্ববোধ করতে পারি।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সুষ্ঠু বিকাশের জন্যে জাতীয় সংসদে দায়িত্বশীল ও সক্রিয় বিরোধী পক্ষের অস্তিত্ব অপরিহার্য। এটা আমাদের জন্যে অত্যন্ত গর্ব ও আনন্দের বিষয় যে, আমরা গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশের সেই পূর্বশর্ত পূরণ করতে পেরেছি। সার্থকভাবে এই পরিস্থিতির সুযোগ নেয়া এখন আমাদের সকলের মহান দায়িত্ব। পরমতসহিষ্ণুতা ও পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধের পরিচয় দিয়ে আমরা যদি একটা সুষ্ঠু সংসদীয় কর্মপদ্ধতি ও ঐতিহ্য গড়ে তুলতে পারি তাহলে তা প্রকৃত গণতান্ত্রিক বিকাশে বিপুল সহায়ক হবে।

জাতীয় সংসদে আপনারা প্রতিনিধিত্ব করছেন দেশের নয় কোটি মানুষের। এদের মধ্যে নব্বই শতাংশেরই বাস গ্রামে। পল্লীর নিরাভরণ সহজ-সরল

https://nagorikpathagar.org

পরিবেশে তারা লালিত বর্ধিত। শহরের নাগরিক জীবনধারায় পরিপোষক সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত। কি শহরের মানুষের মতই উজ্জ্বল সোনালী ভবিষ্যতের স্বপ্ন তাদের চোখে। যুগ যুগ ধরে শোষণ আর বঞ্চনার শিকার এই বিশাল জনগোষ্ঠী চায় একটি উন্নততর সামাজিক পরিবেশ আর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যা তাদের মানব জীবনের গ্লানি থেকে মুক্তি দেবে।

গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় আমরা এই সত্য উপলব্ধি করেছি যে, শান্তি-পূর্ণ বিপ্লব ছাড়া আমাদের জনগণের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। বস্তুত আমাদের জাতীয় জীবনের সকল পর্যায় অর্থাৎ কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, জনস্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, প্রশাসনিক কাঠামো ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই এই বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে।

জনসাধারণের স্বতঃপ্রণোদিত অংশগ্রহণ ও স্বেচ্ছাশ্রম আমাদের এই শান্তি-পূর্ণ বিপ্লবের প্রধান স্তম্ভ। এই বিপ্লবের কর্মসূচী তিনটি পর্যায়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এগুলো হচ্ছে খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং পরিবার পরিকল্পনা। এই বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে দেশব্যাপী স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে খাল খনন কর্মসূচীর আওতায় এ পর্যন্ত যে অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে তা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক।

শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের দ্বিতীয় পদক্ষেপ গত বছর ঐতিহাসিক ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবসে নিরক্ষরতা অভিযানের মাধ্যমে শুরু করা হয়। নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের প্রাথমিক পর্যায়ে যথেষ্ট সাফল্য অর্জিত হয়েছে এবং এই কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে।

এরপর আসছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা। আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের সর্বাপেক্ষা অনুন্নত দেশগুলির সামনে সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সাফল্যের সঙ্গে রোধ করার প্রচেষ্টায় আমরা প্রাথমিকভাবে আশাব্যঞ্জক সারা পেয়েছি। এই প্রচেষ্টাকে আরো তরান্বিত করার কাজ এগিয়ে চলেছে।

শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের এই বিভিন্ন ধাপকে পুরোপুরি সফল করে তোলার জন্যে দরকার জনগণের সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা এবং একমাত্র বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই শুধু এই ঐক্যবোধ গড়ে তোলা সম্ভব।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের অর্থ হলো এই দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বসবাসকারী নয় কোটি মানুষ যুগ যুগ ধরে লালিত ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও দেশপ্রেমের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং বাইরের প্রভাব ও আধিপত্য

https://nagorikpathagar.org

থেকে মুক্ত একটি স্বাতন্ত্র্যবোধ। সর্বোপরি বাংলাদেশের রক্তাক্ত স্বাধীনতা যুদ্ধ এই জাতীয়তাবাদকে চূড়ান্ত রূপ দিয়েছে।

রাজনৈতিক দিক দিয়ে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের তাৎপর্য হলো এদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বসবাসকারী সকল মানুষের একতা, সংহতি ও সমঅধিকার। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এর তাৎপর্য হলো এদেশের আপামর জনসাধারণের সর্বোচ্চ স্বার্থ সংরক্ষণ ও ভাগ্যোন্নয়নের পরিপূর্ণ সুযোগ। আমরা বিশ্বাস করি উৎপাদনের রাজনীতিতে, ঐক্যের রাজনীতিতে, শান্তি ও সৃজনশীল কর্মপ্রয়াসের রাজনীতিতে। জনগণের কল্যাণে নিবেদিত রাজনীতি কোন দিন ব্যর্থ হতে পারে না।

গত দু'তিন বছর দেশের বিপর্যস্ত অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াসে আমরা যেসব পদক্ষেপ নিয়েছি তার একটা চিত্র আমি এখন আপনাদের সামনে তুলে ধরব।

জাতীয় অর্থনীতি

জাতীয় অর্থনীতির সাময়িক উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি হার উত্তরোত্তর উন্নীত করা এবং তারই পাশাপাশি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সরকারের মূলনীতির দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।

উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি হার উন্নীত করার উদ্দেশ্যে আমরা ক্রমান্বয়ে সরকারী-বেসরকারী খাতে ক্রমবর্ধমান আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত সম্পদের ভিত্তিতে উন্নয়ন ও বিনিয়োগমূলক ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়েছি, জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তিমূলক কৃষি ও শিল্পখাতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পদ বরাদ্দ বাড়িয়েছি।

আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিবেশে দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতির সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণই অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার যেমন মুখ্য উপাদান তেমনি মূল লক্ষ্য। কিন্তু সমগ্র বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি ও অর্থনৈতিক মন্থরতার সম্মিলিত প্রভাবের দরুন অন্যান্য উন্নয়নকামী দেশের মত বাংলাদেশেও শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টার মারফত পরিস্থিতির সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে আমরা জাতীয় অর্থনীতিতে সার্বিক সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে একদিকে অর্থ সরবরাহের বৃদ্ধি হারে সংযম এবং অন্যদিকে দেশজ উৎপাদনের দ্রুততম বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।

বর্তমান বছরে গত আট মাসের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, আমাদের এই নীতির কিছুটা সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরে দ্রব্যমূল্য প্রবৃদ্ধির হার গত বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে এসেছে। এই ধারাকে

https://nagorikpathagar.org

ইপ্সিত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আর্থিক সংযম ও উৎপাদন বৃদ্ধির যৌথ নীতি অব্যাহত রাখতে হবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

বাংলাদেশের উন্নয়নের সমস্যা প্রধানত পল্লীর মানুষের অভাব মোচনের সমস্যা। যদি পল্লী সমাজের সর্বনিম্নস্তরে উন্নয়নের সকল সমস্যাবলী চিহ্নিত না করা হয় এবং উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্যে স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান না থাকে তবে পরিকল্পনা যত ভালই হোক না কেন তার বাস্তবায়ন কঠিন এবং কোনক্রমেই তা জনমুখী হতে পারে না।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল জীবনযাত্রার মান উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের মৌলিক চাহিদাগুলির সরবরাহ নিশ্চিত করা, জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে কৃষি এবং শ্রম প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অধিক পরিমাণ কর্মসংস্থান মানব সম্পদের ব্যাপক উন্নয়ন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস, সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আয়, সম্পদ এবং সুযোগের অধিকতর সুষম বন্টন, খাদ্যে স্বনির্ভরতা এবং উদ্বৃত্ত অর্জনের জন্যে খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করা।

এই পরিকল্পনার অর্থ সংস্থান করা একটি কঠিন কাজ। আভ্যন্তরীণ সম্পদের স্বল্পতা একটি বাস্তব সমস্যা।

অতএব পরিকল্পনাকালে সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতেই আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ পর্যাপ্ত পরিমাণে বাড়াতে হবে।

যখন আমরা পরিকল্পনার প্রথম বছরের কাজ শুরু করি ঠিক সেই সময়ে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে এমন কিছু পরিবর্তন দেখা যায়, যা আমাদের কাছে বেশ অসুবিধার সৃষ্টি করে। এ সম্পর্কে কিছু বলা দরকার মনে করি।

পাশ্চাত্য জগতে বিদ্যমান অর্থনৈতিক মন্দাভাব গত এক বছরে আশংকাজনক হয়ে পড়েছে। এর কারণ প্রধানত উৎপাদন হ্রাস, মুদ্রাস্ফীতি এবং বিশ্বব্যাপী চাহিদার অভাব, বেকারত্ব বৃদ্ধি ও জ্বালানী মূল্য বৃদ্ধি। ফলে উন্নত দেশগুলি নিজেরাই আজ নানাভাবে ব্যয় সংকোচন প্রচেষ্টায় লিপ্ত। অপরপক্ষে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রার্থীর তালিকায় আরো কতকগুলি নতুন দেশ যুক্ত হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে বর্তমানে পরিকল্পনার মৌলিক উদ্দেশ্য এবং প্রধান উৎপাদন লক্ষ্যসমূহ অপরিবর্তিত রেখে অত্যাবশ্যক খাতগুলিতেই অর্থ বরাদ্দ করার জন্যে পরিকল্পনা কমিশন এক ব্যাপক কর্ম প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত রয়েছে।

আমাদের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা। এর জন্যে প্রয়োজন জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি। তাই

https://nagorikpathagar.org

আমরা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে এমন সব প্রকল্পের উপর জোর দিচ্ছি, যা দ্রুত উৎপাদনশীল। সঙ্গে সঙ্গে চলতি প্রকল্পগুলি দ্রুত সমাপ্ত করাই আমাদের লক্ষ্য। দ্বিতীয়তঃ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাহত না করে ব্যয় সংকোচন ও পুনর্বিন্যাস করা। তৃতীয়তঃ আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ আরো জোরদার করা। আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের বিভিন্ন পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি প্রয়োজনীয় বহিঃসম্পদ সংগ্রহের জন্যে। বৈদেশিক সাহায্যের জন্যে বাংলাদেশের দাবী ন্যায়সঙ্গত ও সঠিক। তাই বিশ্বব্যাংকও বাংলাদেশের জন্যে অধিক পরিমাণে বহিঃসাহায্যের সুপারিশ করেছে। বহিঃসম্পদের ক্ষেত্রে আর একটি প্রসঙ্গ আমাদের রফতানির দ্রুত প্রসার। খাদ্য এবং বিভিন্ন কৃষি ও শিল্পজাত পণ্য রফতানির বৃদ্ধির জন্যে আমরা কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছি, যার সুফল ইতিমধ্যেই পরিলক্ষিত হচ্ছে।

কৃষি

উত্তরাধিকার আইনে জমি বিখণ্ডিত হওয়া, শিক্ষার অভাবে কৃষকদের সারের প্রয়োগে অনভিজ্ঞতা, যান্ত্রিক চাষাবাদ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, অনুপস্থিত জমির মালিকদের মধ্যস্বত্ব ভোগ আর মহাজনদের অত্যাচারের ফলে কৃষকরা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। তাই আমাদের জমির এতো উর্বরতা সত্ত্বেও তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার এতদিন হয়নি এবং কৃষকরা এর সুফল পায়নি। গোড়া থেকেই এই অবস্থার পরিবর্তনে আমরা সচেষ্ট রয়েছি এবং আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে গত বছর থেকে কৃষিক্ষেত্রে কিছুটা সাফল্যের আভাস আমরা পেয়েছি। এই সাফল্যকে এগিয়ে নেবার জন্যে দরকার প্রতি বছর গড়ে কৃষি উৎপাদন কমপক্ষে শতকরা সাড়ে ছয় ভাগ বৃদ্ধি করা এবং তা করার জন্যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আমরা পাঁচ বছরে পাঁচ হাজার কোটি টাকার বেশি কৃষিখাতে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই পাঁচ বছরে আমরা বাংলাদেশে এমন একটি সেচ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই, যাতে করে বৃষ্টির দিকে না তাকিয়ে সময় মত কৃষকরা তাদের ফসল বুনতে পারে এবং ঘরে তুলতে পারে।

খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে সারাদেশে ব্যাপক যান্ত্রিক সেচ ব্যবস্থা চালু রাখার সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে খাল খনন ও পুনঃ খনন কর্মসূচী গ্রহণ করি। প্রথম বছরেই দেশের সাড়ে পাঁচ লাখ একর অতিরিক্ত জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভবপর হয়ে যায়। ফলে ঐ বছরে লাভ করি রেকর্ড পরিমাণ ফসল। এই অভূতপূর্ব সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশবাসী ১৯৮০–৮১ সালে প্রায় দু'হাজার আটশ' মাইল দীর্ঘ খাল খননের কাজ হাতে নিয়েছে। এতে করে অতিরিক্ত প্রায় ষোল লাখ একর জমি সেচের আওতায় আনা যাবে এবং বন্যার

https://nagorikpathagar.org

পানি নিষ্কাশনে সাহায্য করবে। বর্তমান পরিকল্পনা সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়িত হলে কমপক্ষে ষোল লাখ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হবে এবং খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণের লক্ষ্যে তা হবে একটা পরম সাফল্যজনক পদক্ষেপ। এর ফলে লাখ লাখ বেকার মানুষ ফসল উৎপাদন, পণ্য বাজারজাতকরণ এবং রফতানি কাজে নিয়োজিত হতে পারবেন। এছাড়া এসব খালে পরিকল্পিতভাবে মাছের চাষ করা সম্ভব হবে, যাতে করে আমাদের মাছের অভাব পূরণ করেও আমরা যথেষ্ট পরিমাণে রফতানি করতে পারবো এবং কয়েক হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে সক্ষম হবো। বৃক্ষরোপণ সম্পর্কেও আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। রাস্তা, রেললাইন, নদী ও বাঁধের ধারে প্রচুর পরিমাণ গাছ লাগাতে হবে।

আমরা চাই একটি কার্যকর সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে পানির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে বাংলাদেশ সুপরিকল্পিতভাবে একটা বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি পদ্ধতির মজবুত কাঠামোর বুনিয়াদ সৃষ্টি করতে। কৃষি পদ্ধতি বা কৃষি প্যাটার্নের অর্থই হচ্ছে কোন্ ফসলের পর কোন্ ফসল বুনতে হবে আর কেমন করে জমির সর্বাধিক ব্যবহার করতে হবে তারই একটা সুষ্ঠু পদ্ধতি গড়ে তোলা। উন্নত ধরনের চাষাবাদ ছাড়া আমাদের আর কোন পথই খোলা নেই। উন্নত ধরনের ফলনের জন্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সেচ ব্যবস্থার পরই সারের ব্যবহার।

ভর্তুকি দিয়ে সারের মূল্য আমরা বিশ্বের যে কোন দেশের তুলনায় অনেক কম রেখেছি। বর্তমান বছরে এই ভর্তুকির পরিমাণ ১১৭ কোটি টাকা। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, ১৯৭৫–৭৬ সালে দেশের সাড়ে চার লাখ টন সার ব্যবহৃত হয়। ১৯৭৯–৮০ সালে বাংলাদেশে সারের ব্যবহার ছিলো আট লাখ বিয়াল্লিশ হাজার টন এবং ১৯৮৫ সাল নাগাদ তা প্রায় উনিশ লাখ টনে দাঁড়াবে।

আগে যেখানে কোথাও গম চাষ হতো না সেখানে জনগণের প্রচেষ্টায় ১৯৭৮–৭৯ সালে সাড়ে ছয় লাখ একর জমিতে চার লাখ ছিয়াশি হাজার টন গম উৎপন্ন হয়েছে। চলতি বছরে গম উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় পনের লাখ টন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। চলতি বছরে আমরা গত বছরের তুলনায় বিশ লাখ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করবো আশা করছি।

এই প্রসঙ্গে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা সবাই কৃষি ও খাদ্যকে দলীয় গোষ্ঠীগত রাজনীতির উর্ধ্বে রাখুন। সেটাই হবে দেশ ও জাতি সবারই জন্যে মঙ্গল।

কৃষিক্ষেত্রে আমাদের আর একটি সাফল্য হচ্ছে এই, অতীতে যেখানে বাংলাদেশে তুলা উৎপাদন প্রায় হতোই না সেখানে চলতি বছর আমরা

https://nagorikpathagar.org

পরীক্ষামূলকভাবে উন্নতমানের প্রায় ষোল হাজার বেল তুলা উৎপাদন করেছি এবং এই তুলা ইতিমধ্যেই আমাদের দেশের কয়েকটি বস্ত্রকলে ব্যবহৃত হচ্ছে। তুলা উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধির জন্যে সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

পাট চাষের ক্ষেত্রে আমরা কম জমিতে বেশি পাট উৎপাদনে আগ্রহী। তাই উন্নতমানের ফলনের মাধ্যমে পাট উৎপাদন বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, বাংলাদেশের বেশকিছু এলাকা রাবার চাষের উপযোগী। চলতি বছরে দশ কোটি টাকা মূল্যে প্রায় দশ লাখ পাউন্ড কাঁচা রাবার উৎপন্ন করেছি এবং আশা করা হচ্ছে আগামী কয়েক বছরেই আমরা রাবার উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবো।

দেশে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ খাদ্য ব্যবস্থা গঠনের জন্যে সরকার একটি ব্যাপক আভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ অভিযান হাতে নিয়েছেন। ইতিমধ্যে আট লাখ টনের বেশি খাদ্যশস্য সংগৃহীত হয়েছে, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। কৃষকদের জন্যে লাভজনক দরে এই বিপুল পরিমাণ খাদ্য ক্রয়ের ফলে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং বাজার দরেও স্থিতিশীলতা এসেছে।

জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ভাণ্ডার প্রায় ষোল লাখ টনে উন্নীতকরণ এবং জনগণকে ন্যূনতম খাদ্যের নিশ্চয়তা প্রদানের জন্যে স্বল্পমূল্যে প্রায় সত্তর লাখ টন গম ও চাল বিতরণ করার ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্যে চলতি অর্থবছরে সরকারকে আনুমানিক একশ' চৌদ্দ কোটি টাকার ভর্তুকি বহন করতে হবে।

খাদ্য সমস্যা আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যা। তাই আপনাদের প্রতি আমার আবেদন, এ সমস্যা মোকাবিলার জন্যে দেশে "খাদ্য নিরাপত্তা" অর্জনের উদ্দেশ্যে আভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহসহ সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপকে সুফল করার জন্যে সক্রিয় সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসুন।

অতীতে রক্ষণাবেক্ষণ বা উন্নয়নের প্রতি কোন নজর না দিয়ে একতরফাভাবে এই সম্পদ আহরণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকার মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন, পরিবর্তন ও প্রসারের যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন। দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার শেষ বছরে বার্ষিক মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৩০ লাখ টনে ধার্য করা হয়েছে।

এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অন্যতম উপায় হবে মাছ চাষের ব্যাপক প্রচলন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে প্রচুর সংখ্যক পোনা উৎপাদন করে মৎস্য চাষীদের কাছে বিতরণের কয়েকটি বিরাট আকারের হ্যাচারী নির্মাণাধীন আছে।

https://nagorikpathagar.org

এই প্রকল্পগুলির মধ্যে কোন কোনটিতে ইতিমধ্যে পোনা উৎপাদন শুরু হয়ে গেছে। বড় হ্যাচারী ছাড়াও সারাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বহু ক্ষুদ্র হ্যাচারী স্থাপন করে মাছের পোনা দেশের সর্বত্র বিতরণ করা হবে। এছাড়াও বর্তমানের সোয়া লাখ টনের পরিবর্তে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বছরে প্রায় চার লাখ টন সামুদ্রিক মাছ আহরণ করার কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে।

দেশে গবাদিপশু উন্নয়নের জন্যে স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম প্রজনন কর্মসূচী চালু আছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেশের প্রতিটি থানায় কৃত্রিম পশু প্রজনন উপকেন্দ্র স্থাপনের পরিল্পনা নেয়া হয়েছে।

শিল্প

আধুনিক যুগে কৃষি ও শিল্প একটি অপরটির পরিপূরক। তাই কৃষি বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রের বৈপ্লবিক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন শিল্পে দুটির পরিবর্তে তিনটি শিফট চালু করা হয়েছে এবং শিল্প কারখানা প্রায় চব্বিশ ঘন্টাই চালু রয়েছে।

শিল্পের দ্রুত প্রসারের জন্যে বর্তমানে অনুসৃত শিল্পনীতিতে সরকারী ও বেসরকারী প্রয়াসকে পাশাপাশি এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে, যাতে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প এবং বেসরকারী মালিকাধীন শিল্প একে অপরের পরিপূরক হিসেবে এগিয়ে যেতে পারে। বেসরকারী খাতে পুঁজি বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

শিল্পায়নের অগ্রগতিতে গ্রামের জনশক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহারের কথা বিবেচনা করে কুটির, মাঝারি ও ছোট শিল্পের প্রসারে বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরী সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানের কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতির ধারাকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে আমরা ইতিমধ্যেই সার, পাম্প, ইঞ্জিন এবং পাওয়ার টিলার তৈরিতে সাফল্য অর্জন করেছি এবং শিগগিরই ছোট আকারে ট্রাক্টর সংযোজন ও উৎপাদনে সফল হতে পারবো।

আগামী জুন মাসে পাঁচ লাখ তিরিশ হাজার টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন আশুগঞ্জ সার কারখানা চালু হলে ইউরিয়া সারের ক্ষেত্রে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবো এবং দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার শেষ নাগাদ অন্য তিনটি নতুন ইউরিয়া প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ এই গুরুত্বপূর্ণ কৃষি উপকরণের অন্যতম রফতানিকারক দেশে পরিণত হবে। শিল্পক্ষেত্রে আমাদের আর একটি

https://nagorikpathagar.org

সফল উদ্যোগ হচ্ছে একশ' আঠার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মাণ চট্টগ্রাম ডাইউক প্রকল্প, যার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

শিল্পে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে এবং এই ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে ইউরিয়া সার উৎপাদন ছাড়াও মেথানল স্পঞ্জ আয়রন ইত্যাদির তৈরির কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

পাট

পাট আমাদের প্রধান অর্থকরী ফসল এবং অন্যতম প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী পণ্য। কৃষকদের অবস্থার উন্নয়ন এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পাটের গুরুত্ব অপরিসীম। চলতি সালে সরকারী সংস্থাসমূহের অব্যাহত পাট ক্রয় ব্যবস্থা এবং বাজারের প্রতি বিশেষ মনোযোগের ফলে কৃষকরা প্রতিমণ পাটের জন্যে ভাল দাম পেয়েছে। এছাড়াও রফতানিকারকদের পাট ক্রমে আগ্রহী করার জন্যে নিম্নমানের পাট ও কাটিং রফতানির শুল্ক হ্রাস করা হয়। বাংলাদেশ পাটকল সংস্থা অতীতের সমস্যাবলী কাটিয়ে উঠেছে এবং আন্তর্জাতিক বাজার যাতে তার ন্যায্য অংশ ফিরে পায় তার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। দেশে পাট থেকে কার্পেট, সুতা, জুট প্লাস্টিক এবং কাগজের মণ্ড তৈরী করার মাধ্যমে আমরা পাটের বিকল্প ব্যবহার উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের এই ভূমিকা আগামী দিনে রফতানির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আশা করছি।

বস্ত্র

সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে বস্ত্র উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মাথাপিছু বার গজ কাপড় উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে সরকারী খাতের পাশাপাশি বেসরকারী খাতে সুতাকল স্থাপনের অনুমতি দেয়া হচ্ছে। দেশের সার্বিক বস্ত্র চাহিদা ৭৫% হস্তচালিত তাঁতে উৎপাদিত হয়। তাই তাঁতীদের ভাগ্যোন্নয়ন করার লক্ষ্যে তাঁত বোর্ডের আওতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁতীদের মধ্যে সরাসরি সুতা বণ্টনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

শ্রম ও শিল্প কল্যাণ

সরকারের সুষ্ঠু শ্রমনীতির ফলশ্রুতি হিসেবে শ্রমিকদের বিভিন্ন কল্যাণমুখী আইনগত অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। শ্রমিকদের মজুরী কমিশনের সুপারিশ

https://nagorikpathagar.org

পূর্ণ বাস্তবায়নে তাদের সুযোগ-সুবিধা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শ্রমিকদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তির ফলপ্রসূ ব্যবস্থা নেয়ায় দেশের সর্বত্র শিল্পাঞ্চলে উৎপাদনের জন্যে সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে দেশের শিল্প উৎপাদন আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শ্রমিকরা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে সরকারের বিঘোষিত শিল্প বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করতে এগিয়ে আসছে।

প্রাকৃতিক সম্পদ

আমদানিকৃত পেট্রোলজাত দ্রব্যাদির ওপর নির্ভরশীল কমানোর উদ্দেশ্যে সরকার প্রাকৃতিক গ্যাসের সর্বোচ্চ ব্যবহার, তেল অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা বৃদ্ধি এবং জামালগঞ্জে কয়লা উত্তোলনের জন্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ জোরদার করেছেন। দেশের পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস পরিবহনের জন্যে একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হচ্ছে।

দেশের দশটি গ্যাস ফিল্ডের চারটিতে গ্যাস আহরণ শুরু হয়েছে। এসব গ্রাস ফিল্ড থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র, চা বাগান, সারকারখানা, সিমেন্ট ফ্যাক্টরী এবং বেশ কতকগুলি শিল্প কারখানা, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও গৃহস্থালী কাজে ব্যবহারের জন্যে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।

বর্তমানে আরও দু'টি গ্যাস ফিল্ডের উন্নয়নের কাজ চলছে। এর মধ্যে বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ড থেকে কুমিল্লা, ফেনী, লাকসাম, চট্টগ্রাম এবং চন্দ্রঘোনা শিল্প এলাকায় পাইপ লাইন বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। এই গ্যাস সরবরাহের ওপর নির্ভর করে চট্টগ্রামে একটি সার কারখানা স্থাপন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই হবিগঞ্জে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে এবং সিলেট থেকে সুনামগঞ্জ পাইপ লাইন বসানোর কাজ চলছে।

গত এক বছরে পাঁচটি খনন প্রকল্পের মধ্যে তিনটি গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে, যা বিশেষ সাফল্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন এলাকায় তেল অনুসন্ধানের কাজ জোরদার করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের সুচিন্তিত মত হচ্ছে দেশের অভ্যন্তরে তেল পাওয়া যাবে।

বছরে সত্তর হাজার টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বাংলাদেশের সর্বপ্রথম প্ল্যান্টের উৎপাদন শুরু হয়েছে। এই প্ল্যান্ট থেকে বাহাত্তর লাখ একর জমি সেচের আওতায় আসবে। এছাড়াও পানি নিষ্কাশন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে অতিরিক্ত পনের লাখ একর ভূমি চাষের আওতায় আনা হয়।

পানি সম্পদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তিস্তা বাঁধ প্রকল্প, গঙ্গা বাঁধ প্রকল্প ও ব্রহ্মপুত্র বাঁধ প্রকল্প বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে।

https://nagorikpathagar.org

দু' শ' ছেষট্টি কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে তিস্তা বাঁধ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে রংপুর, বগুড়া ও দিনাজপুর জেলার সর্বমোট উনিশ লাখ একর এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন এবং সাড়ে তের লাখ একর জমি সেচ সুবিধা পাবে। এই প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যেই আরম্ভ করা হয়েছে এবং ব্যারেজ নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। সেচ, নিষ্কাশনের ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ ছাড়া এ প্রকল্পে পানি বিদ্যুৎ উৎপাদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দেশের উত্তরাঞ্চলের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে বৈপ্লবিক সুফল পরিলক্ষিত হবে।

রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোহর, ফরিদপুর, খুলনা ও বরিশাল জেলায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে এলাকাবাসীর জীবনযাত্রার সাবিক মান উন্নয়ন ও আর্থিক সচ্ছলতা আনয়নের উদ্দেশ্যে গঙ্গা বাঁধ প্রকল্পের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। সেচের পানি সরবরাহ, নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, লবণাক্ততা প্রতিরোধ ও ভূগর্ভস্থ পানি স্তরের উন্নয়নই এ প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য। তাছাড়া এতে পানি বিদ্যুৎ উৎপাদনেরও ব্যবস্থা করা হবে।

গঙ্গা বাঁধ প্রকল্পে এগারো শ' কোটি টাকার বেশি ব্যয় হবে এবং এতে দেশের সাড়ে একষট্টি লাখ একর এলাকা সামগ্রিকভাবে উপকৃত হবে। বর্তমানে এ প্রকল্পের বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন ও উপকরণ সংগ্রহের কাজ এগিয়ে চলেছে।

আমাদের অপর বৃহত্তর প্রকল্প হলো বৃক্ষপুত্র বাঁধ প্রকল্প। বাহাদুরাবাদের পাঁচ মাইল উজানে ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর ব্যারেজটি নির্মিত হবে। ব্রহ্মপুত্র নদের উভয় তীরে সাতটি জেলার প্রায় তিরিশ লাখ কুড়ি হাজার একর জমিতে সেচের পানি সরবরাহ করে এলাকার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা হবে। এ বহুমুখী প্রকল্প দ্বারা কমপক্ষে চার লাখ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদিত হবে। তাছাড়া যমুনার উভয় তীরে যোগাযোগ ব্যবস্থার এক বৈপ্লবিক উন্নয়ন সাধিত হবে। এ প্রকল্পে আনুমানিক সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে হিসেব করা হয়েছে।

বাণিজ্য

পরিমাণের দিক দিয়ে আমাদের রফতানির মাত্রা যদিও গত বছরের তুলনায় যথেষ্ট বেড়েছে তবু আন্তর্জাতিক বাজারে মন্দাভাবের দরুন তার আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পরও আনুমানিক তিরিশ হাজার টন বিটুমিন রফতানি করা সম্ভব হবে।

https://nagorikpathagar.org

দেশের অন্যান্য খনিজ সম্পদ আহরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। জয়পুরহাট অঞ্চলে চুনাপাথর উত্তোলন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে গেছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে আমরা সিমেন্ট উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবো।

দিনাজপুর মধ্যপাড়া কঠিন শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে। এর মজুদ প্রায় অফুরন্ত। এই শিলা অত্যন্ত উন্নতমানের এবং একটি উৎকৃষ্ট নির্মাণ উপকরণ হিসেবে একে কাজে লাগানো যাবে।

জামালগঞ্জে প্রায় তিন হাজার ফুট গভীরতায় প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী পঁচাত্তর কোটি টনের বেশি কয়লা মজুদ রয়েছে এবং বিশেষজ্ঞদের ধারণা, মজুদের মোট পরিমাণ আরো কয়েকগুণ বেশী হতে পারে। কয়লা উত্তোলনের সম্ভাব্যতা জরিপের কাজ শেষ হয়ে গেছে এবং শিগরিই উত্তোলনের কাজ হাতে নেয়া হবে।

বিদ্যুৎ ও পানি সম্পদ

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা উন্নয়নের একটি পারস্পরিক দ্বন্দ্ব রয়েছে। এই খাতে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহের মধ্যে রয়েছে ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস টারবাইন সংযোগ সম্প্রসারণ, কর্ণফুলী ৩য় ইউনিট সম্প্রসারণ এবং বরিশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন।

বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্পসমূহের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পূর্ব পশ্চিম আন্তৎসংযোগ প্রকল্প। বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের এই প্রকল্পটি বিশেষ অবদান রাখবে। প্রকল্পটি ১৯৮২ সালের প্রথম ভাগে শেষ হবে বলে আশা করা যায়। যমুনা নদীর ওপর এই বৈদ্যুতিক আন্তঃসংযোগ নির্মাণের পর সমগ্র বাংলাদেশ একটি অখণ্ড বৈদ্যুতিক গ্রীডের আওতায় আসবে।

দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় পল্লী বিদ্যুতায়ন খাতে চারশ' আটত্রিশ কোটি টাকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আশা করা যায় আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে প্রায় তেইশ হাজার গ্রাম বিদ্যুতায়িত হবে।

পানি সম্পদের সার্বিক উন্নয়ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ খাতে দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা মেয়াদে মোট তিন হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। ১৯৮৫ সালের জুন মাসের মধ্যে দুকোটি টন খাদ্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকল্পে গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্প, বরিশাল সেচ প্রকল্প, উত্তরাঞ্চল নলকূপ প্রকল্প এবং বরিশাল-পটুয়াখালী প্রকল্পগুলির মাধ্যমে উপযুক্ত মূল্য আমরা পাচ্ছি না। সরকারের রফতানি নীতি সব সময় সতর্কতার সঙ্গে পর্যালোচনা করে দেখা হচ্ছে। দেশের

https://nagorikpathagar.org

কয়েকটি শিল্পের উৎপাদন রফতানির জন্যে অনেকাংশে বাড়ানো হচ্ছে। দেশী কাঁচামালের ভিত্তিতে রফতানিমুখী নতুন নতুন শিল্প স্থাপন করা হচ্ছে এবং চট্টগ্রাম এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন স্থাপনের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

আমাদের আন্তর্জাতিক তৎপরতা বৃদ্ধি এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দ্রুতগামী যাতায়াত ব্যবস্থার প্রয়োজন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় বিমান সার্ভিস উন্নয়নের গুরুত্ব আরো বৃদ্ধির পেয়েছে। একশ' চার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত কুর্মিটোলায় ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে পুরোপুরি চালু করা হয়েছে। বগুড়া, রাজশাহী ও পটুয়াখালীতে নতুন বিমান বন্দর নির্মাণ এবং সিলেট ও চট্টগ্রামের বিমান বন্দর দুটিকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

চট্টগ্রামের সামুদ্রিক বন্দরের নাব্যতা বাড়িয়ে বড় মালবাহী জাহাজের বন্দরে প্রবেশের সুবিধার্থে কর্ণফুলী নদীতে ড্রেজিং করা হচ্ছে। ফলে ১০ হাজার টন ক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজের বদলে ২০ হাজার টন ক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করতে পারবে। অন্যদিকে চালনা বন্দরের নাব্যতা রক্ষা করার জন্যে ইতিমধ্যে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ দ্বারা জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন-এর বহরের ক্ষমতা তিন লাখ নব্বই হাজার টন বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে পাঁচশালা পরিকল্পনায় এই জাহাজ বহরের বহন ক্ষমতা আরো উন্নীত করা হবে।

রেলওয়ে খাতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে রেললাইন সম্প্রসারণসহ মেইন লাইন, ডিজেল ইঞ্জিন, ডিজেল শান্টিং ইঞ্জিন, যাত্রীবাহী ও মালবাহী গাড়ি যাতে দেশের মধ্যে নির্মাণ করা যায় সে জন্যে ইতিমধ্যে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। দেশের রাজধানীর সঙ্গে জেলা, মহকুমা ও থানা সদর এবং প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রগুলি (গ্রোথ সেন্টার) যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় বিভিন্ন শ্রেণীর নতুন সড়ক নির্মাণ এবং পুরাতন সরক উন্নয়ন, প্রশস্তকরণ ও সংস্কারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমান উন্নয়ন কর্মসূচীতে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে বৈদ্যুতিক ট্রলি বাস চালু করার প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

https://nagorikpathagar.org

টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে গত এক বছরে নতুন নতুন টেলিফোন সংযোগসহ টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার উন্নয়নমূলক বিভিন্ন পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি এবং এর জন্যে অতিরিক্ত দুটি ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। ডাক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নতুন ডাকঘর খোলার সঙ্গে সঙ্গে পল্লী এলাকায় ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক সুবিধা আমরা সম্প্রসারণ করছি।

তথ্য ও বেতার

তথ্য পরিবেশন ও বেতার উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দুশ' চুয়াল্লিশ কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

রেডিও টেলিভিশন-এ দুটি শক্তিশালী গণমাধ্যমকে বর্ধিত মাত্রায় শিক্ষা ও জাতিগঠনমূলক তথ্যভিত্তিক অনুষ্ঠান পরিবেশনার কাজে ব্যবহারের জন্যে কার্যকর ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি। দেশে সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। নতুন নতুন সংবাদপত্রের প্রকাশ ও তাদের সম্পাদকীয় নীতিতে তারও প্রতিফলন পাওয়া যাবে।

জনশক্তি

দেশের বিপুল জনসংখ্যা সত্যিকার অর্থে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার বিশেষ প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে প্রতি বছর প্রায় ছাব্বিশ হাজার শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন পেশায় শিক্ষা দেয়া হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকারদের অর্থ উপার্জনে সহায়তা করার জন্যে এই পরিকল্পনা মেয়াদে পঁচিশ হাজার করিগরি সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করা হবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে চাকরি বিনিয়োগ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্যে গত পাঁচ বছরে প্রায় একলাখ লোক বিদেশে গেছেন। তাদের উপার্জিত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম উৎসে পরিণত হয়েছে।

নারী, শিশু ও যুব সমাজ

আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী সমাজকে জাতীয় উন্নয়ন ও জাতি গঠন কাজে শরীক করে সমাজে তাদের যথাযথ স্থান গ্রহণের সুযোগ দানের ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি। আনন্দের বিষয় যে, সারাদেশে যে গণজাগরণের জোয়ার এসেছে দেশের নারী সমাজও অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তাতে যোগ দিয়েছেন।

https://nagorikpathagar.org

শিশুদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগরিত করা এবং তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশের জন্যে শিশু একাডেমীসহ বিভিন্ন শিশু সংগঠনের মাধ্যমে ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

জাতি গঠন ও দেশের সার্বিক উন্নয়নে দেশের যুব সমাজের অফুরন্ত সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে তাদের সঠিক ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করে সুসংগঠিত ও নিয়োজিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। বেকার যুব শ্রেণীকে কর্মসংস্থান ও কর্মসংস্থানের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো জাতীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণ, পরিচর্যা ও লালন পালন। সেই উদ্দেশ্যে দেশে একটি জাতীয় জাদুঘর, জাতীয় গ্রন্থাগার, জাতীয় আরকাইভস স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্যে ইতিমধ্যেই উনপঞ্চাশটি প্রকল্পের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। ক্রীড়ার ক্ষেত্রে আগামী অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্যে একটা সমন্বিত কর্মসূচী আমরা গ্রহণ করছি।

প্রশাসনিক ব্যবস্থা

ঔপনিবেশিক আমলের প্রশাসনিক কাঠামোর বদলে ১৯৮০ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে চৌদ্দটি সাব ক্যাডার প্রবর্তন করা হয়। প্রশাসনের দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বর্ধিত এবং সম্প্রসারিত করে জনগণের যথাসম্ভব নিকটে আনয়ন করাই বর্তমান সরকারের উদ্দেশ্য। প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

শান্তি-শৃংখলা

আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে কিছুসংখ্যক সমাজ বিরোধী লোক দেশে বিচ্ছৃংখলা সৃষ্টির মাধ্যমে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। কিন্তু সকলেরই স্মরণ রাখা দরকার, গণতান্ত্রিক অধিকারের অর্থ অবাধ সেচ্ছাচারিতা নয়। সরকার দেশের আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্যে বদ্ধপরিকর এবং সমাজ বিরোধী যে কোন তৎপরতা দৃঢ় হাতে দমন করতে সঙ্কল্পবদ্ধ।

এ প্রসঙ্গে গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের কর্মপ্রচেষ্টার উল্লেখের দাবী রাখে। ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে এর সংগঠনের পর থেকে এই দলের সদস্যরা নিজ নিজ এলাকায় তাদের দায়িত্ব পালনে তৎপর রয়েছে। সমাজ বিরোধী ব্যক্তিদের

https://nagorikpathagar.org

সদস্যদের তৎপরতার ফলে গ্রাম অঞ্চলের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি ঘটেছে।

গ্রামের এই সেচ্ছাসেবী কর্মীদলকে শুধু আইন-শৃঙ্খলা দূরীকরণের উদ্দেশ্যেও শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের কর্মীরা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট অবদান রেখেছেন।

প্রতিরক্ষা

স্বাধীন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে সুপরিকল্পিত, সুসজ্জিত ও শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ার কাজ ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলেছে। এটি জনগণের বাহিনী এবং আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী। দেশের সশ্রস্ত্র বাহিনী মূলত পেশাগত মানোন্নয়নকল্পে নিয়মিত প্রশিক্ষণ এবং মহড়ায় ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনের সময় বেসামরিক প্রশাসনকে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করেছেন। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে খাদ্য চলাচল, নিয়ন্ত্রণ, সীমান্তে চোরাচালান নিরোধ, সামুদ্রিক সম্পদের নিরাপত্তা রক্ষা এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এছাড়া খাল খনন ও অন্যান্য স্বেচ্ছাশ্রম ভিত্তিক কর্মসূচীতেও তারা অংশগ্রহণ করেছে। তাই জাতীয় স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা একটি আধুনিক, সুশৃংখল ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তুলতে সঙ্কল্পবদ্ধ।

এ প্রসঙ্গে আমি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে, বাংলাদেশ আগ্রাসনের নীতিতে আদৌ বিশ্বাসী নয়, তবে যদি কেউ আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায় তবে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী এবং জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে তার মোকাবিলা করার জন্যে সদা প্রস্তুত রয়েছে।

পররাষ্ট্রনীতি

আমাদের পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য এবং পথনির্দেশক নীতিমালা হচ্ছে :

(ক) আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা,

(খ) দ্বিপক্ষীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা এবং

(গ) সব ধরনের উপনিবেশবাদ, নব্য-উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ ও আধিপত্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের একাত্মতা প্রকাশ।

জাতিসংঘ সনদ ও জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নীতিমালায় অবিচল থেকে আমরা একটি স্বাধীন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি উদ্ভাবনে সতর্কতার সঙ্গে

https://nagorikpathagar.org

এগিয়ে চলেছি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সম্প্রসারণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাকে বহুমুখী করা হচ্ছে।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা ও তার উন্নয়নের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। এক্ষেত্রে একটি অগ্রগামীপদক্ষেপ হিসেবে দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহের আঞ্চলিক সহযোগিতা সংক্রান্ত আমাদের প্রস্তাবের উল্লেখ করা যায়, যে ব্যাপারে এসব দেশের সমর্থনসূচক ও উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার কাজ-কর্মে সক্রিয়, ন্যায়সঙ্গত ও গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বিশেষ আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের ব্যুরোর সদস্য পদে সমাসীন থাকা ছাড়াও জাতিসংঘের পনেরটির বেশি অঙ্গ সংগঠনের সদস্য হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

ইসলামী জাহানের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক নিবিড় হয়েছে। বাংলাদেশ ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন সংস্থা ব্যুরোর সদস্য, জেরুজালেম কমিটি ও শীর্ষ স্থানীয় উপ-কমিটির সদস্য এবং ইরান ও ইরাক যুদ্ধসংক্রান্ত কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

আজ বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মূল প্রাণবিন্দুতে থেকে বিশ্বশান্তি, স্বাধীনতা ও অগ্রগতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

মাননীয় স্পীকার ও সদস্যবৃন্দ

দেশের ইতিহাসে আমরা এখন একটা কঠিন ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি। আন্তর্জাতিক ও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রচণ্ড অস্থিরতা, তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত সকল দেশের মতো আমাদের জীবনযাত্রার ওপরও মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সুদৃঢ় ঐক্য ও আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান এই জাতি অতীতের মত এখনও যে কোন প্রতিকুলতা অতিক্রম করতে বদ্ধপরিকর। চরম আত্মত্যাগের বিনিময়ে যে জাতি অর্জন করেছে প্রিয় স্বাধীনতা আজকের এই কঠিন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় সে জাতি যে আগের মতোই যে কোন তাগ স্বীকারে পিছপা হবে না, তাতে আমি দৃঢ় আস্থাশীল। দেশের নয় কোটি মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে সংসদের মাননীয় সদস্যগণ সকলেই এই দুরূহ লক্ষ্য অর্জনে সক্রিয় সহযেগিতা প্রদান করবেন, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থে আমরা কেউই যেন বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের কথা ভুলে না যাই। পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা আমাদের সহায় হোন।

https://nagorikpathagar.org

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ

বাংলাদেশের জনগণ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের কর্মসূচীকে গ্রহণ করলেও তারা এখনও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মৌল দর্শনকে বুঝে উঠতে পারেনি। অপ্রিয় হলেও এটা সত্য যে, দেশের জনগণ এবং দলীয় কর্মীরা দূরে থাক, দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মৌল দর্শন ভালোভাবে বুঝে উঠতে পারেননি। এই বুঝতে না পারার পেছনেও অনেক কারণ রয়েছে। প্রধান কারণ হলো আমাদের দেশে কোনদিন দর্শনভিত্তিক রাজনীতি হয়নি। আমাদের দেশে অতীতে যে রাজনীতি হয়েছে সেটা ছিলো শুধু হুজুকভিত্তিক। যখন দেশে একটা ক্রাইসিস দেখা দিয়েছে তখন বিভিন্ন পার্টির মধ্য থেকে কোন একটি পার্টি যার কিছু লীডারশীপ ছিলো, কিছু সংগঠন ছিলো এবং সাধারণত জনগণের মধ্যে সমর্থন ছিলো সে পার্টি সে হুজুকে সকলকে টেক্কা দিয়ে সরকার গঠন করেছেন।

কিন্তু আজকে বাংলাদেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন। আগের প্রেক্ষাপট ছিলো ভিন্ন। কারণ তখন আমরা স্বাধীন ছিলাম না। তাই স্বাধীনতার পরবর্তীতে আজকে আমাদের করণীয় কি? স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে দুটো জিনিস জাতির পক্ষে অবশ্য করণীয় হয়ে পড়ে। প্রথমত, স্বাধীনতাকে সুদৃঢ় করা এবং দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলা। এখন এই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলতে হলে, একে জনগণের মাঝে পৌঁছে দিতে হলে, প্রয়োজন অর্থনৈতিক এবং সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মসূচী প্রণয়ন এবং যথার্থভাবে এর বাস্তবায়ন। কিন্তু একটা দল গড়ে ওঠে একটি দর্শনকে ভিত্তি করে এবং সে আলোকেই গৃহীত হয় বিভিন্ন কর্মসূচী। সেই দর্শনকে যদি আমরা বুঝতে না পারি তবে কর্মসূচী বাস্তবায়ন দূরে থাক সামান্য আঘাত আসলে তা সামলিয়ে উঠতে পারবো না। দলীয় দর্শন না বুঝবার যে দুর্বলতা তার ফলে আমরা অনেক জায়গায় মার খাচ্ছি এবং আপনাদের মধ্যে অনেকে বিপথগামী হয়ে লাইসেন্স-পারমিটের পেছনে দৌড়াচ্ছেন। কারণ আপনারা ভাবছেন এই তো সুযোগ কিছু করে নেই নইলে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে। বস্তুত আমাদের দেশে রাজনীতি ব্যক্তিস্বার্থ ভিত্তিকই ছিলো এবং এখনও আছে। তাই আমরা পার্টির দর্শন ও দেশের স্বার্থকে

https://nagorikpathagar.org

ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে তুলে ধরতে এখনও শিখিনি। দর্শন ব্যাপারটা আসলে কিন্তু অত্যন্ত সহজ। যদি মন পরিষ্কার থাকে এবং রাজনৈতিক নিয়ত ঠিক থাকে তাহলে এটা বুঝতে বেশি সময় লাগার কথা নয়। এমনকি আধ ঘণ্টার মধ্যেই দলীয় দর্শন রপ্ত করা যেতে পারে। কিন্তু উদ্দেশ্যটা যদি ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের মতো অন্য কিছু হয় তবে যতই বুঝানো হোক না কেন দলীয় দর্শন কোনদিনই মজগে ঢুকবে না।

একটা কথা আমি পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চাই যে, আজ আমাদের পার্টি এমন অবস্থায় উপনীত হয়েছে যে, যদি দর্শন ঠিকভাবে বোঝে উঠতে না পারেন তবে আপনারা আগামী দিনে টিকতে পারবেন না। এতদিন যে টিকে গেছেন তা হুজুকের ফলেই সম্ভব হয়েছে। এখন সময় এসেছে ব্যক্তিগত কাজের মধ্যে দিয়ে আমাদের প্রত্যেককে দলে টিকে থাকতে হবে।... দলের যে কর্মসূচী রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়িত করতে হবে এবং পার্টিগতভাবে আমাদের জনগণের মধ্যে জাকিয়ে বসতে হবে। সুতরাং পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত বছর দু'য়েক আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হবে। আপনাদের অনেকে তাদের ওপর পার্টি যে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলো তা অক্ষুণ্ন রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন।

বলা বাহুল্য, দেশের রাজনীতিতে এবং জনগণের মন-মানসিকতার অনেক পরিবর্তন এসেছে। এ পরিবর্তন আমরাই ঘটিয়েছি। আমাদের রাজনীতি ও রাজনীতির ধারাতে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। যেমন কেউ কেউ আপত্তি করলেও আমরা স্বনির্ভর গ্রাম সরকার গঠন করেছি। এর ফলে দেশ একটা রাজনৈতিক সিসটেম লাভ করলো। এ সিসটেমের কারণে দেশ টিকে যাবে। আমি না থাকতে পারি, প্রেসিডেন্ট কে হলো না হলো তাতে কিছু যায় আসে না এবং আপনি এমপি না থাকলে তাতে বা কি হলো! পার্টি যেমন একটা সিসটেম তেমনি সরকারও একটা সিসটেম। স্বনির্ভর গ্রাম সরকারও তাই আমাদের সামাজিক জীবনের সবচেয়ে বড় সিসটেম। "লা জেন লা কাজাদেক লাক"— এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহতা'লা এক দলকে দিয়ে আরেক দলকে ব্যালেন্স করেছেন। আর তা যদি না হতো তাহলে দুনিয়াতে ফ্যাসাদ সব সময় লেগেই থাকতো। এখান থেকেই আমাদের গণতন্ত্র শুরু হয়েছে। গণতন্ত্র হলো ব্যালেন্সের একটা প্রসেস। আরবীতে আর একটা কথা আছে, "হাব্বুল ওয়াতান মিন আল ইমান"— অর্থাৎ দেশপ্রেম জাগ্রত হয় ইমান থেকে। তাহলে কি দাঁড়ালো? ইমান মানে কিসের ইমান? অর্থাৎ আল্লাহতা'লার ওপর ইমান। আর তা করতে হলো দেশের প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে। আর সেটা হলো জাতীয়তাবাদ। সে জন্যেই বলা হয়ে থাকে যে, রাসূলুল্লাহই (সঃ) সবচেয়ে বড় দেশপ্রেমিক, বড় জাতীয়তাবাদী ছিলেন।

https://nagorikpathagar.org

এখন প্রশ্ন হলো : "জাতীয়তাবাদ" কি? ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায়, এ বিশ্বে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের 'জাতীয়তাবাদ'-এর উন্মেষ ঘটেছে। 'রেসিয়াল' বা জাতিভিত্তিক জাতীয়তাবাদের কথা এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথমেই এসে যায়। আরব ও জার্মান জাতীয়তাবাদ-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 'এরিয়ান রেস'কে ভিত্তি করে জার্মান ন্যাশনালিজম গড়ে উঠেছিলো। হিটলার হয়তো বা জার্মান জাতীয়তাবাদের কথা বলতো না যদি প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর কতগুলো অংশ ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, পোল্যান্ড নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে না নিতো। এই জন্যেই হিটলার 'রেস'কে কেন্দ্র করে জার্মান জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করলো। আর ন্যাশনালিজমের কথা আজ সর্বজনবিদিত। এর ভিত্তিতে জন্ম নিয়েছে আরব লীগ। মিসরের পরলোকগত প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুল নাসের আরব জাতীয়তাবাদকে একটা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত রূপ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। আরব জাতীয়তাবাদ আজও আছে এবং সমগ্র বিশ্বে গর্বের সঙ্গে মাথা উঁচু করে আছে। এরপর আসে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের কথা। বাঙালী জাতীয়তাবাদের শ্লোগান এ ধ্যান ধারণা থেকে উৎসারিত। এ কারণে আওয়ামী লীগররা বাঙালী জাতীয়তাবাদের স্বপ্নে এখন বিভোর রয়েছে। আবার মুসলিম লীগ, আই ডি এল এবং জামাতীরা বলে থাকে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের কথা। এ শতকের গোড়ার দিকে জামাল উদ্দিন আফগানি প্যান ইসলামী ইজমের যে শ্লোগান তোলেন ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনার উৎস সেখান থেকেই। সত্য করে বলতে গেলে বলতে হয়, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এ ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ কায়েম করতে গিয়ে বাংলাদেশকে শোষণ ও শাসন চালানো হলো। কিন্তু ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের নাম 'পলিটিক্স অব একস্প্লয়টেশন' পাকিস্তানকে এক রাখতে পারলো না। প্রতিষ্ঠিত হলো স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। একটি অঞ্চলকে ভিত্তি করেও রাজনীতি চলতে পারে, গড়ে উঠতে পারে এক নতুন জাতীয়তাবাদ। এক্ষেত্রে ইইসি-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ইইসি-এর রয়েছে পার্লামেন্ট অর্থাৎ ইউরোপীয়ান পার্লামেন্ট। এ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির কারো কারো সঙ্গে স্থল যোগাযোগ পর্যন্ত নেই। কিন্তু বিভিন্ন সূত্রে তারা নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রে নতুন চেতনা, নতুন ধ্যান-ধারণার উন্মেষ ঘটাতে সমর্থ হয়েছে। নিজেদের একটা স্বতন্ত্ররূপ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। মোটামুটিভাবে একথা বলা যেতে পারে যে, তারা 'জাতীয়তাবাদ'-এর পথে ধাবিত। তবে তা 'কম্পলচারী' বা অত্যাবশ্যক নয়।

এসব উপাদানের সমন্বয়ে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' গড়ে উঠেছে। তাই আমরা বলি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ হলো সার্বিক জাতীয়তাবাদ। আমাদের

https://nagorikpathagar.org

আছে জাতিগত গৌরব, রয়েছে সমৃদ্ধিশালী ভাষা এবং আছে ধর্মীয় ঐতিহ্য। ভৌগোলিক অবস্থান হিসেবে এক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের বাসিন্দা। আমাদের আছে নতুন অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার স্বপ্ন। আর এসব রক্তাক্ত স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনায় অবগাহিত। একটা জাতীয়তাবাদী চেতনার মধ্যে এত উপাদানের সমাবেশ ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নি।

তাই কেউ বলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ধর্মকে অবলম্বন করে হচ্ছে না তবে ভুল হবে। ধর্ম বিশ্বাস বা ধর্মের প্রতি অনুরক্ত থাকা বাংলাদেশী জাতির এক মহান ও চিরঞ্জীব বৈশিষ্ট্য। সেই সঙ্গে পবিত্র কোরআনে বলা আছে : 'লা ইকরা ফিদ্বীনে"— অর্থাৎ ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর জবরদস্তি নেই। সুতরাং 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' একদিকে যেমন ধর্মভিত্তিক নয়, তেমনি আবার ধর্ম বিমুখও নয়। এ জাতীয়তাবাদ প্রত্যেকের ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মীয় অধিকারকে নিশ্চিত করে। একই সঙ্গে কেউ যদি বলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ কেবলমাত্র ভাষাভিত্তিক তবে সেটাও ভুল বলা হবে। আবার কেউ যদি বলে আমাদের কেবলমাত্র একটা অর্থনৈতিক কর্মসূচী রয়েছে কিন্তু কোন দর্শন নেই সেটাও ভুল। আমাদের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ফিলসফিতে এবজরশন পাওয়ার আছে। এলবো রুমও রয়েছে। যদি কোথাও ঘাটতি থাকে অন্যটি থেকে এনে পুরো করে দিতে পারবেন। আমাদের অলটারনেটিভ আছে। সে কারণেই আমরা টিকে আছি, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ক্রমেই জনপ্রিয়তা লাভ করছে।

এবার কিছু সমস্যা, কিছু হুমকি প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক। দেশ ও জাতি মূলত সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ ও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ প্রভৃতি দ্বারা আজও হুমকির সম্মুখীন! এসবের কারণেই দু'শ বছর আমরা পরাধীন ছিলাম। এ ম্যাশিনগুলিই আমার-আপনার ওপর চালানো হয়েছিলো। এ হুমকি এখনো আছে। কিন্তু যদি আপনারা গণপ্রতিনিধি হিসেবে পরিপূর্ণভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন, পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাইরে যদি কর্তব্যনিষ্ঠ হোন তবে কেউ কিছুই করতে পারবে না। এ হুমকিগুলিকে যথার্থভাবে মোকাবিলা করতে হলে টারগেট নিতে হবে জনগণকে সচেতন এবং সংগঠিত করে তোলার। জাতীয়তাবাদের টারগেট হবে জনগণ। কারণ জনগণই সকল শক্তির উৎস। এ জন্যেই আমরা গ্রামে গ্রামে সংগঠন করছি। প্রতিষ্ঠা করছি সামাজিক, অর্থনৈতিক স্বনির্ভর গ্রাম সরকার।

প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক জাতির একটা স্বপ্ন থাকে। তেমনি আমাদের মনেও রয়েছে স্বপ্ন। সে স্বপ্নই হলো দর্শন। এ দর্শন দিয়েই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ

https://nagorikpathagar.org

বাস্তবায়িত করতে হবে। এ স্বপ্ন আমরা কিসের স্বপ্ন দেখছি? আমরা স্বপ্ন দেখছি একটা শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের; সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে সকলের অধিকার নিশ্চিত করার। তাই স্বপ্ন হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য, চরম লক্ষ্যও বলতে পারেন। দলের চরম লক্ষ্য থাকবে কি থাকবে না এ প্রশ্নে মতভেদ কারো কারো মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে। এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার, চরম লক্ষ্য অবশ্যই থাকতে হবে। তবে সেই চরম লক্ষ্য প্রয়োজনে রদবদল করতে হবে। ধরুন আজকে অর্গানাইজেশন চালাতে দশটা গাড়ি লাগবে কিন্তু এক বছর পর দশটা গাড়িতে হবে না তখন প্রয়োজন পড়বে পনেরোটা। উদ্দেশ্য ঠিক রয়ে গেছে কিন্তু সেই লক্ষ্য অর্জনে টারগেট ফিগার ইন টাইমস্ অব ফিগারে রদবদল ঘটে গেছে। একইভাবে দর্শনের ক্ষেত্রেও মাঝে মধ্যে ফিগার চেঞ্জ করতে হবে। নতুবা আপনারা আমরা সবাই আউট অব টাইমস্ হয়ে যাবো। এ কারণেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিশেষ করে রাশিয়ায় এখন উন্নয়ন তৎপরতায় ভাটার টান চলছে। কারণ তারা মানুষের এনার্জিকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করছে না। এখন তারা একটা সিলিং-এ পৌঁছে গেছে। ফলে হিউম্যান এনার্জি সেখানে স্টেইল হয়ে যাচ্ছে। চায়না সেটা বুঝতে পেরে তাদের বিভিন্ন ব্যবস্থায় রদবদল প্রত্যক্ষভাবে দেখার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। বছর দু'য়েকের মধ্যে তারা অজস্র রদবদল ঘটিয়ে ফেলেছে। তারা দর্শনটাকে ঠিক রেখে দর্শনের এপ্লিকেশন এবং একসটেন্ডগুলিতে রদবদল ঘটাচ্ছে।

দুনিয়া প্রত্যেকদিন একই থাকে না। এ মুহূর্তে দুনিয়াটা যে অবস্থায় আছে কালকে তা থাকবে না। প্রকৃতিতেও বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন সূচিত হয়। আল্লাহতালা যখন নেচারই চেঞ্জ করছে তখন আপনার টারগেটগুলিকে চেঞ্জ করবেন না কেন? আপনার চাহিদার ক্ষেত্রেও তো রদবদল রয়েছে। দশবছর বয়সে আপনার যে চাহিদা ছিলো ২০ বছর বয়সে তা নেই এবং ৪০ বছর বয়সে চাহিদার প্রেক্ষিতে তখন ভিন্নতর হয়ে যাবে। এ কারণে সোসিয়ালিজম বলতে আমরা বোঝাতে চাই সুষম বন্টন অর্থাৎ আমাদের দেশে মানুষে মানুষে আয় এবং সম্পদের ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশে ম্যান টু ম্যান ডিসপ্যারিটি অন্তত বেতন কাঠামোর দিক দিয়ে অনেক বেশি। তাই আমাদের শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করতে হলে আমাদেরকে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। খালি পেটে দর্শন হয় না, কাজও করা যায় না। রাজনীতি তো করা যাই-ই না। তাই সর্বক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

আমাদের দর্শনের মধ্যে ধর্মীয় দর্শনও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। খালি ইহজগতের কথা ভাবলেই চলবে না, পরলোকের কথাও ভাবতে হবে। সুতরাং

https://nagorikpathagar.org

আমরা মানুষকে যে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দর্শন দিতে চাচ্ছি তাতে তিন ধরনের খোরাক আছে। যেমন :

১। ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে অন্ন সংস্থানের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির আহ্বান।

২। স্বাবলম্বী জীবন-যাপনের জন্যে অনুপ্রেরণা এবং

৩। পারলৌকিক জগতের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে আত্মার শান্তি অর্জনের প্রচেষ্টা।

এ কারণেই আমরা বলছি, ধর্মের এলিমেন্ট যদি রাজনীতিতে না থাকে তবে সেটাও ভুল হবে। 'সেকুলার স্টেট' বলে অনেক দেশের পরিচয় দেয়া হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ইংল্যান্ডের কথাই ধরা যাক। '৭৭ সনে গিয়েছিলাম কমনওয়েলথ সিলভার জুবিলি উৎসবে। কথায় কথায় বাইবেল। কোন কিছু শুরু হয় না বাইবেল ছাড়া। তারা সেকুলার হলো তাহলে কোথায়? এরপর আসুন প্রতিবেশি ভারতের কথায়। সারা দুনিয়ার 'সেকুলার স্টেট' বলে সে নিজেকে পরিচয় দিচ্ছে। কিন্তু আসলে কি তাই? না আমাদের মতে ভারত সেকুলার নয়। একজন ভারতীয় সাংবাদিককে বলেছিলাম এ কথা। বলেছিলাম— ভারতে উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে সর্বক্ষেত্রেই হিন্দু ধর্মমত প্রতিপালন করা হচ্ছে। অন্য ধর্মাবলম্বীদের যথার্থ মর্যাদা দেয়া হয় না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রতিবছর কতশত সংখ্যালঘু মারা যায়। এতে উক্ত সাংবাদিক রুষ্ট হলেন। রুষ্ট হলে কি করা যাবে? আমাদের সাধারণ মানুষের চেয়ে ভারতীয়দের অবস্থা ভালো না হলেও তারা এটমবোম, ট্যাংক বানিয়ে চলেছে।

আমাদের কথা হলো, মানুষের হাত-পা বেঁধে কিছু করাতে চাই না। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে এখানেও আমাদের পার্থক্য। তারা মানুষকে কাজ করতে বাধ্য করে আর আমরা জনগণকে, জনগণের শক্তিকে দেশ গঠনের কাজে স্বেচ্ছা প্রণোদিতভাবে লাগানোর জন্যে অনুপ্রাণিত করি, উদ্বুদ্ধ করি। এ জন্যে আমরা বলি সমগ্র স্বাধীনতার কথা। স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, যার যা খুশি তাই করবে। স্বাধীনতা আছে অথচ দায়িত্বটা পালন করছেন না। আসল গলদ এখানেই। আপনাদের কেউ কেউ এথিক্স ফলো করছেন আবার কেউ কেউ করছেন না। তাই আমরা আমাদের জনশক্তিকে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগাতে পারছি না। কারণ আমাদের মানুষগুলি সংগঠিত নয়। আমরা বলি গ্রামে মাছ আছে, পানি আছে, সম্পদ আছে এবং মানুষও আছে। কিন্তু এগুলির মধ্যে সমন্বয় নেই। তাই আমরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন হিসেবে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার গঠন করেছি। গ্রামে সব কিছুই আছে, কিন্তু নেতৃত্ব নেই। সোসিও ইকনমিক ফ্রিডম থাকতে হবে এবং এ জন্যে চাই সংগঠন। গ্রাম সরকার গঠনের পেছনে এ লক্ষ্যও ক্রিয়াশীল রয়েছে। স্বনির্ভর গ্রাম সরকার হলো

https://nagorikpathagar.org

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দর্শনের প্রোডাকশন। অবশ্য হালে এর দাবীদার দু'একজন বেরিয়ে গেছে। আওয়ামী লীগ দাবী করছে যে, এটা নাকি তাদের কর্মসূচী ছিলো। জাসদও বলছে, এটা নাকি তাদেরও লক্ষ্য। আমি কিন্তু এর আগে এদের মুখে এ ধরনের কোন কথা শুনিনি। সে যাই হোক, দেশের মানুষ জানে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দর্শনের প্রোডাকশন এবং এটাকে রূপ দিয়েছি।

দর্শন হলেই তো শুধু চলবে না। তা বাস্তবায়ন সংগঠন চাই। এ জন্যে রাজনৈতিক সংগঠনের পাশাপাশি স্বনির্ভর গ্রাম সরকার এবং তারই সঙ্গে গ্রাম প্রতিরক্ষা দল গঠন করা হয়েছে। আর এসব কিছু মিলেই আমরা শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের ডাক দিয়েছি। '৭১-এর মতো রক্তাক্ত বিপ্লবের প্রয়োজন নেই। আজ প্রয়োজন দেশ গঠন। আর তার জন্য চাই আভ্যন্তরীণ শান্তি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের ধাঁচে দেশ গঠন তাই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের রূপরেখা নিম্নরূপ :

১। জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুসংহত করা,

২। কৃষি সংস্কার;

৩। শিক্ষা সংস্কার;

৪। পরিবার পরিকল্পনা;

৫। শিল্প উৎপাদন এবং বিদ্যুতায়ন;

৬। সমাজ সংস্কার;

৭। প্রশাসনিক সংস্কার;

৮। ধর্ম;

৯। আইন সংস্কার;

১০। শ্রম আইন সংস্কার;

১১। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জনশক্তি উন্নয়ন;

১২। খনিজ তথা সকল প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ;

১৩। সংস্কৃতির বিকাশ সাধন।

এগুলি হলো আমাদের বৈপ্লবিক কর্মসূচীর মূল ব্যাপার। কোন স্বপ্নের, কোন লক্ষ্যের জন্যে এ বিপ্লব। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মানুষের এ পাঁচটি মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা কায়েমই হলো আমাদের স্বপ্ন, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মৌল লক্ষ্য।

https://nagorikpathagar.org

আমাদের পররাষ্ট্রনীতি

পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে যারা অভিজ্ঞ এবং যারা এর সংস্পর্শে থাকেন তারা এমন ভাব দেখান যে, এটা এমন জিনিস, যা তারা ছাড়া আর কেউ বুঝবেন না। তাদের ভাষায় এটা কেবল এক্সপার্টদেরই দিগন্ত এবং বলা হয়ে থাকে যে, পররাষ্ট্রনীতি খুবই একটা কঠিন ব্যাপার বিধায় অন্যদের এ ক্ষেত্রে নাক না গলানোই বাঞ্ছনীয়। আসলে কিন্তু তা ঠিক নয়। পররাষ্ট্রনীতি এমন কোন শক্ত ব্যাপার নয়, যা বোঝা যাবে না। এটাকে সহজ-সরল রাখলে, বাস্তবমুখী করলে সব কিছুই করা যায়। একটা কথা আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই যে, পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কাউকে খুশি রাখবার প্রয়োজন নেই। এটা মনে রাখবেন, যাকে খুশি করতে যাবেন সে আপনার ঘাড়ে থাবা মারবে। তাই ফরেন পলিসিতে কাউকে খুশি করা চলবে না।

পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই স্মরণ রাখতে হবে আমাদের দেশ বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, স্ট্র্যাটেজিক অবস্থানের কথা। এরই পাশাপাশি রয়েছে আমাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক এবং জাতিগত অবস্থানের দিক। এসব ক্ষেত্রে সারা দুনিয়ায় বাংলাদেশ যে রকম অবস্থানে বিদ্যমান রয়েছে, বিশ্ব মানচিত্রে তেমন আরও কতকগুলি দেশ আছে। মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে দেখুন বাংলাদেশের দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালা আর উত্তরে হিমালয়ের সুউচ্চ গিরিশৃঙ্গ। আর এ পর্বতমালার একপাশে রয়েছে ভুটান, নেপাল, সিকিম আর অন্য প্রান্তে গণচীন। আমাদের পশ্চিম দিকে রয়েছে ভারত এবং পূর্ব দিকেও রয়েছে ভারত। তারপর দক্ষিণ-পূর্বে বার্মা। এর আশেপাশে রয়েছে চায়না, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর এবং ইন্দোনেশিয়া। আবার পশ্চিম দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে ভারত ছাড়িয়ে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান এবং আরও পশ্চিমে মধ্যপ্রাচ্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে দু'দিক থেকে স্থলভাগ আস্তে আস্তে শুরু হয়ে বাংলাদেশে এসে আরও সরু হয়ে পড়েছে। ভূগঠন প্রকৃতির দিক দিয়ে

https://nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের মত অবস্থান বিশ্বের আরও কয়েকটি দেশের রয়েছে। তুরস্কের মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে দেখুন এখান থেকে ইউরোপের স্থল এলাকা ছাড়িয়ে পড়েছে এশিয়ায়। এরপর আসে মিশরের কথা। এর পশ্চিমে আফ্রিকার বিরাট স্থল এলাকা আবার পূর্বদিকে এশিয়ার স্থল এলাকা চারিদিকে ছাড়িয়ে পড়েছে।

এবার পানামার মানচিত্রের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। এর উত্তরে আছে মেক্সিকো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডার বিরাট স্থল এলাকা, দক্ষিণে সাউথ আমেরিকা আবার ইউরোপের সুইজারল্যান্ডের স্থলভাগ সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। এবং এর আশেপাশে স্থলভাগ ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে কি হচ্ছে? এতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যে আদান-প্রদান তা সংকীর্ণ স্থল এলাকার মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে হচ্ছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ, তুরস্ক, মিশর, পানামা এলাকা বিভিন্ন ধরনের রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ের আদান-প্রদানের রাস্তা। সে জন্যে এসব এলাকার খুবই স্ট্র্যাটেজিক গুরুত্ব রয়ে গেছে।

বাংলাদেশের আশেপাশে কয়টি দেশ রয়েছে? ভারত, বার্মা, ভুটান, নেপাল, সিকিম এবং চায়না এই ছয়টি দেশ। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে প্রতিটি দেশ এত সন্নিকটবর্তী যাকে বলে স্টোন থ্রোয়িং ডিসটেনস। বাংলাদেশ থেকে নেপালের দূরত্ব ১৮ মাইল, ভূটান ৪৫ মাইল এবং চায়নার বর্ডার ৪০ থেকে ৪৫ মাইল বা তার চেয়ে সামান্য বেশি হতে পারে। বাংলাদেশ সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশ। আমাদের রাষ্ট্রীয় সীমানার শুরু সমুদ্রের জলরাশি দিয়ে। আর এ মহাসমুদ্রই বাংলাদেশকে দিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থান। এ কারণে আমরা হলাম সকলেরই টার্গেট। এটা আপনাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে। আর এজন্যেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এজন্যেই আমরা বলি বাংলাদেশ হলো দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সংযোগস্থল। আমাদের এ বক্তব্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়েছে।

তাহলে প্রশ্ন জাগে ফরেন পলিসিটা কি? পররাষ্ট্রনীতি কি জিনিস? আপনারা লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই যে, গ্রামে এবং শহরের অলিতে গলিতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা একটা খেলা করে যার নাম হলো এক্কা-দোক্কা খেলা। অর্থাৎ এটা ব্রাকেটাঙ্গুলারের মধ্যে ছোট-বড় বেশ কিছু ঘর থাকে। একপায় দাঁড়িয়ে একজন একটা পাথর ছুড়ে মারে (চাল মারে) অর্থাৎ এক্কা-দোক্কা চাল। তারপর একপায় লাফিয়ে লাফিয়ে ঘরের মধ্যে যায়। এক্ষেত্রে কিছু নিয়ম-কানুন থাকে। যা হলো সব ঘরেই এক সঙ্গে যাওয়া যাবে না। একটায় গেলে অপরটায় যাওয়া নিষিদ্ধ

https://nagorikpathagar.org

হয়ে পড়ে। ফরেন পলিসিটাও তাই। ফরেন পলিসি অনেকটা এক্কা-দোক্কা খেলা। পররাষ্ট্রনীতিতে সবচেয়ে বড় জিনিস হলো জাতীয় সত্তা এবং জাতীয় স্বার্থ হাসিল করতে হবে। তা হলেই সেটা পররাষ্ট্রনীতি হয়ে গেল। আসলে ব্যাপারটা বেশ সোজা, খুব কঠিন কিছু নয়। কিন্তু যদি ফরেন পলিসি এক্সপার্ট কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে যান তবে তারা বলবে যে, এটা খুবই ঝকমারি ব্যাপার।

তবে পররাষ্ট্রনীতি গড়ে তোলার একটা কথা মনে রাখতে হবে আর তা হলো আপনাকে শক্তি অর্জন করতে হবে। এখানে প্রশ্ন আসে শক্তি কি এবং কোথায়? এ শক্তির উৎস জনগণ। বাংলাদেশের জনগণের মধ্যেই রয়েছে শক্তি। বাংলাদেশ খুব গরীব দেশ হওয়া সত্ত্বেও আমরা আমাদের পররাষ্ট্রনীতি গড়ে তুলেছি। বাংলাদেশের ওপর অনেক চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে সর্বদিক থেকে। কিন্তু এই এক্কা-দোক্কা খেলার মত এড়িয়ে যেতে হবে। আর এ জন্যে প্রয়োজন জনগণের সমর্থন। গণসমর্থন না থাকলে যত বড় ফরেন পলিসি, দক্ষ ফরেন পলিসি প্রণয়ন করেন না কেন তাতে কোনই কাজ হবে না। এক ধাক্কায় সব কিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

এই বাংলাদেশের ফরেন পলিসি করার আগে আপনাদের জানতে হবে প্রতিবেশী দেশগুলি কি চাচ্ছে এবং তাদের নেতারা কোন ছাঁচে গড়া। এসব দেশের দুর্বলতা কোথায়, তাদের শক্তির উৎস কি তা খুঁজে বের করতে হবে। এরপর আসে ফরেন পলিসি-এর ক্ষেত্রে কি কি ফ্যাক্টর রয়েছে। যা আমাদের ফরেন পলিসিকে গাইড করবে। ফ্যাক্টর অনেকগুলিই আছে। অন্তত কয়েক ডজন হবে। তবে এখানে কেবল কয়েকটির কথাই উল্লেখ করবো। এগুলো হচ্ছে :

(ক) আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান,

(খ) আমাদের অর্থনৈতিক,

(গ) আমাদের জনগণের ধর্ম,

(ঘ) আঞ্চলিক অবস্থান,

(ঙ) আভ্যন্তরীণ রাজনীতি,

(চ) পরাশক্তি, তাদের নীতি এবং

(ছ) আমাদের মধ্যে পরাশক্তির হস্তক্ষেপের পরিধি।

https://nagorikpathagar.org

এখন প্রশ্ন হলো ফরেন পলিসি দিয়ে কিভাবে জাতীয় সত্তা ও স্বার্থ রক্ষা করবেন? এ ব্যাপারে প্রথম যে কথা আসে তাহলো আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অটল রাখতে হবে। ফরেন পলিসি এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে অন্যারা দেশ অথবা বৃহৎ শক্তিবর্গ যেন আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করতে পারে। আর যদি হস্তক্ষেপ করেই বসে তবে যেন আমরা তা প্রতিরোধ করতে পারি। বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টাকে অন্তত দক্ষতার সাথে যেন নিউট্রালাইজ করা যায়।

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আমরা বর্তমান জোটনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করছি। তবে এক্ষেত্রে আমাদের 'ইসলামিক নেচার' সম্পূর্ণভাবে অক্ষুণ্ন রেখেই তা করা হচ্ছে। কিন্তু এখানেই আমাদের থেমে থাকা যাবে না। এর মধ্যেই আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিঃশেষ হয়ে যায় না। তাই আমাদের ফরেন পলিসিটাকে করতে হবে "রিজিওনাল কোপারেশন"-এর ভিত্তিতে। অর্থাৎ এ অঞ্চলের যে সব দেশ রয়েছে সমমর্যাদার ভিত্তিতে তাদের সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারিত করতে হবে। সেই সাথে নিশ্চিত করতে হবে ইন্টারনাল স্ট্যাবিলিটি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতার সুফল গ্রহণের মাধ্যমে আমাদের অর্থনীতিকে জোরদার করতে হবে। অল্প কথায় দেশকে সর্বোতভাবে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ নিতে হবে। আর এ জন্যে নীতি অবলম্বন করতে হবে, যা আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত এবং স্বীকৃত হয় । আর এ নীতি অবশ্যই এমন হতে হবে, যাতে তা আমাদের উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে।

মনে রাখবেন, পররাষ্ট্রনীতি হচ্ছে আভ্যন্তরীণ রাজনীতির একটা একসটেনশন। কথাটা সত্যি। কারণ ঘরের মধ্যে দুর্বল থেকে বাইরে গিয়ে কিছু করা যায় না। আভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং পররাষ্ট্রনীতি এ দুটোই পরস্পর নির্ভরশীল। তাই এ দুটোর মধ্যে ব্যালেন্স মেইনটেইন করতে হয়। ফরেন পলিসি-এর অর্থ এই নয় যে, যেমনখুশি তেমন করা যাবে। এ ব্যাপারে সর্বক্ষেত্রে সমতা রাখতে হবে নতুবা বিপদ অবশ্যম্ভাবী। সমতা না রাখলে ভারসাম্যহীন হয়ে উল্টে পড়তে হবে। আমাদের আন্তর্জাতিক সমস্যা রয়েছে প্রতিবেশি ভারতের সঙ্গে এবং আছে পাকিস্তানের সঙ্গে। সুতরাং পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এমন মনোভাব গ্রহণ করতে হবে, যা আমাদের এসব সমস্যা সমাধানের সহায়ক হয়। আমাদের পররাষ্ট্রনীতির অতীত এ মনোভাবেরই ইতিহাস বহন করছে।

https://nagorikpathagar.org

এবার বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, বিশ্বের বড় দেশ তাদের নিজস্ব জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণার আলোকে আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি পরিচালনা করছে। এ কারণেই কম্যুনিস্ট দেশগুলির মধ্যে সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। রাশিয়া এবং চীন দুটোই কম্যুনিস্ট দেশ। কিন্তু জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণার দিগন্তে তারা দুই মেরুতে অবস্থান করছে। তেমনি ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক দিয়ে এক হলেও আরব দেশগুলির প্রত্যেকটিই নিজস্ব জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় স্বার্থের আলোকে নিজের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করছে। আমাদের এ অঞ্চলে ভারত, পাকিস্তান, বার্মা প্রত্যেকটি দেশের নিজস্ব জাতীয়তাবাদ তাদের পররাষ্ট্রনীতিকে পরিচালিত করছে। বৃহৎ শক্তিবর্গ কি চায়? তারা চায় ছোট ছোট দেশগুলিকে দড়িতে বেঁধে রাখতে অর্থাৎ পায়ের মধ্যে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দিতে। কারণ তেমন অবস্থায় বৃহৎ শক্তিবর্গ যা বলবে ছোট দেশগুলি তাই করবে। এতেই তারা সন্তুষ্ট থাকতে চায়। তারা প্রতিবেশী ছোট ছোট দেশগুলিকে নিজেদের পকেটের মধ্যে ভরে রাখতে চায়। অনেকাংশে তা প্রাকৃতিক নিয়মের মতো। যেমন একটা বড় মাছ ছোট মাছকে খেয়ে ফেলে। বড় বড় দেশ এমন সৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে দুনিয়া জুড়ে ওলট-পালট ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে, এ অবস্থায় আমাদের করণীয় কি? নিজেকে দুর্বল ভেবে নিশ্চুপ বসে থাকলে চলবে না। আমাদের দেশকে শক্তিশালী করতে হবে। আর এ শক্তির উৎস হলো জনগণ। এ ব্যাপারে জনগণকে সংগঠিত করতে হবে। আমরা গরীব দেশ। তাই আমরা পারি না বিরাট প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তুলতে। সেজন্যে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এমনভাবে গড়তে হবে, যাতে আক্রান্ত হলে সারা দেশবাসী যুদ্ধ করতে পারেন।

বড় বড় দেশগুলির রয়েছে আবার অন্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার প্রবণতা। এ প্রবণতাকে প্রতিরোধ করতে হলে আমাদের আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। এ নীতি আমরা অতীতে অনুসরণ করেছি এবং এখনও করছি। আর তা হলো সর্বক্ষেত্রে আমাদেরকে সেলফ্ রিলায়েন্ট অর্থাৎ স্বয়ম্ভর হতে হবে। পরনির্ভরশীলতার গ্লানি থেকে মুক্তি লাভ করতে হবে। কারণ স্বয়ম্ভরতাই হলো পররাষ্ট্রনীতির প্রকৃত শক্তি।

অনেকে বলেন, ইন্ডিপেনডেন্ট ফরেন পলিসি চাই। কেউ কেউ আবার বলেন ফরেন পলিসি নাকি কখনও হানড্রেড পার্সেন্ট ইন্ডিপেনডেন্ট হয় না।

https://nagorikpathagar.org

কারণ সারা বিশ্বে এত একশন, কাউন্টার একশন রয়েছে যে, কোন দেশেরই হানড্রেড পার্সেন্ট ইন্ডিপেনডেন্ট ফরেন পলিসি থাকতে পারে না। আমেরিকার নেই, রাশিয়ারও নেই। প্রত্যেকটি দেশ আরেক দেশের ওপর একটু নির্ভরশীল হয়েই থাকে। এ জন্যেই থিওরিটিসিয়ানরা বলেন যে, কোন দেশই সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন নয়। থিওরিটিক্যালি হয়তো এটা সত্য। কিন্তু একটা দেশ যদি শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি ইন্ডিপেনডেন্ট ফরেন পলিসি অনুসরণ করে তবে সে ফরেন পলিসিটাকে ইন্ডিপেটডেন্ট বলা যেতে পারে। যেমন কোন দেশ যদি আন্তর্জাতিক কোন সামরিক জোটের মধ্যে না থাকে এবং বৃহৎ শক্তিশালী চাপ যদি নিউট্রালাইজ করতে পারে তবে বলা যেতে পারে যে, সে দেশটি ইন্ডিপেনডেন্ট ফরেন পলিসি অনুসরণ করছে।

এ ক্ষেত্রে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন জাগে বাংলাদেশ কি রকম স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করছে। গত এক বছরের কয়েকটি ঘটনা যদি আপনারা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করেন তাহলেই এর জবাব পেয়ে যাবেন। আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপ, ইরান-মার্কিন জিম্মি সঙ্কট এবং কাম্পুচিয়া প্রসঙ্গে আমাদের ভূমিকা একথাই প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশ স্বাধীন নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করেছে। বাংলাদেশে এ পররাষ্ট্রনীতি বিশ্বের সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। তাই দু'বছর আগে যে জাপান আমাদের সব চেয়ে বেশি অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়েছে তার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বাংলাদেশ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে জয়লাভ করেছে। ইসলামিক কনফারেন্স-এর আওতায় জেরুজালেম কমিটির শীর্ষ কমিটি বাংলাদেশ নির্বাচিত হয়েছে। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পালনে করে চলেছে এক উল্লেখযোগ্য অগ্রণী ভূমিকা। জাতিসংঘে অর্থনীতি এবং তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলি সম্পর্কে বাংলাদেশের ব্যাখ্যা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের বক্তব্য এটাই প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশ স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে চলেছে।

এই স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গড়ে তোলা একদিনে সম্ভব হয়নি। অসংখ্য বাধাবিপত্তি ও প্রতিকূল অবস্থা মোকাবিলা করতে হয়েছে। এ অবস্থায় উপনীত হতে আমাদেরকে অনেক এক্কা-দোক্কা খেলতে হয়েছে। অনেক সময় আমরা বিরাট চাপের মুখে পড়েছি কিন্তু জাতীয় স্বার্থকে অটুট রেখে আমরা কাজ করে গেছি। বাংলাদেশের জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ও ইসলামিক কনফারেন্সে মধ্যপ্রাচ্য সমস্যায় আরবদের প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থন প্রদান করেছে। গত কমনওয়েলথ শীর্ষ বৈঠকে রোডেশিয়া সম্পর্কে আমরা যে বক্তব্য রেখেছি তা

https://nagorikpathagar.org

সেখানকার ব্ল্যাক মেজরিটির স্বপক্ষে চলে গেছে। এছাড়াও বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া ফোরামের শীর্ষ সম্মেলনের জন্য যে প্রস্তাব রেখেছে তা অপরাপর ছয়টি দেশ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছে। এ সবকিছুই বাংলাদেশের সার্থক পররাষ্ট্রনীতির প্রমাণ বহন করেছে। কতকগুলি স্ট্র্যাটেজি অনুসারে বর্তমান বিশ্ব পরিচালিত হচ্ছে। এগুলি : ইকনমিক স্ট্র্যাটেজি, মিলেটারী স্ট্র্যাটেজি, জিওগ্রাফিক্যাল স্ট্র্যাটেজি এবং সোসিওলজিক্যাল স্ট্র্যাটেজি। পরাশক্তিগুলিও তাদের গ্লোবাল স্ট্র্যাটেজি ও আঞ্চলিক স্ট্র্যাটেজি ঠিক রাখার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। আমরা পরাশক্তির গ্লোবাল স্ট্র্যাটেজি ও আঞ্চলিক স্ট্র্যাটেজির শিকার। সমগ্র বিশ্বে ও আঞ্চলিক ক্ষেত্রে যে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের প্রবাহ রয়েছে তা থেকে বাঁচাতে হলে আমাদের পথ একটাই, আর তা হলো বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের রাজনীতি। এর কোন বিকল্প নেই। দুঃখের বিষয় হলেও এটা সত্য যে, অন্যান্য দলগুলি এটা বুঝে উঠতে পারে নি। এমতাবস্থায় সংগঠিত করতে হবে দেশের যুবশক্তিকে। ছাত্র ও যুবকদের জাগিয়ে তুলতে হবে। তাদের জাগিয়ে তুলতে হবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে উদ্দীপিত করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে যুবশক্তির উত্থান এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ব্যাপক প্রচার আজ সবচেয়ে জরুরি হয়ে পড়েছে। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে অক্ষুণ্ন রাখার এ প্রত্যয় থেকেই শুরু হয় পররাষ্ট্রনীতি।

https://nagorikpathagar.org

আমাদের পথ

মানুষের কর্ম, চিন্তাভাবনা, রাজনীতি— এসব কিছুই নির্ণীত ও পরিচালিত হয় একটা বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে। ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে এ জীবন দর্শনের তারতম্য ঘটতে পারে। তাই কোন কোন মানুষের রাজনীতি ও জীবনদর্শন ভীতির উদ্রেক করলেও সব সময় তা বিপজ্জনক বা অকল্যাণজনক নাও হতে পারে। বস্তুত কোন কিছুকে অবলম্বন না করে কোন রাজনীতি, কোন দর্শনের উন্মেষ এবং বিকাশ ঘটতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ মার্কসইজম-এর কথা বলা যেতে পারে। যদি আমরা মার্কসইজম নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করি তাহলে দেখা যাবে এর একটা আদর্শ এবং লক্ষ্য আছে। এ আদর্শ ও লক্ষ্যকে ভিত্তি করেই রাশিয়ায় মার্কসইজম কায়েম হয়েছে। একথা আজ বিনা দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় মার্কসইজম-এর প্রভাব না ঘটলে রুশ জাতি এতটা উন্নত অবস্থায় উপনীত হতে পারতো না। হয়তো বা সেখানকার সাধারণ মানুষের অবস্থার আরও অবনতি ঘটতো।

এই যে আমরা সবাই রাতের বেলায় আলো জ্বালাই এর পেছনেও যুক্তি আছে। ভিত্তি আছে। রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়ার পেছনেও রয়েছে একটা ভিত্তি। এ ভিত্তিটা কি? অপরাপর বিরোধী রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক দর্শনকে যথার্থভাবে যুক্তি ও কর্মসূচীসহ মোকাবিলা করে স্বীয় জীবনবোধের আলোকে সমাজ ও জাতিকে গড়ে তোলা এবং কখনও কখনও পথভ্রষ্ট স্বেচ্ছাচারের কাছ থেকে বাঁচার তাগিদই হচ্ছে একটি রাজনৈতিক মতের পতাকাতলে সমবেত হবার মৌল কারণ। এর অর্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে, রাজনীতি, রাজনৈতিক দর্শন ও বিশ্বাস মানুষের একটা সুষ্ঠু সুন্দর চেতনাবোধ।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। উপমহাদেশ এবং এ অঞ্চলের মানচিত্রের দিকে তাকালে এটা স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, ভৌগোলিক অবস্থানের সঙ্গে তুরস্ক, মিশর, মরক্কো এবং স্পেনের ভৌগোলিক অবস্থানের একটা সাদৃশ্য আছে। বাংলাদেশ এ উপমহাদেশে ও এ অঞ্চলের সামরিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে। এর উত্তরে সুউচ্চ হিমালয় পর্বত আর দক্ষিণে সুগভীর বঙ্গোপসাগর। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার

https://nagorikpathagar.org

সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার যোগসূত্র স্থাপন রেখেছে বাংলাদেশ তার আপন ভূখণ্ডের বৈচিত্র্য দিয়ে। তাই বাংলাদেশ ভূখণ্ডটিতে অতীতে অনেক উত্থান-পতন ঘটে গেছে। হাজার হাজার পটপরিবর্তনের ইতিহাসকে বুকে ধারণ করে আছে বাংলাদেশ। এখানে সঙ্গতকারণেই প্রশ্ন আসতে পারে যে, ইংরেজ জাতি এ উপমহাদেশে তাদের উপনিবেশ কায়েমের প্রাথমিক ক্ষেত্র হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিয়েছিলো কেন? উপমহাদেশের অন্য যে কোন স্থান তারা প্রথমে দখল করতে চাইলে নিশ্চয়ই পারতো। কিন্তু বাংলাদেশকে তারা এ জন্যে বেছে নিয়েছিলো যে, এখান থেকে অন্যান্য স্থানে চলাচলে সুবিধা হবে। বাংলাদেশের যে ভৌগোলিক অবস্থান ও আকার তাতে এখান থেকে পশ্চিমে পূর্বদিকে যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করাও সুবিধাজনক বলে ইংরেজগণ এ স্থানকে প্রথমে বেছে নিয়েছিলো। সুচতুর ইংরেজের এ পরিকল্পনা এতটা নির্ভুল ছিলো যে পর্যায়ক্রমিকভাবে তারা গোটা ভারতবর্ষ এবং ব্রহ্মদেশ দখল করে নিতে সক্ষম হয়েছিলো। এ থেকে তাই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বাংলাদেশের ছিলো এক বিরাট স্ট্র্যাটেজিক অবস্থান এবং বলাবাহুল্য যে, সেই অবস্থান আজও গুরুত্বপূর্ণই রয়ে গেছে। এ কারণেই বাংলাদেশের ভূখণ্ড এবং বঙ্গোপসাগরের জলরাশির ওপর এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশ এবং পরাশক্তিগুলির অশুভ দৃষ্টি রয়েছে। যা আমাদের জন্যে মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। আমাদের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আধিপত্যবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ, সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ। কাজেই বাংলাদেশের নয় কোটি মানুষের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে এবং এই আধিপত্যবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ, সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদী চেতনা। কারণ জাতীয়তাবাদী চেতনাই দেশ ও জাতিকে বহিঃশক্তির হুমকি থেকে রক্ষা করতে পারে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশ যখন হুমকির সম্মুখীন হয়েছে তখনই জাতীয়তাবাদী চেতনার পথ অবলম্বন করেছে। জার্মানীর হিটলারও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কিছু নয়। তারা জার্মান এরিয়ান জাতীয়তাবাদের ছত্রছায়ায় সমগ্র আরব জাহানে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রচেষ্টা চলেছিলো। মিশরের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুল নাসের এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এতে কিছুটা সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলো। তাঁদের এই ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার সুফলও তাঁরা পেয়েছেন। জাতীয়তাবাদী চেতনার ঝড় আজ প্রবাহিত হয়ে চলেছে কালো আফ্রিকার এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। বিদেশীর দ্বারা শোষিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়ে আজ তারা 'আফ্রিকান জাতীয়তাবাদ'-এর আদর্শকে গ্রহণ করেছে। ফলে তাদের মধ্যে একতার সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয়তাবাদের আবার রকমফের আছে। অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, 'জাতীয়তাবাদ' বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্নভাবে কার্যকর

https://nagorikpathagar.org

হয়েছে। আরব জাতীয়তাবাদ, জার্মান জাতীয়তাবাদ, এশিয়ান জাতীয়তাবাদ হলো ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। কেউ ভাষাভিত্তিক আবার কেউ ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের সমর্থক। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইন আঞ্চলিক মতবাদ গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে। 'আসিয়ান'-এর ভিত্তিতে তাদের এ আঞ্চলিক মতাদর্শ পরিচালিত হচ্ছে। অন্যদিকে রয়েছে অর্থনীতিভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতীক হিসেবে ইইসি। একে আমরা যুদ্ধভিত্তিক জাতীয়তাবাদও বলতে পারি। কিন্তু আমাদের জাতীয়তাবাদ এদের চেয়ে পৃথক। আমরা খণ্ডিত চেতনায় বিশ্বাসী নই। তাই আমাদের জাতীয়তাবাদ হলো সার্বিক ভিত্তিক। এ জাতীয়তাবাদের মধ্যে রয়েছে জাতিগত, চেতনা, ভাষার ঐতিহ্য, ধর্মীয় অধিকার, আঞ্চলিক বোধ, অর্থনৈতিক স্বাধিকার অর্জনের প্রচেষ্টা এবং সংগ্রামের উন্মাদনা। অন্যদিকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এসেছে। অকারণ এ দাবী নয়। বিশ্বের অপরাপর দেশের নেতৃবৃন্দ ও রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিবর্গের মতে বাংলাদেশের আগের তুলনায় অনেক পরিমাণে স্থিতিশীলতা এসেছে। এ স্থিতিশীলতা, 'বহুদলীয় গণতন্ত্র'-এর যে পন্থায় আমরা গড়ে তুলতে চাচ্ছি, তারই প্রতিশ্রুতি।

বিশ্বে আর যাই থাকুক মতাদর্শের অভাব অন্তত নেই। মার্কসইজম, লেনিনইজম, মাওইজম, ক্যাপিটালইজম ইত্যাদি বহু ধরনের ইজমের অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের উৎকর্ষ এত দ্রুততার সঙ্গে ঘটে চলেছে যার ফলে এসব ইজম তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। এসব মতাদর্শের স্রষ্টাদের মানসিক এলাকা থেকে বিজ্ঞান বর্তমান পরিবেশকে বহুদূরে এগিয়ে নিয়ে গেছে। কাজেই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এসব মতাদর্শের প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং সংযোজন। কিন্তু একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া এক্ষেত্রে আছে। কেন আমরা এসব মতাদর্শের রদবদল ঘটাবো? সমাজতান্ত্রিক দেশে মার্কসীয় দর্শন পুরোপুরিভাবে রূপ পরিগ্রহ করতে সক্ষম হচ্ছে না। রেজিমেন্টেশানের যাতাকলে পড়ে হিউম্যান এনার্জি স্থবির হয়ে রয়েছে। এদের কাজে বিজ্ঞান ও কারিগরি সুযোগ সুবিধার দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে হবে। একটা মানুষকে তার ইচ্ছামত পছন্দমত বিষয়ে পড়বার অধিকার দিতে হবে, তবেই না তার প্রতিভার বিকাশ পরিপূর্ণভাবে ঘটতে পারে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের যে সব দেশে রেজিমেন্টেশন চরমভাবে বিদ্যমান সেখানে প্রতিভার বিকাশ স্বাভাবিকভাবে ঘটতে পারে না। এ সত্য উপলব্ধি করে গণচীন আজ আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের বিশ্ব দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে চীনে সংঘটিত ব্যাপক ধরনের এ রদবদলকে প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ আমার হয়েছিলো। ১৯৭৭ সালের প্রথম দিকে চীন দেশে যে অবস্থা দেখেছিলাম তার

https://nagorikpathagar.org

থেকে আজকের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নতর। কিন্তু সব সমাজতান্ত্রিক দেশ এখন মারাত্মক স্ববিরোধিতায় ভুগছে। আমাদের সামনে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের স্ববিরোধিতামূলক তিক্ত পরিবেশের চিত্র রয়েছে। কাজেই যে মতাদর্শে গলদ রয়েছে তা আমরা গ্রহণ করবো কেন? যে জিনিস আমাদের পুরোপুরি কাজে লাগে না তা গ্রহণ করে কি লাভ?

আমাদের সামনে বর্তমানে লক্ষ্য একটাই আর তা হলো দেশ ও জাতি গঠন। দু'শ' বছর পরাধীন থাকার ফলে দেশ ও জাতির অনেক ক্ষতি হয়েছে, সময়ও নষ্ট হয়ে গেছে। তাই আমাদের প্রয়োজন অনতিবিলম্বে জনশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করা। তবে কথা থেকে যায়, জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা হবে কিভাবে? একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে? নিশ্চয়ই নয়। 'ওয়ান পার্টি সিসটেম' এবং রেজিমেন্টেশন ইনফোর্স করে যে সাফল্য অর্জন করা যায় না নিকট অতীত তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাই জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে দেশের জনগোষ্ঠীকে একটা পথে পরিচালিত করাই সর্বোত্তম পথ বলে আমি মনে করি। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'খাল খনন'-এর কর্মসূচীতে সাড়া দিয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে রেজিমেন্টেশনের মাধ্যমে যে কাজ হতো সে কাজ আমরা জনগণের সেচ্ছা অংশগ্রহণের ভিত্তিতে করিয়ে নিচ্ছি। এখানেই আমাদের দর্শনের সাফল্য।

অপ্রিয় হলেও একটা সত্য কথা বলতে চাই। আর তা হলো চারিত্রিক বলিষ্ঠতা অর্জনের প্রসঙ্গটি। আমাদের যে চরিত্রগত দিক রয়েছে তা ভালো নয়। আমাদের গলদ আমরা নিজে যা পছন্দ করি না তা অপরকে করতে বলি। "আতা মারুনাআন— নাশা বিল বারবে ওয়া কানমুনা আন ফুসাকুম"— অর্থাৎ "তুমি নিজে যেটা কর না অন্যকে করতে বল কেন?" এ ব্যাপারে সবাই সংযত হতে পারলে বা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে আমরা আরও দ্রুতগতিতে অগ্রগতির পথে চলতে পারবো।

এদেশের মানুষ কোনদিন ভালো কিছু পায়নি। সব সময় পেয়েছে দুঃখ, নির্যাতন, অন্যায়-অত্যাচার আর এক্সপ্লয়টেশন। একই সঙ্গে দেশের সর্বত্র বিরাজ করছে পাহাড়-পর্বতের মত সমস্যা। সবচেয়ে বড় সমস্যা জনসংখ্যা বিস্ফোরণ। গত বছরের আগের বছর হাভানায় গিয়েছিলাম। ফিদেল কাস্ট্রোর সঙ্গে আলোচনার এক পর্যায় 'বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত' এমন প্রশ্নের উত্তরে আট কোটি সাড়ে আট কোটি জানালে তিনি মাথায় হাত দিয়ে জিভ কেটে বললেন, "এটা চালাও কিভাবে?" আদর্শভিত্তিক নেতৃত্বে গড়ে না উঠলে জগদ্দল পাথরের মত সমস্যাবলীয় সমাধান করা সম্ভব নয়। সেই দুরূহ কাজে আট কোটি মানুষের হাতকে ঐক্যবদ্ধ করে দেশ গড়ার কাজে লাগাতে হবে।

https://nagorikpathagar.org

মহিলা সমাজ ও আমাদের রাজনীতি

আজকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুব মহিলা অংগ দলের নেতৃবর্গ তার মানে বাংলাদেশের মহিলা সমাজকে তোমরা রাজনীতিতে ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দিতে চলেছ। তাহলে ভাব ব্যাপারটা কত কঠিন এবং কত জটিল। অনেকে অনেক পার্টি করে থাকে, আবার আমাদের সাথে অনেকে আছে, তারা অনেকে না বুঝে পার্টি করে। চল ঐ পার্টিতে গেলাম। কারণ ঐ পার্টিটা ভালো লাগে। আবার অনেকে বলে ঐ পার্টিতে যাবো না, বের হয়ে আসে, কেন? ভালো লাগে না। এইটা দিয়ে এখন আমাদের কাজ চলবে না।

আজকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশ যে স্বাধীন হয়েছে, এটা কিন্তু অন্যান্য আশেপাশে যে সব দেশ আছে তাদের মত নয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, স্বাধীনতার যুদ্ধ করে। আমাদের উপমহাদেশে অন্য যেগুলি দেশ আছে, এগুলি কিন্তু যুদ্ধ করে স্বাধীনতা পায় নাই। তাহলে আমাদের যে চিন্তাধারা হতে হবে, সেই চিন্তাধারা তাদের চেয়ে আলাদা হতে হবে। এবং এটা মনে রাখতে হবে যে, আমাদের দেশ যতদিন পরাধীন ছিল অন্য কোন আশেপাশের দেশ এতদিন পরাধীন ছিল না। এতদিন পরাধীন থাকার ফলে আমাদেরকে যে লুটপাট করেছে বিদেশীরা সে বিদেশীরা কারা? কেবলমাত্র বৃটিশরা নয়, এই উপ-মহাদেশের পাকিস্তান এবং দক্ষিণ এশিয়ার ভারতের লোকেরা আমাদেরকে লুটপাট করেছে। এই বাংলাদেশের মাটির মানুষের সম্পদ দিয়ে হয়েছে কলকাতা। বাংলাদেশের মাটির মানুষের সম্পদ দিয়ে হয়েছে দিল্লী। বাংলাদেশের মানুষের সম্পদ লুটপাট করে হয়েছে করাচী, ইসলামাবাদ। বাংলাদেশের মানুষের ধনসম্পদ দিয়ে হয়েছে লন্ডন শহর এবং অন্যান্য দেশের উন্নতি সাধন হয়েছে তার কারণ কি? তার কারণ হলো আমরা আমাদের দেশের মানুষকে ঠিকভাবে নেতৃত্ব দিতে পারি নাই। আজ এগুলি মূল্যায়ন করতে হবে। অতীতে কারা আমাদের শত্রু ছিল, কারা আমাদেরকে লুটপাট করেছে এগুলি জানতে হবে। এই যে ইতিহাস আছে এই ইতিহাসকে তার যোগ্য স্থানে রাখতে হবে। আজকে তোমরা কলেজে পড়ছ। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছ। আজকে তোমরা

https://nagorikpathagar.org

যা শিখবে সেই শিক্ষার পরে যদি দেশের মানুষকে নেতৃত্ব না দিতে পারো তাহলে এই শিক্ষাটার কোন মূল্য থাকবে না। এবং তোমরা যা শিখলে সেটাকে গঠনমূলকভাবে অন্যদের কাছে যদি না দিতে পারো, তাদেরকে শিখাতে না পারো তোমরা যেটা শিখলে সেটা কোন লাভজনক ব্যাপার হলো না। আমি যেটা জানি আমি যদি তোমাদেরকে না শিখাই, তোমরা যেটা জান, সেটা যদি অন্যদেরকে না শিখাও তাহলে সেই শিক্ষার কোন দাম হলো না। তাই আজ বাংলাদেশের ইতিহাস, বাংলাদেশের ভূগোল যদি তোমরা লক্ষ্য কর তাহলে বুঝতে পারবে বাংলাদেশ কেন এতদিন পরাধীন ছিল। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান হলো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ার মাঝখানে, উত্তরে হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং একটা চাপা জায়গা; সেই চাপা জায়গার পূর্বদিকে বিস্তৃত এলাকায় বার্মা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং পশ্চিমে ভারত, পাকিস্তান, উত্তর দিকে বন্ধ, দক্ষিণ দিকে বন্ধ অর্থাৎ বাংলাদেশ দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে একটি সেতু।

এখন তাহলে মনে কর বৃটিশরা কেন, বাংলাদেশের এই এলাকা প্রথমে কব্জা করল। কারণ তারা দেখল এই এলাকাটা কব্জা করলে এখান থেকে পূর্বদিকে পশ্চিম দিকে যেতে সুবিধা হবে। তাই বাংলাদেশকে প্রায় দু'শত বছর ঊর্ধ্বে তারা দখল করে রাখল। যখন বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে কোন সংগঠন ছিল না। এই ইংরেজরা আসল এবং এখান থেকে তারা পূর্বদিকে পশ্চিম দিকে ধীরে ধীরে অন্য সব এলাকাগুলি জয় করে ফেলল। আমাদের দেশের যে ভৌগোলিক অবস্থা রয়েছে এবং অতীতের যে ইতিহাস রয়েছে সেটা পর্যালোচনা করলে বুঝা যাবে আমাদের বিপদ কি? এবং সব সময় সে বিপদ থাকার কারণ বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দুনিয়ার মধ্যে দখল করে আছে। দুইটি বিরাট অঞ্চলকে সংযুক্ত করেছে। তাই বাংলাদেশের উপর ভবিষ্যৎ এ হুমকি আসতে পারে যদি আমরা দুর্বল থাকি। যদি আমরা নিষ্ক্রিয় থাকি, যদি আমরা আমাদের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে সক্ষম না হই তবে আসবে। তাহলে আমাদের বিপদ কি? কেন আজ আমরা আমাদের জাতির তাবাদ্দ অর্থাৎ আমাদের দেশীয় সত্তা। আমাদের দেশীয় সত্ত্বাকে। কেন আমরা শক্তিশালী করতে যাচ্ছি, কারণ অতীতে আমরা দেখছি যে বিদেশীরা ভান করে, ব্যবসায়ী সেজে কেউ আমাদের বন্ধু সেজে, কেউ বিদেশী নীতিবাদ এনে। রাজনীতি এনে তারপর বাংলাদেশকে করেছে কব্জা। আমরা সেই অতীতের শিকারে আর পরিণত হতে চাই না। আমরা যুদ্ধ করে স্বাধীনতা এনেছি। স্বাধীনতা রক্ষার্থে আবার দরকার পড়লে আমরা যুদ্ধ করব। আমরা সব কিছু করব। কিন্তু আমরা

https://nagorikpathagar.org

এই স্বাধীনতা যেতে দিব না। তাই আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে হুমকিগুলি কি সেগুলি বুঝতে হবে, রাজনীতি তো কোন একটা দলে খালি যোগদান করা নয়। এটার একটা লক্ষ্য আছে, উদ্দেশ্য আছে। দেশকে বাঁচতে হবে।

আমরা আমাদের স্বাধীনতা সার্ববৌমত্ব সব সময় কায়েম রাখব, সুদৃঢ় রাখব। আমরা দুর্বল থাকব না, আমরা সবদিক দিয়ে শক্তিশালী হবো। আমরা কারো উপরে অন্যায় করতে চাই না। কিন্তু কেউ যদি আমাদের উপরে অন্যায় করতে আসে তবে আমরা রুখে দাঁড়াবো, আমরা যুদ্ধ করব আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের জন্যে। আমাদের প্রতি হুমকি হলো আমাদের বিপদ হলো সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ, সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ। যেহেতু বাংলাদেশ একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আসছে এই অঞ্চলে সেই জন্যে যে বাংলাদেশের উপরে কব্জা করে ফেলতে পারবে সে বহুদিকেই আধিপত্যবাদ বিস্তার করতে পারবে। সেই জন্যে আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে। আজকে তোমরা লক্ষ্য করেছ যেসব বড় দেশগুলি রয়েছে বিভিন্ন ছলে বলে তারা দুর্বল এবং ছোট দেশগুলির উপর তাদের আধিপত্যবাদ বিস্তার করবার চেষ্টার করছে। সে রাশিয়া হউক, সে অন্য কোন দেশ হউক। কেউ সমাজতন্ত্রের নামে ছোট দেশগুলিকে খেয়ে বসে আছে। অথবা তাদের উপর তাদের আধিপত্যবাদ, তাদের উপনিবেশবাদ বিস্তার করে বসে আছে। অন্যদিকে বিভিন্নভাবে বড় বড় দেশগুলি ছোট দেশগুলির উপর আধিপত্যবাদ বিস্তার করবার চেষ্টা করছে। আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে কেননা দু'শত বছর আমরা বিদেশীদের শিকারে পরিণত হয়েছিলাম আর আমরা হতে চাই না। তাই আমাদের দেশের সকলকে গড়ে তুলতে হবে সেই বাংলাদেশী ইম্পেরিয়ালিজম অর্থাৎ সিদাসিদি এসে সৈন্য সামন্ত পাঠিয়ে দিয়ে দেশটাকে কব্জা করে ফেলে তাদের আয়ত্তে আনা। যেভাবে আমরা ইংরেজদের সময় ছিলাম। তার জন্য দায়ী আমরা নিজেরাই। কারণ আমরা নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলাম, আমরা আমাদের জাতীয়তাবাদকে ভুলে গিয়েছিলাম এবং ব্যক্তিগত এবং ছোট দলীয় স্বার্থে আমরা বিকিয়ে দিয়েছিলাম দেশের মানুষকে, দেশটাকে।

সম্প্রসারণবাদ

সম্প্রসারণবাদের অর্থ হলো হয়তো বা সৈন্য সামন্ত পাঠিয়ে কব্জা না করে, অর্থনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে চাপ সৃষ্টি করে একটা দেশের

https://nagorikpathagar.org

উপর তার আধিপত্যবাদ বিস্তার করাকে সম্প্রসারণবাদ বলে। এরকম উদাহরণ দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে রয়েছে। আপনারা জানেন, কোথাও সমাজতন্ত্র-এর নামে সেই কাজ করা হয়েছে।

নয়া উপনিবেশবাদ

আজকে উপনিবেশবাদ বিভিন্নভাবে রূপ নিয়েছে। অন্যদেশের সৈন্য সামন্ত পাঠিয়ে দিয়ে কিংবা একটা ছোট দেশকে চাপের মধ্যে ফেলে তাদেরকে নিষ্ক্রিয় করে তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করা।

সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ

আজকে ছোট ছোট দেশে বড় দেশগুলি প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদ বিস্তার করতে পারছে না। তারা সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ বিস্তার করবার চেষ্টা করছে। আমাদের দেশে এ কাজ চলছে কিন্তু আজ বাংলাদেশের মানুষ সচেতন হয়েছে তারা পারবে না। বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে আমরা আমাদের দেশীয় জাতীয়ভাবে গড়ে তোলবার চেষ্টা করছি। তাই আমাদের পার্টিতে সাংস্কৃতিক অংগ দল রয়েছে। আমরা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষ্য দিচ্ছি।

এখন এই যে আপদ বিপদগুলি রয়েছে আমাদের দেশের বিরুদ্ধে। এই শক্তিকে প্রতিহত করতে হলে আমাদের কি করতে হবে? আমাদের জাতীয়তাবাদ অর্থাৎ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, সেই জাতীয়তাবাদকে ভর করে আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদটা কি? এটা কি কোন একটা বিশেষ ফ্যাক্টরকে অবলম্বন করে কিভাবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এর মধ্যে কি রয়েছে। যেমন পানের মধ্যে চুন থাকে, সুপাড়ি থাকে তেমন আমাদের জাতীয়তাবাদের মধ্যে কি কি ফ্যাক্টর রয়েছে, কি এলিমেন্টস রয়েছে। জাতীয়তাবাদ, একটা রেসকে কেন্দ্র করে হতে পারে, একটা গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে হতে পারে। জার্মান জাতীয়তাবাদের কথা শুনেছেন, তারা এশিয়ান রেসকে কেন্দ্র করে। তারা বলল যে, আমরা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উচ্চমানের জাতি এরিয়ান আমরা। সেইটাকে কেন্দ্র করে তারা জার্মান ন্যাশনালিজমের প্রভাব সৃষ্টি করল। কিন্তু তার পেছনেও তাদের বিদেশী সম্প্রসারণবাদ, আধিপত্যবাদের বিপদ ছিল। তাঁরা তাদের রেসকে রেসিয়াস জাতীয়তাবাদের প্রভাব সৃষ্টি করল। তেমনিভাবে আরব জাতীয়তাবাদ সেটাও আরব রেসকে কেন্দ্র করে। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ— আজকে বাঙালী জাতীয়তাবাদের

https://nagorikpathagar.org

কথা তোমরা শুনেছ, আওয়ামী লীগ বাকশালীরা কমিউনিস্ট পার্টি বলে বাঙালী জাতীতাবাদ ভাষাকে কেন্দ্র করে।

ধর্মকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদ

মুসলিম লীগ, আইডিএল, জামায়াত তারা ধর্মকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদের চেতনা আনবার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমাদের ইসলাম ধর্মের কোরআন শরীফে লেখা রয়েছে— "লা ইয়াস্তরুনাবে আইয়াতে আল্লাহ তামানান কালীলান"— এর অর্থ হলো যে, যত মূল্যেই হউক না কেন আল্লাহর নামকে বিক্রি করো না। কিন্তু তাঁরা ধর্মকে বিক্রি করছে। কিন্তু এখন দুইটি জিনিস চিন্তা করো ১৯৪৭ সালে এই উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে গেল, তখন যদিও পশ্চিম বাংলার লোকেরা বাংলা বলত আমরা বাংলা বলতাম এখনও বলছি। কিন্তু আমরা এক হয়ে থাকতে পারি নাই। তাই সেই ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ সেটা ইতিমধ্যেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। এবং ইতিহাসে ফিরে যাওয়া যায় না। তাই আজকে বাকশালী, কমিউনিস্ট পার্টি যে বাঙালী জাতীয়তাবাদের কথা বলছে সেটা হতে পারে না। আমরা পুরানো দিনে ফিরে যেতে পারি না। আবার লক্ষ্য কর তারা বলেছিল যে "সেটা বেঙ্গল হবে" বাংলাদেশ, আসাম, উড়িষ্যা, বিহার আর বাংলাদেশকে নিয়ে। কিন্তু তাতো হলো না। আসামে কেমন মার পড়তেছে। সেই বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ধ্বংস। সেখানে আমরা ফিরে যেতে পারি না।

আবার ১৯৪৭ সালে ধর্মকে ভিত্তি করে মূলত পাকিস্তান হলো। কিন্তু তাদের সেই নয়া কিসিমের উপনিবেশবাদ চলতে থাকলো এবং ধর্মকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান টিকে থাকতে পারল না। তাই আমরা আবার পুরানো দিনে ফিরে যেতে পারি না। তাই এই যে জামায়াত, মুসলিম লীগ, আইডিএল এরা যে ধর্মকে কেন্দ্র করে রাজনীতি করবার চেষ্টা করছে সেটা বাস্তবায়িত হতে পারে না। বাকশালীদের, কমিউনিস্টদের ইতিহাস এবং আইডিএল, জামায়াতের ইতিহাস শেষ হয়ে গেছে। তাদের অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে। সেখানে আমরা ফিরে যেতে পারব না।

একটা ভৌগোলিক অঞ্চলকে— যেমন বাংলাদেশের এলাকাকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদ। আমাদের জাতীয়তাবাদের মধ্যে ভৌগোলিক অঞ্চলের ফ্যাক্টর রয়েছে।

https://nagorikpathagar.org

অর্থনীতি ভিত্তিক

অর্থনীতি ভিত্তিক অর্থাৎ উদাহরণ দেওয়া যায় যে ইইসি যেটা রয়েছে ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কমিউনিটি তারা তাদের মতের অনুযায়ী এমন কি ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট পর্যন্ত স্থাপন করেছে, তারা অর্থনৈতিকভাবে একটা জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করবার চেষ্টায় সফলতা অর্জন করেছে।

সংস্কৃতি ভিত্তিক

সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে জাতীয়তাবাদ সেই ফ্যাক্টরটি আমাদের মধ্যে রয়েছে। সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে জাতীয়তাবাদ এবং সর্বোপরি যে জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয় যুদ্ধের মাধ্যমে, চরম সংগ্রামের মাধ্যমে সেইটাকে বিনষ্ট কেহই করতে পারে না। আমাদের জাতীয়তাবাদ অনেক দিনের পুরানা এবং সেটা একটা পূর্ণরূপ নিল ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে। আমেরিকায় সেই একই ভাবে প্রায় দেড়শ/দুইশ বছর আগে তাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছিল এবং সেই স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন জাতি থেকে যে লোকজন গিয়েছিল সেই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমেরিকান জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হলো এবং সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে ফেলল।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মধ্যে রয়েছে রেস, ভাষা, ধর্ম, অঞ্চল, অর্থনীতি, সাংস্কৃতিক যুদ্ধ। সেই জন্য আমরা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে বলি সার্বিক জাতীয়তাবাদ। এই সবগুলিকে নিয়ে হলো সার্বিক জাতীয়তাবাদ। এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সৃষ্টি, যদি কোন একটা ফ্যাক্টরে আমাদের স্বল্পতা থেকে থাকে কি দুর্বলতা থাকে যেহেতু আরো ৬/৭টি ফ্যাক্টর রয়েছে সেগুলির শক্তি সেই দুর্বলতাকে ঢেকে ফেলবে। তাই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ হলো সার্বিক জাতীয়তাবাদ।

জাতীয়তাবাদের চরম লক্ষ্য

প্রত্যেকের একটা চরম লক্ষ্য থাকে। তাই আমাদের জাতীয়তাবাদী দলের একটা চরম লক্ষ্য থাকতে হবে। সেই চরম লক্ষ্যকে ব্যাখ্যা করতে হবে সুষ্ঠুভাবে যাতে সকলে সেই চরম লক্ষ্যকে বুঝতে পারে। এবং চরম লক্ষ্য প্রয়োজন অনুসারে সেটাকে অল্প বিস্তর রদবদল করে করতে হবে সময়োপযোগী। আমাদের ধর্মেও আছে যে, প্রয়োজন অনুসারে সময় বিশেষ-এ রদবদল করে নিবে। যে মানুষ যে জাতি সময় বিশেষ-এ রদবদল করে নিতে পারে না তারা ধ্বংস হয়ে যায়। তাই আমাদের চরম লক্ষ্য থাকতে হবে। আমাদের চরম লক্ষ্য

https://nagorikpathagar.org

হলো একটা স্বপ্ন সেই স্বপ্ন হলো শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা। যে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে থাকতে হবে একটি সুষম বণ্টন ব্যবস্থা। সেই শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে এক নম্বর ৫টি মৌলিক প্রয়োজনীয়তা মিটাতে হবে মানুষের। একটি হলো খাদ্য পেটভরে খেতে হবে। পেটভরে না খেলে কিছু করা যাবে না। দ্বিতীয়তঃ আমাদের বাস্তব ব্যবস্থা থাকতে হবে। তৃতীয়তঃ শিক্ষা, শিক্ষাটা অতি প্রয়োজনীয়। চার নম্বর— বাসস্থান, পাঁচ নম্বর— স্বাস্থ্য। এই ৫টি হলো মৌলিক প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু এখানে এই শোষণমুক্ত সমাজ শেষ হয় না। আমি বৈপ্লবিক কর্মসূচীর মধ্যে এ সম্বন্ধে তোমাদেরকে ব্যাখ্যা দিব। এই যে আমাদের স্বপ্ন এই স্বপ্নের পিছনে তো আমাদের একটা দর্শন থাকতে হবে। এই দর্শনটা হলো বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ সেই দর্শন আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে।

এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে হলে মানুষকে সমগ্র স্বাধীনতা দিতে হবে। কি স্বাধীনতা? রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে যে যার ধর্ম করবে। ধর্মীয় পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। কারণ এইসব স্বাধীনতা না থাকলে— এই যে মানুষের মধ্যে একটা বিরাট শক্তি আছে সেই শক্তিকে আমরা ব্যবহার করতে পারব না। পুরুষ, মহিলা সকলের শক্তিটাকে কাজে লাগাতে হবে। সেই জন্য আমাদের পার্টিতে মহিলা অঙ্গদল, যুব মহিলা অঙ্গদল আছে। এবং জাতীয়তাবাদের যে চেতনা রয়েছে আমাদের যে আদর্শ রয়েছে তাতে আমরা সকলকে অন্তর্ভুক্ত করেছি। আমাদের ধর্মও বলে যে কাজের বেলায় পুরুষরা, মহিলারা সব সমান। কোরআন শরীফে "হুনা লেবাসুন লাকুম ওয়া আনতুম লেবাসুন লাহুনা"— অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা পুরুষদেরকে বলছে যে, মেয়েরা হলো তোমাদের পোষাক, তোমরা হলে মেয়েদের পোষাক। যদি একজনের পোষাক আর একজনের হয় তাহলে দুই জনই সমান হবে। এই সমগ্র স্বাধীনতা বাস্তবায়িত করতে হবে বহুদলীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে যে গণতন্ত্রকে আহত এবং নিহত করেছিল বাকশালীরা। বহুদলীয় গণতন্ত্র করতে দিতে হবে। সকলকে দিতে হবে। বহুদলীয় গণতন্ত্র করতে হবে যাতে মানুষের মধ্যে যে শক্তি আছে, যে প্রতিভা রয়েছে তার সম্পূর্ণভাবে বিকাশ ঘটাতে পারে সেইজন্য বহুদলীয় গণতন্ত্র করতে হবে। এর উদ্দেশ্য হলো সমগ্র মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে সংগঠনের মাধ্যমে । কি কি সংগঠন? আমাদের কাছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল রয়েছে গ্রামে গ্রামে আমরা সংগঠিত করছি। আমাদের ১৩টা অঙ্গদল রয়েছে। এগুলি হলো রাজনৈতিক সংগঠন। এবং আমরা গ্রামে গ্রামে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার গঠন করেছি সেটা হলো সামাজিক, অর্থনৈতিক সংগঠন। গ্রামের মানুষকে নেতৃত্ব

https://nagorikpathagar.org

দিতে হবে। গ্রামের মানুষকে সংগঠিত করতে হবে। যাতে তারা আগামী দিনে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে। গ্রামের মানুষকে সাধারণ মানুষকে সংগঠন না করে কোন কাজই করা চলতে পারে না। বিদেশীরা সেইটা জানতে পেরে তারা গ্রামের মানুষকে সংগঠন করতে দেয় নাই। তাই ইউনিয়ন কাউন্সিল করেছে, জেলা কাউন্সিল করেছে, কিন্তু গ্রামের কোন স্বনির্ভর গ্রাম সরকার হতে দেয় নাই। কারণ গ্রামের মানুষ হলো বেশি। তারা যদি সংগঠিত হয়ে যায় তবে তারা স্বাধীনতা দাবী করবে। যাতে তারা স্বাধীনতা দাবী না করতে পারে সেইজন্যে সেই বিদেশী শাসকগোষ্ঠী গ্রামের মানুষকে সংগঠিত হতে দেয় নাই। তারা স্বনির্ভর গ্রাম সরকার সংগঠন করে নাই। এই যে আমরা বিভিন্ন ধরনের সংগঠন করলাম এর মধ্যে আছে গ্রাম প্রতিরক্ষাদল। এক কোটি রয়েছে তার মধ্যে ৩৫ লক্ষ মেয়েরা রয়েছে। জাতিকে তৈয়ারি করে ফেলতে হবে যাতে বাংলাদেশ আক্রান্ত হলে প্রত্যেকটা পুরুষ মহিলা লড়বে। তবেই কেউ আক্রমণ করতে আসবে না। দুর্বল থাকা মানে শত্রুকে আক্রমণের জন্য নিমন্ত্রণ দেওয়া। এই যে আমরা সংগঠন সব করলাম এই সংগঠনের মধ্য দিয়ে আমরা পরিচালনা করব বিপ্লব। শান্তিপূর্ণ বিপ্লব। রক্তক্ষয়ী বিপ্লব আমরা চাই না। এখন সর্বমানুষের শক্তিকে পরিচালিত করতে হবে দেশ গড়নের জন্য। সেই যে বিপ্লব সেই বিপ্লবের চরম লক্ষ্য হলো, আমাদের স্বপ্নের চরম লক্ষ্য হলো শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা এবং এই শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের মধ্যে এই খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান ও স্বাস্থ্য এই ৫টি ছাড়াও আরো অনেক কিছু রয়েছে। এই বৈপ্লবিক কর্মসূচী দিয়ে আমরা শোষণমুক্ত সমাজ কায়েম করব। "বাজা" বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদ। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিফল? বিফল— না— সফল। বিফল না। কিন্তু এখন আমরা সম্পূর্ণ সফল হই নাই। আমরা এগিয়ে চলেছি। এখন আমরা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন করতে শুরু করেছি। যেখানে আগে পিছিয়ে যাচ্ছিলাম। সেখানে এখন আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আস্তে আস্তে।

আমাদের দর্শনের টারগেট হলো জনগণ। এবং সেই জনগণকে টারগেট হিসেবে তৈয়ারি করতে হবে। সংগঠন করে বিপ্লব সাধন করতে হবে। শান্তি প্রিয় বিপ্লব। সেই বিপ্লবে আমাদের দর্শনের স্বপ্নের চরম লক্ষ্য হলো শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা।

"খোদা হাফেজ"

https://nagorikpathagar.org

অগ্রগতির পথে মহিলা সমাজ

উপস্থিত বোনেরা, লেখা পড়ার মত শক্ত কাজ আর নেই। আজকে এটা আপনাদের রাজনৈতিক ক্লাস। এখানে যা শিখে যাবেন, আপনাদেরকে ফিরে গিয়ে থানায়/ মফস্বলে অনুরূপ ক্লাস নিতে হবে। রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক প্রশিক্ষক হতে হবে। তাদের সবাইকে একই জিনিস শিখাতে হবে যাতে সারা বাংলাদেশের আমাদের যে সংগঠন আছে কেবলমাত্র পার্টির সংগঠন নয় কিন্তু। জনগণও যেন একই কথা বলে অর্থাৎ "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে' মানুষের মন গড়ে তুলতে হবে।

মানুষের মধ্যে এই দর্শনের ভিত্তিতে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করতে হবে। তবেই আমরা যেটা করতে চাচ্ছি সেটা সম্ভব। আসলে মানুষের মনটা হলো আসল। এই মনটা কাবু করে ফেললেই সব কাজ সোজা হয়ে যায়। রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশে মহিলারা, বোনেরা এই প্রথম কিন্তু আপনারা নেমেছেন আনুষ্ঠানিকভাবে। এর আগে রাজনৈতিক প্রাঙ্গণে মহিলাদেরকে ছিটাফোটা হিসেবে দেখা যেতো। কিন্তু আজকে আপনারা লক্ষ্য করেছেন বাংলাদেশে আমাদের বোনেরা মেয়েরা অর্থাৎ মহিলা সমাজ এগিয়ে আসছেন। তার অনেকগুলি কারণ আছে। তার কারণ যে আমাদের সমাজ আগে যে চাপা অবস্থায় ছিল সেখান থেকে আমরা বেশ কিছুটা বের হয়ে এসেছি। এবং একটা সমাজে অনেক বাধা বিঘ্ন থাকে। আমাদের সমাজেও বাধা বিঘ্ন আছে এবং ঐতিহাসিক কারণে আমরা আমাদের সমাজকে যেভাবে খুলে দিতে চাই সেই ভাবে এই মুহূর্তে খোলা যাচ্ছে না। সমাজটাকে আবার খুলে দিলে কিন্তু গণ্ডগোল হবে। খুলে আবার ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণ করে পরিধিকে বাড়িয়ে দিতে হবে। আবার রাজনীতির আর একটা দিক আছে। মানুষ মাত্রই কিন্তু রাজনৈতিক জীব। আগে রাজারা বিভিন্ন নীতি অবলম্বন করে রাজ্য চালাতো, সেইখান থেকে রাজনীতি কথাটার জন্ম হয়েছে। রাজনীতি রাজার নীতি রাজ্য চালাবার জন্য কিন্তু আজকে রাজনীতি ঠিক ঐভাবে বোঝায় না। আজকে রাজনীতি, রাজনৈতিক দর্শন একটা সুনির্দিষ্ট দর্শন। দর্শনটা আবার স্বপ্ন নয়। আমরা

https://nagorikpathagar.org

সাধারণ ভাষায় যেটা স্বপ্ন বলতে বুঝাই সেই স্বপ্ন নয় কিন্তু। দর্শনের তো একটা স্বপ্ন থাকতেই হবে সেই স্বপ্নটা হলো কর্মসূচীর চরম লক্ষ্য। অথবা চরম লক্ষ্যের কর্মসূচী বস্তুত সকল মানুষই রাজনীতিবিদ কিন্তু অল্প বিস্তর। আমাদের রাজনীতির উদ্দেশ্য হলো যে, দেশটাকে এমনভাবে পরিচালিত করা যে জাতীয় এবং জনগণের ভিত্তিতে আমরা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি ইত্যাদি। সর্বক্ষেত্রে আমরা দেশটাকে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলনের মত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি এবং আমাদের চরম লক্ষ্যে পৌছতে পারি। আমাদের দেশের সাধারণ মন্ত্রী হওয়া, জাতীয় সংসদে সদস্য/সদস্যা হওয়া, ব্যবসা/বাণিজ্য, ঘরবাড়ি বানানো এগুলি কিন্তু এটার মধ্যে রদবদল হয়ে গেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে রাজনীতির যে প্রয়োগ এটার মধ্যে রদবদল এসে গেছে। আমাদের রাজনীতির উদ্দেশ্য বলতে পারেন যে আমাদের জাতীয়ভাবে সকলের মনে যে কর্মক্ষমতা রয়েছে সেই কর্মক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে হবে কিন্তু রাজনীতি তো আমাদের দেশের। রাজনীতি করবেন আমাদের দেশের মাটিকে কেন্দ্র করে, মানুষকে কেন্দ্র করে। সেই জন্যে রাজনীতি বলতে গেলে দেশের ভৌগোলিক অবস্থান থেকে শুরু হয়।

এই যে বাংলাদেশ দেখছেন এই বাংলাদেশের যে ভৌগোলিক অবস্থান এটার সম্বন্ধে আপনারা কিন্তু চিন্তা করেন নাই বেশির ভাগই। যদি গভীরভাবে চিন্তা করতেন বুঝতেন, তাহলে সবাই জাতীয়তাবাদের রাজনীতি করতেন। যেহেতু জাতীয়তাবাদের রাজনীতি সকলে করেন নাই। এই বাংলাদেশের তিন দিকে হলো ভারত। উত্তরে, পশ্চিমে, পূর্বে এবং পূর্বে আবার বার্মাতে কিছুটা অংশ রয়েছে। বাংলাদেশ বলতে কেবল মাত্র ৫৫ হাজার বর্গমাইল জমি এলাকা বুঝায় না কিন্তু। এর সাথে রয়েছে আরো ৪৪ হাজার বর্গ মাইল সমুদ্র এলাকা। এইটা হলো বাংলাদেশ। এইটাতো জানতেন না। এখন এই যে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানকে ইতিহাসের সাথে সংযুক্ত করেন আপনারা দেখতে পারবেন যে শত শত বছর ধরে বাংলাদেশের উপরে আক্রমণ চলেছে। কখনও পশ্চিম থেকে, কখনও পূর্ব দিক থেকে, কখনও উত্তর থেকে দক্ষিণ থেকে সমুদ্র পথে এসেছিল।

সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ

সংস্কৃতি সাম্রাজ্যবাদের অর্থ হলো যেখানে বড় দেশগুলি পরাশক্তিগুলি ছোট দেশের উপরে অন্যভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না তাই প্রাথমিকভাবে তারা সেটা ছোট দেশের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ ঘটায় এবং ধীরে ধীরে মানুষকে

https://nagorikpathagar.org

তাদের মতো সাংস্কৃতিক মনা বানিয়ে ফেলে এবং তার পরের ধাপে ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি করে। তারপর দেশটাকে ওলোট পালোট করে দিল এবং সেই দেশটাকে তাদের আয়তনের মধ্যে আনলো।

এখন এই সারা উপমহাদেশে, অঞ্চলে বাংলাদেশ কেবলমাত্র একটি দেশ যে দেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ করে স্বাধীন হয়েছে। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকাও হয় নাই। এটা জানেনতো। আমাদের কাছে স্বাধীনতার মূল্যবোধ অন্যরকম। আমাদের পাশে পরাশক্তি না থাকলেও একটা বড় শক্তি রয়েছে ভারত এবং কিছু দূরে একটা বড় শক্তি রয়েছে চীন এবং আমরা যদি দুর্বল থাকি তাহলে আমাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে। সেই জন্যে আমাদেরকে এমন একটা দর্শন অবলম্বন করতে হবে, যে দর্শনের মধ্যে দিয়ে সারা দেশবাসীকে আমরা ঐক্যবদ্ধ করতে পারি এবং মানুষের মধ্যে যে শক্তি বিরাজমান রয়েছে সেই শক্তিকে আমরা নিয়ন্ত্রণে এনে আমাদের জাতীয় স্বার্থে কাজে লাগাতে পারি। চীন, রাশিয়া, আমেরিকা একটা পরাশক্তি, ভারত একটা বড় শক্তি। ইন্দোনেশিয়া আর একটা বড় শক্তি। কিন্তু আমরা যদি ৯ কোটি মানুষকে চাংগা করে সংগঠিত করে তুলতে পারি তাহলে আমরাও ভবিষ্যতে বড় শক্তি হতে পারবো। পরাশক্তিও হতে পারব যদি এটম বোম বানায়ে ফেলেন।

এই যে আমাদের বিপদ-আপদ রয়েছে। এই বিপদ থেকে আমাদের কি দর্শন মুক্তি দিতে পারবে। লেনিনইজম, মার্কসইজম ঐ সব দেশের আবহাওয়া মাটি, অনুপ্রেরণা, চেতনা, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে সেই সব নীতি হয়েছে। সেই নীতি যদি বাংলাদেশের মানুষের উপরে চড়ায়ে দেন তাহলে এটাতো কাজ করবে না, কাজ করতে পারে না। আপনারা লক্ষ্য করেছেন ১৯৭৫ সালে বাকশালীরা কি করল? বাকশালীরা এক দলীয় সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে দিল। মানুষকে কিন্তু জিজ্ঞেস করে নাই। তারা রাতারাতি জাতীয় সংবিধান রদবদল করে দিল কিন্তু সেটা বেশিদিন টিকল না। এবং সেইটা কায়েম করবার জন্য তারা গণতন্ত্রকে হরণ করেছিল। এবং সমস্ত খবরের কাগজের স্বাধীনতা হরণ করল, কেবলমাত্র ৪টা তাদের নিজের খবরের কাগজ, আজকে বাংলাদেশে ৪৪৪টা খবরের কাগজ। আমাদের দেশে মানুষের মনের মত করে একটা নীতি তৈয়ারি করতে হবে, যেটা আমাদের সমস্যার সমাধারণ করতে পারবে। রাজনীতি দিয়ে আমরা দেশে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং জনগণের বিভিন্ন সমস্যা আমরা সমাধান করে থাকি। কিন্তু যদি আমাদের রাজনৈতিক দর্শন সেইসব সমস্যার সমাধান না করতে পারে

https://nagorikpathagar.org

তাহলে সেটা আমাদের মনের মত রাজনীতি হলো না। আমাদের সমস্যার সমাধান করল না। সেটা দিয়ে আমাদের কোন কাজ হবে না। সেই মার্কসইজম, লেনিনইজম বাকশালীদের এক দলীয় পদ্ধতি খতম। ঐটা আর হবে না।

স্বপ্ন

আমাদের স্বপ্নটা কি? আমরা কি করতে চাচ্ছি, আমরা মূলত একটা শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে চাই। শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থার কথা বলতেই লোকে বলে কমিউনিস্ট হয়ে গেছে। আমরা কমিউনিস্ট হই নাই। আমরা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ করছি। মানুষকে তাদের অধিকার দিতে হবে তো। ম্যাটিরিয়ার অধিকার দিতে হবে। শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে হলে মানুষের ৫টি মৌলিক চাহিদা মেটাতে হবে। সে সম্বন্ধে সেক্রেটারী জেনারেল সাহেব আপনাদেরকে ব্যাখ্যা দিয়েছেন অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা এই ৫টি হলো মৌলিক চাহিদা ছাড়া আরো অনেক আছে। এগুলি সম্বন্ধে আমি পরে বলব যখন বিপ্লব সম্বন্ধে বলব তখন। এই ৫ টি মৌলিক চাহিদা মিটাতে হবে। খুব সোজা— খালি সংগঠন চাই।

খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করতে হবে। কারণ দ্বিগুণ করলে আমাদের চাহিদাটা মিটিয়ে কয়েক কোটি মণ খাদ্য আমরা বিদেশে রফতানি করতে পারব। আমরা বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারব। সেই টাকাটা আমরা দেশের উন্নয়ন-এ লাগাতে পারব। খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণের সাথে সাথে আছে রাস্তা-ঘাট রেললাইনের দুই পাশে ফলের গাছ লাগাও, ফলের গাছের ফল খাবে গ্রামের মানুষেরা। এবং সেটা খাদ্যের ঘাটতি অনেক মিটে যাবে। এবং এর সাথে রয়েছে সমস্ত পুকুর, নদী-নালা, হাওড়, বিলের মধ্যে মাছের চাষ করতে হবে।

বস্ত্র

তুলা নিজের দেশে উৎপন্ন করতে হবে, বিদেশ থেকে এখন আমাদেরকে ৩ শত ৪ শত কোটি টাকার তুলা নগদ টাকা দিয়ে আমদানি করতে হয়। এইটা যদি আমরা সেফ করতে পারি তবে আমরা বিদেশ থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যটি এনে দেশের উন্নয়ন সাধন করতে পারি। দেশের মাটিতে তুলা হয়। আমাদের দেশে কৃষি উপযোগ্য জমি রয়েছে। প্রায় বলতে গেলে ২ কোটি ৫০ লাখ একর এবং এটাকে ঠিকভাবে ব্যবহার করলে প্রায় ৩ কোটি একরে গিয়ে দাঁড়াবে, তার মধ্যে কেবলমাত্র ১০ লাখ একর জমিতে তুলা উৎপাদন করি

https://nagorikpathagar.org

তাহলে যে তুলার প্রয়োজন দেশের মধ্যে সেটা মিটে যাবে। কিন্তু আমরা জানতাম না যে তুলা উৎপাদন এদেশেই একশত বছর আগে পর্যন্ত হতো এবং ঘরে ঘরে তাঁত থাকলে, গ্রামে গ্রামে কুটির শিল্প হিসেবে কাপড়ের চাহিদাটা স্থানীয়ভাবে গ্রামের মিটিয়ে ফেলা যায়। কিন্তু সংগঠনের অভাব সেই জন্যে এইটা বাস্তবায়িত এখনও হয় নাই।

নিরক্ষরতা

আমাদের দেশে শতকরা ১৮/২০ ভাগ লোক আছে যারা কিছু লিখতে পড়তে পারে। এক একটা শিক্ষিত লোক যদি ৪/৫টা নিরক্ষর লোককে শিক্ষা প্রদান করে তাহলেইতো আমাদের কাজটা হয়ে গেল। এই কাজের জন্য গ্রাম পর্যায়ে আমাদের সংগঠন থাকতে হবে। কিন্তু আমাদের সংগঠন নেই। সেইজন্য আমাদের দেশে এতো স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও নিরক্ষরতার ক্ষেত্রে আমরা এতো দিন পর্যন্ত বিশেষ কিছুই করতে পারি নাই। তবে গত এক বছরে আমরা চালু করলাম ৭৯ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে আমরা এক বছরের মধ্যে প্রায় ২৭ লাখ মানুষকে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে শিক্ষা প্রদান করেছি অর্থাৎ তারা নিরক্ষর মুক্ত হয়েছে। আরো বেশি করা যেতো কিন্তু সংগঠনের অভাবে এটা হয় নাই। বাংলাদেশের মানুষ আগে এসব কিছু করার চেষ্টা করে নাই। এবং খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করার জন্যে সেচের ব্যবস্থা করার জন্যে খাল নদী পুনঃখনন করে নাই, কিন্তু এখন করছে। গত বছরে ২৫০টি খাল দেশের মানুষ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে পুনঃখনন করেছে এর মধ্যে আপনারা প্রায় সকলেই অংশগ্রহণ করেছেন। যার ফলে ৮ লাখ একর জমিতে যেখানে বছরে একটা চাষাবাদ হতো সেখানে তিনটা চাষাবাদ হয়। এই বছরে আমরা বললাম ৭ শত নদী খাল পুনঃখনন করার কাজ লোকে হাতে নিয়েছে এবং ইতিমধ্যেই প্রায় ৪ শত খাল নদীর পুনঃখননের কাজ শেষ হয়ে গেছে। আগামী মাসে বাকীগুলি হয়ে যাবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে মানুষ যে কোন কাজ করতে পারে যে কোন কাজ সম্ভব যদি আপনাদের একটা বাস্তবভিত্তিক স্বপ্ন থাকে এবং সংগঠন থাকে। নেতৃত্ব যদি থাকে। সংগঠন, দর্শন ও কর্মসূচী এবং নেতৃত্ব এই তিনটি থাকলে হয়ে গেল কাজ। এখন এই যে শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করবেন তার জন্যে সুষম বন্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। যে যতটা কাজে করবে সেই ভাবে সে তার উপযুক্ত পুরস্কার পাবে।

আমাদের দেশে মহিলাদের সংখ্যা ছোট বড় মিলায়ে সাড়ে ৪ কোটি প্রায়। তার মধ্যে থেকে আড়াই কোটি মহিলা রয়েছে যারা সবল দেহী এবং কাজ কর্ম করতে পারে বাকীগুলি তাদের বয়স হয়তো খুব বেশি হবে কিংবা শিশু। এই

https://nagorikpathagar.org

আড়াই কোটি মহিলা সত্যি কথা বলতে বিশেষ কোনই জাতীয় গঠনমূলক কাজকর্ম করছেন না। কেউ কেউ করছেন। যারা স্কুল, কলেজে মাস্টারী করছেন, কলে কারখানার কাজ করছেন কিংবা উৎপাদনমুখী কাজ করছেন তারা কিন্তু জাতি গঠনে সাহায্য করছেন। অন্যরা করছেন না। এবং যারা জাতি গঠনে সাহায্য করছেন এদের সংখ্যা ৫, ৭ কিংবা ১০ লাখ। মনে করেন আপনারা হাঁস মুরগীর খামার এবং অন্য কিছু করে যদি রোজ গড়ে আট টাকা কামাই করেন তাহলে আড়াই কোটি মহিলা প্রতিদিন কামাই করতে পারে ২০ কোটি টাকা। অন্ততঃপক্ষে ১০ হাজার কোটি টাকা অপচয় হচ্ছে প্রতি বছর যেহেতু আড়াই কোটি মহিলা যারা করতে পারেন জাতীয় উন্নয়নে তারা কাজ করছেন না। আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো মানব সম্পদ। জনশক্তিটা হচ্ছে বড় শক্তি। সবচেয়ে বড় সম্পদ। কিন্তু এটাকে আমরা কাজে লাগাচ্ছি না। এখন এই যে আমাদের স্বপ্ন শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা এই স্বপ্নের দর্শনটা কি? সে দর্শনটা হলো ফিলসফির। ফিলসফিটা হলো বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদটা কি? বিভিন্ন ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদের অনেকগুলি ভিত্তি রয়েছে, একটা ভিত্তি হলো রেস অর্থাৎ জনগোষ্ঠী, জনতা, দেশের মানুষ, সবচেয়ে বড় ভিত্তি হলো সেইটা। এবং আপনারা আরব জাতীয়তাবাদ, জার্মান জাতীয়তাবাদ কথা শুনেছেন এবং হিটলার বিশেষ করে উগ্র জাতীয়তাবাদের জার্মান জাতীয়তাবাদের জন্মদাতা।

তিনি বলতেন জার্মানরা এরিয়ান এবং এরিয়ানদের মধ্যে যতো ভাগ আছে, তারমধ্যে সবচেয়ে উপরে এরিয়ান। সর্বশ্রেষ্ঠ এরিয়ান এবং তিনি জাতীয়তাবাদের একটা অনুপ্রেরণা দিতে চেষ্টা করলেন।

যে রাজনীতি প্রগতিশীল নয় সে রাজনীতি বিফল

অঞ্চল ভিত্তিক রাজনীতি

আমাদের ভৌগোলিক এলাকা রয়েছে বাংলাদেশ, বাংলাদেশের জনগণকে কেন্দ্র করে আমরা আমাদের জাতীয়তাবাদ করছি।

অর্থনীতি ভিত্তিক

আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান এবং ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আমাদের অর্থনীতি একটা বিশেষ রূপ নিতে হবে যাতে দুইশত বছরের পরাধীনতার যে ক্ষয়ক্ষতি সাধন হয়েছে সেই ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করবার জন্যে আমাদেরকে একটা বিশেষ অর্থনৈতিক পন্থা অবলম্বন করতে হবে। সামাজিক পন্থা অবলম্বন করতে হবে সেটা হলো বিপ্লব।

https://nagorikpathagar.org

সাংস্কৃতিক

আমরা আমাদের দেশের জনগণের মতো করে মাটির মতো করে পানি, আবহাওয়ার মতো করে আমাদের অনুপ্রেরণা, আবেগ, ভাবধারার মতো করে আমাদের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে আমরা আমাদের সংস্কৃতি গড়ে তোলব। আমরা বিদেশী সাংস্কৃতিক প্রভাবের মধ্যে থাকতে চাই না। তাই আমাদের সংস্কৃতি দ্রুতভাবে গড়ে তুলতে হবে। সেইজন্যে আমাদের পার্টিতে সাংস্কৃতিক অঙ্গ দল রয়েছে।

যুদ্ধ

আমাদের দেশ যুদ্ধ করে স্বাধীনতা পেয়েছে। এই উপ-মহাদেশে, অঞ্চলে অন্য কোন দেশ যুদ্ধ করে স্বাধীনতা পায় নাই। আমাদের এই জাতীয়তাবাদের ইতিহাস অনেক শত বছর আগের, কিন্তু পূর্ণরূপ নিল ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে এবং সেখানে এর পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটল। আমাদের জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হলো জনগোষ্ঠী, জনগণকে কেন্দ্র করে র‍্যাসিয়াল, ভাষাভিত্তিক, ধর্মভিত্তিক, অঞ্চলভিত্তিক, অর্থনীতিভিত্তিক, সাংস্কৃতিকভিত্তিক, যুদ্ধভিত্তিক, অর্থাৎ এই সবগুলিকে মিলিয়ে 'সার্বিক'। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ বাকশালীদের হলো ভাষাভিত্তিক। জামায়াত, মুসলিম লীগ, আইডিএল এর হলো ধর্মভিত্তিক। কিন্তু আমাদের কোথাও একটা খুঁত থাকলে অন্যগুলি দিয়ে আমরা সেটা মিটায়ে ফেলতে পারব তাই আমাদের জাতীয়তাবাদী দল। শোষণমুক্ত সমাজ হলো আমাদের স্বপ্ন। দর্শন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। সেই দর্শনের স্বপ্ন হলো শোষণমুক্ত সমাজ। এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে হলে সমগ্র স্বাধীনতা দিতে হবে। কিসের স্বাধীনতা? রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা এগুলি হলো মূল।

আমরা যখন ধর্মীয় স্বাধীনতা কিংবা ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের কথা বলি আমাদের কাছে এর অর্থ হলো যে মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু সকলে তার নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। আমাদের মুসলমান বলে "লা-ইকরাফিদ্দীনে" অর্থাৎ আমাদের ধর্মে কোন জবরদস্তী নাই। যে যার ধর্ম পালন করবে।

সমগ্র স্বাধীনতা

এই সমগ্র স্বাধীনতা বাস্তবায়িত করতে হলে বহুদলীয় গণতন্ত্র করতে হবে। আজ বাংলাদেশের ৬০টি রাজনৈতিক দল রয়েছে। মানুষের মন এবং প্রাণকে আমরা খুলে দিয়েছি। মানুষের মধ্যে যে বিশাল শক্তি রয়েছে সেই শক্তিটাকে খুলে দিতে হবে এবং প্রথমবার যখন খুলে দিবেন একটু অসুবিধা হবে।

https://nagorikpathagar.org

বহুদলীয় গণতন্ত্র এর ফলে এবং সমগ্র স্বাধীনতার ফলে পুরুষ মহিলা সকলের যে বিরাট শক্তি রয়েছে সেই শক্তিকে আমরা খুলে দিতে চাই। এবং সেই শক্তিকে দিক নির্দেশনা দিয়ে ধীরে ধীরে একটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দেশ গড়ার কাজ লাগাতে চাই। আপনারা মহিলা, পুরুষ সকলকেই কাজ করতে হবে। মহিলারা সব কাজ করতে পারেন। মহিলারা অফিস, আদালত, কলে কারখানায়, সেনাবাহিনীতে বেসামরিক বাহিনীতে কাজ করতে পারেন। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কুটির শিল্পে ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে করতে পারেন। সব কিছু করতে পারেন আপনারা। আল্লাহতাআলা নিজেই বলেছেন পুরুষ সব সমান। সেইজন্যে আমাদের রাজনৈতিক দলে সব অঙ্গদল আছে। কারণ সকলকে রাজনৈতিকভাবে গড়ে তুলতে হবে। এটা হলো আমাদের রাজনীতি। এবং সকলকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ছত্রছায়ায় আনতে হবে। রাজনৈতিক কলাকৌশল এবং বহুদলীয় সামাজিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে আমরা সব প্রকারের সংগঠন, রাজনৈতিক সংগঠন, আমাদের দল, অঙ্গদল সামাজিক অর্থনৈতিক সংগঠন, রাজনৈতিক সংগঠন, স্বনির্ভর গ্রাম সরকার, আইন-শৃংখলা ভিত্তিক সংগঠন, গ্রাম প্রতিরক্ষা দল, অন্যান্য সামাজিক ও সমাজগোষ্ঠী সংগঠন যেমন জাতীয় মহিলা সংস্থা, যুব মহিলা সংস্থা। যুব সংস্থা এবং শিশু সংস্থা এবং আরো অন্যান্য অনেক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংগঠন রয়েছে। এই গুলিকে দিয়ে আমরা দেশের মানুষকে একটা সংগঠনের মধ্যে আয়ত্তে এনে একটা বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে বিপ্লবের মধ্যদিয়ে আমরা এই শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে চাই।

যেখানে উৎপাদন অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে সেই সুষম বন্টন করতে হলে আমাদের ক্ষেত্রে খামারে উৎপাদন বাড়ায়ে ফেলতে হবে অনেকগুণ। এই যে বিপ্লব সাধন করবে, বিপ্লব কি? বিপ্লবের অর্থ কি অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, শান্তিপূর্ণ বিপ্লব বলতে আরো বুঝায় জাতীয়তা স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব। সেই জন্যে আমরা মহিলাদেরকে গ্রাম প্রতিরক্ষা দলে নিয়েছি। ১ কোটি গ্রাম প্রতিরক্ষা দলে মধ্যে ৪০ লাখ মহিলা রয়েছে। মহিলাদেরকে আমরা পুলিশে নিয়েছি, গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের নিয়েছি, স্বনির্ভর গ্রাম সরকারে নিয়েছি, ইউনিয়ন কাউন্সিলে নিয়েছি, পৌর সভাতে নিয়েছি এবং সেনাবাহিনীতে আমরা ধীরে ধীরে নিচ্ছি। সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে জাতীয়ভাবে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হবে।

কৃষি সংস্কার

শিক্ষা সংস্কার

পরিবার পরিকল্পনা

https://nagorikpathagar.org

বৈদ্যুতিককরণ

শিল্প উৎপাদন

সমাজ সংস্কার

প্রশাসনিক সংস্কার

ধর্ম, শ্রম ও আইন সংস্কার

জনশক্তি, খনিজ সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

এইটা বৈপ্লবিক কর্মসূচী। কেন বৈপ্লবিক। কারণ সাধারণভাবে কাজ করতে আমরা যা অতীতে দুইশত বছরের ক্ষতি মিটিয়ে ফেলতে পারব না। তাই আজ আমাদেরকে বৈপ্লবিক পন্থায় সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে তাদের শক্তিকে দেশ গড়ার কাজে লাগাতে হবে। তারই অর্থ হলো বিপ্লব। এটা করবার জন্যে আমরা সর্বপ্রকারের সংগঠন করছি বহুদলীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে। বহুদলীয় গণতন্ত্রের কারণ হলো সমগ্র স্বাধীনতা দিতে হবে। সমগ্র স্বাধীনতা কেন? আমাদের অর্থাৎ শোষণমুক্ত সমাজের দর্শনটা কি? সেটা হলো "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ" এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি কি?

১। আমাদের জনগণ, জনগোষ্ঠী রেস,

২। আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান,

৩। আমাদের বিশেষ অর্থনীতি,

৪। আমাদের ভাষা,

৫। আমাদের সংস্কৃতি,

৬। আমাদের যুদ্ধ।

এই ৬টি ভিত্তির মাধ্যমে সার্বিক জাতীয়তাবাদ অর্থাৎ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ অর্থাৎ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ফিলসফি-দর্শন। বাজা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ দর্শন। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ হলো দর্শন, দর্শনের স্বপ্ন হলো শোষণমুক্ত সমাজ। কিভাবে? সুষম বন্টন করে। সেই দর্শন, স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে হলে সমগ্র স্বাধীনতা। কি সেই সমগ্র স্বাধীনতা? রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় স্বাধীনতা। কিভাবে? বহুদলীয় গণতন্ত্র কিভাবে? সর্বপ্রকার সংগঠনের মাধ্যমে।

সব মানুষকে সংগঠনের মধ্যে দিয়ে বৈপ্লবিক কর্মসূচীর মধ্যে পরিচালিত করে অল্প সময়ে বিরাটভাবে উন্নতি সাধন করে আমরা বাস্তবায়িত করব শোষণমুক্ত সমাজ।

https://nagorikpathagar.org

প্রশিক্ষিত কর্মীই রাজনৈতিক দলের প্রাণ

দলের আদর্শকে কেন্দ্র করে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। সর্বক্ষেত্রে কর্মসূচী এবং যেই কর্মসূচীর বাস্তবায়ন রাজনৈতিক দলের জন্য অপরিহার্য কারণ সংগঠন ছাড়া রাজনীতি করা যাবে না, কর্মসূচী বাস্তবায়িত করা যাবে না। কিন্তু সংগঠন যে আমরা করব সেই সংগঠনের ভিত্তি হতে হবে তার আদর্শ। তাই পার্টির সংগঠনে যারা থাকবেন তাদেরকে পার্টি আদর্শ অবশ্যই জানতে হবে। কেবলমাত্র জানলেই চলবে না সেটা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে। আমরা অনেক কিছুই জানি, অনেক কিছুই বুঝি কিন্তু অনেক সময় বিশ্বাস করি না। সেই বিশ্বাস না থাকলে দল সংগঠন করা সম্ভব নয়। তাই আমাদের দলে যারা রয়েছে কর্মকর্তা, নেতৃবৃন্দ, যারা রয়েছে কর্মী তাদেরকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আদর্শ জানতে হবে, বুঝতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে এবং সেই বিশ্বাসে অনুভূত হয়ে, আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে হবে। আমাদের পার্টি বলতে গেলে বছর দুয়েকের পার্টি। আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৭৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বরে আমরা এই পার্টি গঠন করি। আজ এই দুই বছরের মধ্যে আমরা পার্টিকে মোটামুটিভাবে সংগঠিত করেছি কিন্তু পার্টির মধ্যে গলদ রয়েছে। এটা স্বাভাবিক। তবে আমাদের পার্টির সেই গলদগুলিকে দূর করতে হলে আমাদের পার্টির আদর্শের প্রয়োজন, পার্টির আইন-কানুন অনুযায়ী সে কাজ করতে পারে না। তাই আজ আমাদের পার্টিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো যে, আমাদের পার্টিতে সেই আদর্শকে আমাদের প্রত্যেককে আয়ত্তে আনতে হবে এবং সেই জন্যেই আমরা পার্টির আদর্শে শিক্ষা গ্রহণ করতে চলেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আগামী এক সপ্তাহ যে আমাদের শিক্ষা ক্লাস চলবে তাতে আপনারা যা কিছু জানেন, শিখেছেন, চিন্তা ভাবনা করেছেন সেইগুলিও আপনাদেরকে বলতে হবে। আমাদের ক্লাস চলবে মোটামুটি আলোচনা ভিত্তিক। সেখানে একচেটিয়া বক্তৃতা হবে না। ডায়েস থেকে বঞ্চিত আপনাদের মধ্য থেকে আপনারা আলাপ আলোচনা করবেন, আপনাদের বক্তব্য রাখবেন। আপনারা

https://nagorikpathagar.org

যেটা বুঝতে পেরেছেন সেটা বলবেন। যাতে করে আমাদের আলোচনার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে যদি ভুল বুঝাবুঝি থাকে কিংবা জ্ঞানের ফাঁক থাকে সেইগুলি পূর্ণ করবেন। আজ থেকে আমাদের যে শিক্ষা ক্লাস চলছে এটা অবশ্যই আমাদের পার্টির জন্যে কেবল গুরুত্বপূর্ণ নয় ঐতিহাসিকও বটে। কারণ এরপর সারাদেশব্যাপী এরকম শিক্ষার আয়োজন করব এবং যে চিন্তাধারা করেছেন, বা বিবেচনা করেছেন এবং কারা এই আদর্শের ভিত্তিতে আগামী দিনগুলিতে এগিয়ে যেতে পারবেন। এই শিক্ষা ক্লাস শেষ হবার পর আমরা আপনাদের মধ্যে থেকেই ছোট ছোট গ্রুপ করে দিব এবং সেই গ্রুপগুলি জেলা পর্যায়ে গিয়ে একরকম আদর্শগত শিক্ষা শিবির আয়োজন করবেন। আপনারা অবশ্যই এই শিক্ষা ক্লাসের প্রোগ্রাম দেখেছেন, কর্মসূচী দেখেছেন। আমরা সাধারণতঃ এই ভাবে ক্লাস চালিয়ে যাব। যেখানে আমাদের আদর্শ সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই লিখিতভাবে বের হয়েছে। যেখানে বইতে লেখা রয়েছে সেটা পড়ার পর প্রাথমিকভাবে আমরা আর একটি লেকচার দিতে পারি এরপর আপনারা বক্তব্য রাখবেন। প্রতিদিন তার আগের দিনে যা কিছু আমরা লিখলাম, জানলাম তার উপরে ছোট্ট পরীক্ষা হবে। আপনারা নিজেরাই যাচাই করে নিতে পারবেন যে আপনারা কতদূর শিখলেন, জানলেন এবং কোথায় ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে। কারণ জীবন হলো প্রতিদিনের একটি পরীক্ষা এবং সেই জন্যে আমরা যা কিছু শিখলাম নিশ্চয়ই সেটা আমাদেরকে যাচাই করে নিতে হবে যে, আমরা কি শিখলাম। আমরা শিক্ষা কেন্দ্র খুলেছি, এই জন্যেই আমাদের যে টপ ব্রেন আছে পলিটিক্যাল পার্টিতে, তাদেরকে নিয়ে আমরা বসেছি। এই আদর্শগত দিকটি আপনাদেরকে আয়ত্তে আনতে হবে কারণ আয়ত্তে না আনলে আপনারা নিজেরাই কাজ করতে পারবেন না। আমাদের অনেকের মধ্যে এখনও দ্বন্দ্ব আছে। এটা মানসিকভাবে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আপনাদের মনের মধ্যে কারণ আপনারা অনেকেই কিন্তু এমনি এসে গেছেন পার্টিতে বিভিন্ন কারণে। এখন এই দ্বন্দ্ব দিয়েই আমাদের সব ঠিক করতে হবে। হয় থাকবেন— না হয় থাকবেন না। এখন আমাদের সময় এসেছে যে, আটা চালের চালনি দিয়ে আমাদেরকে আদর্শের চালনি দিয়ে এখন বেছে নিতে হবে আপনাদেরকে।

কোন রাজনৈতিক আদর্শ ধর্মকে ভিত্তি করে হতে পারে না। ধর্মের একটা অবদান থাকতে পারে। কিন্তু ধর্মকে কেন্দ্র করে কখনই রাজনীতি করা যেতে পারে না। আমাদের এখানেই অতীতে আমাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে যে ধর্মকে

https://nagorikpathagar.org

কেন্দ্র করে পাকিস্তান সময়ে যখনই রাজনীতি করা হয়েছিল সেটা বিফল হয়েছে। কারণ ধর্ম ধর্মই। আমাদের অনেকে আছে যারা আমাদের দেশে যে বিভিন্ন ধর্মগুলি রয়েছে, সেগুলিকে কেন্দ্র করে রাজনীতির পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেন। রাজনীতির রূপরেখা বানাতে চেষ্টা করেন এবং আমরা বার বার দেখেছি তারা বিফল হয়েছে। কেবলমাত্র মুসলমান নেতৃবর্গ নয়, হিন্দু নেতৃবর্গের মধ্যে রয়েছে এবং অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছে। তাহলে কি দেখা যাচ্ছে— একটা রাজনৈতিক দল ধর্মকে কেন্দ্র করে হতে পারে না। ধর্মের অবদান থাকতে পারে রাজনীতিতে। এটা মনে রাখবেন, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে যে কথাগুলি আমি বললাম, আশা করি আপনারা বুঝলেন। আমি হাসি-ঠাট্টা করে অনেক কথা বলেছি কারণ সব সময় যদি সিরিয়াসলি বলি তাহলে আপনারা সব কিছু বুজতে পারবেন না।

https://nagorikpathagar.org

বিশ্ব রাজনীতিতে বাংলাদেশের গুরুত্ব

এই যে ম্যাপ রয়েছে এই ম্যাপ বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান লক্ষ্য করেন উপরে হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে রয়েছে বার্মা, ভারত, পশ্চিম দিকেও ভারত রয়েছে। এখন যদি এটাকে যাচাই করে দেখেন তাহলে দেখতে পারেন যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং পূর্ব অথবা দক্ষিণ এশিয়া এই দু'দিক থেকে স্থলভূমি বাংলাদেশের এখানে গিয়ে সরু হয়ে গেছে। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, উত্তরে হিমালয় পর্বত এবং এর ফলে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এতো কৌশল ভিত্তিক অর্থাৎ এতো স্ট্রেটেজিক হয়ে গেছে যে, সব সময় আপনারা লক্ষ্য করেছেন ইতিহাসে থেকে, বাংলাদেশের উপর বার বার আক্রমণ হয়েছে এবং আমাদের গত দুইশত বছরের ইতিহাস পরাধীনতার ইতিহাস। এর কারণ কি? বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এতো গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশ যে কব্জা করে রাখবে সে এখন থেকে পূর্ব দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং এখান থেকে পশ্চিম দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়ায় যেতে আসতে পারবেন। সেই জন্যে বৃটিশরা প্রথমে বাংলাদেশ দখল করেছিল এই উপ-মহাদেশে।

এইটা হলো আমাদের সবচেয়ে বড় তর্ক বিতর্কের আতঙ্কের কারণ। এবং আজ এই উপ-মহাদেশ অঞ্চলে এবং এই অঞ্চলে সার্বিকভাবে যেসব ঘটনা ঘটছে তার থেকে আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ। এই যে আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান এর ফলে আমাদের ভয়ের কারণ কি সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ এবং সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ।

সাম্রাজ্যবাদ

সাম্রাজ্যবাদ মানে সমরাজ্য কায়েম করা, বিস্তার করা অর্থাৎ আমাদের এলাকার উপরে আবার সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যবাদ আসতে পারে। কিভাবে আসবে? জবরদস্তী দখলে হতে পারে, সম্প্রসারণবাদের মাধ্যমে আসতে পারে বিভিন্নভাবে, আসতে পারে নয়া উপনিবেশবাদের ভিত্তিতে। আজকাল আগের মতো সৈন্য সমান্ত দিয়ে একটি দেশ সব সময় দখল করা সম্ভবপর নয়। সেই জন্যে ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এবং সর্বশেষে যা সংস্কৃতির প্রভাব

https://nagorikpathagar.org

বিস্তার করতে চেষ্টা আমাদের দেশে বর্তমানে চলছে এই ৪টি দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে হুমকি রয়েছে সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ নয়া উপনিবেশবাদ ও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ। যদি আমরা দুর্বল থাকি তাহলে আমরা আক্রান্ত হবো কিন্তু যদি আমরা দুর্বল না থাকি তাহলে আক্রান্ত হবো না। তার জন্যে আমাদের কি করতে হবে।

দর্শন

এই দর্শন হলো বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। প্রত্যেকটি দর্শনের মূলে থাকতে হবে একটি স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন হলো শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা। এই শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের মধ্যে মানুষের ৫টি মৌলিক চাহিদা রয়েছে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা এবং বাসস্থান। এছাড়া আরো রয়েছে সে সম্বন্ধে আমি পড়ে বলব। এই শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা কিভাবে কায়েম করবেন— সুষম বন্টনের মধ্য দিয়ে। সেই সুষম বন্টন করতে হলে আমাদেরকে উৎপাদন সর্বক্ষেত্রে বাড়িয়ে দিতে হবে। কৃষিক্ষেত্রে শিল্প, কলকারখানায়। তাই সকল মানুষকে তাদের মধ্যে যে বিরাট শক্তি রয়েছে সেই শক্তিটাকে কাজে লাগাতে হবে। শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা হলো আমাদের দর্শন-এর স্বপ্ন। দর্শন হলো বাংলাদেশী জাতীয়বাদ। এই শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে আমাদেরকে করতে হবে সমগ্র স্বাধীনতা; সমগ্র স্বাধীনতা অর্থ কি? রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা + এর সমগ্র স্বাধীনতা বাস্তবায়িত করতে হলে আমাদেরকে করতে হবে বহুদলীয় গণতন্ত্র। বাকশালীদের মত এক দলীয় গণতন্ত্র দিয়ে আমাদের কাজ হবে না। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের ৯ কোটি মানুষের শক্তিটাকে খুলে দেওয়া। এই যে দুইশত বছর ধরে আমরা পরাধীন ছিলাম তার ফলে মানুষের হাত আমরা বেঁধে দিয়েছি মুখ বন্ধ করে দিয়েছি। এই শক্তিটাকে খুলে দিতে হবে। শক্তি খুললে প্রথমে বিপদ হবে। কিন্তু আমাদেরকে শক্ত হতে হবে এবং শক্তিটাকে দর্শনের ভিত্তিতে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে এবং দেশ গড়ার কাজে লাগাতে হবে।

সেই বহুদলীয় গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে সর্ব প্রকারের সংগঠন অর্থাৎ রাজনৈতিক সংগঠন গ্রামে গ্রামে সংগঠন এবং গ্রামে গ্রামে আমরা সামাজিক অর্থনৈতিক সংগঠন করে ফেলেছি ইতিমধ্যেই অর্থাৎ স্বনির্ভর গ্রাম সরকার এবং এছাড়া আরো অনেক রকমের সংগঠন আছে জনগণ ভিত্তিক। কারণ জনগণকে অনুপ্রাণিত করে তাদেরকে সংগঠিত করতে হবে যেমন গ্রাম প্রতিরক্ষা দল,

https://nagorikpathagar.org

জাতীয় যুব সংস্থা, জাতীয় মহিলা সংস্থা, জাতীয় শিশু সংস্থা, জাতীয় যুব মহিলা সংস্থা আরো অনেক রকমের। এই সমস্ত সংগঠনকে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং বিভিন্ন ধরনের সংগঠনকে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে চালিত করব বিপ্লবের মাধ্যমে। অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের মাধ্যমে।

শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আমরা কর্মসূচী বাস্তবায়িত করব বিভিন্ন প্রকারের। যাতে আমাদের মৌলিক চাহিদা মিটাতে পারি শোষণমুক্ত সমাজে ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য এবং দেশকে উন্নয়নের পথে নিয়ে যেতে পারি অর্থাৎ আমাদের স্বপ্ন আমাদের দর্শন, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দর্শন।

আমাদের দর্শন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, আমাদের স্বপ্ন শোষণমুক্ত সমাজ কায়েম করতে হলে আমাদের দিতে হবে সমগ্র স্বাধীনতা। সেই সমগ্র স্বাধীনতা যার মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা— যেটাকে বাস্তবায়িত করতে হবে বহুদলীয় গণতন্ত্র। অর্থাৎ বাকশালী গণতন্ত্র করতে হলে সর্ব প্রকারে সংগঠন করতে হবে।

বিভিন্ন ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, রেস ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ সেক্রেটারী জেনারেল সাহেব একটু আগেই পরিষ্কারভাবে বললেন। রেস মানে জনগোষ্ঠী ভিত্তিক, কেবলমাত্র জনগোষ্ঠী ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ হতে পারে না। জার্মান জাতীয়তাবাদ, আরব জাতীয়তাবাদের ব্যর্থতা সেটাই প্রমাণ করে। ভাষাভিত্তিক বাকশাল, আওয়ামী লীগাররা বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে যে জাতীয়তাবাদ "বাঙালী জাতীয়তাবাদ" সেটা বাংলাদেশের জনগণ ১৯৪৭ সালেই সেটাকে শেষ করে দিয়েছে। সেই জাতীয়তাবাদের নামে বর্তমান বাংলাদেশের মানুষকে লুটতরাজ করা হয়েছে। আমাদের দেশের সম্পদ দিয়ে দেয়া হয়েছে কোলকাতা, দিল্লী, করাচী, ইসলামাবাদ, ইংল্যান্ড, কিন্তু আমাদের কিছুই হয় নাই। তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাওতাবাজী করে সম্প্রসারণবাদ, আধিপত্যবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ইত্যাদির মাধ্যমে ও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের মধ্য দিয়ে ছোট ছোট দেশগুলিকে বড় দেশগুলি খেয়ে ফেলতে চেষ্টা করে। তাই আমাদেরকে সচেতন হতে হবে। আমরা ছোট দেশ নই কিন্তু আমাদের পার্শ্বেই রয়েছে একটি বিরাট দেশ। তাই আমাদেরকে দুর্বল থাকা চলবে না। আমাদেরকে শক্তিশালী হতে হবে। বাংলাদেশের সকল মানুষকে সেই ভাবে তৈয়ারি করে নিতে হবে। ১৯৭১ সালে আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছি স্বাধীনতা হারাবার জন্যে নয়। স্বাধীনতাকে একদিকে শক্তিশালী করবার জন্যে অন্যদিকে অর্থবহ করার জন্যে এমন সব পরিকল্পনা গ্রহণ করে জাতীয় উন্নয়ন সাধন করতে হবে যাতে আমাদের জনগণের জীবনধারার মানের উন্নতি সাধন হয়। আমরা

https://nagorikpathagar.org

বিদেশীবাদের শিকার হতে চাই না। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ সেই বিদেশীবাদের থেকে স্বতন্ত্র এবং জনগণভিত্তিক।

ধর্ম

সেক্রেটারী জেনারেল সাহেব বলেছেন ১৯৭১ সালে পাকিস্তানীরা ধর্মকে শিকারে পরিণত করে বাংলাদেশের মানুষকে শোষণ শাসন করেছে। সেই ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ কেবলমাত্র সেটারও অবসান ঘটেছে। ইতিহাসকে কোনদিন ফিরিয়ে আনা যায় না। আমরা ১৯৪৭ সালে গিয়ে আবার বাঙালী জাতীয়তাবাদ করতে পারি না। ১৯৭১ সালে ফিরে গিয়ে আবার পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ করতে পারি না।

আমাদের অঞ্চল ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, আমাদের অর্থনীতি ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। মনে রাখবেন এই উপ-মহাদেশে সর্ব অঞ্চলে কেবল বাংলাদেশই একটি দেশ যে দেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ করে স্বাধীনতা এনেছে। কেউ আমাদেরকে দিয়ে যায় নাই। এটা মনে রাখবেন কেউ হয়তো সাহায্য করেছিল তার পরিবর্তে আমরা তাদেরকে অনেক কিছু দিয়ে দিয়েছি। আমাদের গড়তে হবে। তাই স্বাধীনতার মূল্যবোধ আমাদের কাছে পাকিস্তানী, ভারতীয়দের ও অন্যান্যদের চেয়ে আলাদা।

সাংস্কৃতিক

আমরা আমাদের দেশীয়ভাবে সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চাই। আমরা অন্য কারো সংস্কৃতি নিতে চাই না। এবং সর্বোপরি আমাদের জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হলো আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ। এই জাতীয়তাবাদ আজকের নয়। শত শত বছর আগের। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ চরম রূপ ধারণ করেছিল ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ দিয়ে।

আমাদের জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হলো রেস, জনগোষ্ঠী, ভাষা, ধর্ম, অঞ্চল, অর্থনীতি, সাংস্কৃতিক যুদ্ধ অর্থাৎ সার্বিক— সার্বিক জাতীয়তাবাদ হলো বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। কোন এক ভিত্তিতে যদি দুর্বলতা থেকে থাকে অন্য শক্তিশালী করতে হলে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে যাচাই করতে হলে বাংলাদেশীভাবে আমরা বাংলাদেশকে গড়ে তুলব।

https://nagorikpathagar.org

স্বনির্ভর বাংলাদেশই আমার রাজনীতির লক্ষ্য

আমাদের দুনিয়া এবং জগৎ যেটাকে আমরা ইংরেজীতে বলি ইউনিভারস, এটার সৃষ্টি কিভাবে হলো, কেন হলো আজ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকরা বলতে পারে নি। তারা বলেন, বিগ ব্যাংক। বিগ ব্যাংক একটা হলো এবং দুনিয়ার সৃষ্টি হলো, জগতের সৃষ্টি হলো, কিন্তু বিগ ব্যাংকটা কে সৃষ্টি করলো। আজ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকরা এর জবাব দিতে পারে নি। এর জবাব দিয়েছে মৌলভী সাহেবরা এবং তারা বলেছে, আল্লাহ্ তা'য়ালা। যেখানে জবাব বিজ্ঞান দিতে পারে নাই সেখানে ধর্ম দিয়েছে, এবং সেজন্যেই সায়ান্স এবং ধর্ম কমপ্লিমেন্টারী। আমাদের ধর্মে বিজ্ঞান সম্বন্ধে বলা রয়েছে, শিক্ষা সম্বন্ধে বলা রয়েছে, জ্ঞান সম্বন্ধে বলা রয়েছে। আপনারা একটা কথা শুনেছেন যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা রিজিক দিবেন। এটা কিন্তু ভুল কথা নয়। এখন রিজিক যে দিবে তার জন্যে কাজ করতে হবে। কাজ না করলে ফল পাবে না। বাংলাদেশের ইতিহাস অনেক পুরনো ইতিহাস। এ মাটির নিচে কি যে আছে অজস্র ধন-দৌলত কিন্তু অতীতে আমরা তার সন্ধান করিনি। ফলে আহরণ করতে পারি নি কিছুই। আমাদের বৈজ্ঞানিকগণ হতে চান অফিসার, তারা খোঁজেন চেয়ার টেবিল। তারা মাঠে ঘাটে যেখানে প্রকৃত গবেষণা চলে সেখানে তারা যেতে চান না। এটাই হলো বাংলাদেশের আসল দুর্ভাগ্য। এই দুর্ভাগ্যগুলি আমাদের নিজেদের তৈরি করা। আমাদের মাটিতে সবকিছু রয়েছে। জিওলজী সম্বন্ধে আমরা সামান্য স্টাডি রয়েছে। আমি ইদানিং পড়েছি। আমি এগুলি আগে জানতাম না। এখন পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছে বাংলাদেশের মাটিতে স্থল এলাকা এবং পানি এলাকা অর্থাৎ সমুদ্র এলাকায় গ্যাসতো আছেই তেলও রয়েছে। তেল মাটির স্থল এলাকাতে রয়েছে, পানিতেও রয়েছে এবং এর প্রমাণ আপনারা আগামী দিনগুলিতে পাবেন। বেশিদিন লাগবে না। গ্যাস আমরা পেয়েছি কারণ গ্যাসটি হলো হালকা এবং এটা উপরে থাকে। তেল একটু ওজনদার, নিচে থাকে কিন্তু আমরা সেই গভীরতায় যাই নি। ১৯২৩ সালে সিলেটের এক জায়গায় তেল পাওয়া গিয়েছিলো কিন্তু সেটা কেবল এক হাজার মিটার অর্থাৎ তিন হাজার ফুট। কিন্তু আমাদেরকে পাঁচ হাজার থেকে

https://nagorikpathagar.org

সাত হাজার মিটার নিচে যেতে হবে এবং আমরা নিঃসন্দেহে তেল পাবো যে তেল আজ আমাদেরকে এতো পীড়া দিচ্ছে কেবল মাত্র সেখানেই শেষ হয় না গল্প। সমুদ্র এলাকায় বঙ্গোপসাগরে আমরা চাপ দিয়েছি, রাজনৈতিক চাপ দিয়েছি বৈজ্ঞানিকদের তেল পেতেই হবে। আপনারা জানেন মাস কয়েক আগে, আমরা বললাম যে, আমাদেরকে অবসর ড্রিলিং ক্যাপাবিলিটি ডেভোলাপ করতে হবে। তখন আমাদের বৈজ্ঞানিকগণ ইঞ্জিনিয়ারগণ এ বিষয়ে সম্যক তথ্য বের করলেন। এখন দেখা যাচ্ছে যে, বঙ্গোপসাগরে যে স্ট্রাকচার আছে জমির নিচে, এগুলিতে হাইড্রো-কার্বন অর্থাৎ তেল পাবার বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে এবং আমরা যখন লিপিতে গেলাম তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিদেশী তেল কোম্পানীগুলি অনেকে যারা চলে গিয়েছিল তারা এখানে এসে ড্রিলিং চাচ্ছে। এই জমির নিচে আমাদেরকে যে শিখানো হয় এইটা আছে, এটা নেই এগুলি সব বিদেশী চক্রান্ত। আমাদেরকে অতীতে যেভাবে বোকা বানিয়েছে এখনও আমাদেরকে বানিয়ে চলেছে। আর আমরা সেটা মেনে নিচ্ছি। আমাদের স্থির লক্ষ্য থাকলে সবকিছুই হবে। এবং সেই স্থির লক্ষ্য হবে রাজনৈতিক লক্ষ্য। আপনারা শুনেছেন যে, আমাদেরকে শিখানো হয়েছে বাংলাদেশের পশ্চিম অঞ্চলে গ্যাস পাওয়া যাবে না। অথচ কিছুদিনের মধ্যে আপনারা সে গ্যাসও পেতে চলেছেন পশ্চিম দক্ষিণ থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে একটি লাইন টানলে যেটাকে বলে হিঞ্জ এলাকা। যেখানে এখন বিদেশীরা সেখানেও তেল পাবার বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে, এছাড়া আমাদের প্রিয় সিলেট ভূমিতে তেল পাওয়া যাবে অচিরেই এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তবে সেটা বের করতে হবে এবং আল্লাহ তায়ালার হুকুমও সে ভাবেই রয়েছে। সমুদ্র থেকে জমি উঠানোর ব্যাপারেও আমাদের সমস্যা আছে। সমাধানেরও উপায় আছে। নেদারল্যান্ড থেকে আমাদেরটা একেবারেই আলাদা, কিন্তু আমাদের সমস্যারও সমাধান আছে। সেটা অন্যভাবে করতে হবে। নেদারল্যান্ড থেকে এক্সপার্ট আনতে তাঁরা এর সমাধান দিতে পারবেন না। কারণ তাদের মনতো নেদ্যারল্যান্ডে। তারা এখানে কাজ করতে পারবেন না। সম্ভব না। মনে রাখবেন জীবনটাই গড়া এবং ভাঙ্গা, যতো গড়বেন ততো সমস্যা বাড়বে এবং যতো ভাংবেন ততো সমস্যা বাড়বে। সমুদ্র থেকে জমি উদ্ধার করতেই হবে এবং সেটা আমরা পরিকল্পনা নিচ্ছি। আমরা অনেক জায়গায় ভুল করবো। কিন্তু ভুলভ্রান্তি থেকেই আমাদেরকে শিখে নিতে হবে।

জেলে অঙ্গদলের বিরাট সম্মেলন হলো, আমি তাদেরকে বললাম যে, খালি মাছ ধরছেন কিন্তু মাছতো উৎপাদন করছেন না। জনসংখ্যা বেড়ে গেছে। ৩০

https://nagorikpathagar.org

বছর আগেরকার তুলনায় জনসংখ্যা দ্বিগুণ। একসপ্তাহে যদি আপনাদের মধ্যে কেউ একসের মাছ খেতেন এখন সেখানে আধাসের খেতে পারেন। কিন্তু পাচ্ছেন না কারণ নদীগুলি ভরে গেছে আপনারা মাছ খালি খেয়েই চলেছেন কিন্তু উৎপাদন করছেন না। যার জন্যে মাছের এই অবস্থা। আপনারা ভাঙ্গছেন— গড়ছেন না। জীবনটা হলো ভাঙ্গা এবং গড়া। খালি ভেঙ্গে যাচ্ছেন কিন্তু গড়ছেন না। আমাদের দেশের মাটির নিচে আরো অনেক জিনিস রয়েছে কয়লা রয়েছে। একবছর আগে পর্যন্ত আমাদের বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন এগুলি পাওয়া যাবে না, কিন্তু এখন পাওয়া যাবে সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। এবং জামালগঞ্জ থেকে কয়লা উঠাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আগামী এক বছরের মধ্যে আমরা কয়লা উঠিয়ে নিতে পারবো। তেমনভাবে আরো অনেক কিছু রয়েছে আপনারা জানেন এবং এর আগেও অনেকবার আমি বলেছি। রাজনীতির, অর্থনীতির চাবিকাঠি গ্রাম। এটা প্রামাণ করা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের রাজনীতি আমরা গ্রামে নিয়ে গিয়েছি এর ফল আপনারা ইতিমধ্যে পেতে শুরু করেছেন। কারণ আমাদের বিপ্লব বাস্তবায়িত করতে হলে বাংলাদেশের সকল মানুষকে এর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং আমাদের স্ট্রেটিজি অনুযায়ী পুরুষ, মহিলা, যুবক, ছাত্র, ছাত্রী, শিশু পর্যন্ত আমরা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করছি। কারণ দেশটি সকলেরই। শিশুমন থেকে তাদেরকে আগামী দিনগুলির জন্যে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের রাজনীতি আজকের কিংবা দু'দিনের রাজনীতি নয়। আমরা এ রাজনীতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চাই চিরকালের জন্যে এবং তার ভিত্তি শিশুমনেই দিতে হবে। তার ভিত্তি দিতে হবে ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতীদের মধ্যে। রাজনৈতিকভাবে সচেতন না হলে আমরা অন্যক্ষেত্রে কিছুই পারবো না। এবং আমি একটু আগেই বললাম যে, আমাদের রাজনৈতিক চাপের ঠেলায় বৈজ্ঞানিকরাই এখন তাদের মতামত, তাদের থিউরী পাল্টানো শুরু করেছেন। তাহলে কথা সেইখানে দাঁড়াচ্ছে যেখানে আপনারা নিশ্চিত হয়ে বিশ্বাস করতে পারেন। যে আগামী দিনগুলিতে রাজনীতির চাবিকাঠি গ্রামে হবে কারণ আপনারা গত দুই তিন বছরের মধ্যে বীজ বপন করে দিয়েছেন। স্বনির্ভর গ্রাম সরকার থেকে শুরু হয়েছে আমাদের পার্টির গ্রামীণ সংগঠন। এখন অর্থনীতির চাবিকাঠি— রাজনীতি ছাড়া অর্থনীতি হয় না। অর্থনীতি, রাজনীতি ছাড়া করা যায় না। অর্থনীতি ছাড়া, রাজনৈতিক পরিকল্পনা ছাড়া, প্লান ছাড়া রাজনীতি পৃথকভাবে ইন-আইসুলেশন থেকে যাবে। রাজনৈতিক মুক্তি, অর্থনৈতিক মুক্তি না হলে সামাজিক মুক্তি আসতে পারে না। কিন্তু এই তিনটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক এই তিনটি একই সাথে কাজ করে একই পেটের উপরে। সেইভাবেই আমরা এগিয়ে চলছি।

https://nagorikpathagar.org

আপনারা বলছেন যে, আমরা সমাজে সুষম বণ্টন আনতে চাই, কি বণ্টন যে আনবেন, আনবার আগে তো প্রথমে যে জিনিস বণ্টন করবেন সে জিনিসটা বানাতে হবে। জিনিস না থাকলে বণ্টন কি দিয়ে করবেন এবং সৃষ্টি করতে হবে যেখানে তাদের বেশি আছে তারা যেন ব্যাপারটা বুঝতে পারে। যাতে ব্যাপারটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয়ে যায়। কারণ আমরা শান্তিপূর্ণ বিপ্লব সাধন করছি। এ সম্বন্ধে আমি অতীতে অনেক বলেছি আজকে বেশি বলা নিষ্প্রয়োজন।

সার্বভৌমত্বের ব্যাপারটা ভেবে দেখা যাক। ভিখারী হিসেবে থাকলে আমাদের সার্বভৌমত্বের মধ্যে যথেষ্ট খুঁত থেকে যাবে। ভিখারী হয়ে সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা যায় না। ভিখারী হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করা যায় না। তাই আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। আমাদের অর্থনীতি গড়ে তুলতে হবে এবং আমাদেরকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। আজকে বেশ কয়েকজন বক্তা বক্তৃতা রাখলেন। যারা বক্তৃতা করছেন তারাও খুবই মূল্যবান কথাবার্তা বলেছেন এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনারা এসব বিষয়ে যে জ্ঞান অর্জন করলেন, জানলেন, আলোচনা করলেন সেগুলি কাজে লাগাবেন। যে জ্ঞান কাজে লাগানো যায় না, যে জ্ঞান পকেট কেন্দ্রিক সে জ্ঞান অর্থবিহীন। আমাদেরকে আমাদের জ্ঞান কাজে লাগাতে হবে। আমাদেরকে পরিকল্পনার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদেরকে পার্টিতে একতা সৃষ্টি করতে হবে। আমাদেরকে দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে, একটা সংগঠনের মধ্য দিয়ে আনতে হবে। সেটাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনারা যেভাবে ইন্টারেস্ট নিচ্ছেন, যেভাবে আপনাদের মধ্যে চিন্তা ধারার পরিবর্তন আসছে। আমরা আমাদের যে লক্ষ্য রয়েছে সেটা অবশ্যই বাস্তবায়িত করতে পারবো। আগামীকাল আমাদের রয়েছে ক্যাডার বাহিনীর উপর আলোচনা, বক্তৃতা এবং কালকের আলোচনায় বক্তৃতা খুবই তাৎপর্যবহ হবে। এবং অনেক ঝগড়া বিবাদ হবে বলে আমি আশা করি। এবং আমি আশা করি আপনারা খুব চিন্তা করে তৈরি হয়ে আসবেন এবং আপনারাই এ সম্বন্ধে বক্তব্য রাখবেন।

https://nagorikpathagar.org

স্বাধীন জাতির, স্বাধীন উপলব্ধি

আপনারা বাংলাদেশের ইতিহাস পড়েছেন। বাংলাদেশের ইতিহাস গত দুই হাজার বছরের ইতিহাস, যদি না পড়ে থাকেন তাহলে এর সূত্রটা পাবেন না। বাংলা, বঙ্গ। বঙ্গ বুঝতে বর্তমানে যে বাংলাদেশের এলাকা সেটাই বোঝাত। কিন্তু আপনারা যারা ইতিহাস পড়েছেন তাঁরা জানেন। গত দু'হাজার বছরের ইতিহাস পড়তে হবে। বঙ্গ, বাঙ্গাল, বাংলাদেশ। দুনিয়ার অন্যান্য দেশে এই বাঙ্গাল কথাটার উল্লেখ আছে, আরব দেশে আছে, মধ্যপ্রাচ্যে আছে। বাঙ্গাল এমনকি ইন্দোনেশিয়াতেও আমি এই শব্দটি শুনেছি। যখন সূত্র খুঁজবেন তখন বাংলাদেশের সাথে এর সূত্র খুঁজে পাবেন। পশ্চিমবঙ্গের সাথে নয়। ওরা অন্য নামে পরিচিত। আমাদের জাতীয় সত্তা আলাদা এবং আমাদের ভাষা বাংলা ভাষা। আমাদের এখানকার বাংলা ভাষা হলো মূল বাংলা ভাষা। যেটা বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম এবং পূর্বেও গেছে, আসামেও। যদি আসামী কথা শুনেন, আসাম রেডিও কিংবা গৌহাটি রেডিও যখন শুনবেন তখন আপনি অনেক কিছুই বুঝতে পারবেন। দেখবেন বাংলা ভাষার একটি ভগ্ন রূপ বা খণ্ডিত রূপ। তেমনিভাবে যখন পশ্চিম দিকে যাবেন বাংলা ভাষার রূপ বদলে যেতে থাকবে। বাংলাদেশ হলো বাংলা ভাষা, বাংলাদেশী সংস্কৃতি ও কৃষ্টির হেড কোয়ার্টার। এটা বুঝতে হবে। অনেকেই আপনারা বুঝেন না এবং শান্তি নিকেতনের কথা বললে আপনাদের আমাদের মনে-প্রাণে অনেক রকম অনুভূতি হয়। ওখানে যা কিছু নিয়ে গেছে, এখান থেকে নিয়ে সেটাকে আর একটা রূপ দিয়েছে। জিনিসটা বুঝতে হবে। তখন বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজ্য সৃষ্টি হয়েছিল। আপনি অতীতে চলে যান হাজার বছর তারও বেশি, বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের প্রভাব বিস্তার শুরু হয়েছিল। বাংলাদেশের ইতিহাস প্রায় ৯/১০ সেঞ্চুরী থেকে। আমি আগেই বলেছি রাজনীতিতে ধর্মটা সবচেয়ে বড় কথা নয় কিন্তু ধর্ম একটা কথা হতে পারে। জাতিগতভাবে আমরা ভিন্ন। যেমন আপনারা দেখবেন মোঙ্গলীয় জাতি আছে। তাদের হেডকোয়ার্টার বলা যেতে পারে চীন দেশের যে কোন একটা মূল বিন্দু থেকে ধরে নিতে পারেন এবং

https://nagorikpathagar.org

সেখান থেকে বিভিন্ন দিকে এটা ছড়িয়েছে। যেমন করে দূরে ছড়িয়ে পড়ে জিনিসটা লঘু থেকে লঘু হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ এটা ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করছে। বার্মাতে যে জাতি দেখা যায় তারা মোঙ্গলয়েড। মোটামুটি তাদের মধ্যে এবং চীনাদের মধ্যে পার্থক্য দেখবেন। আসামে তারা কিন্তু জাতিগতভাবে মোঙ্গলয়েড কিন্তু চীনাদের থেকে পার্থক্য দেখবেন। যদি আপনি বিভিন্ন জায়গা থেকে মোঙ্গলয়েড সব এক সাথে এক কামরার মধ্যে ভরে দেন তাহলে হঠাৎ মনে হবে যে— আরে এরাই তো সব একই লোক। আসলে কিন্তু এক লোক নয়। কেউ বার্মা, কেউ থাইল্যান্ড, কেউ মালয়েশিয়া, কেউ চীনা, কেউ মোঙ্গলীয়া, কেউ ভূটান, কেউ নেপাল, কেউ সীকিম, কেউ ভারতের পূর্বপ্রান্ত অর্থাৎ আসাম এলাকার। তেমনিভাবে কতকটা আমাদেরও অবস্থা। এটাই হলো আমাদের জাতি, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের জাতীয়তাবাদের মূল অবস্থান। বাংলাদেশ এবং এখান থেকে চারপাশ আমাদেরই মাল-মশলা বিভিন্ন সময়-ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে আমরা বলতে পারি যে কোন এলাকার উপর আমাদের দাবি আছে। আমরা হয়তবা এটা বলতে পারব না। কিন্তু তারাও আমাদের উপর দাবি করতে পারে না। সেই জন্য এপার বাংলা ওপার বাংলা কথাটায় কোন বাস্তবতা নেই।

১৯৭১ সালে আমি কোন রাজনীতিবিদ ছিলাম না। ১৯৭১ সালে আমরা যে যুদ্ধ করলাম, কোন ক্ষমতার লোভ করি নাই। আমরা টাকা-পয়সার লোভ করি নাই। আমি জানিনা যে আমি যুদ্ধে নেমেছিলাম, আমি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ছিলাম, ভালই ছিলাম, কিন্তু বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের চেতনা, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আদর্শ যার আদর্শ আমি ছোটবেলা থেকেই পেয়েছিলাম। আমি দেখলাম যে বাংলাদেশকে কিভাবে শোষণ করা হচ্ছিল এবং হচ্ছে। সেই সময় ১৯৭১ সালের আগে বর্তমানের বাংলাদেশকে কিভাবে শোষণ করা হয়েছে। কলকাতা কেন্দ্রিক শোষণ, দিল্লী কেন্দ্রিক শোষণ, লন্ডন কেন্দ্রিক শোষণ এবং অন্যান্য কেন্দ্রিক শোষণ। তার কারণ এই ছিল যে, আমাদের মধ্যে এই ভাবধারার চেতনা সম্পূর্ণভাবে বিকাশ করতে পারেনি, যে পর্যায়ে এটাকে একটা স্বাধীনতা হিসেবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। আপনারা যদি ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে দেখেন, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী চেতনা আজকের নয়, শত শত বছর আগেকার। ইতিহাসের পাতায় পাতায় এগুলোর প্রমাণ পাবেন বিভিন্নভাবে এবং এটা গড়ে উঠতে অনেক সময় লেগেছে। এটা জাতীয় সত্তা গড়ে উঠতে শত শত বছর লাগে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের চেতনা গড়ে উঠেছে শত সহস্র বছর ধরে এবং সেই যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশে

https://nagorikpathagar.org

বিভিন্নভাবে অনেক পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তন যেটাকে বলা যেতে পারে আমাদের জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যেখানে এটা একটা সঠিক রূপ নিয়েছে।

১৯৭১ সালে যুদ্ধের সময় অবশ্য ভারত আমাদেরকে সাহায্য করেছিল কিন্তু তার সাথে তারা জুড়ে দিয়েছিল এপার বাংলা ওপার বাংলা তারপর আপনারা জানেন যে, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে শাসন চালাবার জন্যে তারা অভিজ্ঞ দল পাঠিয়েছিল কয়েক শত। এমন হাবভাব যে আমরা কিছুই জানি না। কিছুই করতে পারি না এবং তাদের সেই চেষ্টার উল্টো ফল হয়েছে। তার কারণ যদিও বাকশালীরা, তখনকার আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে— বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের রাজনীতি ছিল না। সেখানে তারা মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আসল কথা হলো যে আওয়ামী লীগ কেবলমাত্র পাকিস্তানের ক্ষমতার গদিতে বসতে চেয়েছিলো। কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ, ছাত্রগোষ্ঠি তারা স্বাধীনতা চেয়েছিল। নেতারা যারা ছিলেন তারা এই অনিশ্চয়তার মধ্যে যেতে চাইছিলেন না— এটা করতে গিয়ে যদি আমরা ক্ষমতা না পাই। কারণ আমরা তো অনেক দিন ধরে রাজনীতি করলাম, অনেক কাজ করলাম, আমাদের ক্ষমতায় যেতেই হবে। সেখানে তাদের একটা আত্মসংঘাত লেগে গিয়েছিল। ১৯৭১ সালে আমি যেটা লক্ষ্য করলাম মার্চ মাস থেকে আওয়ামী লীগের মধ্যে দুটো ডিভিশন হয়ে গিয়েছিল। যারা যুবসমাজের প্রতিনিধি তারা বলেছিল স্বাধীনতার কথা, বিভিন্নভাবে বলেছিল। অনেকে কিন্তু বুঝতো না স্বাধীনতার কথা, কেউ কেউ অটোনমির কথা বলেছে, কেউ স্বাধীনতার কথা। কিন্তু জনগণের মানসিকতা স্বাধীনতার জন্য ছিল। তারা বুঝে ফেলেছিল যে পাকিস্তান দিয়ে আমাদের কিছুই হবে না। আওয়ামী লীগ নেতারা চেয়েছিলেন ক্ষমতার আসন। যার ফলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কি করল? তারা চিন্তা করে দেখল আমাদেরকে এখানে ঝুঁকি নিতে হবে। আমাদেরকে এমন একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে হয় আগামী ১০/২০ বছর বাংলাদেশকে আমরা চালায়ে যাব গোলামের মত অথবা যেটাকে আমরা বলি এসপার-ওসপার। এদিক-ওদিক এবং সেভাবেই তারা পরিকল্পনা গ্রহণ করল এবং সেখানেই আবার তারা মস্ত বড় ভুল করলো। তাদের বোঝা উচিত ছিল যে, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের চেতনা এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যেখানে আর কিছু করা যাবে না। এটার সমাধান হলো বাংলাদেশকে স্বাধীনতা দিয়ে দেয়া একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। যেহেতু তারা সবসময় স্বল্প মেয়াদে কাজ করে থাকে সেজন্য তারা এটার দীর্ঘ মেয়াদের গুরুত্ব বুঝতে পারল না এবং সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলো। আমরা

https://nagorikpathagar.org

যারা ছিলাম আমরা নিজেদের মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম, এভাবে যদি তারা হরতাল করে আমরা হরতাল ভঙ্গ করবো এবং সেটা চরম অবস্থায় চলে যাবে এবং চরম অবস্থা মানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ। আমরা কিন্তু মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিলাম তার জন্য। ২৫ মার্চের পরে আমাদের তরফ থেকে যে প্রতিক্রিয়া হলো এগুলো যদি পরীক্ষামূলকভাবে দেখেন তাহলে এটার সত্যতা যাচাই করতে পারবেন। তারপরে যুদ্ধকালীন সময়ে আওয়ামী লীগের তরফ থেকে বারবার চেষ্টা হয়েছিল পাকিস্তানীদের সঙ্গে একটা সমঝোতা করে ক্ষমতায় আসা এবং ভারতও সেটাই চেয়েছিল। ভারতের চেষ্টাও ছিল অন্ততঃপক্ষে আমি যতদূর জানি সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত যে, পাকিস্তানের সাথে একটি সমঝোতা করে একটা কনফেডারেশনের মত করা যার মধ্যে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ এবং তাদেরই একজন যিনি আজকে ইসলামকে বগল দাবা করে চলছেন, তিনিও শেষ পর্যন্ত এর মধ্যে ছিলেন।

এখন আমাদের মধ্যে যারা মুসলমান আছেন তারা অন্য কারোর চেয়ে কম মুসলমান নয়। যারা হিন্দু আছেন তারা অন্য কারোর চেয়ে কম হিন্দু নয়। যারা খৃস্টান আছেন তারা অন্য কারোর চেয়ে কম খৃস্টান নয়। আমরা সকলেই ধর্মকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসি। কিন্তু ধর্মকে রাজনৈতিক পুঁজি করলে এটার উল্টো ফল হয়। কারণ ধর্মটা আধ্যাত্মিক, আল্লাহতায়ালার কাছ থেকে এসেছে। রাজনীতিটা জাগতিক বিষয়। এখন তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ একটা ক্ষুদ্র কোণ থেকে দেখলেন। যেটা আপনি করতে চেষ্টা করেছেন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ— যেহেতু পাকিস্তান, তার আগে বৃটিশ আমাদের উপর অন্যায়-অত্যাচার করেছে সেই জন্য বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ হয়েছে— এটা ঠিক নয়। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে একটা ঘাত-প্রতিঘাতের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। একটা ঘাত-প্রতিঘাত না খেলে কোন রাজনৈতিক আদর্শ গড়ে উঠে না। এই যারা আমাদেরকে ঘাত-প্রতিঘাত দিচ্ছে— বাকশালীরা এবং অন্যান্য—এর ফলে আমরা মজবুত হয়ে উঠছি। গতকাল আপনারা যে রমনা গ্রীনে মিটিং করলেন, মিটিং কি ছিল? আলোচনা সভা। কত লোক এসেছিল এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ব্যানারে রাত ৪টা পর্যন্ত যে যাত্রা ইত্যাদি চলছে লোকজন কেন থাকলো জাতীয়তাবাদের নামে? কারণ তারা এখন একটা জাতীয় সত্তা পেয়ে গেছে। মানুষ হিসেবে প্রত্যেকটা মানুষ একটা পরিবার, একটা গোষ্ঠি, একটা সমাজে তারা বসবাস করতে চায়। বাংলাদেশের মানুষকে কেন সেরকম সুযোগ দেয়া হয় নাই। তারা সেই সুযোগ পেয়েছে। এই হলো বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। যে কোন দেশের প্রত্যেকটি মানুষ গর্ব অনুভব করতে

https://nagorikpathagar.org

চায় তার দেশকে কেন্দ্র করে, তার জাতিকে কেন্দ্র করে, তার সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে, তার ভাষাকে কেন্দ্র করে, তার অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে। তার দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্বন্ধে যেন গর্ব অনুভব করতে পারে। সেটাই সে চায়। এখন আপনারা আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষ হলো ১৬ ডিসেম্বরে। আমরা লক্ষ্য করলাম যে ভারতীয় সেনাবাহিনী ঠিক কাজ করতে শুরু করল, যেটা পাকিস্তান সেনাবাহিনী করেছিল বিভিন্নভাবে এবং আমরা খবর পেতে শুরু করলাম যে তারা এখানে ওখানে লুটপাট করছে, অন্যায় করছে এমনকি মেয়েদের উপর অত্যাচার তারা শুরু করে দিয়েছিল।

তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? আমাদের ছেড়ে কেউই কথা বলবে না। কিন্তু আমাদের বাকশালী ভাই সাহেবেরা এটা বুঝতে পেরেছেন? আমাদের ইতিহাস তো বঞ্চনার ইতিহাস। আমাদের ইতিহাস এটা বাকশালীরা কিভাবে ভুলে যায় আমি তো এটা বুঝি না কি ধরনের? এই ধরনের রাজনীতি এটার শিকড় থাকতে হবে জনগণের মধ্যে। বাংলাদেশ-বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এই আদর্শের অনুপ্রেরণা বাইরের দেশগুলো থেকে পাবে না, এর অনুপ্রেরণা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে আছে কিন্তু নেতাদের মধ্যে নেই। নেতারা পালিয়ে গেল, জনগণ পালায় নাই। যার ফলে সেই নেতারা যখন গদিনসীন হলেন তখন তাদের আদর্শগত ভিত্তি ছিল না। আপনি আগেকার আওয়ামী লীগের ঘোষণা পত্র পড়ে দেখবেন, তাদের কোন জনগণভিত্তিক কর্মসূচি ছিল না। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক— সর্বক্ষেত্রে তাদের মূল লক্ষ্য হলো পাকিস্তানের রূপরেখার মধ্যে ক্ষমতায় থাকা। এগুলো সত্য, এগুলো বুঝতে হবে। আমাদের চিন্তাধারা হলো জাতীয় ও জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক কর্মসূচি গড়ে তোলা। মনে রাখবেন যে রাজনৈতিক দর্শন, রাজনৈতিক আদর্শের জন্য যথেষ্ট নয়। সেই রাজনীতি আপনাদেরকে ধাবিত করবে একটি সামাজিক অর্থনৈতিক কর্মসূচির দিকে। সেই সামাজিক অর্থনৈতিক কর্মসূচির দিক যদি একটি রাজনৈতিক আদর্শ আপনাদের ধাবিত না করে তাহলে সেই রাজনৈতিক দর্শন অসম্পূর্ণ থেকে গেল। আমি যে খালি জাতীয়তাবাদী এটা যথেষ্ট নয়।

আমি যে কেবলমাত্র বুঝলাম বাংলাদেশের ইতিহাস, বাংলাদেশ সৃষ্টি হলো যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে— তারপর কি? তার বেশি কিছু না। যেহেতু সেখানে শূন্যতা ছিল সেহেতু তারা সমুদ্রে যেমন নৌকা খাবি খেতে খেতে চলে তেমনিভাবে চলছে এবং '৭১-এর পরে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে তাদের কোন বাস্তব কর্মসূচি ছিল না। কারণ, তাদের কোন রাজনৈতিক দর্শন ছিল না। কারণ তাদের উদ্দেশ্য

https://nagorikpathagar.org

কেবলমাত্র পাকিস্তানের রূপরেখার মধ্যে ক্ষমতা দখলের। এখন এগুলো বোঝেন। এখন আমার যেটা মনে হয়, আওয়ামী লীগ নেতৃবর্গ এখনও বিষয়টা বুঝতে পারেনি এবং বুঝতে পারবেও না। যারা আওয়ামী লীগের, তাদের বয়স সেই সীমা পেরিয়ে গেছে। এখন আর তারা নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারবে না। তারা ঐ জিনিস আঘাত করতে করতে ভেঙ্গে যাবে কিন্তু বদলাবে না। কারণ তাদের মাথার মধ্যে আর কিছুই ঢুকবে না বাকশালী ছাড়া। কিন্তু তারা ভুলে যাচ্ছে যে বাকশালইজম পরিত্যাজ্য হয়ে গেছে। জনগণ তাকে পরিত্যাগ করে দিয়েছে। '৭৫-এ আবার পরিত্যাগ করে দিয়েছে। আমার মনে হয়, '৭৩ সালেই এটা করে দিয়েছিল আওয়ামী লীগকে কারণ আওয়ামী লীগ যে নির্বাচন করেছিল যেটা কোন ন্যায় সংগত নির্বাচন ছিল না। তারপরে '৭৫ সালে একদলীয় ব্যবস্থা করে দিল— বাকশালইজম—এটার জন্যে তো জনগণের কাছে যায়নি। তাদের রেফারেন্ডাম করা উচিত ছিল তখনই, যেহেতু তাদের সাহস ছিল না জনগণের কাছে যাবার। সেই জন্য রাতারাতি— ধমকাধমকি করে তারা এটা পাস করে ফেললো। এটার সম্বন্ধে কোন আলোচনাই হয় নাই, যার ফলে '৭৫ সালে এবং তার পরবর্তীকালে বিভিন্ন ঘটনা ঘটেছে এই ঘটনাগুলো এটাই প্রমাণ করে ১৯৭৮ এবং ১৯৭৯ সালের প্রথম দিকে যে দুটি জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং সংসদের নির্বাচন, আমি আপনাদের পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে, নির্বাচনগুলোর জন্য তিন বছর থেকে, ১৯৭৬ সালের মাঝামাঝি থেকে আমরা প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। তখন একটা সুষ্ঠু নির্বাচন দেবার সামর্থ আমাদের ছিল না। ১৯৭৬- ৭৭ সালে এর জন্য আমাদেরকে অনেক প্রস্তুতি নিতে হয়েছে। আমরা সংকল্পবদ্ধ ছিলাম যে নির্বাচন যেন একেবারে সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণভাবে হয় এবং সেটা হয়েছে। ভুলভ্রান্তি হয়ত এদিক ওদিক হয়েছে সেটা স্বাভাবিক। এত সমস্যাপূর্ণ সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে পুরোপুরি সঠিকভাবে নির্বাচন দেয়া সম্ভব নয়। তবে আমরা পেরেছি তার প্রমাণ হলো যে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় নাই। নির্বাচনের পরে বাকশালী এবং অন্য দলগুলো যেভাবে তারা কাজ করে চলছে, গত আড়াই বছরেরও আগে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়ে গেছে। আড়াই বছর পার হয়ে গেল। তারা কোন কিছু করতে পারে নাই কারণ তাদের রাজনৈতিক দর্শন নাই এবং তাদের রাজনীতি জনগণ সমর্থন করে না। যদিও আমাদের পার্টি নতুন এবং আমাদের অনেক ভুলভ্রান্তি রয়েছে। আমাদের যে কি কি ভুলভ্রান্তি রয়েছে তার সম্বন্ধে আর একদিন আমি বক্তব্য রাখব। এখন তাহলে কি হলো? একটা জিনিস আপনাদেরকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে সেটা হলো যখন কথাটা আপনারা

https://nagorikpathagar.org

ব্যবহার করেন সেটা বাংলা বললে বাংলাদেশী বুঝায়। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বলতে বাংলাদেশের জাতীয়তাবোধ যেটা রয়েছে তাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদ বলে কিছু নেই। অনেকে বাঙালী জাতীয়তাবাদ বোঝাতে সেই জাতীয়তাবাদ বোঝাতে চেষ্টা করেন যে জাতীয়তাবাদ তাদের মধ্যে হলো বাংলাদেশ, পশ্চিম বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা, বিহার। এটা অকল্পনীয় এবং সেই বাঙালী জাতীয়তাবাদের ঘাড়ের উপর তিন-চারটা কোপ ইতিমধ্যে পড়ে গেছে। আসামে পড়েছে, পশ্চিম বাংলায় পড়েছে। ওদের যে বাঙালী খেদাও আন্দোলন আসামে সেটার মধ্যে দিয়ে কোপ পড়েছে। বিহারে যে বাঙালীদের খেদাও— সেটার ওপর কোপ পড়েছে। উড়িষ্যাতে যে ভারতীয় ও অন্যান্যদের বের করে দিচ্ছে সেটায় পড়েছে। আমরা যদি আমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকি, সেটাই আমাদের জন্য ভাল হবে। কারণ ভারতে তাদের অনেক সমস্যা আছে, তাদের সমস্যা তাদের মত করে সমাধান করতে দেন। আমরা আমাদের ঘর গুছাই। আমাদের ঘর গড়ে তুলি।

আর একটা কথা মনে রাখবেন, যেটা আমি আগে বলেছিলাম— বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে, গোত্র গোষ্ঠি নির্বিশেষে আমাদের আন্তর্জাতিক ও ভৌগোলিক সীমা, আমাদের বর্তমানে বাংলাদেশের যে সীমারেখা রয়েছে সেটাই। আর একটা কথা মনে রাখবেন জাতীয়তাবাদের সৃষ্টিকর্তা জনগণ। এর উত্তরাধিকারীও জনগণ। এটা কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে হয় নাই, এর দর্শন কোন ব্যক্তি দেয় নাই— জনগণ দিয়েছে এবং এটা গড়ে উঠেছে শত সহস্র বছর ধরে। অনেক সময় আপনারা আমাদের কারো কারো নামে জাতীয়তাবাদকে সংযুক্ত করেন এটা ভুল এবং ভবিষ্যতে এটা করবেন না। যখনই করবেন তখনই আমাদের যে আদর্শ, রাজনৈতিক আদর্শ ব্যহত হবে। রাজনৈতিক আদর্শ কখনই কোন মানুষকে কেন্দ্র করে হতে পারে না। অনেক সময় আপনারা আমার নামে খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলেন তখন আমার খুব খারাপ লাগে। কারণ আমি জানি ১৯৭১ সালে আমরা যে স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছিলাম, সেটা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে। নিজেকে কেন্দ্র করে তো করি নাই। আমি তো জানি, আসলটা তো আমি জানি এবং আমি যদি অন্যভাবে এটাকে রূপ দেই তাহলে সেটা হবে রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে ভুল। আমাদের উদ্দেশ্য কি? ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতীয়তাবোধের প্রসারের মাধ্যমে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে আমাদের জাতীয় সত্তা হিসেবে একেবারে গেড়ে দেয়া। মানুষের—শুধুমাত্র শহরের মানুষের নয়, গ্রামের মানুষ—কারণ বাংলাদেশের শতকরা ৯৯ জন মানুষ গ্রামে

https://nagorikpathagar.org

বাস করে। যেহেতু শহরের মানুষ বেশি শিক্ষিত সে জন্য শহরের মানুষকে বেশি নেতৃত্ব দিতে হবে। কিন্তু যেহেতু আমাদের অতীতের রাজনীতি শহর কেন্দ্রিক এবং ব্যক্তি কেন্দ্রিক এবং কিছু মানুষ কেন্দ্রিক সে জন্য আমাদের দেশে রাজনীতি সব সময় ভুল পথে চলছে। আজকে বিরোধী দলগুলো যে চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমাদের ক্ষতিসাধন করতে পারছে না— তার কারণ আমাদের শিকড় আমরা গেড়ে দিয়েছি গ্রামে। শহর তো অবশ্যই আমাদের শক্তি কিন্তু গ্রামের শক্তি ছাড়া শহরে পারবেন না। মনে আছে ১৯৭১ সালে পালিয়ে গিয়েছিলেন গ্রামে। বাংলাদেশ যে সৃষ্টি হলো, এটার একটা রাজনৈতিক সমাধান হলো একটা যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে। রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান হয় বিভিন্নভাবে। অনেক সময় আপনারা দেখেছেন যুদ্ধ ছাড়াই সমাধান হয়ে যায়। যখন সেটা সোজা সমাধান, কিন্তু যখন শক্ত সমাধান তা কেবলমাত্র টেবিলের উপরে হয় না। সে সমাধানটা হলো রাজনৈতিকভাবে। একটা সামরিক অভ্যুত্থান কিংবা একটা যুদ্ধ অনেকগুলো পন্থার একটি পন্থা এবং সেটা হলো সবচেয়ে ভয়াবহ পন্থা। যখন অন্যসব পন্থা অকৃতকার্য হয় তখন এই পন্থা চালাতে হয়। আবার বিদেশী চক্রান্ত রয়েছে। আজকে আমাদের প্রতি তাদের থেকে হুমকি রয়েছে। তাহলে আমাদের কি করতে হবে? কয়েক হাজার সেনাবাহিনী থাকলে আমাদের কাজ হবে না। কারণ আমাদের প্রতিরক্ষাটা হচ্ছে জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে। জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি কর্তা জনগণ। জনগণকে রক্ষা করতে হবে। বীজটা জনগণের মধ্যে থাকতে হবে। সেই জন্যে আমরা বলছি এখানে বিপ্লবের এক নম্বরে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুসংহত করা। শান্তিপূর্ণ বিপ্লব বলতে আরও বুঝায় বিপ্লবটা হলো আমাদের জাতীয়তাকে হাসিল করা বাস্তবমুখীভাবে। বিপ্লব হলো আমাদের উপায়। এটা হলো আমাদের সোসিও ইকোনমিক— কালচারাল প্রোগ্রাম। প্রথমেই আপনারা দেখবেন অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ। দ্রুততম সময়ে গণমানুষের জন্য নিশ্চিত করাই হবে এই বিপ্লবের উদ্দেশ্য। শান্তিপূর্ণ বিপ্লব বলতে আরও বুঝায় এই পাঁচটা না করলে যতই আপনারা সুন্দর সুন্দর মন্ত্র বলেন কোন লাভ হবে না। সমস্ত রাজনীতি সমস্ত সংগ্রামী জীবনের উন্নয়নের জন্য এবং জীবন উন্নয়নের পাঁচটি মূল লক্ষ্য হলো অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা। শান্তিপূর্ণ বিপ্লব বলতে আরও বুঝায় জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুসংহত করা। যদি স্বাধীনতাই না থাকে তবে জাতীয়তাবাদ থাকবে কি করে। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন একটি সুষম পররাষ্ট্রনীতি। একই সঙ্গে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সমগ্র দেশবাসীকে প্রস্তুত করে তুলতে হবে। ছোট হলেও একটা সদা প্রস্তুত কার্যকর বাহিনী আমাদের থাকতে হবে। আর এই

https://nagorikpathagar.org

সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে থাকবে আধা সামরিক বাহিনী ও জনগণের মিলিশিয়া। এ ছাড়া স্কুল-কলেজে ক্যাডেট কোরের মাধ্যমে মৌলিক সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। প্রথমে দেশটাকে বাঁচাতে হবে। দেশটাকে বাঁচাতে না পারলে, প্রতিরক্ষা না করতে পারলে জাতীয়তাবাদকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে। কারণ আমরা লক্ষ্যবস্তু হয়ে গেছি। দুনিয়াটা এমন— প্রত্যেকে একজন অপরের লক্ষ্যবস্তু এবং দুনিয়াতে আপনারা লক্ষ্য করেছেন এই যে সমাজতান্ত্রিক ব্লক যেটাকে বলে এটার মধ্যে একটা আজব জিনিস আছে। যদি এসব দেশগুলোতে যান তাহলে দেখতে পাবেন যে একটা দেশ বাকী সবগুলোকে শোষণ করছে বিভিন্নভাবে। সেজন্য আমরা বলি সারভাইবেল অব-দি-ফিটেস্ট। আমাদের ফিট করতে হবে। আমাদের স্বাধীনতা আমাদেরকেই রক্ষা করতে হবে এবং আপনারা দেখবেন কোন দেশ যদি সাহায্য করে, এতটুকু সাহায্য করলে বলবে এতটা— আর তার পরিবর্তে আপনার কাছ থেকে নিয়ে যাবে আরো এতটা— যেটা '৭১ সালে হয়েছে। যুদ্ধ করলাম আমরা, বাংলাদেশের মানুষ মরল। যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেল তখন অন্য সাহেবরা আসলেন— হয়ে গেল তাদের নামধাম। কিন্তু সত্যকে তো ঢাকা যায় না। আমরা যদি স্বাধীন না হতে চেতাম তাহলে কে আমাদের স্বাধীনতা দিতে পারত। আর যদি আমরা স্বাধীনতা চেয়েছিলাম— কে আটকাতে পারত। কোন যদি বিদেশী নাও আসত তাহলেও আমরা স্বাধীন করে নিতাম দেশকে। এর মধ্যে আবার একটা মজার ব্যাপার আছে। ১৯৭১ সালে যখন মুক্তিযোদ্ধারা অর্থাৎ যারা সেই সেনাবাহিনীতে হোক, গেরিলা হোক, যারা দেশের মধ্যে যুদ্ধ করছিল তখন আওয়ামী লীগাররা কলকাতায় বসে দেখল যে আরো যদি বেশি দিন যুদ্ধ চলে তাহলে আমাদের হাত থেকে নেতৃত্ব চলে যাবে। তখন তারা তাদের গুরুদেবকে বলল যে, ভাইসাহেব বাঁচাও। এই রকম চলতে থাকলে আমরা আমাদের অস্তিত্ব হারাব। ওরা নিজেরাই আমাকে বলেছে, আমাদের একটা সেকশন ছিল। তারা বলেছিল যে, যতটা বিদেশ থেকে সাহায্য পাই ভাল। যুদ্ধ চলুক, দুঃখ কষ্ট আরো বেশি হবে। তবে দেশটা— জাতিটা দাঁড়িয়ে যাবে। কারণ আমরা সেনাবাহিনীরা ধরে নিয়েছিলাম যে পাকিস্তান বেশি দিন চালাতে পারবে না এই যুদ্ধ। যেভাবে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠনটা গড়ে উঠেছিল তাতে পাকিস্তানীরা বেশি দিন টেকার কথা ছিল না। স্বাধীনতার জন্য প্রত্যক্ষভাবে যারা যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করছে তাদের হাতের মধ্যে দিয়ে যেন স্বাধীনতা না আসে সে জন্য একটা ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেল। আওয়ামী লীগ এবং বিদেশী কেউ কেউ মিলে। কারণ সকলেই চায় আপনারা দুর্বল থাকেন। বিদেশে কেউ চায় না বাংলাদেশ আত্মনির্ভরশীল

https://nagorikpathagar.org

হোক। এরা সকলেই চায় যে বাংলাদেশ খুব গরীব থাক, ছেঁড়া কাপড় পড়ে বেড়াক, ভিক্ষা করতে হয় কিছু কিছু ভিক্ষা দিয়ে দিবে এবং ভিক্ষা করতে করতে আপনাদের অভ্যাসটা এমন হয়ে গেছে সব বড় বড় মানুষ হয়ে গেছেন। বড় বড় বাড়ি, গাড়ি হয়ে গেছে। তাও ভিক্ষা না পেলে আপনাদের দিনটা ভালভাবে কাটে না। এটা একটা অভ্যাস হয়ে গেছে। সে জন্য আমরা এটাকে রোধ করতে চাই। সাহায্য কম নিয়ে সকলে কাজ করে যান। ভিক্ষা চলবে না এবং আমরা এটাকে রোধ করব। আমি তো আগেই বলেছি এরকমভাবে ভিক্ষা করে আমরা চলতে পারি না। একটা আত্মমর্যাদাপূর্ণ দেশ ও জাতি হিসেবে আমরা থাকতে পারি। সকলকে কাজ করতে হবে। সকলকে কাজ করে খেতে হবে। সেদিন এক মৌলভী সাহেব এসেছিলেন আমার কাছে। উনি বললেন, আমরা তো আপনার দল করি। আপনাকে সাপোর্ট দিচ্ছি। সেই জন্য বাধিত আমি। উনি বললেন, আপনার সব কাজ ভাল লাগে কিন্তু একটা কাজ এই যে মহিলাদেরকে বের করেছেন। উনি আবার ভাবলেন— বলে ঠিক করলাম কি না। আমি বললাম— উত্তরটা দেই। বাংলাদেশের গ্রামে এসব কোন সমস্যা নেই। সমস্যা হচ্ছে শহরে। শহরের কোন কোন এলাকায় যারা বড় বড় গাড়িতে চড়েন, টাকা-পয়সা আছে— সাথে সাথে তাদের মধ্যে মানসিক বিকৃতিও এসেছে। টাকা-পয়সা থাকা ভাল। ইসলামে বলেছে, গরীব থেকো না। কিন্তু টাকা-পয়সার সাথে সাথে মানসিক বিকৃতি এসেছে এটাই খারাপ। আমি তাকে বলেছিলাম মহিলাদের বোরখার মধ্যে রাখলেও যারা গোলমাল করে তারা করবে। যারা করবে না তারা এমনিতেও করবে না। এটা হলো রুচির প্রশ্ন— কে কেমন তার উপর নির্ভর করে। তা শুনে উনি চুপ, আর কথা না। আর একজন পীর সাহেব বলে পরিচয় দিলেন— উনিও একই কথা বললেন, উনি বললেন, মহিলাদের পুলিশে নিচ্ছেন। আমি বললাম, আজ-কাল মহিলারাও ক্রিমিনাল হয়ে গেছে। তাদের ধরতে হলে মহিলা পুলিশ থাকতে হবে। বললেন, তাতো ঠিক কথা কিন্তু তারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। আমি বললাম, তাদের তো বোরখা পড়তে দেয়া যায় না। তাই তাদের প্যান্ট দেয়া হয়েছে। সাথে লম্বা বুস শার্টও দেয়া হয়েছে। উনি বললেন, আপনারা মহিলাদের গ্রাম প্রতিরক্ষা দলে নিয়েছেন, আনসারে নিয়েছেন। রাস্তায় তাদের কেমন দেখা যায়। আমি বললাম, আপনার ঘরে বোন-মেয়ে আছে না, তাদের যদি ঘরে কেমন কেমন না দেখায় তবে রাস্তায় অন্য মেয়েদের কেমন কেমন দেখাবে কেন? তারপর আমি তাকে বললাম, মহিলাও আল্লাহতায়ালা বানিয়েছেন— আমরা কি করব? এটা সত্য যে মহিলা ছাড়া চলে না। বিয়ে-সাদী না করলে চলে না। আবার ভাল মুসলমানদেরও

https://nagorikpathagar.org

চারটি বিয়ে করতে হয়। এরপরও মহিলাদের প্রতি বিদ্বেষ কেন? তারপর আমি তাকে বললাম, আমাদের দেশে অর্ধেক জনসংখ্যা মহিলা। তাদের ক'দিন বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবেন? আমরা পারব না— সরকার পারবে না। গণ্ডায় গণ্ডায় সন্তান উৎপাদন করবেন— আমরা খাওয়াতে পারব না। তারপর চুপ। পরে উনি বললেন— ভাই সাহেব আমাদের একটা মাদ্রাসা আছে তার জন্য কিছু টাকা-পয়সা দেন। আমি বললাম, তাই বলেন না কেন? আমি উনাকে এ পর্যায়ে বললাম, এই যে মেয়েরা গ্রাম প্রতিরক্ষা দলে, আনসার-এ আসছে। তারা তো আপনাদের ঘরের মেয়ে। তাদের আটকাতে পারেন না কেন? পারেন না এ জন্য যে, আপনারা এগুলোকে খেতে দিতে পারেন না। এটা তারা বুঝে গেছে। সে জন্য কাজ করতে হবে পুরুষ মহিলা সকলকে। কেউ কাজ না করে খেতে পারবে না। এর মধ্যে বিরাট একটা সমাজতন্ত্র রয়েছে। যদি বাস্তবভাবে উন্নতি করতে চান তবে প্রত্যেকটি কর্মক্ষম হাতকে কাজে লাগাতে হবে। সে জন্য আমরা গ্রামে গেছি। সকলকে কাজে নামিয়েছি, কোদাল ধরেছি। ঢাকা ইউনিভার্সিটির দু'তিনশ ছেলে মেয়েরা গেছে খাল কাটতে। মেয়েরা এখনও যায়নি। আমি ওদের বলেছি তোমরা যাও না— তোমরা কি শুরু করলে? এটা একটা বৈপ্লবিক পদক্ষেপ হয়েছে। আমি দু'তিন দিনের মধ্যে দেখতে যাব ওরা কি করেছে। এই যে যুবসমাজ— তাদের মধ্যে নতুনভাবে নতুন নতুন ধরনের চেতনা সৃষ্টি করার জন্য আমরা চিন্তা করছি। প্রতি বছর নিউ জেনারেশন ডে পালন করবে। আমরা এক সময় বের হয়ে যাব। তখন নতুন নতুন ছেলে-মেয়েরা আসবে। তাদের আগে থেকেই তৈরি করতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে রাজনীতি হয় তা জনগণ ভিত্তিক নয়। গত বছর ডাকসু'র নির্বাচনে জেএসডি বলল— বিরাট সংখ্যক ছাত্র আমাদের দলে এসেছে। আমরা ছাত্রদের মধ্যে থেকে আন্দোলন করে সারাদেশে ছড়িয়ে দেব। কিন্তু আন্দোলন আর হলো না। আন্দোলন হয়নি। কারণ তাদের প্রেক্ষাপটই ভুল। পাকিস্তানের প্রেক্ষাপটেই তাদের আন্দোলনের চিন্তা। তাদের এ প্রেক্ষাপট ঠিক না। তাদের রাজনীতি সময়োপযোগী নয়, ভুল। সে জন্য পুরোনো মার্কসইজম, লেনিনইজম হেরে যাচ্ছে। এখন তারা সবাই মিলে চিন্তা করছে কিভাবে এটাকে বৈজ্ঞানিক করা যায়। এখানে একটা কথা আছে বিজ্ঞান এত দ্রুত গতিতে চলছে যে, এত রাজনৈতিক থিওরি আছে তাতে সব ওলট-পালট হয়ে গেছে। পোল্যান্ড-এ তাই ঘটেছে। পোল্যান্ডের মানুষ দেখেছে আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যে তাড়াতাড়ি একই জিনিস করে ফেলতে পারি এবং সেটা সোসালিস্ট ও কমিউনিস্ট জগতকে একটা উচ্চ পর্যায়ে এনে ফেলেছে। মানুষের চোখকে আর বন্ধ করে রাখা যাবে না।

https://nagorikpathagar.org

তাই আমরা জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে সকল দরজা খুলে দিয়েছি। খবরের কাগজে বিরোধী দলীয় বক্তব্যে যে যা করতে চাচ্ছে করছে। আমরা একটা জিনিস বুঝে ফেলেছি বাংলাদেশের মানুষ জাতীয়তাবাদী রাজনীতি গ্রহণ করেছে। আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সকলকে বলতে দিতে হবে এবং এর মাধ্যমেই আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের রাজনীতি কত উদার। আমাদের যে একটি কর্মসূচি রয়েছে তা সবচেয়ে ভাল। এটাই বাংলাদেশের জন্য উত্তরণের একমাত্র পথ। ধর্মের কথা বলছেন— হিন্দু ভাইয়েরা একচেটিয়াভাবে আওয়ামী লীগ ছিল, এর অবশ্য একটা ঐতিহাসিক কারণও রয়েছে। তবে এখন দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে কেমন একটা পরিবর্তন আসছে। তারা বুঝতে পারছে তাদের কোন সুবিধা হচ্ছে না। কারণ মানুষ মাত্রই নিজের দিকটি দেখে। কার কত লাভ হচ্ছে তা দেখছে। আমাদের মধ্যে সকলে তো ফেরেস্তা নই। যারা দিনরাত ধর্মকে বিক্রি করে, তারা পোলাও আর গোশ্‌ত ছাড়া খেতে চায় না। তাদের কাছে বসলে পোলাও-এর গন্ধ বা বোতলের গন্ধ পাওয়া যায়। দেখবেন যে যত আল্লাহকে বিক্রি করবে, কথায় কথায় কোরআনের উদ্ধৃতি দেবে, পর্দার আড়ালে তাদের কি ঘটছে। মানুষ অনেক চালাক হয়ে গেছে। আজ কালকার বাচ্চারাও অনেক এগিয়ে গেছে। যোগাযোগের অনেক উন্নতি হয়েছে। আগামী বছর প্রতি গ্রামে টেলিভিশন থাকবে। জনসংযোগ আরো উন্নতি হবে। আমরা গ্রামে গ্রামে যাচ্ছি। গত চার বছরে এত মিটিং করেছি। মানুষের চোখ খুলে দিতে হবে। আমি অনেক মিটিংয়ে বলেছি— চাবুক লাগাতে হবে, শক্ত চাবুক। আমি বিভিন্ন পার্টি মিটিংয়ে এবং জনসভায় বলেছি— ভাইসব কতদিন ঘুমিয়ে থাকবেন। বিদ্রোহ করেন। আমার বিরুদ্ধে নয়। শোষণের বিরুদ্ধে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে। আমরা এসব না করলে আমাদের কাজ অসম্পূর্ণ থাকবে। আমি বললাম— বিদ্রোহ অন্যায়ের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে। আমাদের বিরুদ্ধে নয়। কারণ আমরাই বিদ্রোহ করতে বলেছি। আমি জানি আমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, তাদের ঔপনিবেশিক মনোভাব এখনও বিদ্যমান। এমনকি বৃটিশদের চেয়েও বেশি। তাদের এলাকায় তারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছে। কিছু দিনের মধ্যে তাদের পিঠে এমন চাপ পড়বে যে, ঠিক হয়ে যাবে। তবে এ কাজ করতে হবে জনগণকে দিয়ে। আমাদের বিরুদ্ধে আমরা একটি বিরোধী শক্তি সৃষ্টি করতে চাই। দেখবেন এটা এক বছরের মধ্যে এসে যাবে, সে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আর একটি কথা— রাজনীতিকে ঠিক রাখতে হবে। রাজনীতি কোন সময়েই দাঁড়িয়ে থাকে না। আমাদের কিছু মৌলিক বিষয় রয়েছে— এগুলোকে ঠিক রেখে

https://nagorikpathagar.org

রাজনীতিকে সময়োপযোগী করতে হবে। নইলে রাজনীতিতে ফাটল ধরে যাবে। আর একটা জিনিস মনে রাখবেন— জাতীয়তাবাদের রাজনীতি বহির্মুখী, অন্ত মুখী নয়। ইংরেজিতে তাকে আউট ওয়ার্ড লুক বলে। আপনাকে ঝর্ণার মত ছড়িয়ে যেতে হবে। রাশিয়ানরা যে রাজনীতি করছে তা ভিতরমুখী। ফলে, তাদের রাজনীতি ভেঙ্গে যাচ্ছে। সোসালিস্ট দেশে একচেটিয়াভাবে তা রয়েছে। ওখানে গেলে দেখবেন তারা ভয় পাচ্ছে— যদি অসুবিধা হয়। একজন দুজনের হয়তো অসুবিধা হবে, কিন্তু জাতি হিসেবে লাভবান হবে। আমি কিন্তু খুব সোসালিস্ট, লেফট, প্রোগ্রেসিভ। কারণ আমি হাতিয়ার তুলে নিয়েছিলাম আর্মিতে থাকাকালীন। আমি তো চ্যালেঞ্জ দিয়েছি আমার চেয়ে বামপন্থী কেউ না। যারা বামপন্থী রাজনীতি করেন তাদেরও চ্যালেঞ্জ দিয়েছি। কি হলো? আমাদের জাতীয়তাবাদী রাজনীতি বহির্বিশ্বমুখী হতে হবে। ঝর্ণার পানির মত ছড়িয়ে পড়তে হবে। আবার বাইরে থেকে আনতে হবে— আনতে হবে আবার ছড়িয়ে দিতে হবে। রাজনীতি হলো একটা ইন্টার এ্যাকশন। যেমনভাবে ইঞ্জিনের চাকা, স্টিম ইঞ্জিনের চাকা যেভাবে সামনে যাচ্ছে, পিছনে যাচ্ছে— তেমনি করতে হবে।

রাজনীতির সবচেয়ে বড় বাহন হচ্ছে সংগঠন। সে কথা পরে, আর একটি কথা হলো, জাতীয়তাবাদী রাজনীতি যদি দুর্বল হয় তাহলে আপনারা ধ্বংস হয়ে যাবেন। আপনারা দুর্বল থাকতে পারেন না। যে দেশেই জাতীয়তাবাদী রাজনীতি হয়েছে সেখানেই আক্রমণ হয়েছে। যেমন এখন আমাদের উপর আঘাত আসছে। চাপ খেতে খেতে এক সময় শক্ত হয়ে যাব। আঘাত খাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আরো পিটানোর দরকার রয়েছে। আপনাদের শক্ত হতে হবে। বন্দুক, পিস্তল দিয়ে নয়। বন্দুক, পিস্তল দিয়ে রাজনীতি হয় না। আমি একদিন বন্দুকধারী ছিলাম। পুরো যুদ্ধের সময়ও আমি কিন্তু বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়াইনি। কারণ, বন্দুক যুদ্ধেও জিতায় না। রাজনীতিতেও জিতায় না। একথা বলার কারণ আছে। একটা কথা (পাওয়ার কামস ফ্রম দি ব্যারেল অব এ গান) বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস। কিন্তু ব্যারেল আসে কোথা থেকে? অন্য কোন জিনিস থেকে। আপনারা যদি বিশ্লেষণ করেন তবে বুঝবেন। আমি নিজেও সামরিক বাহিনীতে ছিলাম। এখন সব ভুলে গেছি। কিন্তু আমি দেখলাম— এটা সত্য নয়। (পলিটিক্যাল পাওয়ার অর মিলিটারী পাওয়ার কামস্ ফ্রম দি পিপলস্) রাজনৈতিক বা সামরিক ক্ষমতা উভয়ই আসে জনগণের কাছে থেকে। আমাদের সশস্ত্র বাহিনী রয়েছে কমসংখ্যক। এর চারপাশে গড়ে তুলছি প্যারা মিলিটারী ফোর্স। আর জনগণের ফোর্স। গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী। এক কোটি

https://nagorikpathagar.org

যার মোট সংখ্যা, এর মধ্যে মহিলা রয়েছে ৩৫ লাখ। এটাকে বাড়িয়ে আমরা আগামী বছরে দু'কোটি করব। এরা সবাই জাতীয়তাবাদী। এরা অনেকে আমাকে বলেছে— 'স্যার আমাদের ইউনিফর্ম দেন, হাতিয়ার দেন, আমরাই স্বাধীনতা রক্ষা করব।' স্কুল-কলেজের মেয়েরা, এমনকি গৃহবধূরাও একথা বলেছে— অনেক জায়গায়। আমাদের মধ্যে জাতীয় চেতনা এসেছে। পুরো জাতিটাকে সংগঠন করতে হবে। এর ফল কিন্তু আপনারা পেতে শুরু করেছেন। বিভিন্নভাবে ফল পাচ্ছেন। অনেকে ব্যবসা-বাণিজ্য করছে। আমরা অনেককেই ফল দিতে পেরেছি। যারা কোটিপতি হবে তারাও মনে রাখবেন যে জাতীয়তাবাদী দলের দরজা দিয়ে ঢুকেছিলেন। আমরা কখনই জাতীয়তাবাদী চোর অঙ্গদল, বাটপার অঙ্গদল করব না। জেএসডি যে সোস্যালিজমের কথা বলেছে কাজে তার উল্টো করেছে। তাদের এক নেতা ওয়েস্ট জার্মানিতে যেয়ে এত টাকা কামিয়েছে যে ওয়েস্ট জার্মানি সরকার বিরক্ত হয়ে ভিসা সিস্টেম চালু করেছে। আগে ভিসা সিস্টেম ছিল না। তাহলে ভাবেন এগুলো কি সমাজতান্ত্রিক নেতা? তাদের অনেক বড় বড় নেতা আমার কাছে এসেছে। আমি তাদের বলেছি ভাই সোস্যালিজমের উপর ১০ মিনিট বলেন তো। তারা দু'মিনিটের বেশি কেউ বলতে পারেনি। তারা শুধু দু'চারটা ইন্টারন্যাশনাল নেতার নাম জানে মার্কস, লেনিন, মাও ইত্যাদি। ট্রটস্কাইট কি? দেখেন উনাদের ঐ ট্রটস্কাইট রাজনীতির দিন শেষ হয়ে গেছে। কাজেই এসব কিছু মনে রেখে আমাদের পথ চলতে হবে। এগিয়ে যেতে হবে।

https://nagorikpathagar.org

জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রবিরোধী কাজে লিপ্ত দেশী-বিদেশী চক্রের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখুন

প্রিয় দেশবাসী,

আস্‌সালামু আলাইকুম।

গত ৭ ও ১১ নভেম্বর বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিলাম। তখন থেকে আমি গর্বের সঙ্গে লক্ষ্য করছি জনসাধারণ কিভাবে সশস্ত্র বাহিনীর সাথে তাদের সংহতি প্রকাশ করছে। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামরিক আইন ও প্রশাসনের সাথে সহযোগিতা করছে।

এই ঘটনা সত্ত্বেও রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় এবং অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত কিছু লোক বিভ্রান্তিকর প্রচারণায় নিয়োজিত হয়েছে। এই সমস্ত ব্যক্তি তাদের হীনস্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এখনো সামরিক বাহিনী ও প্রশাসনের নাম ব্যবহার করে চলেছে।

আমার প্রিয় দেশবাসী!

আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে আমাদের নীতি পুনরায় ঘোষণা করছি। আমাদের সরকার সম্পূর্ণ নির্দলীয় অরাজনৈতিক। সামরিক বাহিনী সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনে আমাদের প্রশাসনকে দৃঢ় ও কার্যকরী রাখতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমাদের এই উদ্দেশ্য হাসিলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে এমন কোন হস্তক্ষেপ তা যে কোন মহল থেকেই আসুক না কেন আমরা তা বরদাস্ত করব না। আমাদের এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করতে আমরা বদ্ধপরিকর। এই পরিবেশ সৃষ্টির জন্য মৌলিক প্রয়োজন দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা। বেআইনী অস্ত্রধারীরাই এই শান্তি ও শৃংখলার সবচেয়ে বড় শত্রু। প্রতিটি শান্তিকামী নাগরিকের কাছে আমাদের আবেদন, তাদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানে আপনারা সহযোগিতা করুন।

https://nagorikpathagar.org

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আমাদের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক প্রশাসক জোটনিরপেক্ষ নীতির কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছেন, আমরা আমাদের সকল বন্ধুদের আশ্বাস দিচ্ছি, তাদের সঙ্গে আমাদের বর্তমান সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।

আমি পুনরায় ঘোষণা করছি, সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়— এই নীতি আমরা অনুসরণ করে চলব।

গত কয়েক মাস আমাদের জনগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। সামরিক বাহিনী ও সামরিক আইন প্রশাসনের প্রতি আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

আমাদের দেশপ্রেমিক জনগণ ভাল করেই জানেন, কারা দেশের বন্ধু ও কারা দেশের শত্রু। কারা দেশের স্বার্থে ও কারা দেশের স্বার্থ বিরোধী কাজে লিপ্ত। এ সম্পর্কেও আমাদের জনগণ সজাগ রয়েছেন। জনসাধারণের কাছে আমার আবেদন, যারা হিংসাত্মক ও নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত এবং যে সমস্ত বহিঃশক্তি আমাদের ধ্বংস করার অপচেষ্টায় নিয়োজিত তাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখুন।

আমাদের অঙ্গীকার পালনের প্রথমেই পদক্ষেপ হিসেবে আমরা অনেক রাজবন্দীদের মুক্তি দিয়েছি এবং আরও অনেকে পর্যায়ক্রমে মুক্তি পাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কোন কোন মহল আমাদের এই সদিচ্ছাকে দুর্বলতা বলে ধরে নিয়েছেন এবং আমাদের সদিচ্ছাকে নস্যাৎ করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছেন। সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টাকে বানচাল করার জন্য তারা তাদের উদ্দেশ্য প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেছেন। নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। কোন কোন মহল তাদের অতীব হীনকার্যকলাপের কথা ভুলে গিয়ে দেশের সার্বভৌমত্ব বিরোধী চক্রের সঙ্গে তা মেলানোর চেষ্টায় লিপ্ত। বহিঃশক্তির সহায়তায় এই মহল পুনরায় তৎপর হওয়ার সুস্পষ্ট আভাস দিয়েছেন।

প্রিয় দেশবাসী!

এরা কারা আমাদের তা বলে দিতে হবে না। আপনারা তা জানেন। আপনারা জানেন তারা কি করতে চায় এবং তাদের অনুপ্রেরণা কোথা থেকে আসে। জনগণের জানমালের ক্ষতিসাধনের জন্যই তারা তৎপর। আমরা দেশে আর বিশৃংখলা সৃষ্ট হতে দেব না। আর রক্তপাত সহ্য করব না। এরা হচ্ছে রাষ্ট্রবিরোধী চক্র। এদের পেছনে জনসমর্থন কতটুকু আছে তা সবার জানা আছে। আপনারা জানেন নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা সামরিক বাহিনীর নাম পর্যন্ত ব্যবহার করছে। আমরা তাদের পরিষ্কার ভাষায় বলে দিতে চাই, আমাদের

https://nagorikpathagar.org

সামরিক বাহিনী সম্পূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ এবং জনগণের ইচ্ছার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের সামরিক বাহিনী রাজনীতির উর্ধ্বে। জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতা রক্ষাই এদের একমাত্র লক্ষ্য। যারা দেশের স্বার্থবিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত তাদের সম্বন্ধেও সামরিক বাহিনী সজাগ। দেশের প্রশাসন ব্যবস্থায় যারা জড়িত তাদের প্রতি আমাদের উপদেশ, আপনারা নির্ভয়ে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করুন। কোন মহলের হস্তক্ষেপ আপনারা বরদাস্ত করবেন না। জনগণ আপনাদের সঙ্গে দেশের স্বার্থবিরোধী কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার ব্যাপারে আপনারা জনগণের সাথে সহায়তা করুন। এইসব ব্যক্তিদের কঠোর হস্তে দমন করুন। দেশপ্রেমিক নাগরিকদের সহায়তায় বেআইনী অস্ত্র উদ্ধারের জন্য আপনাদের জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। উদ্দেশ্যমূলকভাবে গুজব রটিয়ে এবং প্রচারপত্র ছড়িয়ে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল আমাদের প্রচেষ্টাকে বানচাল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। আমাদের জনগণ এদের পরিচয় সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। আপনারা একতাবদ্ধ থাকুন। ইনশাআল্লাহ স্বার্থান্বেষী মহলের অপচেষ্টা আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

পরিশেষে, আমি আপনাদের জোর দিয়ে বলতে চাই যে, সামরিক বাহিনী ও জনগণ এবং প্রশাসন ও জনগণের মধ্যে সম্পূর্ণ একাত্মতা বজায় আছে। আমরা যদি এরূপভাবে একতাবদ্ধ থাকি, তাহলে কোন বিদেশী শক্তি বা প্রভাব আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমরা সাড়ে সাত কোটি মানুষের একটি জাতি এবং আমরা যথেষ্ট শক্তিশালী। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের স্বার্থে প্রতিটি নাগরিকই একটি সৈনিক। আমাদের স্বাধীনতাবিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত বিদেশী চরদের হুঁশিয়ার করে দেয়া হচ্ছে— তাদের সমস্ত অপচেষ্টা বাংলাদেশের বীর জনগণ নস্যাৎ করে দেবে। আমাদের মাটিতে মীরজাফরের কোন স্থান নেই। সামরিক বাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার এবং মুক্তিযোদ্ধাসহ সকল দেশপ্রেমিক নাগরিকের প্রতি আমাদের আহ্বান মীরজাফর এবং বিদেশী দালালদের খুঁজে বের করুন এবং তাদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানে সক্রিয় সহায়তা করুন। আল্লাহ আমাদের সহায়।

খোদা হাফেজ,

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

https://nagorikpathagar.org

আমাদের বর্তমান উৎসর্গিত হোক ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের ভয়াল রাত্রি। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত সমগ্র বাংলাদেশ। নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনাহীন অপ্রস্তুত অসংগঠিত জাতি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সেই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে হঠাৎ ইথারের স্রোতে ভেসে এলো এক সাহসী ও দৃঢ় কণ্ঠস্বর— আমি মেজর জিয়া বলছি'...। গোটা দেশ ও জাতি প্রতিরোধের অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত হলো। আশ্চর্য এক ঐক্যচেতনা আর স্বপ্নের মোহনায় মিলিত হলো সকলে। সেই চেতনা আর স্বপ্নই বাংলাদেশের আকাশে স্বাধীনতার সূর্যোদয় ঘটায়। দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধের পর ৩০ লক্ষ শহীদের বিনিময়ে অর্জিত হয় প্রিয় স্বাধীনতা।

দুশ' বছরের পরাধীনতার শিকল প্রথম ভাঙে '৪৭ সালে। '৭১ সালের মরণপণ-যুদ্ধে সেই আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার ঘটে পূর্ণতা। তবু থেকে যায় আধিপত্যের কালো ছায়া, তাই তো '৭৫ সালের ৭ নভেম্বর প্রত্যুষে বেতার তরঙ্গে আবার ধ্বনিত হয় : 'আমি জিয়া বলছি'— নতুন আহ্বান, নতুন ডাক। আরো একবার আরো এক প্রেক্ষাপট রচনা করলেন সেই সমর নায়ক। এই প্রেক্ষাপটে তিনি শামিল হলেন জনগণের কাতারে। আধিপত্যের বিরুদ্ধে জনপ্রতিরোধের নায়ক হিসেবে এসে দাঁড়ালেন সমগ্র জাতির সঙ্গে, জড়িত হলেন রাষ্ট্র পরিচালনায়।

১৯৭৭ সালের এপ্রিলে শপথ গ্রহণ করেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে। জনগণ উজ্জীবিত হয়েছেন নতুন চেতনায়। এই নতুন ক্রান্তি মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট জিয়া এক সাক্ষাৎকার প্রদান করেন সাপ্তাহিক বিচিত্রাকে। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, নতুন স্বপ্নের কথা, নতুন প্রেক্ষাপটের কথা। তাতে তিনি আহ্বান জানান : "আমাদের বর্তমান উৎসর্গিত হোক ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে।" জিয়াউর রহমানের সেদিনের সেই কথা, সেই আশাবাদ এবং পরিকল্পনা জাতি গঠনে আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে। তাই সাক্ষাতকারটি হুবহু পুনর্মুদ্রণ করা হল :

https://nagorikpathagar.org

প্রশ্ন : সাত বছর আগে আপনি স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। বিগত সাত বছরে বিভিন্নভাবে আপনি রাষ্ট্র পরিচালনার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। আজকের এই মুহূর্তে দেশ ও জাতি সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিগুলো কি?

উত্তর : গত কয়েক বছর আমার কাছে যেটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তা হল : আমরা আমাদের দেশকে জানি না। দেশের সম্পর্কে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান সত্যি অল্প। আমরা দেশকে ভালোভাবে জানি না চিনি না। দেশের মাটিতে কি লুকিয়ে রয়েছে তা জানি না। সেখান থেকে সমস্যার শুরু। গত এক দেড় বছর ধরে কাজ করেছি এই বাস্তবতা নিয়ে। আপনি যদি দেশটা ঘুরে দেখেন তাহলেও বুঝতে পারেন বাংলাদেশে কি রয়েছে। যেহেতু দেশকে জানি না সেজন্যে অতীতে বিভ্রান্তির মধ্যে ছিলাম। তবে আমরা আবার আলো দেখতে পেয়েছি। দেশ, মানুষ, সম্পদ, শক্তি সম্পর্কে নতুন করে বুঝতে শিখেছি, আবিষ্কার করেছি। নিজেদের যতক্ষণ না চিনব ততক্ষণ উন্নতি হবে না। আমাদের দেশের মানুষ এই উন্নতির জন্য স্বাধীনতা-যুদ্ধ করেছিল এবং সাতচল্লিশ সালে আলাদা হয়েছিলো অর্থনৈতিক কারণে।

দু'শ বছর ধরে বাংলাদেশের জনগণকে শোষণ করা হয়েছে। কেন আমরা শোষিত হলাম তার কারণ ইতিহাস বলবে। কিন্তু অতীতে আমরা বিভেদের রাজনীতি করেছি। আমরা ছোট ছোট কারণে নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ আনি। ছোটখাট কারণের জন্য আমরা অতীতে এত বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলাম, যার ফলে বিদেশী শত্রুরা যখন দেশের মাটিতে পা দিল তখন সহজেই দেশ দখল করে নিল। তারা বিভেদের রাজনীতির সাহায্যে আমাদের উপর দুশ' বছর রাজত্ব করল। দুনিয়াতে এমন দেশের সংখ্যা কম, যারা এত দীর্ঘ সময় পরাধীন ছিল। এ কারণেই বিভেদের রাজনীতি ছাড়া আজ আমরা আর কিছু বুঝি না। পরিবার, বড় পরিবার, মহল্লা, গঞ্জ, সর্বত্র এই বিভেদ। আর এই বিভেদই আমাদের সর্বনাশের মূল কারণ।

এখন আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি এবং প্রকাশ্যে বলেছি, আমাদের প্রধান প্রয়োজন ঐক্য। জাতীয় ঐক্য অর্জন করতে হলে রাজনীতি একতাভিত্তিক হতে হবে। অর্থাৎ সকলকে বিভক্ত না করে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। কেন আমরা জাতীয় ঐক্য চাই? চাই যাতে জনসমষ্টিকে একতাবদ্ধ করে সংগঠিত করতে পারি দেশ গঠনের জন্যে এবং সংগঠন গড়ে তোলার জন্য। সংগঠন ছাড়া কোন বড় কাজে হাত দেয়া যায় না।

এখন আমাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, আমরা কিভাবে পুনর্গঠনের কাজ করব। সারা দেশব্যাপী ৩৫ ভাগ জমি অনাবাদি পড়ে রয়েছে। নভেম্বর

https://nagorikpathagar.org

থেকে মার্চ পর্যন্ত এদেশে বন্যা হয় না। এ সময়ে ঠিকভাবে ফসল ফলালে দশ মিলিয়ন টন উৎপাদন করা যাবে। এতে আমাদের অবস্থার উন্নতি হবে। অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে দেশে দেশে বিপ্লব, রাজনীতি হয়েছে। আমাদের পরিশ্রমী শক্ত হাতই আমাদের অর্থনীতি। এটা অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু আমাদের ব্যাপক ও বিশদভাবে চিন্তা করতে হবে। পরিকল্পনা এমনভাবে করতে হবে যা আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে অবিশ্বাস্য। কিন্তু কাজে নামলে অসম্ভব সম্ভব হয়ে যাবে। আমাদের স্বাধীনতা সম্পর্কেও অনেকে মন্তব্য করেছিল : এ অসম্ভব। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল বড়, সেজন্য অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। বাঙালীরা যুদ্ধ করতে পারে একথা কেউ বিশ্বাস করত না এমনও একটা সময় ছিল। কিন্তু বাঙালীরা প্রমাণ করেছে তারা যুদ্ধ করতে জানে। আমরা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই নিজেদের বিকাশ ঘটিয়েছি।

উফশী প্রকল্পের কথাই ধরা যাক। কেন উফশী প্রকেল্পর জন্ম হলো? কারণ শীতকালে পানি চাই। পানি জমাতে পারলে সেচের সাহায্যে ফসল উৎপাদন করতে পারে। ঐ এলাকায় শুকনো মওসুমে পানির খুব প্রয়োজন। কিন্তু কিভাবে পানি বা বাড়তি ফসল সংগ্রহ করা যায়। আমাদের দেশ, জনগণ, সরকার খুব গরীব। গরীবকে কেউ ধার পর্যন্ত দিতে চায় না। তাই হাতকে কাজে লাগানো ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু যখন উফশীর কথা বললাম তখন তো বোঝাতেই এক মাস লেগেছে। যেদিন প্রথম কাজ করতে গেলাম, অনেকে বললেন, এটা ব্যর্থ হবে। এরা সরকারী কর্মচারী, গ্রামের লোকের দুঃখ বুঝতে আগে চেষ্টা করেননি। আজ তারা কোন কথা বলেন না। যেদিন কাজ শুরু হল, লোকের উৎসাহ দেখে আমার বিশ্বাস ছিল, কাজ শেষ হবে। ঐ এলাকায় শতকরা ৯২ জন লোক কোদাল নিয়ে কাজ করেছে।

কথা যথাসময়ে শেষ হয়েছে। যা নিজের কাছেই বিশ্বাস হওয়ার মতো নয়। তবু অনেকে অনেক কথা বললেন, সমালোচনা করলেন। অনেকে এখানে বসে বসে বলেছিলেন, এটা একটা ছোট কাজ হয়েছে। কিন্তু এই খাল কাটতে গিয়ে যে চেতনা, বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হল সেটাই বড় কথা। উফশী যখন প্রতিষ্ঠিত হল তখন সবাই সেটা দেখতে গেল। এমনি ধরনের আরো বড় বড় জিনিস ঘটবে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে, সারা বাংলাদেশে।

উফশীকে কেন্দ্র করে আজ ওখানে অনেক কিছু হচ্ছে। ভূমি উদ্ধার, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, কুটির শিল্প সব কিছু হচ্ছে। জনগণ দেখছেন, আমরা সব করতে পারি। ভিক্ষা করব কেন?

https://nagorikpathagar.org

অপরদিকে সমস্যার সমাধান আসতে হবে জনগণের কাছ থেকে। আমি নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি জনগণই পারেন সত্যিকারের সমাধান দিতে। সমস্যার সমাধানে কোদালই হবে আমাদের বুলডোজার। কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়তে হবে। মাটির নিচে সব লুকিয়ে আছে। আল্লাহ ওখানে সব দিয়ে দিয়েছেন। ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমরা এগোবো ধীরে ধীরে। আমরা এখন যাচ্ছি ব্যাপক বিদ্যুতায়নের দিকে। এর ফলে মানুষের চিন্তার আধুনিকীকরণ হবে ও পরিবর্তন আসবে। আমাদের সব পরিকল্পনাই ব্যর্থ হবে যদি আমরা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি। আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমাদের জনসংখ্যা কত হবে। আমরা চাইলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। উন্নয়ন কর্মসূচি যাতে সকলের জীবনে ফলপ্রসূ হয়, সেজন্যেই এই নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে আগে যারা অসম্ভব ভাবতেন, তারা আর এখন তা ভাবেন না। আমাদের জনগণের জন্য এটা একটি তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা।

আজ সমগ্র জাতির মধ্যে আসছে কাজের নেশা। এই কর্মোদ্যমকে কাজে লাগাতে না পারলে তা হবে বিপথগামী। এক্ষেত্রে প্রশাসনের একটা ভূমিকা রয়েছে। প্রশাসন এক সময় ঔপনিবেশিক ছিল। তাই শুধু সরকারী কর্মচারীদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। এজন্যে নিজেদের এবং পূর্বপুরুষদের শুধু দায়ী করা যায়। আমরা যেভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি তাতে আগামী ৩–৪ বছরে ৮০ লক্ষ টন বাড়তি খাদ্য পাবো। আমাদের এমনিতে বাড়তি প্রয়োজন ১০ লক্ষ টন। ২০ লক্ষ টন যাবে ঘাটতি মেটাতে। বাকি ৪০–৫০ লক্ষ টন আমরা রফতানী করতে পারবো। এই বাড়তি উৎপাদনের জন্য আমাদের যে অর্থ প্রয়োজন হবে, এক বছরের ফসলের টাকায় তা উঠে আসবে। আমি বর্তমানের দ্বিগুণ ফসল উৎপাদনের কথা বলছি না। আমি শতকরা ৫০ ভাগ মাত্র উৎপাদন বাড়ানোর কথা বলেছি। আমি রাস্তা, রেলপথ সর্বত্র দু'ধারে ফলের গাছ লাগানোর কথা বলেছি। এতে আমরা ৮০–৯০ লক্ষ টন ফল পাব। কম করে ধরলেও পাবো ৪০ লক্ষ টন। খাদ্য না পেলে লোকে কাজ করবে কিভাবে? কৃষি আমাদের প্রধান সম্পদ। আমরা সঠিকভাবে ভূমি ব্যবহার করলে ঘাটতি মেটাতে পারব। আমাদের জমির শতকরা ৩৫ ভাগ অব্যবহৃত। যদি বর্তমান জমি ব্যবহারের পরিমাণ দ্বিগুণ করি তাহলে বাড়তি ১৪০ লক্ষ টন খাদ্য পাব। ফল, মাছ— সব ক্ষেত্রে একই অবস্থা। কিন্তু প্রয়োজন জনগণকে সংগঠিত করা। এজন্যেই আমি মেয়েদের সংগঠিত করার কথা বলেছি। আমাদের জনসংখ্যার

https://nagorikpathagar.org

শতকরা ৫০ ভাগ নারী। এদের কাজে লাগাতে না পারলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শতকরা ৫০ ভাগ ঘাটতি থেকে যাবে।

আমরা যদি ভালোভাবে মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন করতে পারি তাহলে প্রচুর মাছ রফতানী করতে পারবো। এজন্যে মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় আলাদা করা হয়েছে। আমাদের গ্যাস রয়েছে। এতদিন আমরা এই গ্যাসের সদ্ব্যবহার করিনি। এখন তা শুরু হয়েছে। গ্যাস, বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ সর্বক্ষেত্রেই আমরা অবহেলা করেছি, কি সম্পদ অনুসন্ধানে, কি তার সদ্ব্যবহারে।

একজন আরব কূটনীতিবিদ আমাকে বলেছিলেন, আল্লাহ আমাদের মাটির নিচে এত সম্পদ দিয়েছেন যে, তার জন্যে আমরা শুকরিয়া আদায় করি। আমি বলি, 'আল্লাহ আমাদের জমির ওপর প্রচুর সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু চোখ দিয়ে আমরা তা দেখতে পাই না।'

কর্মসংস্থানের জন্য আমাদের কুটির শিল্প প্রয়োজন। আমাদের দেশে প্রচুর লোক ভূমির উপর নির্ভরশীল। এটা কমাতে হবে। তাদের শিল্পে নিয়োজিত করতে হবে। আমাদের প্রধান সুবিধে, আমাদের শ্রম সস্তা। এটা আরো কিছুদিন অব্যাহত থাকবে। কৃষিকাজে আমাদের ব্যাপকভাবে নামতে হবে। অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে।

একদিকে কৃষি, অন্যদিকে তেমনি করতে হবে প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন। চুনাপাথরের কথাই ধরা যাক। আমাদের চুনাপাথর রয়েছে। এর সদ্ব্যবহার করতে হবে সিমেন্টের জন্য। আজ বিশ্বব্যাপী যেভাবে উন্নয়ন কর্ম চলছে, তাতে ক'দিন পরে বিদেশ থেকে সিমেন্ট পাওয়া যাবে না। সর্বত্র আমাদের এখন কাজের মানুষ চাই। এজন্যেই আমরা গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, আনসার, স্কুল-কলেজে ওয়ার্ক কোম্পানী, মহিলা সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছি। এগুলো সাফল্য মণ্ডিত হয়েছে। এখন প্রয়োজন শুধু নেতৃত্বের।

প্রশাসনকে জনগণের কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে। অপরদিকে প্রশাসনের অংশগ্রহণ করতে দিতে হবে জনগণকে। এজন্যে গত দু'বছর ধরে আমরা থানা, ইউনিয়ন, পৌরসভা পরিষদের সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি যাতে তারা কাজ করতে পারেন। বিভিন্ন উন্নয়ন কমিটি হয়েছে। উন্নয়ন জনগণের প্রতিনিধিরা কর্মসূচি প্রণয়ন করবেন। প্রথমে হয়ত কিছু ভুলভ্রান্তি হবে। তা হলেও কাজটা করতে হবে তাদেরই। করতে হবে জনগণ এবং প্রশাসনের মধ্যে সংযোগ সাধনের জন্য। এতে হয়তো আরো কিছু সময় লাগবে। জনসংখ্যার স্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে সংগঠন এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরিণত করতে হবে সম্পদে।

https://nagorikpathagar.org

এজন্যে আমি সকলের সহযোগিতা চাই। দেশকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে হবে। ব্যর্থতাকে আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে, সাফল্যের কথাই চিন্তা করলে চলবে না। ব্যর্থতার অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন আছে।

প্রশ্ন : ভূমি সংস্কার ভিন্ন কৃষি উন্নয়ন সম্ভব নয়। কিন্তু পুরনো প্রশাসন অথবা শুধু অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে ভূমি সংস্কার সম্ভব নয়। প্রয়োজন সংগঠিত কর্মীবাহিনী। এ প্রেক্ষিতে আপনি কি চিন্তা-ভাবনা করছেন?

উত্তর : অতীতে বিশৃঙ্খলভাবে ভূমি সংস্কারের চেষ্টা হয়েছে। রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যে অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়েছে। এই জটিল সমস্যাকে আমরা বর্তমানে পরীক্ষা করে দেখছি। এজন্যে ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়কে আলাদা করা হয়েছে।

বাস্তবভিত্তিক ভূমি সংস্কার করতে হবে যাতে তা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আমাদের সঠিক সমাধানে পৌঁছাতে হবে। ভূমি-সমস্যা সম্পর্কে জরিপ রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে। এই রিপোর্ট ভবিষ্যতে সময়মত বাস্তবায়িত করা হবে যাতে ভূমি ব্যবহার সর্বাধিক হয়। এতে আমরা বহুমুখী ফল পাব।

বিদেশীরাও এ ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে একমত। তারাও মনে করেন আমাদের দেশে ২/৩ গুণ বেশি ফসল ফলানো সম্ভব। তাই এখন আমরা শ্লোগান তুলবো : আমরা চাই খাদ্যশস্য রফতানীকারক হতে। সবাইকে এটা বিশ্বাস করতে হবে।

প্রশ্ন : অভিযোগ করা হয়, প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি রয়ে গেছে এবং এই দুর্নীতির কারণেই উন্নয়ন পরিকল্পনা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। এই দুর্নীতিরোধের জন্যে জনগণের অংশগ্রহণ জনগণের পরিদর্শনের ভূমিকা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উত্তর : অস্বীকার করা যায় না, দুর্নীতি আমাদের জীবনে ব্যাপক। এই অবস্থা থেকে আমাদের বেরোতে হবে। সবাই সরকারী চাকুরেদের দোষ দেয় ওরা ঘুষ খায়। যারা অভিযোগ করে তারাই ঘুষ দেয়। আমরা নিজেরাই এজন্য দায়ী। যাদের টাকা আছে তারাই ঘুষ দেয়। এখন এটাকে বন্ধ করতে হলে প্রতিটি পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শন (সুপারভিশন) প্রয়োজন। প্রয়োজন জনগণের পরিদর্শন। আমরা এজন্যে জনগণের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে পরিদর্শন রিপোর্ট গ্রহণ করছি।

https://nagorikpathagar.org

কিন্তু রাতরাতি তা সম্ভব নয়। সরকারী কর্মচারীদের জবাবদিহি করতে হবে জনগণের কাছে। জবাবদিহি করতে হবে আমাকেও। দেশের জন্য আমাকে, প্রত্যেককে প্রত্যেকের কাজের জন্যে। আমরা সে চেষ্টাই করছি।

এজন্যেই বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণের সংস্থাগুলোকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আমরা নেতৃত্ব চাই সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে। জনগণকে নিয়ে আসতে চাই সামনে। জনগণ এগিয়ে আসছে। প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও নগরে বসে কাগুজে বিবৃতির দিন শেষ হয়ে গেছে।

প্রশ্ন : মানুষ উন্নয়ন বলতে বোঝে বিভিন্ন খাতে সুনির্দিষ্ট উদাহরণ। আপনার সরকার যে উন্নয়ন করেছে, তার সুনির্দিষ্ট উদাহরণ হিসেবে জনগণ কোন কোন বিষয়কে ধরবে?

উত্তর : উন্নয়নের লক্ষণ সর্বত্র সুস্পষ্ট নয় কি? জনগণের জীবনে এসেছে, জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। আপনিই দেখুন না তাকিয়ে। আমাদের মত সমস্যাবহুল দেশে পরিকল্পনা করতেই অনেক সময় চলে যায়। তারপরই হয় কাঙ্ক্ষিত ফললাভ। আর সে উন্নয়নের জন্য জনগণ এবং সরকারের মধ্যে দূরত্ব ঘোচাতে হবে। প্রত্যেককে দিতে হবে কাজ করার সুযোগ। সবাই দেশ ও সমাজের জন্য চায় কাজ করার সুযোগ।

প্রশ্ন : সরকারীভাবে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। কিন্তু এ ধরনের পুঁজি স্থানীয় শিল্প ও প্রযুক্তি বিকাশে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে এবং কখনো কখনো রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। বিদেশী পুঁজির এই ভূমিকার প্রেক্ষিতে আমরা কিভাবে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংহত করতে পারি এবং স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পারি?

উত্তর : একটা বিশেষ সীমা পর্যন্ত এটা খারাপ নয়। আমরা বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করছি। কিন্তু কেন? কারণ রফতানীর তুলনায় আমাদের আমদানী তিনগুণ। বিদেশী সাহায্যের ক্ষেত্রে আমাদের এমন নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে যাতে জাতীয় স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব বিঘ্নিত না হয়। নিয়ন্ত্রিতভাবেই আমাদের বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন : বেতন কমিশন নিয়ে আমলা ও টেকনোক্রাটরা বিপরীতমুখী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ বিরোধ অব্যাহত থাকলে উন্নয়ন ব্যাহত হবে। তাই উন্নয়নের স্বার্থে কি আপনি তৃতীয় কোন শক্তির বিকাশের সুযোগ দেবার কথা ভাবছেন?

উত্তর : এ রকম হবে বলে মনে করি না। বেতন কমিশনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাস্তবভিত্তিক সমন্বয় করা হয়েছে। বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও করা হবে।

https://nagorikpathagar.org

আমাদের সমাজ এখন গতিশীল সমাজ। আমাদের তাই যথার্থ সমন্বয় সাধন করতে হচ্ছে প্রতিটি মুহূর্তে। আমাদের মনে রাখতে হবে একজন মোটর ড্রাইভারের বেশি বেতন পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। কেন না সে উন্নয়নের বাহক, উন্নয়নের গতির সঙ্গে রয়েছে সেও।

অতীতে সমাজে বিভিন্ন পেশার মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল আজ তা পরিবর্তিত হয়েছে। নাহলে আমরা চলতে পারবো না। এই পরিবর্তনকে স্বীকৃতি দেয়ার মতো সৎসাহস থাকতে হবে আমাদের।

প্রশ্ন : সরকার একটি নতুন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করেছেন যাকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ওপর থেকে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। এই প্রক্রিয়াকে আপনি কিভাবে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে যাবেন?

উত্তর : প্রক্রিয়াটা আসলে নিচের থেকে আসছে। আমাদের ভেবে-চিন্তে কাজ করতে হবে। আমাদের করতে হবে জাতীয় ঐক্যের রাজনীতি। অন্যথায় শত্রু এর সুযোগ গ্রহণ করে আমাদের ধ্বংস করে দেবে।

প্রশ্ন : রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সম্পত্তির হিসেব দেয়ার যে অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়েছে, অনেক নেতা তা মানবেন না বলে বলছেন। তাঁরা হিসেব না দিলে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে?

উত্তর : অনেকে হিসেব দিয়েছেন। যারা হিসেব দেবেন না তাঁদের ক্ষেত্রে যথাযথ আইন প্রয়োগ করা হবে।

প্রশ্ন : শাসনতন্ত্র নিয়ে যে বিতর্ক দেখা দিয়েছে সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উত্তর : শাসনতন্ত্রের সব কিছু আমি পরিবর্তন করতে পারি না, যদিও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে আমার সে ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু শাসনতন্ত্রে রয়েছে জনগণের মতামত। ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনের পর জনপ্রতিনিধিরাই সে সিদ্ধান্ত নেবে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যেমন একদলীয় শাসন ব্যবস্থা রদ, হৃত মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দেয়া।

প্রশ্ন : উপমহাদেশে শক্তির যে নতুন বিন্যাস ঘটছে সে প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

উত্তর : আমরা যে পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করছি তার লক্ষ্য সকলের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলা। সেই সঙ্গে আমরা স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংহত করেছি। আমরা ইতিবাচক বন্ধুত্ব চাই। আমরা বৈদেশিক সাহায্য এবং

https://nagorikpathagar.org

অভ্যন্তরীণ সম্পদ কাজে লাগিয়ে দ্রুত দেশকে গড়ে তুলতে পারি। সমস্যা অতিক্রম করে আমাদের যেতে হবে সামনে এগিয়ে।

প্রশ্ন : আপনি কি কোনো রাজনৈতিক দলে যোগ দেবেন?

উত্তর : জনগণ যদি রাজনৈতিক দল হয়, তাহলে আমি সেই দলে আছি।

প্রশ্ন : বিচিত্রার পাঠকদের উদ্দেশ্যে আপনি কি কিছু বলবেন?

উত্তর : বিচিত্রার পাঠকদের আমি জানাচ্ছি প্রীতি ও শুভেচ্ছা। তাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ : জাতীয় ঐক্যের লক্ষ্যে আপনারা জনমত গড়ে তুলুন, যা অবশ্যই সংগঠিত ও ব্যবহৃত হবে জাতীয় উন্নয়ন ও পুনর্গঠনের জন্যে। সবাইকে একথা মনে রাখতে হবে— কেবল অনৈক্যের দরুন এদেশ সুদীর্ঘ দু'শ বছর বিদেশী শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক শোষিত হয়েছে। কাজেই ঐক্যই শুধু আমাদের জীবনে আনতে পারে শক্তি, অগ্রগতি ও সুখ-শান্তি। ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে এ আমাদের এক আবশ্যিক কর্তব্য। আমাদের বর্তমান উৎসর্গিত হোক ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে।

https://nagorikpathagar.org

আমার ডায়েরি থেকে

https://nagorikpathagar.org

[redacted]

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল

অস্থায়ী দপ্তর : [illegible]

দলের সফলতা

জনগণ, সংহতি, দূরদর্শিতা, আন্তর্জাতিক সমর্থন

বিপ্লব

শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক, সংস্কার সর্বত্রে,

(দেশের কোন ক্ষতির নয়)

ঝড়ো মৌসুম

প্রশিক্ষণ

সংগঠন না থাকলে আর কিছু হবে না

সংগঠন — আন্দোলন — গ্রাম কমিটি

সারা বাংলার.

সন্ত্রাসের → Colonial monopoly

FUND

আদর্শ → struggle - বিপ্লব ঠিক করবে।

Review of last election

https://nagorikpathagar.org

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল

[illegible]

[illegible]

<u>করণীয়</u>

১। [illegible] – explain party programme

2, Org – vill Committee

৩। Org – Krisak Dal

৪। Sp SGS

৫। Participate in canal digging, literacy ---- org & sp

৬। Prep for party election & membership campaign.

Next Parl & President Election – prep from now

https://nagorikpathagar.org

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল

কেন্দ্রীয় দফতর : [illegible]

(2)

Food for Work Committee

How we tackled the food problem

Agriculture Strat - Explain

— Decisions of Non-Alignment Conf

Self- Complacency

Pop Con

Slogans → standard to be made
→ a committee

WE HAVE TO GET THE REVOLUTION

https://nagorikpathagar.org

I taught in 1971 for B Nat

বাংলা হবে বাংলাদেশের [illegible]

বাং ভাং → ধর্ম নিরপেক্ষ ।

জাতীয়তাবাদ – জনগণের – শোষণ মুক্তির জন্য

সমাজনীতি সংগ্রামের সাথে সমন্বয় রেখে –

B Nat got to be outward looking

'we got to be strong to preserve B Nat

{ Z.e. — has brought in change in approach in politics also. }

Only pol philosophy is not enough it must lead onto a socio-eco programme

↓

Org of People Required

https://nagorikpathagar.org

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল

[illegible]

Welcome to Nat Convention — It should have
[illegible] in Nov/Dec 79
Bakshal — One Party — destruction — ML — [illegible] merged in

(1) Need of the Nationalist Party & its history — Manifesto / Policy / Constitution / [illegible] / Real [illegible] / Party

Saved the nation
Brought back democracy
Dealt with food crisis
Brought BD in the forefront in Third World
[illegible] — Indep. posn on Afghan & Iran sit
Playing crucial role in non-align — Islamic & Commonw.

Relation with other countries on the basis of sovereignty, indep. & non-interference & equality
Pulled up eco of the country
Lifted Emergency
Lifted [illegible]
Returned the rights of people

Convention at a time when World is in grave sit — (2)

Carry the Rev Boat

(3) In democracy there may be variation of opinion within party but these must not be faction or [illegible] basis → pocket Party, victimisation
Party discipline

Some have defilled Party discipline & [illegible] Party ideology — we shall deal with them — Discipline rules

Bad elems in Party — get rid of them
Corruption among some party members → investigation is on

https://nagorikpathagar.org

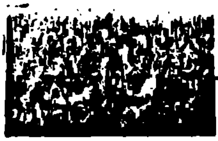

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল

(আমি take off stage যে সেদিন জোরে)

১। যারা পার্টি থেকে বের হতে চান – এখনই চলে যান → কারণ আমরা আন্দোলন কর্ম শুরু করেছি।

২। অঙ্গদলগুলির সমন্বয় সাধন; → Standing Committee Committee

৩। FUND

৪। [দলীয় প্রধান] → ২ নং

৫। সাধারণ মানুষকে দলে যোগ হচ্ছে না

৬। ভারতীয় নির্বাচন সম্বন্ধে

৭। Law & Order Committee }

৮। Other Committees } through Ministers & Party পার্টির কেন্দ্র এবং চাকরি

→ (VP, SG, Chairman)

৯। {In all such Party meetings — invitees have to come seriously.

https://nagorikpathagar.org

[redacted]

[illegible] দল

[illegible]

[illegible]

সিলেট – [illegible]

১। বিপ্লব কেন?

↓ কৃষির সাথে সাথে অন্য খাতে কারখানায়

└ শিক্ষা এখন নিতে হবে — দেওয়া হবে

২। সংগঠন – গ্রাম পর্যায়ে → অঞ্চলে

└→ সকলকে নিতে হবে।

আজ রাজনৈতিক শূন্যতা

বাকশালী ও দেশবিরোধীরা একত্রে মরণ কামড় দিবে।

জরুরী অবস্থা [illegible]

(প্রতিজ্ঞা) [illegible]

https://nagorikpathagar.org

সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তন
রাজনৈতিক পরিবর্তন
অর্থনৈতিক "
কৃষি সংস্কার
শিক্ষা "
আইন "
প্রশাসন "
সাংস্কৃতিক "

(আমাদের উদ্দেশ্য! সরকারী কাঠামো)

বিপ্লব ⇓ ঘোষণা দিতে হবে না

বিপ্লবকে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করলে ভুল হবে।
বিপ্লব সংগঠনকে কেন্দ্র

বিপ্লবকে সঠিকভাবে channelise করতে হবে।

{খাদ্য উৎপাদন
দ্বিগুণ - Hopper
Stan}

কেউ যদি মনে করেন আমরা, চমক দিচ্ছি ভাষণে বা হুমকি দিয়ে তাহলে ভুল করবেন।

বিপ্লবী কাউন্সিল — People + Party Cadre

পার্টির এই বিপ্লবের সময় [illegible] নেতৃত্বে
[...] should come [illegible] from

https://nagorikpathagar.org

(2)

Party is peoples based

Strategy of Baksalites — you discuss these pts

Indiscipline in Edu Institutions — Baksalites infil — say what to do → what legislation to be made
→ 1st get rid of it from party

Corruption — say how to tackle — what legislation to be made

Engrs, tech, doctors going abroad say what to do ? what legislation

Party discipline — say how to tackle it

→ Spk from book.
Revolution — article 16, its need + how started various phases
↓
Logic of (1) Canal/River Reexcavation
(2) Mass Education
(3) Family Planning
Others will easily follow

https://nagorikpathagar.org

[redacted]

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল

বিষয়

১। We must not bluff people any more + execute the party programme

২। জনগণ আমাদের কর্মসূচি সমর্থন করেছে অর্থাৎ বিপ্লবকে সমর্থন করেছি।

৩। সংকীর্ণ মনোভাব নিয়ে হবে না।

৪। Cont. জনসংযোগ — প্রত্যেক পর্যায়ে
educate people.

৫। জনগণের মধ্যে আমাদের চিন্তা

পার্টির শৃংখলা

৬। সদস্য শৃংখলা → কঠোর হতে হবে।

৭। আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ — পররাষ্ট্র নীতি

(অন্যান্য রাষ্ট্রের বক্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা করবেন। → discuss করবেন।)

https://nagorikpathagar.org

[redacted]

ঐতিহাসিক নির্বাচনী কমিটি সম্পর্কে:

① BNP will uphold + execute the affirmation + dev of CHT — TRUE

② বৈপ্লবিক কর্মসূচি — সকল মানুষকে জাগরিত তথা উন্নয়নের আওতায় আনা

(৩) ভারতের নির্বাচন ও পাকিস্তানের অবস্থা

(৪) নির্বাচন প্রসঙ্গে — আমাদের সংগঠন গুছিয়ে আমাদের কর্মসূচি বাস্তবায়িত করতে হবে।

↓

(৫) This initial period is most difficult

(৬) প্রথম দলে প্রচুর খাটতে — আরও ভালো ভাবে সুসংগঠিত করা হচ্ছে —

↓

Party Ldrs. staying i. Dca for reconciliation

(৭) চাকরি, ব্যবসা — পার্টি সম্পৃক্ত

[illegible] পূর্ণ কর্মসূচি [illegible]

[illegible]

https://nagorikpathagar.org

১। জাতীয় সংসদ - গত এক বৎসরের পর্যালোচনা।

২। পার্টির প্রাথমিক সংগঠন।

৩। পার্টির গত দুই বৎসরের কর্মকাণ্ড।

৪। প্রশাসনের পুনর্গঠন।

৫। বিকল্প - ব্যাখ্যা → খাদ্য উৎপাদন
→ শিল্পকারখানা পরিবর্তন
→ পরিবার পরিকল্পনা

৬। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি—

৭। {অন্যান্য পার্টির — stand কি? } তারা তাদের পার্টি আদর্শ রদবদল করছে
৮। { ↳ ওরা অনেক কিছু দিতে চাহে। }

৮। বন্যা সংক্রান্ত।

৯। যারা অন্য পার্টি থেকে আসছেন
↓
এর কারণ কি?

১০। গ্রাম সরকার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দল।

১১। খবরের কাগজে নানা মিথ্যা খবর

https://nagorikpathagar.org

[redacted]

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল

[illegible]

(পার্টি take off stage এ চলে গেছে)

১। যারা পার্টি থেকে বের হতে চান - এখনই চলে যান → কারণ আমরা আসল কাজ শুরু করেছি।

২। অঙ্গদলগুলির সম্মেলন করতে; → Standing Committee Committee

৩। FUND

৪। দৈনিক পত্রিকা → ২ বছর

৫। সাধারণ মানুষকে দলে নেওয়া হচ্ছে না;

৬। জাতীয় নির্বাচন সম্পর্কে

৭। Law & Order Committee } Foreign Ministers [illegible] বিদেশি [illegible] যোগাযোগ রাখা

৮। Other Committees (১৪, ১৫, [illegible])

৯। {In all such party meetings — participants have to come seriously}

https://nagorikpathagar.org

Next Council Meeting immediately on completion of Party Election

---

দ্রব্যমূল্য — ব্যবস্থা

চাল/আটা/তেল দাম —

Ldrship Crisis

→ at every stage

Some of your suggestions (পরামর্শ) are excellent, we note & we shall implement them.

MPs will hold 2 public meetings a week at union level..

I shall be avail in Party Office 9pm to 1 am time

https://nagorikpathagar.org

২ যুবা কর্মীদের সম্মেলন — ১৫

Challenge from SGS + VDP

We have to create a great mov in the people

[illegible] [illegible] / সব গুলি

- AL
- ML + IDL —→ Jamat
- JSD
- Communist
- NAP
- Other left or right parties

[illegible] সবগুলি

Party is Supreme — all will answer before party

How party runs + Govt Runs

[illegible]

Govt
- Pres
- Cabinet
- Ministers
- Officers

Party
- Chair
- V-Cs
- S Gen
- Ex Committee
- Nat Council
- Dist Org — Thana — Village

Sit obtaining after ML
during transition to democracy

সাধারণত কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যে সব
নির্দেশ আসে তা ঠিক মত বাস্তবায়িত হয় না।

প্রি.৭ - Conduct Committee

পার্টি group করছে যেন হচ্ছেনা।

Form a price Con Committee
of Ex Council

Explain increase of Fertilizer Price

https://nagorikpathagar.org

বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ

↓

বিপ্লব

|

সংগঠন – আছে সংগঠিত

→ অঙ্গসংগঠন,

স্বনির্ভর গ্রাম সরকার

সমবায়

সব জাতীয়তাবাদীদের ঐক্যবদ্ধ করেন

https://nagorikpathagar.org

(3)

Extensive Party Work
Meetings – (Membership drive) – ORG

10-15 fellow to be trained for Foreign Policy

Next Meeting 18th Oct

Increase Production – Price – Explain | Electricity

Fertilizer – Jute – Foreign loan, Given production less internal consumption last yr

Commodity aid Agreement to increase ports capacity

Price for democracy

[illegible]

Land Reformation of Committee

Committee On Corruption

https://nagorikpathagar.org

Committee on Administration
Rageb, Yusuf, Kalam, Kuyia

Ambassadors

Law & Order & Smuggling

All Ministers Statements
to be pub in Newspapers

Building up Ldrship Course

কর্মীরা ——> go to people & keep
on organising & hold public meetings

https://nagorikpathagar.org

প্রশিক্ষণ বিষয়ক কিছু নমুনা

https://nagorikpathagar.org

তারিখঃ ৮-৪-৮১ ইং।

[illegible]

প্রশ্নপত্র   পূর্ণমান - ১০০

১। বাংলাদেশের প্রধান বিষয় বা স্বকীয় কোন কোন দিক থেকে বলতে পারেন?

(ক) জাতীয়তাবাদ।

(খ) গণতন্ত্রবাদ।

(গ) ন্যায় উন্নয়নবাদ।

(ঘ) সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবাদ।

২। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ কোন কোন ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে? (টিক দিন)।

গোষ্ঠি / ধর্ম / ভাষা / ভূগোল / সংস্কৃতি / স্বাধীনতা যুদ্ধ / অর্থনীতি / বাঙালী কৃষ্টি।

৩। খাল কাটার বিপ্লবের মূল তাৎপর্য কি? (টিক দিন)

(ক) উৎপাদন বৃদ্ধি।

(খ) যাতায়াতের সুবিধা।

(গ) আমাদের কর্মসূচীতে আপামর জনগণের সম্পৃক্তি।

(ঘ) বন্যা নিয়ন্ত্রণ।

৪। একটি রাজনৈতিক দলের মৌলভিত্তি কি কি? (টিক দিন)

প্রতিষ্ঠা / মত / জনসংযোগ / অর্থ / কর্মসূচী / সংগঠন।

৫। সমগ্র স্বাধীনতা বলতে কি বোঝায়?

(ক) রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

(খ) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা।

(গ) সামাজিক স্বাধীনতা।

(ঘ) সংস্কৃতিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা।

৬। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ছাড়াও এমন দুটি জিনিষ জনগণের জন্য সুনিশ্চিত করতে চায় - যা কোন সমাজতান্ত্রিক দেশে নেই। সেই দুটো জিনিষ কি কি?

(ক) ব্যক্তি স্বাধীনতা।

(খ) ধর্মীয় স্বাধীনতা।

৭। একটা দল গঠনের জন্য অনেক কিছু প্রয়োজন। কিন্তু তার মধ্যে তিনটি অত্যন্ত প্রধান। সেগুলো কি কি? (টিক দিন)।

নেতৃত্ব / পার্লামেন্ট / সমাজতন্ত্র / রাজনৈতিক দল / ধর্মীয় স্বাধীনতা / জনগণ / অর্থ সরবরাহ।

৮। আমাদের দলীয় আদর্শের মূল কোথায় নিহিত? (টিক দিন)।

[illegible] / বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ / একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ।

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

https://nagorikpathagar.org

[illegible]

তারিখঃ ৮-৫-৮১ ই

[illegible]
[illegible]

প্রশ্ন　　　　　　　　　　　　　　　　পূর্ণমান - ১০০

১। বাংলাদেশের প্রধান বিপদ বা হুমকি কোন কোন দিক থেকে আসতে পারে ?

(ক) [illegible] ।
(খ) [illegible] ।
(গ) [illegible] ।
(ঘ) ______________________ ।

২। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ কোন কোন ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে ? (টিক দিন) ।

ভৌগোলিক / ধর্ম / ভাষা / ইতিহাস / সংস্কৃতি / স্বাধীনতা যুদ্ধ / অর্থনীতি / বাইরের হুমকি ।

৩। এর জাতীয় নিরাপত্তার মূল ভিত্তি কি ? (টিক দিন).

(ক) উৎপাদন বৃদ্ধি ।
(খ) সামরিক শক্তি ।
(গ) [illegible] ।
(ঘ) [illegible] ।

৪। একটি রাজনৈতিক দলের মৌলভিত্তি কি কি ? (টিক দিন)

প্রতিষ্ঠাতা / নেতৃত্ব / জনসমর্থন / অর্থ / কর্মসূচী / আদর্শ ।

৫। [illegible] সংস্কৃতি বলতে কি বোঝায় ?

(ক) [illegible] সংস্কৃতি ।
(খ) [illegible] সংস্কৃতি ।
(গ) [illegible] সংস্কৃতি ।
(ঘ) ______________________ সংস্কৃতি ।

৬। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী দল [illegible] এমন দুটি বিষয় ব্যবহারের জন্য সুনিশ্চিত করতে চায় - যা কোন [illegible] দলের নেই । সেই দুটো বিষয় কি কি ?

(ক) [illegible]
(খ) [illegible]

৭। একটি দল ক্ষমতায় আসতে কিছু প্রয়োজন । কিন্তু তার মধ্যে তিনটি খুব প্রধান । সেগুলো কি কি ? (টিক দিন) । [illegible]

[illegible] / [illegible] / [illegible] / রাজনৈতিক দল / [illegible] / জনগণ / অর্থ [illegible] ।

৮। আমাদের [illegible] মূল [illegible] কি ? (টিক দিন) ।

[illegible] / বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ / [illegible] ।

([illegible] জিয়াউর রহমান)

https://nagorikpathagar.org

তারিখ: ৮-৩-৮১ ইং।

রাজনীতি ও সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্র
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল

নাম: | প্রশ্ন | পূর্ণমান - ১০০

১। [illegible] বিশ্বাস বা হুমকি কোন কোন দিক থেকে আসতে পারে?

(ক) [illegible]।

(খ) [illegible]।

(গ) [illegible]।

(ঘ) [illegible]।

২। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ কোন কোন ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে? (টিক দিন)।

গোষ্ঠি / ধর্ম / ভাষা / ভূগোল / সংস্কৃতি / স্বাধীনতা যুদ্ধ / অর্থনীতি / বাইরের হুমকি।

৩। খাল কাটার বিপ্লবের মূল তাৎপর্য কি? (টিক দিন)

(ক) উৎপাদন বৃদ্ধি।

(খ) যাতায়াতের সুবিধা।

(গ) আমাদের কর্মসূচীতে আপামর জনগনের সম্পৃক্তি।

(ঘ) বন্যা নিয়ন্ত্রণ।

৪। একটি রাজনৈতিক দলের মৌলভিত্তি কি কি? (টিক দিন)

[illegible] / [illegible] / জনসমর্থন / অর্থ / কর্মসূচী / দর্শন।

৫। সমগ্র স্বাধীনতা বলতে কি বোঝায়?

(ক) [illegible] স্বাধীনতা।

(খ) [illegible] স্বাধীনতা।

(গ) [illegible] স্বাধীনতা।

(ঘ) [illegible] স্বাধীনতা।

৬। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ছাড়াও আরও দুটি বিষয় জনগনের জন্য সুনিশ্চিত করতে চায় - যা কোন সমাজতান্ত্রিক দেশে নেই। সেই দুটো বিষয় কি কি?

(ক) [illegible]।

(খ) [illegible]।

৭। একটা জাতি গড়ার জন্য অনেক কিছু প্রয়োজন। কিন্তু তার মধ্যে তিনটি হলো প্রধান। সেগুলো কি কি? (টিক দিন)।

গণতন্ত্র / পার্লামেন্ট / সমাজতন্ত্র / রাজনৈতিক দল / ধর্মীয় স্বাধীনতা / জনগণ / অর্থ
সরকার।

৮। আমাদের সমৃদ্ধি অর্জনের মূল সোপান নিহিত? (টিক দিন)।

স্বনির্ভরতা / বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ / একতার মূলমন্ত্র।

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

https://nagorikpathagar.org

তারিখঃ ৮-৪-৮৬ ইং।

[illegible]

প্রশ্ন পূর্ণমান - ১০০

১। বাংলাদেশের প্রধান বিপদ বা হুমকি কোন কোন দিক থেকে আসতে পারে ?

(ক) ____________________।

(খ) ____________________।

(গ) ____________________।

(ঘ) ____________________।

২। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ কোন কোন ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে ? (টিক দিন)।

[illegible] / ধর্ম / ভাষা / [illegible] / সংস্কৃতি / স্বাধীনতা যুদ্ধ / অর্থনীতি / [illegible]।

৩। খাল কাটার বিপ্লবের মূল তাৎপর্য কি ? (টিক দিন)

(ক) উৎপাদন বৃদ্ধি

(খ) যাতায়াতের সুবিধা।

(গ) আমাদের কর্মসূচিতে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ।

(ঘ) বন্যা নিয়ন্ত্রণ।

৪। একটি রাজনৈতিক দলের মৌলভিত্তি কি কি ? (টিক দিন)

দর্শন / বল / জনসমর্থন / অর্থ / কর্মসূচী / কর্মী।

৫। সত্যিকার স্বাধীনতা বলতে কি বোঝায় ?

(ক) ____________________ স্বাধীনতা।

(খ) ____________________ স্বাধীনতা।

(গ) ____________________ স্বাধীনতা।

(ঘ) ____________________ স্বাধীনতা।

৬। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ছাড়াও এমন দুটি বিষয়ে জনগণের জন্য সুনিশ্চিত করতে চায় – যা অন্য দলের ঘোষণাপত্রে নেই। সেই দুটো বিষয় কি কি ?

(ক) ____________________।

(খ) ____________________।

৭। একটা দল কর্মীদের কথা বলেন কিন্তু [illegible]। [illegible] প্রধান। সেগুলো কি কি ? (টিক দিন)।

গণতন্ত্র / ধর্মনিরপেক্ষ / সমাজতন্ত্র / [redacted] / [illegible] স্বাধীনতা / জনগণ / ধর্ম সহনশীলতা।

৮। আমাদের দলীয় দর্শনের মূল কোথায় নিহিত ? (টিক দিন)।

মুক্তিযুদ্ধ / বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ / [redacted] [illegible]।

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

https://nagorikpathagar.org

তারিখঃ ৮-৩-৮১ ইং।

[illegible]

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল

প্রশ্ন

পূর্ণমান - ১০০

১। বাংলাদেশের প্রধান বিপদ বা হুমকি কোন কোন দিক থেকে আসতে পারে ?

(ক) ____________________ ।

(খ) ____________________ ।

(গ) ____________________ ।

(ঘ) ____________________ ।

২। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ কোন কোন ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে ? (টিক দিন) ।

ভৌগোলিক / ধর্ম / ভাষা / কৃষ্টি / সংস্কৃতি / স্বাধীনতা যুদ্ধ / অর্থনীতি / রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ।

৩। খাল কাটার বিপ্লবের মূল তাৎপর্য কি ? (টিক দিন)

(ক) উৎপাদন বৃদ্ধি ।

(খ) যাতায়াতের সুবিধা ।

(গ) জনগণের সক্রিয় সহায়তায় জনগণের মুক্তি ।

(ঘ) বন্যা নিয়ন্ত্রণ ।

৪। একটি রাজনৈতিক দলের মৌলভিত্তি কি কি ? (টিক দিন)

আদর্শ / নেতৃত্ব / জনসমর্থন / অর্থ / কর্মসূচী / সংগঠন ।

৫। সত্যিকার স্বাধীনতা বলতে কি বোঝায় ?

(ক) ____________________ স্বাধীনতা ।

(খ) ____________________ স্বাধীনতা ।

(গ) ____________________ স্বাধীনতা ।

(ঘ) ____________________ স্বাধীনতা ।

৬। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ছাড়াও এমন দুটি বিষয় জনগণের জন্য সুনিশ্চিত করতে চায় — যা কোন সমাজতান্ত্রিক দেশে নেই । সেই দুটো বিষয় কি কি ?

(ক) ____________________ ।

(খ) ____________________ ।

৭। একটি দল গঠনের জন্য অনেক কিছু প্রয়োজন । কিন্তু তার মধ্যে তিনটি জিনিস প্রধান সেগুলো কি কি ? (টিক দিন) ।

গণতন্ত্র / পার্লামেন্ট / সমাজতন্ত্র / রাজনৈতিক দল / ব্যক্তি স্বাধীনতা / জনগণ / ধর্ম নিরপেক্ষতা ।

৮। আমাদের সকল কর্মের মূল কোথায় নিহিত ? (টিক দিন) ।

স্বনির্ভরতা / বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ / একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, ৮,

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

https://nagorikpathagar.org

F.U MAHTAB

তারিখ: ৮-৪-৮১ ইং

[illegible]
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল

প্রশ্ন — পূর্ণমান - ১০০

১। বাংলাদেশের প্রধান বিপদ বা হুমকি কোন কোন দিক থেকে আসতে পারে ?

(ক) Economic ।
(খ) Cultural ।
(গ) Moral ।
(ঘ) Military ।

২। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ কোন কোন ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে ? (টিক দিন) ।

গোষ্ঠি / ধর্ম / ভাষা / ভূগোল / সংস্কৃতি / স্বাধীনতা যুদ্ধ / অর্থনীতি / বাইরের হুমকি ।

৩। খাল কাটার বিপ্লবের মূল তাৎপর্য কি ? (টিক দিন)

6

(ক) উৎপাদন বৃদ্ধি ।
(খ) যাতায়াতের সুবিধা ।
(গ) জাতির কর্মসূচিতে ব্যাপক জনগণের সম্পৃক্তি ।
(ঘ) বন্যা নিয়ন্ত্রণ ।

National unity through work and local level organization

৪। একটি রাজনৈতিক দলের মৌলভিত্তি কি কি ? (টিক দিন)

4

প্রতীক / নেতা / জনসমর্থন / অর্থ / কর্মসূচী / দর্শন ।

৫। সমগ্র স্বাধীনতা বলতে কি বোঝায় ?

3

(ক) Right to decide his own future স্বাধীনতা ।
(খ) Socio-Economic স্বাধীনতা ।
(গ) .... স্বাধীনতা ।
(ঘ) .... স্বাধীনতা ।

৬। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ছাড়াও এমন দুটি ভিত্তি জনগণের জন্য সুনিশ্চিত করতে চায় - যা কোন সমাজতান্ত্রিক দেশে নেই। সেই দুটো ভিত্তি কি কি ?

3

(ক) Democratic Right ।
(খ) Economic freedom ।

৭। একটা দেশ গঠনের জন্য অনেক কিছু প্রয়োজন । কিন্তু তার মধ্যে তিনটি সবচেয়ে প্রধান । সেগুলো কি কি ? (টিক দিন) ।

2

গণতন্ত্র / পার্লামেন্ট / সমাজতন্ত্র / রাজনৈতিক দল / শক্তি স্বাধীনতা / জনগণ / অর্থ সম্পদ । / Strong Local Govt

৮। আমাদের শক্তির মূল কোথায় নিহিত ? (টিক দিন) ।

6

মুক্তিযোদ্ধা / বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ / একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ।

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

https://nagorikpathagar.org

তারিখঃ ৮-৬-৮১ ইং।

[illegible] শিক্ষা কেন্দ্র
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল

প্রশ্নপত্র পূর্ণমান - ১০০

১। বাংলাদেশের প্রধান বিপদ বা হুমকি কোন কোন দিক থেকে আসতে পারে?

(ক) --।

(খ) --।

(গ) --।

(ঘ) --।

২। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ কোন কোন ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে? (টিক দিন)।

ভৌগোলিক / ধর্ম / ভাষা / ভূগোল / সংস্কৃতি / স্বাধীনতা যুদ্ধ / অর্থনীতি / বাইরের হুমকি।

৩। খাল কাটার বিপ্লবের মূল তাৎপর্য কি? (টিক দিন)

(ক) উৎপাদন বৃদ্ধি।

(খ) যাতায়াতের সুবিধা।

(গ) কাজের কর্মসূচীতে ব্যাপক জনগণের সম্পৃক্তি

(ঘ) বন্যা নিয়ন্ত্রণ।

৪। একটি রাজনৈতিক দলের মৌলনীতি কি কি? (টিক দিন)

প্রতীক / দর্শন / জনসমর্থন / অর্থ / কর্মসূচী / সংগঠন।

৫। সার্বিক স্বাধীনতা বলতে কি বোঝায়?

(ক) ---রাজনৈতিক--- স্বাধীনতা।

(খ) ---সামাজিক--- স্বাধীনতা।

(গ) ---অর্থনৈতিক--- স্বাধীনতা।

(ঘ) ---সাংস্কৃতিক--- স্বাধীনতা।

৬। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ছাড়াও এমন দুটি বিষয় জনগণের জন্য সুনিশ্চিত করতে চায় - যা কোন সমাজতান্ত্রিক দেশে নেই। সেই দুটো বিষয় কি কি?

(ক) --।

(খ) --।

৭। একটা দল গঠনের জন্য অনেক কিছু প্রয়োজন। কিন্তু তার মধ্যে তিনটি খুবই প্রধান। সেগুলো কি কি? (টিক দিন)।

নেতৃত্ব / পার্টিফান্ড / সমাজতন্ত্র / রাজনৈতিক দল / ব্যক্তি স্বাধীনতা / আদর্শ / কর্মী সংগঠন।

৮। আমাদের সার্বিক অর্জনের মূল চেতনা কি ছিল? (টিক দিন)।

স্বনির্ভরতা / বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ / একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ।

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

https://nagorikpathagar.org

[illegible]

তারিখঃ ৮-৪-৮১ ইং।

[illegible]

প্রশ্নপত্র পূর্ণমান - ১০০

১। বাংলাদেশী একজন [illegible] বা যুবক কোন কোন দিক থেকে জানতে পারে?

(ক) [illegible] ।
(খ) [illegible] ।
(গ) [illegible] ।
(ঘ) [illegible] ।

২। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ কোন কোন ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে? (টিক দিন)।
মাটি / ধর্ম / ভাষা / ভূখণ্ড / সংস্কৃতি / স্বাধীনতা যুদ্ধ / অর্থনীতি / বাইরের হুমকি।

৩। [illegible] জাতীয় বিপ্লবের মূল তাৎপর্য কি? (টিক দিন)
(ক) উৎপাদন বৃদ্ধি।
(খ) যাতায়াতের সুবিধা।
(গ) আমাদের কর্মসূচিতে আমাদের জনগণের সম্পৃক্তি।
(ঘ) বন্যা নিয়ন্ত্রণ।

৪। একটি রাজনৈতিক দলের মৌলভিত্তি কি কি? (টিক দিন)
[illegible] / [illegible] / জনসংযোগ / অর্থ / কর্মসূচী / দর্শন।

৫। সমগ্র স্বাধীনতা বলতে কি বোঝায়?
(ক) [illegible] স্বাধীনতা।
(খ) [illegible] স্বাধীনতা।
(গ) [illegible] স্বাধীনতা।
(ঘ) .... স্বাধীনতা।

৬। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী দল অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ছাড়াও এমন দুটি জিনিস জনগণের জন্য সুনিশ্চিত করতে চায় - যা কোন সমাজতান্ত্রিক দেশে নেই। সেই দুটো জিনিস কি কি?
(ক) [illegible] ।
(খ) [illegible] ।

৭। একটা দল গঠনের জন্য অনেক কিছু প্রয়োজন। কিন্তু তার মধ্যে তিনটি সবচেয়ে প্রধান। সেগুলো কি কি? (টিক দিন)।
নেতৃত্ব / কর্মীবাহিনী / সংগঠন / রাজনৈতিক দর্শন / ব্যক্তি স্বাধীনতা / জনবল / অর্থ সম্পদ।

৮। [illegible] সার্বিক [illegible] মূল কোথায় নিহিত? (টিক দিন)।
[illegible] / বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ / একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ।

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

https://nagorikpathagar.org

তারিখঃ ৮-৩-৮১ ইং ।

[illegible]
[illegible]

প্রশ্ন   পূর্ণমান – ১০০

১। বাংলাদেশের প্রধান বিপদ বা হুমকি কোন কোন দিক থেকে আসতে পারে ?

(ক) ______________________________ ।

(খ) ______________________________ ।

(গ) ______________________________ ।

(ঘ) ______________________________ ।

২। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ কোন কোন ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে ? (টিক দিন) ।

গোষ্ঠি / ধর্ম / ভাষা / ভূখণ্ড / সংস্কৃতি / স্বাধীনতা যুদ্ধ / অর্থনীতি / জাতীয় ঐতিহ্য ।

৩। খাল কাটার বিপ্লবের মূল লক্ষ্য কি ? (টিক দিন)

(ক) উৎপাদন বৃদ্ধি ।

(খ) যাতায়াতের সুবিধা ।

(গ) আমাদের অর্থনীতিতে আমাদের জনগণের শক্তি ।

(ঘ) বন্যা নিয়ন্ত্রণ ।

৪। একটি রাজনৈতিক দলের মৌলিক উপাদান কি কি ? (টিক দিন)

নীতিমালা / নেতা / জনসমর্থন / অর্থ / কর্মসূচী / কর্মী ।

৫। সার্বিক স্বাধীনতা বলতে কি বোঝায় ?

(ক) ______________________________ স্বাধীনতা ।

(খ) ______________________________ স্বাধীনতা ।

(গ) ______________________________ স্বাধীনতা ।

(ঘ) ______________________________ স্বাধীনতা ।

৬। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ভাত, কাপড়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ছাড়াও এমন দুটি জিনিষ জনগণের জন্য সুনিশ্চিত করতে চায় – যা কোন সমাজতান্ত্রিক দেশে নেই । সেই দুটো জিনিষ কি কি ?

(ক) ______________________________ ।

(খ) ______________________________ ।

৭। একটি দল গঠনের জন্য অনেক কিছু প্রয়োজন । কিন্তু তার মধ্যে তিনটি সবচেয়ে প্রধান । সেগুলো কি কি ? (টিক দিন) ।

গঠনতন্ত্র / কর্মীবাহিনী / সংবিধান / রাজনৈতিক দল / ব্যক্তি স্বাধীনতা / জনগণ / অর্থ / ঘোষণাপত্র ।

৮। আমাদের জাতীয় দর্শনের মূল চেতনা কিসে নিহিত ? (টিক দিন) ।

মুক্তিযুদ্ধ / বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ / একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

https://nagorikpathagar.org

জাতীয়তাবাদের বিভিন্ন ভিত্তি

১. race বর্ণ গোত্র — বাংলা মাস্টার
২. ভাষা ———— আওয়ামী লীগ, জাসদ, JSD
৩. ধর্ম ———— IDL, JAMAT, ML
৪. ভৌগলিক অঞ্চল
৫. অর্থনীতি
৬. সংস্কৃতি
৭. স্বাধীনতা যুদ্ধ

ধর্মীয় ভিত্তি :

জাতীয়তাবাদী দল

ভাষা – একমাত্র ভিত্তি হলে ১৯৪৭ এ দেশ পঃ বাংলা থেকে আলাদা হতো।

ধর্ম – একমাত্র ভিত্তি হলে ৭১-এ পাকিস্তান ভাঙতো না।

জাতীয়তাবাদের উপাদান শুধুমাত্র ভাষা ভিত্তিক হলে

[illegible]

- ১৯৪৭ সনে বাংলাদেশ পশ্চিম বঙ্গ থেকে আলাদা হতো না।
- ১৯৫২ সনে বাংলাভাষা আন্দোলন শুধু এদেশে সীমাবদ্ধ থাকতো না।

জাতীয়তাবাদের উপাদান শুধুমাত্র ধর্ম ভিত্তিক হলে :

- ১৯৭১ এ পাকিস্তান ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে যেত না।

https://nagorikpathagar.org

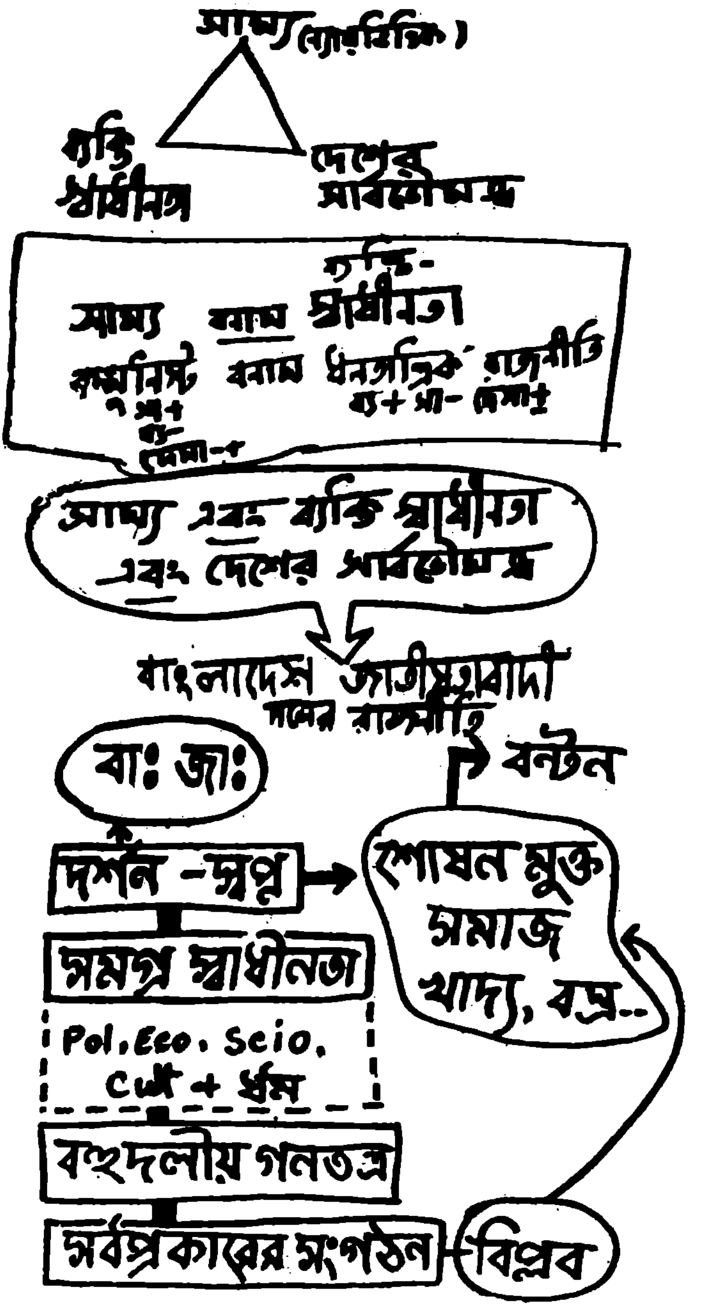

https://nagorikpathagar.org

বাংজাং
↓
বাঁংজাং দল
বিফল ?

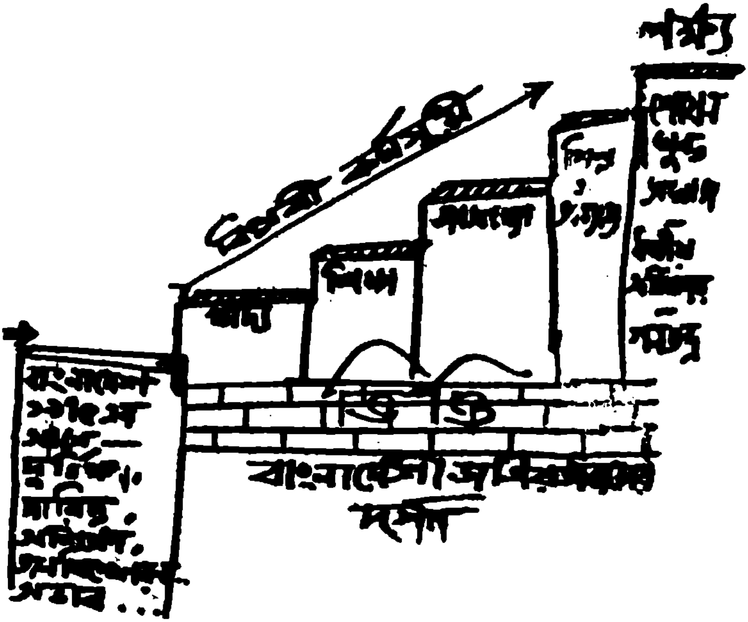

https://nagorikpathagar.org

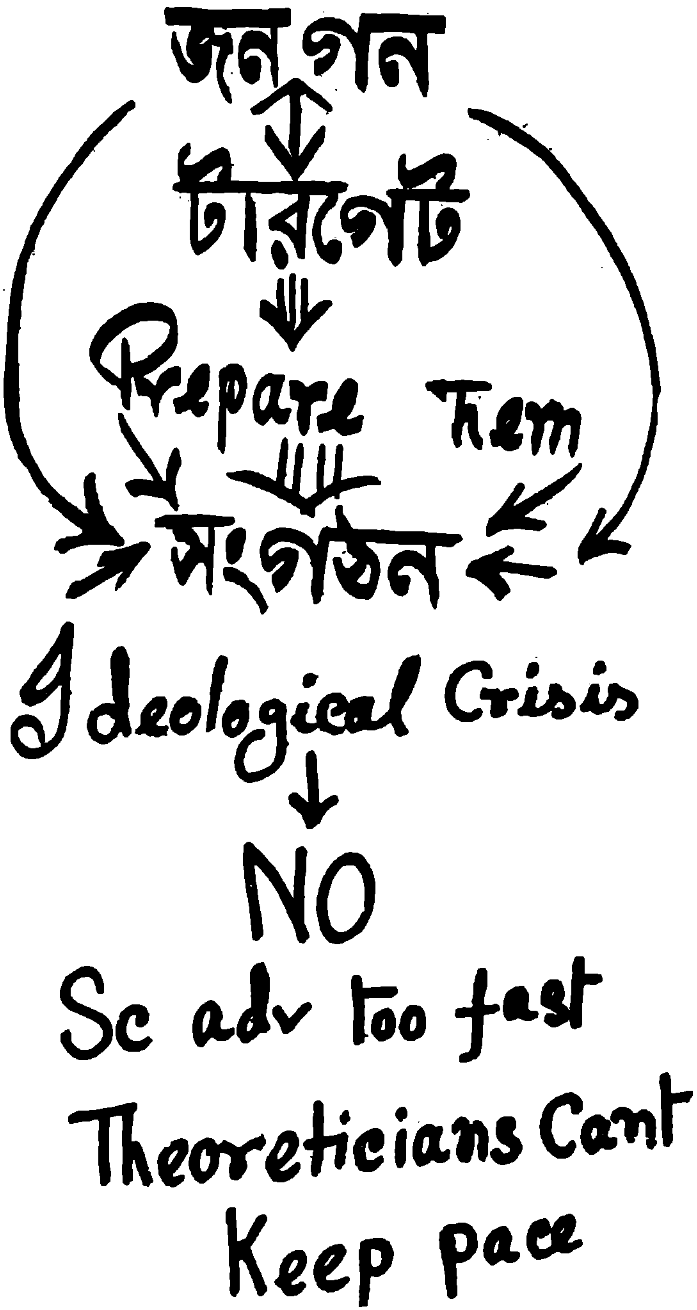

https://nagorikpathagar.org

সাম্রাজ্যবাদ
ও
সম্প্রসারনবাদ
ও
নয়া উপনিবেশবাদ
ও
"সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ
আমাদের
বিপদ/আপদ
কি?

https://nagorikpathagar.org

বিপ্লব

↓

সংগঠন —> গ্রাম কমিটি

কৃষক সংগঠন
মহিলা " "
যুব " "

কোথাও যা কিছু আছে, পূর্ণ বিপ্লবের স্বার্থে দিয়ে দিতে হবে।

আমাদের কেডার সংগঠন - Ready করো

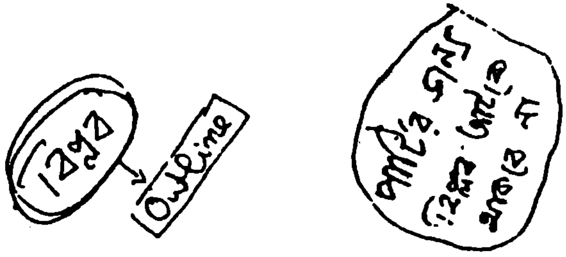

https://nagorikpathagar.org

till end of Oct.

সব MP নিজ এলাকাতে থেকে বন্যা সাহায্য করবে।

→ পার্টি বন্যা কমিটি

↓

ডাইরেক্ট প্রেসিডেন্ট

করণীয়

১। পার্টি – গ্রাম সংগঠন

২। অঙ্গদল সংগঠন

৩। প্রতি পর্যায়ে মাসিক পার্টি মিটিং

৪। যেখানে পার্টির সাথে জনতা কমিটি আছে।

৫।

https://nagorikpathagar.org

জনগণ যদি রাজনৈতিক দল হয় তা'হলে আমি সেই দলে আছি

দু'শো বছরের পরাধীনতার শিকল প্রথম ভাঙে ১৯৪৭ সালে। ১৯৭১ সালের জনযুদ্ধে সেই আকাঙ্খিত স্বাধীনতায় ঘটে পূর্ণতা। তবু থেকে যায় আধিপত্যের কালো ছায়া, তাই তো ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর প্রত্যুষে বেতার তরঙ্গে ধ্বনিত হয় : "আমি জিয়া বলছি"— নতুন আহ্বান, নতুন ডাক। আরো একবার আরো এক প্রেক্ষাপটে তিনি সামিল হলেন জনগণের কাতারে। আধিপত্যের বিরুদ্ধে জন প্রতিরোধের নায়ক এসে দাঁড়ালেন সমগ্র জাতির সঙ্গে, জড়িত হলেন রাষ্ট্র পরিচালনায়।

'৭৫ সালের পর থেকে তিনি জড়িত থেকেছেন রাষ্ট্র পরিচালনায়। '৭৭ সালের এপ্রিলে শপথ গ্রহণ করেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে। এরপর অতিবাহিত হয়েছে একটি বছর। দেশে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। জনগণ উজ্জীবিত হয়েছেন নতুন চেতনায়। এই নতুন ক্রান্ত মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট জিয়া এক সাক্ষাৎকার প্রদান করেন পত্রিকাতে। এ সাক্ষাৎকার ২২শে ও ২৩শে মার্চ মোট দুই দফায় সম্পন্ন হয়। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, নতুন স্বপ্নের কথা, নতুন প্রেক্ষাপটের কথা। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত বাণীতে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

"আমাদের বর্তমান উৎসর্গিত হোক ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে।"

প্রশ্ন : সাত বছর আগে আপনি— স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। বিগত সাত বছরে বিভিন্নভাবে আপনি রাষ্ট্র পরিচালনার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। আজকের এই মুহূর্তে দেশ ও জাতি সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিগুলো কি?

উত্তর : গত কয়েক বছরে আমার কাছে যেটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তা হল : আমরা আমাদের দেশকে জানি না। দেশের সম্পর্কে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান সত্যি অল্প। আমরা দেশকে ভালোভাবে জানি না। চিনি না। দেশের মাটিতে কি লুকিয়ে রয়েছে তাও জানি না। সেখান থেকে সমস্যার শুরু। গত এক দেড় বছর ধরে কাজ করেছি এই বাস্তবতা নিয়ে। আপনি যদি দেশটা ঘুরে দেখেন তাহলেও বুঝতে পারবেন বাংলাদেশে কি রয়েছে। দেশকে জানি না সেজন্যে অতীতে বিভ্রান্তির মধ্যে ছিলাম। তবে আমরা আশার আলো দেখতে

https://nagorikpathagar.org

পেয়েছি। দেশের মানুষ, সম্পদ, শক্তি সম্পর্কে নতুন করে বুঝতে শিখছে, আবিষ্কার করছে। নিজেদের যতক্ষণ না চিনব ততক্ষণ উন্নতি হবে না। আমাদের দেশের মানুষ এই উন্নতির জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছিল এবং সাতচল্লিশ সালে আলাদা হয়েছিলো অর্থনৈতিক কারণে।

দু'শো বছর ধরে জনগণকে শোষণ করা হয়েছে। কেন আমরা শোষিত হলাম তার কারণ ইতিহাস বলবে। কিন্তু অতীতে আমরা বিভেদের রাজনীতি করেছি। আমরা ছোট ছোট কারণে নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ আনি। ছোটখাট কারণের জন্য আমরা অতীতে এত বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলাম, যার ফলে বিদেশী শত্রুরা যখন দেশের মাটিতে পা দিল তখন সহজেই দেশ দখল করে নিল। তারা বিভেদের রাজনীতির সাহায্য আমাদের উপর দু'শো বছর রাজত্ব করল। দুনিয়াতে এমন দেশের সংখ্যা কম, যারা এত দীর্ঘ সময় পরাধীন ছিল। এ কারণেই বিভেদের রাজনীতি ছাড়া আমরা আর কিছু বুঝি না। পরিবার, বড়ো পরিবার, মহল্লা, গঞ্জ, সর্বত্র এই বিভেদ আর এই বিভেদই আমাদের সর্বনাশের মূল কারণ।

এখন আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি এবং প্রকাশ্যে বলেছি, আমাদের প্রধান প্রয়োজন্য ঐক্য। জাতীয় ঐক্য অর্জন করতে হলে রাজনীতি একতাভিত্তিক হতে হবে। অর্থাৎ সকলকে বিভক্ত না করে ঐক্য করতে হবে। কেন আমরা জাতীয় ঐক্য চাই? চাই, যাতে জনসমষ্টিকে একতাবদ্ধ করে সংগঠিত করতে পারি দেশ গঠনের জন্যে এবং সংগঠন গড়ে তোলার জন্যে। সংগঠন ছাড়া কোন বড় কাজে হাত দেয়া যায় না। এখন আমাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, আমরা কিভাবে পুনর্গঠনের কাজ করব। সারা দেশব্যাপী ৩৫ ভাগ জমি অনাবাদী পড়ে রয়েছে। নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত এদেশে বন্যা হয় না। এ সময়ে ঠিকভাবে ফসল ফলালে দশ মিলিয়ন টন উৎপাদন করা যাবে। এতে আমাদের অবস্থার উন্নতি হবে। অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে দেশে দেশে বিপ্লব, রাজনীতি হয়েছে। আমাদের পরিশ্রমী শক্ত হাতই আমাদের অর্থনীতি। এটা অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু আমাদের ব্যাপক ও বিশদভাবে চিন্তা করতে হবে।

পরিকল্পনা এমনভাবে করতে হবে যে আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে অবিশ্বাস্য। কিন্তু কাজে নামলে অসম্ভব সম্ভব হয়ে যাবে। আমাদের স্বাধীনতা সম্পর্কেও অনেকে মন্তব্য করেছিল : এ অসম্ভব। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল বড়, সেজন্যে অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। বাঙালীরা যুদ্ধ করতে পারে একথা কেউ বিশ্বাস করত না এমনও একটা সময় ছিল। কিন্তু বাঙালীরা প্রমাণ করেছে তারা যুদ্ধ করতে জানে। আমরা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই নিজেদের বিকাশ ঘটেয়েছি।

https://nagorikpathagar.org

https://nagorikpathagar.org

[সরকারী কর্মচারীদের জবাবদিহি করতে হবে জনগণের কাছে। জবাবদিহি করতে হবে আমাকেও]

আজ সমগ্র জাতির মধ্যে আসছে কাজের নেশা। এই কর্মোদ্যমকে কাজে লাগাতে না পারলে তারা হবে বিপথগামী।

এ ক্ষেত্রে প্রশাসনের একটা ভূমিকা রয়েছে। প্রশাসন এক সময় ঔপনিবেশিক ছিল। তাই শুধু সরকারী কর্মচারীদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। এ জন্যে নিজেদের এবং পূর্ব পুরুষদেরই শুধু দায়ী করা যায়।

আমরা যেভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি তাতে আগামী ৩–৪ বছরে ৮০ লক্ষ টন বাড়তি খাদ্য পাবো। আমাদের এমনিতে বাড়তি প্রয়োজন ১০ লক্ষ টন। ২০ লক্ষ টন যাবে ঘাটতি মেটাতে। বাকি ৪০–৪৫ লক্ষ টন আমরা রফতানী করতে পারবো। এই বাড়তি উৎপাদনের জন্য আমাদের যে অর্থ প্রয়োজন হবে, এক বছরের ফসলের টাকায় তা উঠে আসবে। আমি বর্তমানে দ্বিগুণ ফসল উৎপাদন বাড়ানোর কথা বলেছি।

আমি রাস্তা, রেলপথ সর্বত্র দু'ধারে ফলের গাছ লাগানোর কথা বলেছি। এতে আমরা ৮০–৯০ লক্ষ টন ফল পাবো। কম করে ধরলেও পাবো ৪০ লক্ষ টন। খাদ্য না পেলে লোকে কাজ করবে কিভাবে?

কৃষি আমাদের প্রধান সম্পদ। আমরা সঠিকভাবে ভূমি ব্যবহার করলে ঘাটতি মেটাতে পারব। আমাদের জমির শতকরা ৩৫ ভাগ অব্যবহৃত। যদি বর্তমান জমি ব্যবহারের পরিমাণ দ্বিগুণ করি তাহলে বাড়তি ১৪০ লক্ষ টন খাদ্য পাব। ফল, মাছ— সবক্ষেত্রে একই অবস্থা। কিন্তু প্রয়োজন জনগণকে সংগঠিত করা। এ জন্যে আমি মেয়েদের সংগঠিত করার কথা বলেছি। আমাদের জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ নারী। এদের কাজে লাগাতে না পারলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শতকরা ৫০ ভাগ ঘাটতি থেকে যাবে।

আমরা যদি ভালোভাবে মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন করতে পারি তাহলে প্রচুর মাছ রফতানী করতে পারবো। এ জন্যে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় আলাদা করা হয়েছে। আমাদের প্রাকৃতিক গ্যাস রয়েছে। এতদিন আমরা এই গ্যাসের সদ্ব্যবহার করিনি। এখন তা শুরু হয়েছে। গ্যাস, বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, সর্বক্ষেত্রেই আমরা অবহেলা করেছি, কি সম্পদ অনুসন্ধানে ও কি তার সদ্ব্যবহারে।

একজন আরব কূটনীতিবিদ আমাকে বলেছিলেন,— "আল্লাহ আমাদের মাটির নীচে এত সম্পদ দিয়েছেন যে তার জন্যে আমরা শুকরিয়া আদায় করি।" আমি বলি,— "আল্লাহ আমাদের জমির উপর প্রচুর সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু চোখ দিয়ে আমরা তা দেখতে পাই না।"

উলশী প্রকল্পের কথাই ধরা যাক। কেন উলশী প্রকল্পের জন্ম হলো? কারণ, শীতকালে পানি চাই। পানি জমাতে পারলে সেচের সাহায্যে ফসল উৎপাদন করতে পারি। ঐ এলাকায় শুকনো মওসুমে পানি খুব প্রয়োজন। কিন্তু কিভাবে পানি বা বাড়তি ফসল সংগ্রহ করা যায়। আমাদের দেশ, জনগণ, সরকার খুব গরীব। গরীবকে কেউ ধার পর্যন্ত দিতে চায় না। তাই হাতকে কাজে লাগানো ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু যখন উলশীর কথা বললাম তখন তা বোঝাতেই এক মাস লেগেছে। যেদিন প্রথম কাজ করতে গেলাম, অনেকে বললেন,— 'এটা ব্যর্থ হবে।' এরা সরকারী কর্মচারী, গ্রামের লোকের দুঃখ বুঝতে আগে চেষ্টা করেননি। আজ তারা কোন কথা বলেন না, যেদিন কাজ শুরু হল, লোকের উৎসাহ দেখে আমার বিশ্বাস ছিল কাজ শেষ হবে। ঐ এলাকার শতকরা ৯২ জন লোক কোদাল নিয়ে কাজ করেছে।

কাজ যথাসময়ে শেষ হয়েছে। যা নিজের কাছেই বিশ্বাস হওয়ার মতো নয়। তবু অনেকে অনেক কথা বললেন, সমালোচনা করলেন। অনেকে এখানে বসে বসেই বলেছিলেন,— "এটা একটা ছোট কাজ হয়েছে।" কিন্তু এই খাল কাটতে গিয়ে যে চেতনা, বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হল সেটাই বড় কথা। উলশী যখন প্রতিষ্ঠিত হল তখন সবাই সেটা দেখতে গেল। এমনি ধরনের আরো বড়ো জিনিস ঘটবে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে, সারা বাংলাদেশে।

উলশীকে কেন্দ্র করে আজ ওখানে অনেক কিছু হচ্ছে। ভূমি উদ্ধার, বিদ্যুৎ, কুটির শিল্প সব কিছু হচ্ছে। জনগণ দেখছেন, আমরা সব করতে পারি। ভিক্ষা করব কেন?

অপরদিকে সমস্যার সমাধান আসতে হবে জনগণের কাছ থেকে। আমি নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি জনগণই পারেন সত্যিকারের সমাধান দিতে।

সমস্যার সমাধানে কোদালই হবে আমাদের বুল-ডোজার। কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়তে হবে। মাটির নিচে সব লুকিয়ে আছে। আল্লাহ্ ওখানে সব দিয়ে দিয়েছেন।

ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমরা এগোবো ধীরে ধীরে। আমরা এখন যাচ্ছি ব্যাপক বিদ্যুতায়নের দিকে। এর ফলে মানুষের চিন্তার আধুনিকীকরণ হবে ও পরিবর্তন আসবে।

আমাদের সব পরিকল্পনাই ব্যর্থ হবে যদি আমরা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি। আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদের জনসংখ্যা কত হবে। আমরা চাইলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। উন্নয়ন কর্মসূচী যাতে সকলের জীবনে ফলপ্রদ হয়, সেজন্যেই এই নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে আগে যারা অসম্ভব ভাবতেন তারা আর এখন তা ভাবেন না। আমাদের জনগণের জন্য এটা একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

https://nagorikpathagar.org

[আমরা চাই রফতানীকারক হতে]

কর্মসংস্থানের জন্য আমাদের কুটির শিল্প প্রয়োজন। আমাদের দেশে প্রচুর লোক ভূমির উপর নির্ভরশীল। এটা কমাতে হবে। তাদের শিল্পে নিয়োজিত করতে হবে। আমাদের প্রধান সুবিধে আমাদের শ্রম সস্তা। এটা আরো কিছুদিন অব্যাহত থাকবে। কৃষিক্ষেত্রে আমাদের ব্যাপকভাবে নামতে হবে। অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে।

একদিকে কৃষি, অন্যদিকে তেমনি করতে হবে প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন। চুনা পাথরের কথাই ধরা যাক। আমাদের চুনা পাথর রয়েছে। এর সদ্ব্যবহার করতে হবে সিমেন্টের জন্য। আজ বিশ্বব্যাপী যেভাবে উন্নয়ন কর্ম চলছে, তাতে ক'দিন পরে বিদেশ থেকে সিমেন্ট পাওয়া যাবে না।

সর্বত্র এখন আমাদের কাজের মানুষ চাই। এ জন্যেই আমরা গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, আনসার, স্কুল-কলেজে ওয়ার্ক কোম্পানী, মহিলা সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছি। এগুলি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। এখন প্রয়োজন নেতৃত্বের।

[আমাদের পরিশ্রমী শক্ত হাতই আমাদের অর্থনীতি]

প্রশাসনকে প্রথম জনগণের কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে। অপরদিকে প্রশাসনে অংশগ্রহণ করতে দিতে হবে জনগণকে। এ জন্যে গত দুই বছর ধরে আমরা থানা, ইউনিয়ন, পৌরসভা পরিষদের সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি যাতে তারা কাজ করতে পারেন। বিভিন্ন উন্নয়ন কমিটি হয়েছে। উন্নয়নে জনগণের প্রতিনিধিরা কর্মসূচী প্রণয়ন করবেন। প্রথমে হয়ত কিছু ভুল-ভ্রান্তি হবে। তাহলেও কাজটা করতে হবে তাদেরই। করতে হবে জনগণ এবং প্রশাসনের মধ্যে সংযোগ সাধনের জন্য। এতে হয়ত আরো কিছু সময় লাগবে। জনসংখ্যার স্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে সংগঠন এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরিণত করতে হবে সম্পদে।

[প্রশাসনকে জনগণের কাছে নিয়ে যেতে হবে, অপরদিকে প্রশাসনে অংশগ্রহণ করতে দিতে হবে জনগণকে]

এ জন্যে আমি সকলের সহযোগিতা চাই। দেশকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে হবে। ব্যর্থতাকে আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে, সাফল্যের কথাই শুধু চিন্তা করলে চলবে না। ব্যর্থতার অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন আছে।

প্রশ্ন : ভূমি সংস্কার ভিন্ন কৃষি উন্নয়ন সম্ভব নয়। কিন্তু পুরনো প্রশাসন অথবা শুধু অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে ভূমি সংস্কার সম্ভব নয়। প্রয়োজন সংগঠিত কর্মীবাহিনী। এ প্রেক্ষিতে আপনি কি চিন্তা ভাবনা করছেন?

উত্তর : অতীতে বিশৃঙ্খলভাবে ভূমি সংস্কারের চেষ্টা হয়েছে। রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যে অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়েছে। এই জটিল সমস্যাকে আমরা

https://nagorikpathagar.org

বর্তমানে পরীক্ষা করে দেখছি। এ জন্যে ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়কে আলাদা করা হয়েছে। বাস্তব ভিত্তিক ভূমি সংস্কার করতে হবে যাতে তা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আমাদের সঠিক সমাধানে পৌঁছাতে হবে। ভূমি সমস্যা সম্পর্কে জরিপ রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে। এই রিপোর্ট ভবিষ্যতে সময়মত বাস্তবায়িত করা হবে যাতে ভূমি ব্যবহার সর্বাধিক হয়। এতে আমরা বহুমুখী ফল পাব।

বিদেশীরাও এ ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে একমত। তারাও মনে করেন আমাদের দেশে ২–৩ গুণ বেশী ফসল ফলানো সম্ভব। তাই এখন আমরা শ্লোগান তুলবো,— "আমরা চাই খাদ্যশস্য রফতানী কারক হতে।" সবাইকে এটা বিশ্বাস করতে হবে।

প্রশ্ন : অভিযোগ করা হয়, প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি রয়ে গেছে এবং এই দুর্নীতির কারণেই উন্নয়ন পরিকল্পনা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। এই দুর্নীতি রোধের জন্যে জনগণের অংশগ্রহণ জনগণের পরিদর্শনের ভূমিকা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উত্তর : অস্বীকার করা যায় না, দুর্নীতি আমাদের জীবনে ব্যাপক। এই অবস্থা থেকে আমাদের বেরোতে হবে। সবাই সরকারী চাকুরেদের দোষ দেয় 'ওরা ঘুষ খায়।' যারা অভিযোগ করে তারাই ঘুষ দেয়। আমরা এখন এটাকে বন্ধ করতে হলে প্রতিটি পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শন (সুপারভিশন) প্রয়োজন। প্রয়োজন জনগণের পরিদর্শন। আমরা এ জন্যে জনগণের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে পরিদর্শন রিপোর্ট গ্রহণ করছি।

কিন্তু রাতরাতি তা সম্ভব নয়। সরকারী কর্মচারীদের জবাবদিহি করতে হবে জনগণের কাছে। জবাবদিহি করতে হবে আমাকেও। দেশের জন্য আমাকে, প্রত্যেককে প্রত্যেকের কাজের জন্যে। আমরা সে চেষ্টাই করছি।

[ভূমি-সমস্যা সম্পর্কে জরীপ-রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে]

এ জন্যেই বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণের সংস্থাগুলোকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আমরা নেতৃত্ব চাই সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে। জনগণকে নিয়ে আসতে চাই সামনে। জনগণ এগিয়ে আসছে। প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও নগরে বসে কাগুজে বিবৃতির দিন শেষ হয়ে গেছে।

প্রশ্ন : মানুষ উন্নয়ন বলতে বোঝে বিভিন্ন খাতে সুনির্দিষ্ট উদাহরণ। আপনার সরকার যে উন্নয়ন করেছে তার সুনির্দিষ্ট উদাহরণ হিসেবে জনগণ কোন কোন বিষয়কে ধরবে?

উত্তর : উন্নয়নের লক্ষণ সর্বত্র সুস্পষ্ট নয় কি? জনগণের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে, জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। আপনিই দেখুন না তাকিয়ে।

https://nagorikpathagar.org

আমাদের মত সমস্যাবহুল দেশে পরিকল্পনা করতেই অনেক সময় চলে যায়। তারপরই হয় কাঙ্খিত ফল লাভ। আর সে উন্নয়নের জন্য জনগণ এবং সরকারের মধ্যে দূরত্ব ঘোঁচাতে হবে। প্রত্যেককে দিতে হবে কাজ করার সুযোগ। সবাই দেশ ও সমাজের জন্য চায় কাজ করার সুযোগ।

প্রশ্ন : সরকারীভাবে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। কিন্তু এ ধরনের পুঁজি স্থানীয় শিল্প ও প্রযুক্তি বিদ্যার বিকাশে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে এবং কখনো কখনো রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। বিদেশী পুঁজির এই ভূমিকার প্রেক্ষিতে আমরা কিভাবে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংহত করতে পারি এবং স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পারি?

উত্তর : একটা বিশেষ সীমা পর্যন্ত এটা খারাপ নয়। আমরা বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করছি। কিন্তু কেন? কারণ, রফতানীর তুলনায় আমাদের আমদানি তিনগুণ। বিদেশী সাহায্যের ক্ষেত্রে আমাদের এমন নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে যাতে জাতীয় স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব বিঘ্নিত না হয়। নিয়ন্ত্রিতভাবেই আমাদের বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন : বেতন কমিশন নিয়ে আমলা ও টেকনোক্রাটরা বিপরীতমুখী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ বিরোধ অব্যাহত থাকলে উন্নয়ন ব্যাহত হবে। তাই উন্নয়নের স্বার্থে কি আপনি তৃতীয় কোনো শক্তির বিকাশের সুযোগ দেবার কথা ভেবেছেন?

উত্তর : এ রকম বলে মনে করি না। বেতন কমিশনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাস্তবভিত্তিক সমন্বয় করা হয়েছে। বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও করা হবে।

আমাদের সমাজ এখন গতিশীল সমাজ। আমাদের তাই যথার্থ সমন্বয় সাধন করতে হচ্ছে প্রতিটি মুহূর্তে। আমাদের মনে রাখতে হবে একজন মোটর ড্রাইভারের বেশী বেতন পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। কেননা, সে উন্নয়নের বাহক, উন্নয়নের গতির সঙ্গে রয়েছে সে-ও। অতীতে সমাজে বিভিন্ন পেশার মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল আজ তা পরিবর্তিত হয়েছে। না হলে আমরা চলতে পারবো না। এই পরিবর্তনকে স্বীকৃতি দেওয়ার মতো সৎ সাহস থাকতে হবে আমাদের।

প্রশ্ন : সরকার একটি নতুন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করেছেন যাকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ওপর থেকে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। এই প্রক্রিয়াকে আপনি কিভাবে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে যাবেন?

উত্তর : প্রক্রিয়াটা আসলে নিচের থেকে আসছে। আমাদের ভেবে-চিন্তে কাজ করতে হবে। আমাদের করতে হবে জাতীয় ঐক্যের রাজনীতি। অন্যথায় শত্রু এর সুযোগ গ্রহণ করে আমাদের ধ্বংস করে দেবে।

https://nagorikpathagar.org

[সমস্যা সমাধানে কোদালই হবে আমাদের বুলডোজার]

প্রশ্ন : রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সম্পত্তির হিসেব দেয়ার যে অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়েছে, অনেক নেতা তা মানবেন না বলে বলছেন। তারা হিসেব না দিলে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে?

উত্তর : অনেকে হিসেব দিয়েছেন। যাঁরা হিসেব দেবেন না তাঁদের ক্ষেত্রে যথাযথ আইন প্রয়োগ করা হবে।

প্রশ্ন : শাসনতন্ত্র নিয়ে যে বিতর্ক দেখা দিয়েছে সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উত্তর : শাসনতন্ত্রের সব কিছু আমি পরিবর্তন করতে পারি না, যদিও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে আমার সে ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু শাসনতন্ত্রে রয়েছে জনগণের মতামত। ১৯৭৮ সালে ডিসেম্বরের নির্বাচনের পর জনপ্রতিনিধিরাই সে সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যেমন একদলীয় শাসন ব্যবস্থা রদ, হৃত মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দেয়া।

প্রশ্ন : উপ-মহাদেশে শক্তির যে নতুন বিন্যাস ঘটেছে সে প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

উত্তর : আমরা যে পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করছি তার লক্ষ্য সকলের সঙ্গে সদভাব বজায় রেখে চলা। সেই সঙ্গে আমরা স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংহত করেছি। আমরা ইতিবাচক বন্ধুত্ব চাই। আমরা বৈদেশিক সাহায্য এবং আভ্যন্তরীণ সম্পদ কাজে লাগিয়ে দ্রুত দেশকে গড়ে তুলতে পারি। সমস্যা অতিক্রম করে আমাদের যেতে হবে সামনে এগিয়ে।

[সমস্যার সমাধান আসতে হবে জনগণের কাছ থেকে]

প্রশ্ন : আপনি কি কোনো রাজনৈতিক দলে যোগ দেবেন?

উত্তর : জনগণ যদি রাজনৈতিক দল হয় তাহলে আমি সেই দলে আছি।

প্রশ্ন : ... পাঠকদের উদ্দেশ্য আপনি কি কিছু বলবেন?

উত্তর : ... পাঠকদের আমি জানাচ্ছি প্রীতি ও শুভেচ্ছা। তাদের প্রতি আমার অনুরোধ : জাতীয় ঐক্যের লক্ষ্যে আপনারা জনমত গড়ে তুলুন, যা অবশ্যই সংগঠিত ও ব্যবহৃত হবে জাতীয় উন্নয়ন ও পুনর্গঠনের জন্যে। সবাইকে একথা মনে রাখতে হবে, কেবল অনৈক্যের দরুন এদেশের সুদীর্ঘ দু'শো বছর বিদেশী শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক শোষিত হয়েছে। কাজেই জাতীয় ঐক্যই শুধু আমাদের জীবনে আনতে পারে শক্তি অগ্রগতি ও সুখ-শান্তি। ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে এ আমাদের এক অবশ্য কর্তব্য। আমাদের বর্তমান উৎসর্গিত হোক ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে।

https://nagorikpathagar.org

জিয়া'র ১৯ দফা কর্মসূচী ও দেশ পুনঃ গঠনের ডাক

[শহীদ জিয়ার মূল লক্ষ্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদকে সামনে রেখে সমস্ত কর্মকাণ্ড। এবং তারই প্রতিফলন দেখতে পাই জিয়ার ১৯ দফা কর্মসূচীর মধ্যে। — যাকে বলা যায়, "প্রেসিডেন্ট জিয়ার ১৯ দফার বাস্তবায়নই, জাতির উন্নয়ন ও জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন।" এটি এপ্রিল ১৯৭৭ সালে জিয়া কর্তৃক প্রণীত।]

১। সর্বোতভাবে দেশের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা।

২। শাসনতন্ত্রের চারটি মূলনীতি অর্থাৎ সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি সর্বাত্মক বিশ্বাস ও আস্থা, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের সমাজতন্ত্র জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে প্রতিফলিত করা।

৩। সর্ব উপায়ে নিজেদেরকে একটি আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে গড়ে তোলা।

৪। প্রশাসনের সর্বস্তরে উন্নয়ন কার্যক্রম এবং আইন-শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৫। সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ তথা জাতীয় অর্থনীতিকে জোরদার করা।

৬। দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা এবং কেউ যেন ভুখা না থাকে, তার ব্যবস্থা করা।

৭। দেশে কাপড়ের উৎপাদন বাড়িয়ে সকলের জন্য অন্ততঃ মোটা কাপড় সরবরাহ নিশ্চিত করা।

৮। কোন নাগরিক যেন গৃহহীন না থাকে, তার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করা।

৯। দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।

https://nagorikpathagar.org

১০। সকল দেশবাসীর জন্য ন্যূনতম চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা।

১১। সমাজে নারীর যথাযোগ্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা এবং যুব সমাজকে সুসংহত করে জাতি গঠনে উদ্বুদ্ধ করা।

১২। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারী খাতে প্রয়োজনীয় উৎসাহ দান।

১৩। শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সাধন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে সুস্থ শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।

১৪। সরকারী চাকুরীজীবীদের মধ্যে জনসেবা ও দেশ গঠনের মনোবৃত্তি উৎসাহিত করা এবং তাদের আর্থিক অবস্থা উন্নয়ন করা।

১৫। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধ করা।

১৬। সকল বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে সমতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা এবং মুসলিম দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক বিশেষ জোরদার করা।

১৭। প্রশাসন এবং উন্নয়ন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা।

১৮। দুর্নীতিমুক্ত ন্যায়নীতিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা।

১৯। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অধিকার পূর্ণ সংরক্ষণ করা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করা।

https://nagorikpathagar.org

From Maj. Zia

Declaration

Punjabis have used 3rd Commando Battalion in Chittagong city area to subdue the valliant freedom fighters of Sadhin Bangla. But ~~too~~ they have been thrown back and many of them have been killed.

The Punjabis have been extensively using F-86 aircrafts to kill the civilian strongholds and vital points. They are killing the civilians, men, women and children brutally. So far atleast 200 thousands of Bengali civilians have been killed in Chittagong area alone.

The Sadhin Bangla Liberation Army is pushing the Punjabis from one place to another place to other.

At present Punjabis have utilized at least two Brigades of Army, Navy and Air force. It is in fact a combined operation.

I once again request the United Nations and the Big Powers to intervene and physically come to our aid. Delay will deepen massacre of additional millions.

[চট্টগ্রাম কালুরঘাট অস্থায়ী বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত স্বাধীনতা ঘোষণার পরবর্তী একটি খসড়া ঘোষণার হস্তলিপির চিত্র— যা ৩১-৩-৭১-এ লিখিত ।]

https://nagorikpathagar.org

'আমি জিয়া বলছি'
মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা

[কালুরঘাট অস্থায়ী ট্রান্সমিটিং থেকে প্রচারিত ২৭শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা, দুটি ঘোষণার বক্তব্য এবং স্বাধীনতার ঘোষক কেন?— এই প্রশ্নের উত্তরে দুটি ঘোষণাই এখানে মুদ্রিত হলো।

২৭শে মার্চ দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রথম বেতার মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন মেজর জিয়াউর রহমান। এই ঘোষণা বিভিন্নভাবে ২৭শে মার্চ পর্যন্ত কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়। বর্তমানে নিহিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার গঠনের কথাও তিনি ঘোষণায় উল্লেখ করেছেন। যদিও ১৯৭৫ সালে নিহত রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান পাক হানাদার বাহিনীর হাতে তখন বন্দী। তাই মেজর জিয়ার ঘোষণা তখন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। যখন বাংলার জনগণের মনোবল ভেঙে গেছে। এই ঘোষণা বাংলার মানুষের মনোবল চাঙ্গা করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। ঘোষণাটি ইংরেজি এবং বাংলায় প্রচার করা হয়।]

মেজর জিয়ার ২৭শে মার্চের ঘোষণা : "স্বাধীনতা সংগ্রামের নেপথ্য কাহিনী" গ্রন্থে এভাবে প্রকাশিত হয়েছে—

The Government of the soverign State of Bangladesh on behalf of our great leader, Supreme Commander of Bangladesh Sk. Mojibur Rahman, we hereby proclaim the independence of Bangladesh and the government headed by Sk. Mojibur Rahman has been formed.

It is further proclaimed that Sk. Mojibur Rahman is the sole leader of the elected representatives of seventy five million people of Bangladesh and that the Government headed by him the only legitimate Government of the people of independent sovereign State of Bangladesh which is legally and constitutionally formed and is worthy of being recognised by all the Government of the world.

I, therefore, appeal on behalf of our great leader Sk. Mojibur Rahman to the Government of all democratic countries of the world, specially the big powers and the neighbouring countries to recognise the legal Government of Bangladesh and take effective step to stop immediately the aweful genocide that has been carried on by the army occupation form Pakistan.

To dub out the legally elected representatives of the majority of the people as sccessionist is a crude joke and contradiction to truth which should befool none.

https://nagorikpathagar.org

The guiding principle of the new State will be neutrality, second peace and third friendship to all and enmity to none. May Allah help us. Jay Bangla.

মেজর জিয়াউর রহমানের ইংরেজি প্রচারিত ঘোষণার বাংলা অনুবাদ—

"আমাদের মহান নেতা, বাংলাদেশের একচ্ছত্র নায়ক শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে আমরা এতদ্বারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি এবং ঘোষণা করছি যে শেখ মুজবুর রহমানের নেতৃত্বে ইতিমধ্যেই সরকার গঠিত হয়েছে। এতদ্বারা আরো ঘোষণা করছি যে শেখ মুজিবুর রহমানই বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একমাত্র নেতা এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র জনগণের একমাত্র বৈধ সরকার যা আইন সম্মত এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে গঠিত হয়েছে এবং এই সরকার পৃথিবীর সব সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য।

"আমি আমাদের মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে পৃথিবীর সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, বিশেষ করে বৃহৎ শক্তিবর্গ ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের কাছে বাংলাদেশের বৈধ সরকারকে স্বীকৃতি দান এবং পাকিস্তানের দখলদার সামরিক বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত ভয়াবহ গণহত্যাকে বন্ধ করার উদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

"সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বৈধভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করা একটি নির্মম তামাশা এবং সত্যের বরখেলাপ মাত্র, যার দ্বারা কারো বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। নতুন রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি হবে প্রথম : নিরপেক্ষতা, দ্বিতীয় : শান্তি এবং তৃতীয় : সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং কারো সঙ্গে শত্রুতা নয়। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হন। জয় বাংলা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘোষণা এই স্বাধীনতার ঘোষণা জিয়াউর রহমান-এর স্বকণ্ঠ বাণীবদ্ধকৃত ফিতে (টেপ) থেকে নেয়া। এটি প্রথম কি দ্বিতীয় ভাষণ তা এখনো বিতর্কিত। তবে তিনটি ঘোষণা প্রচারেরই প্রমাণ আছে।

কোন কোন গ্রন্থকার এবং শ্রোতা (মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা শুনেছেন এবং তারও রেকর্ড আছে)— ২৫টি স্বাধীনতার উপর লিখিত গ্রন্থে পরবর্তী পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ভাষণটিকে প্রথম প্রচারিত ভাষণ বলে মুদ্রিত হয়েছে। সেটিও ছিলো পাঁচটি প্যারার সমাপ্ত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। পরবর্তী পাতায় তা হুবহু মুদ্রিত হলো।

https://nagorikpathagar.org

স্বাধীনতার ঘোষক কে?
সে প্রশ্ন এখন অবান্তর

[২৭শে মার্চ বিশ্ববাসীর সাথে মুক্তি পাগল বাঙালিরা যে কণ্ঠটি প্রথম বেতার তরঙ্গে ভেষে আসতে শোনে— তা মেজর জিয়া কর্তৃক লেখা এবং ভাষণটি তিনিই স্বকণ্ঠ ঘোষণা করেন। মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক "একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে" যে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠানের অডিও ক্যাসেট প্রকাশ করেছে— এই ঘোষণার সত্যতা তারই উজ্জ্বল প্রমাণ।]

[মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা ২৭শে মার্চ— ১৯৭১]

1. I Major Zia, Provisional Commander-in-chief of the Bengal Liberation Army, hereby proclaims, on behalf of Sk. Mujibur Rahman the independence of Bangladesh.
2. I also declare we have already foamed a soverereign legal Government under Sk. Mujibur Rahman which pledges to function as per law and the constitution.
3. The new Democratic Government is committed to a policy of non-alignment in international relations. It will seel friendship with all nations and strive for international peace.
4. I appeal to all Governments to mobilse public opinin in thair respective countries against the brutal genocide in Bangladesh.
5. The Government under Sk. Mujibur Rahman of Bangladesh and is entitled to recognition from all democratic nations of the world.

https://nagorikpathagar.org

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গুরুত্বপূর্ণ দশ দফা প্রস্তাবের উপর ভাষণ-১

[শহীদ জিয়াউর রহমান-এর কর্তৃক প্রদত্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা রাষ্ট্রপুঞ্জের এই ভাষণটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ যা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো সানন্দে গ্রহণ করেছিলো। ১০ দফা প্রস্তাব রেখে জিয়ার দেয়া সেই ভাষণটির আংশিক এখানে মুদ্রিত হলো।]

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস এবং উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য নিরসনের আহ্বান জানিয়েছেন। গত ২৬শে আগস্ট নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে তৃতীয় বিশ্বের পক্ষ থেকে প্রদত্ত ভাষণে তিনি এই আহ্বান জানান এবং একটি নয়া উন্নয়ন কাঠামো উদ্ভাবনের লক্ষ্যে দশ দফা প্রস্তাব পেশ করেন। রাষ্ট্রপতি সাধারণ পরিষদের এই গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে বাংলাদেশের দশ কোটি মানুষের ভাষা বাংলায় ভাষটি প্রদান করেন।

রাষ্ট্রপতি জিয়া দক্ষিণের— বিশেষ করে পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলোর বর্তমান সমস্যাবলীর সমাধানে যে দশ দফা প্রস্তাব পেশ করেন তা হচ্ছে—

(১) এক নতুন বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় উত্তরের জনমত সংগঠনের ব্যাপারে দক্ষিণ সম্ভব্য সকল সহযোগিতার ব্যবস্থা করবে।

(২) পরিকল্পিত অর্থনীতিভিত্তিক দেশগুলোসহ সকল শিল্পোন্নত দেশ সবচেয়ে অনুন্নত দেশগুলোর প্রতি তাদের সব রকম উন্নয়ন সহায়তার পরিমাণ অবিলম্বে দ্বিগুণ করবে এবং এ ধরনের সকল সহায়তা শর্তমুক্ত হতে হবে।

(৩) ওপেক দেশসমূহ সবচেয়ে অনুন্নত দেশসমূহের জন্যে তেলের মূল্য শতকরা পঞ্চাশ ভাগ হ্রাসের ব্যবস্থা করবে।

(৪) সবচে অনুন্নত দেশগুলোর জ্বালানি শক্তি সম্পদ উন্নয়নের জন্যে একটি আন্তর্জাতিক কনসর্টিয়াম গঠন করতে হবে।

(৫) ওপেক দেশগুলো উন্নত দেশগুলোর সম্পদের একটা অংশ উন্নয়নকামী দেশগুলোতে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করবে।

https://nagorikpathagar.org

(৬) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অস্ত্রব্যয়ের ওপর কর আরোপের মাধ্যমে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে সম্পদের ব্যাপক হস্তান্তরের ব্যবস্থা করবে।

(৭) সবচেয়ে উত্তরের অর্থনীতিতে দক্ষিণের জনশক্তি বর্তমানে যে বাস্তব অবদান রাখছে সে জন্যে উত্তরের ব্যাপারে দক্ষিণকে যথাযথ প্রতিদানের ব্যবস্থা করা উচিত।

(৮) বহুজাতি সংস্থাসমূহের ওপর বিশেষ কর ধার্য করা উচিত এবং দক্ষিণের দরিদ্র দেশগুলোর সাহায্যের জন্যে অতি ধনী দেশগুলোরও উচিত একটি বিশেষ কর দেয়া।

(৯) উন্নয়নকামী দেশসমূহের স্বার্থেই জাতিসংঘ এবং জাতিসংঘের অধীনস্থ বিভিন্ন বিশেষ সংস্থা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ককে সম্পূর্ণ পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে। একই সঙ্গে সবচেয়ে অনুন্নত দেশগুলোর জন্যে গৃহীত কর্মপন্থা কার্যক্রমের বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান গঠনেরও ব্যবস্থা দিতে হবে।

(১০) সার্বজনীন সদস্যপদের ব্যবস্থাসহ একটি বিশ্ব উন্নয়ন তহবিল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিশ্বব্যাপী কর আরোপের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ এই তহবিলে জমা হবে এবং এই অর্থের যথাযথ বরাদ্দ ও ব্যবহার হবে এর দায়িত্ব।

https://nagorikpathagar.org

চীনে সরকারী সফরে প্রদত্ত জেনারেল জিয়ার ভাষণ–২

[যুক্ত পাকিস্তানের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান-এর পর একামত্র তৃতীয় বিশ্বের তৎকালীন তরুণ কর্মঠ, নিরলস ও দুর্নীতিমুক্ত নেতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকেই চীনে রাজকীয় লাল গালিচা সম্বর্ধনা দেয়া হয়। রাজকীয় সম্বর্ধনার উত্তরে শহীদ জিয়া যে ভাষণ প্রদান করেন তা এখানে মুদ্রিত হলো।]

মাননীয়
মিঃ লী শিয়েন-নিয়েন,
মান্যবরবৃন্দ,
বন্ধুগণ,

আমাকে এই মহান দেশে সৌজন্য সফরের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকার যে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তার জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত। চীনের মাটিতে পদার্পণের পর আমাদের যে জাঁকজমকপূর্ণ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে, তা খুবই হৃদয়গ্রাহী ও স্মরণীয়। আপনার বিদগ্ধ বক্তব্যে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যেকার ক্রমবর্ধমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথাই উদারভাবে ধ্বনিত হয়েছে। চীনের চিরায়ত সৌজন্য ও ঐতিহ্যবাহী যে আতিথেয়তা আমাদের প্রতি প্রদর্শন করা হয়েছে তার জন্য আমার প্রতিনিধিদল ও ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আপনাদের মহামান্য চেয়ারম্যান হুয়া কুয়ো ফেং, আপনি, আমাদের সরকার ও চীনা জনগণের জন্য আমি আমাদের প্রেসিডেন্ট, সরকার ও দেশের জনগণের গভীর বন্ধুত্বের অনুভূতি বহন করে এনেছি।

আজ এখানে আমার উপস্থিতি বিশ্বের এক মহান শিক্ষক ও মানবজাতির এক মহান নেতা চেয়ারম্যান মাও সেতুংয়ের মহাপ্রয়াণে সীমাহীন শোকে মূহ্যমান চীনা জাতির সঙ্গে পুনরায় একাত্মতা ঘোষণা করবার এক বেদনার্ত অথচ দুর্লভ সুযোগ এনে দিয়েছে। আমরা বাংলাদেশের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনাদের এই অপূরণীয় ক্ষতির সম-অংশীদার। আমি ব্যক্তিগতভাবে আজ আবার আপনাদেরকে আমাদের আন্তরিক ও সহৃদয় সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

আপনাদের সাফল্য বাংলাদেশসহ সকল উন্নয়নকামী দেশের কাছে আশার আলোকবর্তিকা হিসেবে সমাদৃত। জাতীয় সম্পদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে আপনাদের স্বনির্ভরতার বিস্ময়কর প্রচেষ্টা অন্যের কাছে এক মহৎ এবং অনুকরণীয় উদাহরণ।

https://nagorikpathagar.org

আমরা বাংলাদেশীরা বিশ্বাস করি যে, আন্তর্জাতিক আচরণ বিধির উদার ও মহান নীতিমালার ভিত্তিতে আঞ্চলিক ও বিশ্ব-শান্তি গড়ে ওঠা উচিত। পরাধীনতা ও শোষণ থেকে মানব জাতির মুক্তির মৌল আকাঙ্ক্ষা এবং বাইরের কোন চাপ বা হস্তক্ষেপ ছাড়া তাদের নিজস্ব লক্ষ্য নির্ধারণ করবার দৃঢ় নীতি অনুসরণ করেই আমরা জাতিসংঘ, ইসলামী কনফারেন্স, জোটনিরপেক্ষ ও কমনওয়েলথ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থায় যোগ দিয়েছি।

আমরা বিশ্বাস করি একমাত্র শান্তিপূর্ণ অবস্থাতেই আমরা জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে অর্থবহ করে তুলে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে পারি। আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে এখনও কিছু অঞ্চল রয়েছে, যেখানে শক্তির স্থায়ী ভারসাম্য অর্জিত হয়নি। মধ্যপ্রাচ্যে বিরাজমান অবস্থা এশিয়ার শান্তির প্রতি হুমকিস্বরূপ। আমরা বিশ্বাস করি যে দখলীকৃত সমস্ত আরব এলাকা থেকে ইসরাইলী অপসারণ, প্যালেস্টাইনীদের জন্মগত অধিকারের স্বীকৃতি ও স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমেই মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তির প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যালঘু বর্ণবাদী শাসকগোষ্ঠী, জিম্বাবুয়ে, নামিবিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বৈধ অধিকার পদদলিত করে দক্ষিণ আফ্রিকাতে প্রচণ্ড উত্তেজনা ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করছে। ইতিহাস এ কথা বার বার প্রমাণ করেছে যে, অধিকার সচেতন জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার কেউ দাবীয়ে রাখতে পারে না। যতদিন পর্যন্ত না বর্ণবাদী শাসকগোষ্ঠী সে দেশের বৈধ প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না ততদিন জনতার সংগ্রাম চলবেই।

ভারত মহাসাগরকে শান্তির এলাকা ঘোষণা করার নীতিতে আমরা বিশ্বাসী। এ বিশ্বাসকে অর্থবহ ও দৃঢ় করবার জন্য উপকূলীয় ও পশ্চাদভূমির দেশগুলিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শন অথবা শক্তি প্রয়োগের নীতি পরিহার করতে হবে।

ইতিহাসের ধারায় আমরা পিছিয়ে থাকলেও দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের অপরাপর দেশের সঙ্গে স্থায়ী শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে আমরা বদ্ধপরিকর। কেবলমাত্র এ পরিবেশেই ক্ষুধা, রোগ, নিরক্ষরতা এবং বেকার সমস্যার মত মারাত্মক সমস্যাধির মোকাবিলায় আমাদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সমতা, স্বাধীনতা ও একে অপরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করবার নীতি অনুসরণ করে চলেছি। উপমহাদেশের ঘটনা প্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাত আমাদের সার্বভৌমত্বকে সুদৃঢ় এবং আমাদের বাস্তব ও যথার্থ স্বাধীনতাকে সুসংহত করবার সংকল্প থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। বহু মূল্যবান জীবনের ক্ষতি, সীমান্ত এলাকার

https://nagorikpathagar.org

অধিবাসীদের সমূহ বিপর্যয়, এমনকি গঙ্গার পানির গতি পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট জনগণের অশেষ দুঃখ-দুর্দশা সত্ত্বেও আমরা এ নীতিতে অবিচল রয়েছি। সমতা ও ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে আমরা এসব সমস্যার সমাধান করতে আগ্রহী এবং প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার আশা রাখি।

বাংলাদেশ একটি নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের ন্যায়সঙ্গত প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে।

আমরা স্বনির্ভরতার ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ উদ্দেশ্যে আমাদের উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য পুনর্বিন্যাস করে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। স্বনির্ভরতার জাতীয় পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক এই কর্মধারা অর্থনৈতিক কার্যক্রমে প্রাণ সঞ্চার করেছে। মুদ্রাস্ফীতি রোধ হয়েছে। মুদ্রা ব্যবস্থা এখন অধিকতর নিয়ন্ত্রিত। অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি জনগণ আগের চেয়ে কম দামে পাচ্ছেন।

আপনাদের মহান দেশকে আমরা আমাদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী বলে মনে করি। আমাদের দু'দেশের কোন সাধারণ সীমান্ত নেই বটে, কিন্তু রাষ্ট্র দু'টির নিকটতম সীমানার ব্যবধান মাত্র কয়েক মাইলের। বর্তমান জগতে দূরত্ব কোন অলংঘনীয় প্রতিবন্ধক নয়। তবে নৈকট্য, পারস্পরিক সহযোগিতার নিশ্চিত সহায়ক। আমাদের দু'দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক নতুন হলেও জনগণের বন্ধুত্ব হাজার বছরের। মহান চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং সপ্তক শতাব্দীতে বাংলাদেশ সফর করেন। হাজার বছরের অধিককালের এ যোগাযোগ নিরবচ্ছিন্ন মৈত্রী ও বন্ধুত্বের সুনিবিড় বন্ধনে ভাস্বর। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের অভিন্নতা আজ সেই ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক কারণগুলিকে আরো শক্তিশালী করেছে।

নব্যচীনকে ব্যক্তিগতভাবে জানার যে সুযোগ আমাদের দেয়া হয়েছে, তা আমার ও প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্যের জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আশা করি এই সফরকালে ফলপ্রসূ আলোচনা হবে এবং পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে আমরা লাভবান হবো। এজন্য আমরা আবার আপনাকে এবং চীনা সরকার ও জনগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মান্যবর ও বন্ধুগণ, বাংলাদেশ এবং চীনের দ্রুতবিকাশমান ও সুদৃঢ় বন্ধুত্ব কামনা করে আপনাদের স্বাস্থ্য পানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

চীনের বন্ধুপ্রতিম জনগণের অব্যাহত অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি, মহামান্য চেয়ারম্যান হুয়া কুয়ো ফেং এবং সম্মানিত লী শিয়েন নিয়েনের সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

সমাগত শ্রদ্ধেয় চীনা বন্ধুদের সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

কূটনৈতিক মিশনসমূহের প্রধান ও তাঁদের সহধর্মীনীদের সুস্বাস্থ্য কামনা করি। এই শুভ সন্ধ্যায় উপস্থিত অন্যান্য অতিথিদের সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

https://nagorikpathagar.org

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল

ঘোষণা পত্র ও পার্টির আদর্শ

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়

https://nagorikpathagar.org

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানের রাহিম

মহান জাতীয় ঐক্যের তাগিদ : ব্যাপক ভিত্তিক নতুন জাতীয় দল

বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দল

ঐতিহাসিক মুক্তিসংগ্রামের সোনালী ফসল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব আমাদের পবিত্র আমানত এবং অলংঘনীয় অধিকার। প্রাণের চেয়ে প্রিয় মাতৃভূমির এই স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করে রাখাই হচ্ছে আমাদের কালের প্রথম ও প্রধান দাবী। বিবর্তনশীল ইতিহাস এবং সাম্প্রতিক জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতা আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত গণপ্রচেষ্টা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের কালজয়ী রক্ষাকবচ। স্বাধীনতা ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অতন্দ্র প্রহরী হচ্ছে যথাক্রমে :

১। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে অনুপ্রাণিত ও সংহত ইস্পাতকঠিন গণ ঐক্য,

২। জনগণ ভিত্তিক গণতন্ত্র ও রাজনীতি এবং

৩। ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত জনগণের অক্লান্ত প্রয়াসের ফলে লব্ধ জাতীয় অর্থনৈতিক মুক্তি, আত্মনির্ভরশীল ও প্রগতি।

সুদৃঢ় এবং অভেদ্য জাতীয় ঐক্যবোধ এবং জাতীয় অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা না থাকলে সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের গ্রাস থেকে জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষা করা দুঃসাধ্য।

জাতীয় ঐক্যের অভাব, বিশেষতঃ দেশপ্রেমিক শক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে সমঝোতা ও মৌলিক ঐক্যবোধের অভাব বাংলাদেশের মত আপাতঃ দরিদ্র অথচ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রকে সহজেই বৈদেশিক আধিপত্যবাদ এবং আভ্যন্তরীণ বিধ্বংসী প্রক্রিয়ার শিকারে পরিণত করতে পারে। কয়েক বছর আগের ইতিহাস এই বিশ্লেষণের সত্যতাকে প্রমাণ করেছে। আমাদের জাতীয় অনৈক্য ও বিভেদের সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী, নব্য-উপনিবেশবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শক্তিসমূহ বাংলাদেশের উন্নতি ও প্রগতির পথ রুদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি, অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতার মাধ্যমে আমাদের জাতিকে বিভ্রান্ত, নিরুৎসাহ ও পশ্চাদগামী করার প্রয়াস পেয়েছে। এই সকল অশুভ শক্তির তৎপরতার ফলে আমাদের সার্বভৌমত্ব খর্ব হয়ে পড়েছিল, কৃষিজাত ও শিল্পক্ষেত্রের উৎপাদন হয়েছিল মারাত্মকভাবে ব্যাহত, রাজনীতি হয়েছিল বিদেশী প্রভুদের সেবাদাসী,

https://nagorikpathagar.org

পররাষ্ট্রনীতিতে এসেছিল দাসসুলভ স্থবিরতা, সমাজ জীবনে নেমে এসেছিল মূল্যবোধের চরম সংকট এবং সর্বগ্রাসী বিভ্রান্তি, শিক্ষাঙ্গনে হামলা চালিয়েছিল অপরিসীম নৈরাজ্য। এক কথায় বাংলাদেশী জাতির স্বাধীন, সার্বভৌম সভ্য অস্তিত্ব হয়েছিল মহা-বিপর্যয়ের সম্মুখীন। ১৯৭৫ সনের ৭ নভেম্বর ঐক্যবদ্ধ জাতীয় বিপ্লব এই ভয়াবহ প্রক্রিয়ার অবসান ঘটিয়ে যে নতুন ঊষার আহ্বান জানায় গত আড়াই বছরের কিঞ্চিত অধিককালের পরিসরে তার বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে। ১৯৭৮-এর ৩ জুনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত বয়স্ক বাংলাদেশী নাগরিকের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ার ফলে জাতীয় ভিত্তিক ঐক্যের ইতিবাচক দিকটি আমাদের জনজীবনের প্রাসঙ্গিকভাবে সংঘবদ্ধ হয়েছে।

১৯৭৫-এর নভেম্বর থেকে শুরু করে ১৯৭৮-এর ৩ জুন পর্যন্ত ও তার পরবর্তীকালের সকল ঘটনাই এ কথা প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশী জনগণ বৈদেশিক আধিপত্যবাদ এবং আভ্যন্তরীণ নৈরাজ্যের বিরোধী। ইতিহাসের রায় এই যে, বাংলাদেশী জনগণ উনিশ দফাকে বাস্তবায়িত দেখতে চান। তারা সর্বোতভাবে দেশের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের সংরক্ষিত দেখতে চান। তারা চান যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি সর্বাত্মক বিশ্বাস ও আস্থা, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের সমাজতন্ত্র জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে প্রতিফলিত হোক। তারা চান যে বাংলাদেশের জনগণ যেন অন্নহীন, বস্ত্রহীন, স্বাস্থ্যহীন, নিরক্ষর ও আশ্রয়হীন অবস্থায় না থাকেন। তারা চান যে জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুদৃঢ় হোক। ৩ জুনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের মাধ্যমে যে বিস্তৃততর জাতীয় একতা এবং যে ঐতিহাসিক সংহতির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তাকে স্থায়ী এবং সুসংঘবদ্ধ করাই হচ্ছে সময়ের দ্বিধাহীন দাবী। বাংলাদেশী জনগণ জাতীয় অনৈক্য, বিভেদজনিত দুর্বলতা ও অসহায়তার শিকার হতে চান না। জাতীয় জীবনের এই যুগসন্ধিক্ষণে জাগ্রত জনতার দাবী অত্যন্ত সুস্পষ্ট— জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সুদৃঢ় গণঐক্য ও জনগণতন্ত্র গড়ে তুলতে হবে; ঐক্যবদ্ধ এবং পুনরুজ্জীবিত জাতিকে অর্থনৈতিক স্বয়ংম্ভরতার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, নয়া-উপনিবেশবাদ ও আধিপত্যবাদের বিভীষিকা থেকে মুক্তির নিশ্চয়তা দিতে হবে। জনগণের এই চারটি সোচ্চার মৌলিক দাবী মেটানোর জন্যেই, ইতিহাসের প্রয়োজনে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টভুক্ত রাজনৈতিক দলগোষ্ঠীর ও অন্যান্যের সমবায়ে এই দল গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী দল জাতীয় মিলন ও ঐক্যের দল। এই দলের বৈপ্লবিক উদারতা ও বিশালতা সকল দেশপ্রেমিক মানুষকে এক অটল ঐক্যবাদী কাতারে শামিল

https://nagorikpathagar.org

করে জাতীয় পর্যায়ে স্থিতিশীলতা এবং সার্বিক উন্নতি ও প্রগতি আনতে সক্ষম হবে বলে যৌক্তিক ও বাস্তব আশা এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাস আমাদের আছে।

২। জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক ইস্পাতকঠিন গণঐক্য

অবিস্মরণীয় কাল থেকে বাংলাদেশী জনগণ এক অনস্বীকার্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপমহাদেশের অন্যান্য জাতিসত্তা থেকে পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। ভৌগোলিক অবস্থান, অভিন্ন ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং সাধারণ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার স্বতন্ত্র বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী চেতনার ভিত্তিমূলক দৃঢ় করেছে। বহিঃশত্রু, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যুগান্তরের সংগ্রাম এই চেতনাকে বলিষ্ঠ করেছে। চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৭১-এর ঐতিহাসিক লোকায়ত সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে সুসংহত, দৃঢ়বদ্ধ ও স্পষ্টতর রূপ দিয়েছে। ধর্ম, গোত্র, নির্বিশেষে সকল বাংলাদেশী এক ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হয়েছে। স্বনির্ভর সংগ্রামের মাধ্যমে এই জাতি তার নিজস্ব আবাভূমি, স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

ধর্ম-বিশ্বাস ও ধর্মপ্রিয়তা বাংলাদেশী জাতির এক মহান ও চিরঞ্জীব বৈশিষ্ট্য। নিষ্ঠুর নির্বিবেকী বৈদেশিক ও বিজাতীয় শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালের গণসংগ্রাম বাংলাদেশী জাতীয় সমাজের উদার ধর্মবোধকে স্থিতিশীল ও মহত্তর রূপ দিয়েছে। বাংলাদেশের জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। এই বাস্তব সত্য, সুষ্ঠু ও উদার বৈশিষ্ট্য জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত ও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত। ইসলামের মহান শিক্ষাকে যথাযথভাবে আত্মস্থ করে তাকে জাতীয় জীবনের মূলে সংহত করতে সক্ষম হওয়ায়, বাংলাদেশী জনগোষ্ঠী উগ্র সাম্প্রতিকতার বিষ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পেয়েছে। ধর্ম, গোত্র, গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল বাংলাদেশী নাগরিকই তাই জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ও সমৃদ্ধি অর্জনের প্রয়াসে শরীক হয়ে এক মহান জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক শিলাদৃঢ় গণঐক্যের পত্তন করতে পেরেছেন। এই ঐক্যবোধকে আরও মজবুত করে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুরক্ষিত করা পার্টির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

৩। ঐক্যবদ্ধ অগ্রগতির অমোঘ দাবী : উৎপাদনের রাজনীতি এবং জনগণের গণতন্ত্র

জাতীয় ঐক্য এবং একতাবদ্ধ প্রয়াসের মাধ্যমে সার্বিক উন্নতি ও প্রগতি আনার জন্যে যা দরকার তা হচ্ছে জনমুখী রাজনীতি। বহু শতাব্দীর কুশাসন, শোষণ ও নিষ্পেষণের ফলে বাংলাদেশী জনজীবনে দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও অপুষ্টি নিষ্ঠুর অভিশাপের মত বিরাজমান। জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, শতকরা

https://nagorikpathagar.org

নব্বই ভাগের বেশি, গ্রামবাসী দারিদ্র্য সীমার নিচে আধুনিক সভ্যতার সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত অবস্থায় দিন যাপন করেন। তাঁদের মাথাপিছু গড়পড়তা আয় এত কম যে, দু'বেলা ক্ষুধার অন্ন, প্রয়োজনীয় বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। প্রায় আশি শতাংশ মানুষ নিরক্ষর। অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতা সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশীর নিত্য দিনের সমস্যা। অবাঞ্ছিত দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দারিদ্র্য, অশিক্ষা-অপুষ্টির বিষচক্রকে আর মারাত্মক ও ভয়াবহ করে রেখেছে। বেকারত্ব ও কর্মহীনতা প্রায় ষাট (৬০) থেকে সত্তর (৭০) লক্ষ সক্ষম মানুষকে অভিশপ্ত জীবন-যাপন করতে বাধ্য করেছে। সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত অবস্থায় থাকার ফলে জাতির অর্ধাংশ, নারী জাতীয় উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তার যথার্থ ভূমিকা পালন করে আসতে পারেনি এবং বর্তমানেও আশানুরূপভাবে পারছে না।

এই প্রেক্ষিতে জনমুখী রাজনীতিকে অবশ্যই সামাজিক ন্যায়বিচারভিত্তিক মানবমুখী অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জনের জাতীয় প্রচেষ্টার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সংশ্লিষ্ট হতে হবে। রাজনীতিকে বিভ্রান্তির গোলক ধাঁধাঁ থেকে মুক্ত করার যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে তার ইতিবাচক তাৎপর্যকে জাতীয় জীবন স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করতে হলে সকল দেশপ্রেমিক শক্তিকে সম্মিলিতভাবে উৎপাদনমুখী রাজনীতির চর্চা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে হবে। রাজনীতিকে জাতি গঠন ও জাতীয় সমৃদ্ধিশালী অর্থনীতি গঠনের প্রক্রিয়ার সক্রিয় মাধ্যম হিসেবে চিরঞ্জীব করার নিরলস প্রয়াসই হবে পার্টির রাজনৈতিক তৎপরতার মূল বৈশিষ্ট্য। গ্রামমুখী ও গণরাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডকে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের বিধ্বংসী কব্জা থেকে মুক্ত রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হবে।

রাজনৈতিক উৎপাদন ক্ষেত্রের বলিষ্ঠ চালিকা শক্তিতে পরিণত করার জন্যে পার্টি ক্ষেতে-খামারে, কলে-কারখানায়, কুটির শিল্প কেন্দ্রগুলিতে, রাস্তাঘাট, বাঁধ নির্মাণে, নদী-খাল এবং মজা পুকুর পুনর্খননে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগাবে। এবং সার্বিকভাবে সক্রিয় অংশ নেবে। পরিণতিতে জনজীবনে বিচ্ছিন্ন রাজনীতির নেতিবাচক প্রভাব বিলুপ্ত হবে; যোগ্য, দক্ষ ও আত্ম-নিবেদিত নেতৃত্বে গড়ে উঠবে, দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অশিক্ষা, অপুষ্টি, আশ্রয়হীনতা ও অস্বাস্থ্য দূর হবে। ফলে কালক্রমে বঞ্চিত জনগণ ন্যায়বিচার ভিত্তিক সুষম অর্থনৈতিক উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে এবং সমৃদ্ধি ও তাৎপর্যময় জীবনমান অর্জন করতে পারবে।

৪। জনগণের গণতন্ত্র

উৎপাদনমুখী এবং জীবন নির্ভর রাজনীতির বাহক ও অবশ্যম্ভাবী সুফল হচ্ছে জনগণের গণতন্ত্র। যে তথাকথিত গণতান্ত্রিক কাঠামো ও বিধিব্যবস্থা ধনী, অভিজাত ও নগরবাসী উচ্চবিত্তকে ক্ষমতার আসনে বসিয়ে রাখে মাত্র, অথচ

https://nagorikpathagar.org

জনগণের জীবন আশা, সুখ ও সমৃদ্ধি আনতে ব্যর্থ হয় সে ধরনের ব্যবস্থা আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতা ও সমঅধিকারের ক্রূর পরিহাস বৈ কিছু নয়। আমাদের দলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে এমন এক বাস্তব নির্ভর ও গণমুখী কাঠামো ও ব্যবস্থা গড়ে তোলা যার মাধ্যমে বাংলাদেশের জণগণ নিজ নিজ ক্ষেত্রে সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে এবং সেই সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করে জাতীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত উন্নতি ও সমৃদ্ধি আনতে পারেন। পার্টি বিশ্বাস করে যে, জাতীয় জীবনে যেমন, তেমনি গোষ্ঠী ও ব্যক্তিগত জীবনেও রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্যে অর্থনৈতিক জীবনে আত্মনির্ভরশীলতা অপরিহার্য। এই আত্মনির্ভরশীলতার জন্যে প্রয়োজন সচেতন সংগঠন এবং মৌলিক পর্যায়ে গণইচ্ছানুযায়ী এবং জনগণ কর্তৃক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। জনগণ নিজেরাই চিন্তা প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের সমস্যার সমাধান করবে। জনগণই নেতৃত্ব সৃষ্টি করবে এবং গণমুখী নেতৃত্ব প্রতি এলাকায়, প্রতি অঞ্চলে তাৎপর্যময় প্রকৃত গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তুলবে যার উচ্চতর প্রকাশ ঘটবে জাতীয় জীবনে। পার্টি মনে করে যে, সচেতন এবং সংগঠিত জনগণই সকল রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস এবং অটল রক্ষাকবচ। জাতীয়তাবাদী ঐক্যের ভিত্তিতে গ্রামের জনপদে জনগোষ্ঠীকে সচেতন ও সুসংগঠিত করা এবং উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা ও প্রকল্প রচনা ও বাস্তবায়নের ক্ষমতা দেওয়া— এসব কিছুকেই পার্টি জনগণের গণতন্ত্রের অপরিহার্য উপাদান বলে মনে করে এবং এর লক্ষ্যগুলিকে অর্জন করার জন্যে পার্টি তার সার্বিক সাংগঠনিক কাঠামো এবং আন্তরিক প্রচেষ্টাকে সর্বাত্মকভাবে নিয়োজিত রাখবে।

পার্টির উদ্দেশ্য হবে এমন এক কাম্য পরিস্থিতির সৃষ্টি করা যেখানে গণতন্ত্রের শিকড় মৌলিক স্তরে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মনে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হবে। এর ফলে জনগণ ব্যাপকভাবে জাগ্রত হয়ে উঠে জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহের দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ রক্ষকের ভূমিকা পালন করবেন।

৫। জনগণের গণতন্ত্রের মুখ্য দাবী : স্থিতিশীলতা

জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনস্বীকার্য পূর্বশর্ত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব ও আভ্যন্তরীণ শান্তি অটুট রাখার জন্যে জনগণ দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। স্থিতিশীলতা, শান্তি ও নিরংকুশ নিরাপত্তা আজকের প্রথম ও প্রধান গণদাবী। জনগণ স্বাধীনতাকে অটুট রাখতে চান; তারা চান এমন একটি স্পষ্ট, স্থিতিশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার নিশ্চিত যার আওতায় তারা নিজেরাই তাঁদের মানবিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি

https://nagorikpathagar.org

আনতে পারবেন। জাতীয় স্থিতিশীলতার পূর্বাপর শত্রু সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করে কোন সশস্ত্র ক্যাডার দল বা এজেন্সি গঠনে অস্বীকৃতি জানিয়ে গোপন রাজনৈতিক সংগঠনের তৎপরতাকে বাংলাদেশের মাটি থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করতে পার্টি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

৬। জনগণের গণতন্ত্রের মৌলিক দাবী : সামাজিক অন্যায় ও বৈষম্যের দূরীকরণ

জনগণের গণতন্ত্রের এক মৌলিক ও প্রধান দাবী হচ্ছে যুগ-সঞ্চিত সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক ও আধিপত্যবাদী সামাজিক অন্যায় ও অবিচারের অবদান। এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্যে সৎ, দূরদর্শী ও স্থিতিশীল রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা অপরিহার্য। অর্থনৈতিক দুর্নীতির সেবাদাস, উচ্চবিত্তের করায়ত্ত কোন রাজনৈতিক, প্রশাসনিক কাঠামোর পক্ষে বহু শতাব্দীর শোষণ ও শাসনের ফলে গড়ে ওঠা অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবিচার, অন্যায় ও অত্যাচার বিলুপ্ত করা সম্ভব নয়।

৭। সার্বভৌমত্ব, সামাজিক ন্যায়বিচার ও দ্রুত উন্নয়নের মাধ্যম : স্থিতিশীল গণতন্ত্র

জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে সামাজিক অনাচার ও অসমতা দূর করার জন্যে দ্রুত সার্বিক জাতীয় উন্নয়নের সার্থক প্রয়াস চালানোর জন্যে যে স্থিতিশীল ও নির্দ্বন্দ্ব জাতীয় নেতৃত্বের প্রয়োজন তা দেবার ক্ষমতা রয়েছে কেবল এমন একটি প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকারের যেখানে রাষ্ট্রপতি নিজে সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দল জনগণ সমর্থিত, অবিসংবাদিত, স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে বিশ্বাস করে। সেই জন্যে আমাদের দল একাধিক রাজনৈতিক দলীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণ নির্বাচিত এবং সক্রিয়ভাবে গণসমর্থিত প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকারে বিশ্বাস করে।

৮। স্থিতিশীল গণতন্ত্রের রূপরেখা : প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার; নির্বাচিত ও সার্বভৌম আইন পরিষদ-এর মাধ্যমে সজীব ও সক্রিয় গণসংশ্লিষ্টতা

আমাদের দল বিশ্বাস করে যে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি একাধারে গণতন্ত্র ও কালোপযোগী গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতার নিশ্চিত রক্ষাকবচ। জনগণ নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি স্বাভাবিকভাবেই গণবিমুখ স্বৈরাচারী ও প্রাসাদমুখী রাজনীতির প্রক্রিয়ার অবসান ঘটায়। আমাদের দল বিশ্বাস করে যে, ৩ জুন ১৯৭৮-এর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর এ বক্তব্য বাস্তবতার নিরিখে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। জনগণ নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি যাতে দেশ ও জাতির প্রতি তার কর্তব্য ও দায়িত্ব সুচারুরূপে

https://nagorikpathagar.org

পালন করতে পারেন এবং যাতে করে জাতির জীবনে একনায়কত্বের অভিশাপ নেমে না আসে সে জন্য আইন ও জাতীয় নীতিমালা প্রণয়নের বিষয়ে গণনির্বাচিত আইন পরিষদের ব্যবস্থার প্রতি আমাদের দলের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। আমাদের দল বিশ্বাস করে যে জাতীয় আইন পরিষদ আইন প্রণয়ন, বাজেট অনুমোদন, অপারগতাজনিত কারণে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ এবং ইমপিচ (Impeach) করা, সকল আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদন এবং প্রয়োজনবোধে শাসনতন্ত্র সংশোধন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হবে।

৯। মৌলিক অধিকার, বিচার বিভাগ এবং আইনের শাসন

আমাদের দল বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং আইনের শাসনে বিশ্বাস করে। আইনের চোখে সকল নাগরিকই সমান— এই মূল নীতিতে আমাদের দল বিশ্বাস করে। জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণে আমরা বিশ্বাসী।

১০। বিলুপ্ত মানবিক মূল্যেবোধের পুনরুজ্জীবন

আমাদের দলের সকল প্রচেষ্টার মৌলিক লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে মানবমুখী সামাজিক মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবন। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে আমাদের জীবনে বিশেষতঃ শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে। অমানবিকতা, অন্যায়, অনাচার, দুর্নীতি আমাদের সমাজ জীবনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। গত আড়াই বছর ধরে বাংলাদেশে এই অসহ্য অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা চলছে। এই মহৎ প্রচেষ্টাকে বলিষ্ঠতর রূপ দেবার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর। আমাদের দল জানে যে, জাতীয় সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দেশের কল্যাণ ও মঙ্গল চায়। আমরা জানি শুভবুদ্ধির পুনঃঅভ্যুদয় এবং প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী। আমরা সৃজনশীল উৎপাদনমুখী জীবনবোধ ফিরিয়ে আনার জন্যে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে আমরা আমাদের সকল শক্তিকে সংগঠিত ও সুসংবদ্ধ করব।

১১। স্থানীয় এলাকা সরকার ও বিকেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক ক্ষমতা

উৎপাদনমুখী রাজনীতি এবং জনগণের গণতন্ত্রকে বলিষ্ঠ ভিত্তিতে স্থাপন করার জন্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ অবশ্য প্রয়োজনীয়। পার্টি মনে করে যে গণমুখী রাজনীতির অমোঘ পরিণতিতে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার অবসান ঘটবে। স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা ও দক্ষতাকে ক্রমান্বয়ে এবং দ্রুত বাড়াবার নীতিতে পার্টি বিশ্বাস করে। স্থানীয় সরকারসমূহ যাতে জাতীয় জীবনে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে সে জন্য ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়ে পার্টি যথা প্রয়োজন সাংবিধানিক, সাংগঠনিক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সংগঠনের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও বহুকাল বঞ্চিত গ্রামীণ ভূমিহীন নারী, অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত তরুণ-তরুণীকে সক্রিয়ভাবে স্থানীয় এলাকা সরকারে, এলাকা

https://nagorikpathagar.org

উন্নয়ন, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট করার নীতি ও সাংগঠনিক প্রয়াসকে পার্টি অব্যাহত রাখবে। এলাকা ও স্থানীয় সরকারগুলি যাতে সুবিধাভোগী ও প্রবল উচ্চবিত্তের স্বার্থরক্ষা ও সম্প্রসারণের বাহনে পর্যবসিত না হয়, পার্টির গণচেতনার বিস্তার ও জনসংগঠন প্রক্রিয়া সে উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত থাকবে।

১২। সামাজিক ন্যায় বিচারের অর্থনীতি

পার্টি বিশ্বাস করে যে জনগণের উন্নয়নের প্রচেষ্টার মূল সূত্র হচ্ছে সামাজিক ন্যায়বিচার ভিত্তিক সুষম অর্থনৈতিক বণ্টন। জাতি দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, স্বাস্থ্যহীনতা ও আন্তর্জাতিক এবং আভ্যন্তরীণ শোষণের শিকার হোক— আমাদের দল তা চায় না। পার্টি চায় এমন এক বাস্তবধর্মী, কার্যকরী অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার দ্রুত অগ্রগতি যার মাধ্যমে জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হবে এবং এই স্বয়ংসম্পূর্ণতার ফলে গণজীবনে বাস্তবভাবে প্রতিফলিত হবে। সেই ন্যায়বিচার ভিত্তিক সুষম বণ্টনের অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করাই পার্টির লক্ষ্য যার মাধ্যমে কৃষক ফসল ফলিয়ে পাবে দু'বেলা খাবার, শ্রমিক পাবে তার হালাল রুজীর ন্যায্য সুযোগ এবং নিম্নবিত্ত পাবে তাৎপর্যময় জীবন-যাপনের অধিকার, যার মাধ্যমে সকল বাংলাদেশী মেটাতে পারবে অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বাসস্থানের ন্যূনতম মানবিক চাহিদা। এক কথায় জাতীয় অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন প্রয়াসের মানবিকীকরণই হচ্ছে পার্টির অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল ও প্রধান লক্ষ্য। এই জন্যই পার্টির অভিমত হচ্ছে এই যে, মৌল অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং প্রতিরক্ষামূলক শিল্প উদ্যোগসমূহ রাষ্ট্রায়ত্ত থাকবে এবং এর বাইরে সকল শিল্প ও উৎপাদন ক্ষেত্রে বাংলাদেশী বেসরকারী এবং বহির্দেশীয় (বাংলাদেশের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখে) উদ্যম ও উদ্যোগকে উৎসাহ দেওয়া হবে। মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প ও উৎপাদন প্রচেষ্টায় পার্টি সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগকে সব সাহায্য ও উৎসাহ দেবে।

১৩। জনসম্পদের সার্বিক উন্নয়ন ও সদ্ব্যবহার

জনগণের গণতন্ত্র, উৎপাদনমুখী রাজনীতি এবং বাস্তব নির্ভর ও গণমুখী অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বিপুল জনসমাজকে কাজে লাগিয়ে সার্বিক জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা পার্টির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর বিপুলসংখ্যক সদস্য কর্মক্ষম হয়েও নিরক্ষরতা, দক্ষতাহীনতা এবং সুযোগহীনতার ফলে বেকার ও আধা বেকার জীবন-যাপন করছেন তাদেরকে বৃত্তিমূলক, উৎপাদনমূলক এবং কুটির শিল্প প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট করে উপার্জনাক্ষম স্বাবলম্বী নাগরিকে পরিণত করাই হচ্ছে পার্টির নীতি। গত আড়াই বছর ধরে এক্ষেত্রে যেসব বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে পার্টি তা আন্তরিকভাবে সমর্থন করে। পার্টি মনে করে যে, এই

https://nagorikpathagar.org

প্রক্রিয়াকে জোরদার ও বিস্তৃততর করা প্রয়োজন যাতে করে বাংলাদেশের ৬০/৭০ লক্ষ বেকারের স্বদেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান ঘটে এবং বর্তমান দশকের কিশোর-কিশোরীরা (যাদের সংখ্যা দুই কোটিরও বেশি) যখন তরুণ-তরুণীতে পরিণত হবে তখন তাদেরও কর্মহীনতা এবং বেকারত্বের অভিশাপে ভুগতে না হয়। এক কথায়, যারা দেশে, বিশেষ করে গ্রাম এলাকায় কোন কর্মক্ষম বাংলাদেশীই যাতে কর্মহীন না থাকে, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বর্ধন ও কুটির শিল্পের দ্রুত ও ব্যাপক সম্প্রসারণের মাধ্যমে পার্টির সরকার সে ব্যবস্থা করবেন।

১৪। নারী সমাজের সার্বিক মুক্তি ও প্রগতি

বাংলাদেশের অর্ধেক নাগরিকই নারী। প্রাচীন সামাজিক বিধি ব্যবস্থা ও কুসংস্কারের নিগড়ে অবরুদ্ধ থাকার ফলে বাংলাদেশের নারী সমাজ ব্যাপকতর জাতি গঠনমূলক ও জাতীয় অর্থনৈতিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যথার্থ ভূমিকা পালনে অক্ষম ছিলেন। বর্তমান অনুপ্রেরণা ও উৎসাহের ফলে এই দুঃসহ ও অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির অবসানের সূচনা হয়েছে। মহিলা বিভাগ, সমাজকল্যাণ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন, কুটির শিল্প, মাঝারী ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে নারী সমাজকে উৎপাদনমুখী প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট ব্যাপক ও সার্থক প্রচেষ্টা চলছে। পার্টির সরকার এই প্রচেষ্টাকে আরও বলিষ্ঠ ও ব্যাপক করার জন্যে সর্বাত্মক ও সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করবে, যার মাধ্যমে প্রত্যেক নারী অবস্থা অনুযায়ী নিজস্ব সীমার মধ্যে জাতি গঠনমূলক কর্ম করতে পারেন।

১৫। জাতি গঠন, সমাজসেবা ও উপার্জনমুখী কার্যক্রমে যুবশক্তির সদ্ব্যবহার

বাংলাদেশের আট কোটি নাগরিকের মধ্যে প্রায় দেড় কোটি পঁচিশ বছরের তরুণ-তরুণী। এদের শতকরা নব্বই ভাগ গ্রামবাসী এবং এদের এক বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলের চৌহদ্দির বাইরে সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত অস্তিত্ব পালন করছেন। এই বিপুল যুবশক্তিকে সচেতন ও সংগঠিত করার জন্যে এবং বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে এদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সমাজ কল্যাণ ক্ষেত্রের আওতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয় যুবসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়িত করা হবে। সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন ক্ষেত্রেও যুব সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করা হবে। আমাদের দল এই সব আন্দোলন ও কার্যক্রমকে মজবুত ও বলিষ্ঠ করবে এবং তরুণ-তরুণী সমাজকে উন্নয়নমূলক,

https://nagorikpathagar.org

গঠনমূলক ও সমাজসেবাধর্মী কার্যক্রমকে সংশ্লিষ্ট করার সার্বিক প্রচেষ্টা চালাবে। দেশের শিক্ষিত বেকার যুব সমাজের কর্মসংস্থানের সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আমাদের দল বিশেষ প্রচেষ্টা চালাবে। দেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে এই বেকার জনশক্তিকে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করা হবে।

১৬। পল্লী উন্নয়নের অগ্রাধিকার

বাংলাদেশের নব্বই শতাংশ মানুষ পল্লী এলাকার অধিবাসী। গত আড়াই বছরের নিরলস উদ্যোগে এই বঞ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পরিবেশ রচনা করেছে। এই ভিত্তিকে আরও মজবুত করা এবং গ্রাম বাংলার দ্রুত অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতির নিশ্চয়তা বিধান করা পার্টির অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। আমাদের দল গ্রামীণ জনগণের জীবনে বৈপ্লবিক সমৃদ্ধি ও সার্বিক উন্নতি আনয়নে বদ্ধপরিকর। গ্রাম বাংলায় যাতে দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও অর্থনৈতিক দূরাবস্থার অবসান ঘটে সেই উদ্দেশ্যে পার্টি যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পার্টি :

* গ্রামীণ কুটির শিল্প, ব্যাপক কৃষিশিক্ষা, মৎস্য চাষ শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন প্রক্রিয়াকে বলিষ্ঠ ও ব্যাপকতর ভিত্তিতে সংগঠিত করবে;

* গ্রামীণ জনগোষ্ঠির মধ্যে অক্ষরজ্ঞান ও জীবন-উপযোগী শিক্ষার বিস্তার ঘটাবে;

* গ্রামাঞ্চলে পর্যায়ক্রমে উন্নতমানের বাসস্থান ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে;

* গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পুষ্টিবর্ধন নিশ্চিত করবে;

* গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন প্রক্রিয়া ও যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুত উন্নয়নের জন্য সার্বিক প্রয়াস চালাবে;

* ভূমি-ব্যবস্থা ও প্রশাসনকে ন্যায়বিচার ভিত্তিক, আধুনিক ও সুবিন্যস্ত রূপ দেবে;

সংক্ষেপে, পল্লী এলাকার দ্রুত উন্নয়নকে সকল পর্যায়ে অগ্রাধিকার দিয়ে পার্টি পল্লী অর্থনীতি ও সমাজের উন্নয়ন সাধন করে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করবে।

১৭। গণমুখী কৃষিনীতি ও কার্যক্রম

বাংলাদেশের পল্লী এলাকার অধিবাসীদের আশি শতাংশই কৃষিজীবী। আমাদের দল প্রগতিশীল কৃষিনীতির মাধ্যমে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশকে স্বয়ম্ভর ও আত্মনির্ভরশীল করতে বদ্ধপরিকর। খাদ্যশস্য ও কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন দ্বিগুণ করার যে আন্দোলন শুরু হয়েছে তাকে সফল পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে আমরা সার্বিক ও আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাব। এ উদ্দেশ্যে আমরা :

* সুসংহত কৃষি কার্যক্রমকে মজবুত করব;

https://nagorikpathagar.org

* প্রয়োজনমত কৃষি যন্ত্রপাতি, উপকরণ সরবরাহ করে প্রতিটি কৃষিজীবীকে বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধির সংগ্রামে সবল ও দক্ষ কৃষক হিসেবে গড়ে তুলব;

* সুসংগঠনের মাধ্যমে দরিদ্র ও ক্ষুদ্র কৃষকের হাত মজবুত করে তার ভাগ্য উন্নয়নের সাহায্য করে জাতীয় অর্থনীতিকে স্বনির্ভর এবং বলিষ্ঠ করে গড়ে তুলব। এই লক্ষ্য অর্জন করার জন্যে আমাদের দল একটি বাস্তবমুখী ভূমি সংস্কার ও ভূমি বন্টনের পরিকল্পনা গ্রহণ করবে।

বস্তুতঃ আমাদের কৃষি, পশু-পালন ও মৎস্যনীতি কার্যক্রম আমাদের দেশকে খাদ্যে শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণই করবে না, বরং খাদ্য উদ্বৃত্ত দেশে পরিণত করবে, যাতে করে খাদ্যশস্য, অন্যবিধ কৃষিজাত পণ্য এবং মাছ রপ্তানী করে আমরা জাতীয় সমৃদ্ধির পথ বিস্তৃততর করতে পারি।

১৮। সমবায়ের ভিত্তিতে জাতীয় উন্নয়ন

সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়ন, বিশেষতঃ পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুসংগঠিত এবং জনসমর্থিত সমবায় আন্দোলন যে বলিষ্ঠ ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে পারে এ সম্পর্কে পার্টি সচেতন। আমাদের দল বিশ্বাস করে যে, আমাদের দেশে সমবায় আন্দোলনের প্রসার ও সাফল্যের প্রধান প্রতিবন্ধক হচ্ছে এই প্রক্রিয়ায় আমলাতান্ত্রিক সংগঠন ও মধ্যস্বত্ব ভোগীদের প্রাধান্য এবং জনগণের অশিক্ষা ও জনমতের সমবায় সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানের অভাব। সে জন্য আমাদের পার্টির সরকার :

* সমবায় ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার অবসান ঘটাবে এবং মধ্য-স্বত্বভিত্তিক সুবিধাবাদী ও দুর্নীতিবাদ টাউট শ্রেণীর আমূল উৎখাতের ব্যবস্থা নেবে;

* আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে ও জাতীয় ভিত্তিক ব্যাপক সমাজসেবা ও কল্যাণমূলক আন্দোলন চালিয়ে জনমনে সমবায় সম্পর্কে সঠিক ধারণার সৃষ্টি করবে;

* সমাজসেবামূলক কার্যক্রমকে জোরদার করে সমবায়ী মনোভাবের বিস্তার ঘটিয়ে সমবায় আন্দোলনকে সফল করার প্রচেষ্টা চালাবে।

এই সকল ব্যবস্থা সার্থকভাবে গ্রহণ করে পার্টির সরকার সমবায় আন্দোলনকে কৃষি ও কুটির শিল্পের ব্যাপক উন্নয়নমুখী বিস্তারের বাহন হিসেবে গড়ে তুলতে এবং গ্রামীণ কৃষক, মজদুর, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, পেশাজীবী ইত্যাদিকে অর্থনৈতিকভাবে সুসংহত করে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির বলিষ্ঠ মাধ্যম হিসেব কাজ করার সুযোগ করে দেবে।

https://nagorikpathagar.org

১৯। সৃজনশীল উৎপাদনমুখী এবং গণতান্ত্রিক শ্রমনীতি

জাতীয় শিল্প-শ্রমিক নীতিতে শ্রমিক ও জাতীয় স্বার্থের এক সুষ্ঠু সমন্বয় ও সমতা বিধানের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। শ্রমিকগণ যাতে তাদের ন্যায্য পাওনা ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারেন তার ব্যবস্থা আমাদের পার্টি করবে। সেই সঙ্গে শ্রম ক্ষেত্রে গঠনমূলক, উৎপাদনশীল মনোভাব ও কার্যক্রম বিকাশের উপর প্রতিনিয়ত গুরুত্ব দেয়া হবে। শ্রমিকদের ন্যায্য ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও পরিচালনার অধিকার অক্ষুণ্ন রাখা হবে এবং সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে শ্রমিক ও জাতীয় স্বার্থের রক্ষাকবচ হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

২০। সার্বিক জীবনমান উন্নয়নভিত্তিক স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম

আমাদের দলের বিশ্লেষণ অনুযায়ী সর্বাত্মক উন্নয়ন হচ্ছে সার্থক স্বাস্থ্য কর্মসূচী ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের চাবিকাঠি। জাতীয় স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবর্ধন কর্মসূচী এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের তুলনামূলক ব্যর্থতার কারণ এই যে, এই সব কর্মসূচীকে অতীতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছিল। সংকীর্ণ পেশাগত তত্ত্ববাদ জীবন বিচ্ছিন্ন এক প্রক্রিয়া। স্বাস্থ্য জনসংখ্যামূলক কার্যক্রম আমাদের দেশে তখনই সফল হয় যখন এগুলিকে জীবনমান উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা যায়। পার্টি সন্তোষের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে যে, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম জীবনমুখী ও জীবন নির্ভর হয়ে উঠেছে। পার্টি এই প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা আন্দোলনকে জাতীয় পর্যায়ে সফল করার জন্যে আমাদের সরকার :

* আমাদের দেশে নব্বই শতাংশ গ্রাম নিবাসী দরিদ্র ও নিরক্ষর মানুষের জীবনের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের অক্লান্ত চেষ্টা চালাবে;

* এদের মধ্যে সমাজ চেতনা ও সামাজিক একতাবোধকে সংহত করার প্রয়াস পাবে;

* সমাজের উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ প্রচেষ্টাকে জোরদার করবে। অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত ও সামাজিক উন্নয়নের দৃঢ়ভিত্তি সহজেই জাতীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে বাঞ্ছিত সফলতা এনে দেবে।

২১। গণমুখী ও জীবন-নির্ভর শিক্ষা কার্যক্রম

ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজাবার জন্যে সাম্প্রতিককালে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে পার্টি তাকে সমর্থন জানায়। আমাদের দলের সরকার এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী যা জাতীয় ঐক্য আনে,

https://nagorikpathagar.org

উৎপাদন বাড়ায় এবং ব্যক্তিগত ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটাবে যাতে করে শিক্ষিত তরুণ-তরুণী বেকারত্বের অভিশাপে না ভোগে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও জীবন নির্ভর ও জীবনমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করা আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য আনুষ্ঠানিক এবং ব্যবহারিক শিক্ষা বিস্তারের জন্যে সারা দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য।

২২। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার নিশ্চয়তা

সুষ্ঠু এবং সুপরিচালিত যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র উন্নত ও সমৃদ্ধ হতে পারে না। জাতীয় অর্থনীতি, বিশেষতঃ গ্রামীণ অর্থনীতি ও মানব সম্পদ যাতে দ্রুত উন্নতি লাভ করতে পারে সেজন্য পার্টি রেল, সড়ক, বিমান ও নৌ-পরিবহনসহ সকল যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা সর্বাত্মক উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টাকে অব্যাহতভাবে জোরদার করে চলবে।

২৩। সমৃদ্ধির চাবিকাঠি : প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ এখনও বহুলাংশে অনাবিষ্কৃত ও অল্প ব্যবহৃত। প্রাকৃতি সম্পদ যথাযথ উন্নয়ন ও ব্যাপক ব্যবহার জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অন্যতম নিশ্চিত উপাদান। বাংলাদেশের বিচিত্র ও বহুমুখী প্রাকৃতিক সম্পদ— পাথর, তেল, কয়লা, গ্যাস, চীনামাটি, পানি, সৌরতাপ, বনজ ও সমৃদ্ধি অর্জনের কাজে লাগে সেজন্য পার্টির সরকার আধুনিক বাস্তবমুখী উন্নয়ন ও ব্যবহার নীতি প্রণয়ন করবে এবং সে নীতি অনুযায়ী বলিষ্ঠ কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

২৪। তুলনামূলকভাবে অনুন্নত এলাকা ও জনগোষ্ঠী উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্যে ব্যাপক গণপ্রচেষ্টা

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও জনগোষ্ঠী জাতীয় উন্নয়ন প্রয়াস ও প্রক্রিয়ায় সার্থকভাবে সংশ্লিষ্ট হতে পারেনি। ঐতিহাসিক কারণে বা সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবের কারণে এ সব অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর সার্বিক মানবিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে আমরা জোরদার করবো। যে সব আদিবাসী ও দুর্গম অঞ্চলে অধিবাসী উপজাতি, ঐতিহাসিক ও ঔপনিবেশিক কুশাসন ও শোষণের কারণে শিক্ষাগত অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পেছনে পড়ে আছেন তাদের দ্রুত ও অর্থবহ উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্যে আমাদের পার্টি সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা বাস্তবায়িত করবে।

২৫। সশস্ত্র বাহিনী : সার্বভৌমত্বের সুনিশ্চিত রক্ষাকবচ

বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী। আমাদের জাতির বীর সৈনিকবৃন্দ যাতে দেশ রক্ষার কাজে সম্পূর্ণভাবে সার্থক হয়ে উঠতে পারে সে জন্যে আমাদের দল :

https://nagorikpathagar.org

* সশস্ত্র বাহিনী প্রয়োজনীয় সমরোপকরণ এবং সজীব সংগঠন সার্থক লাভ করে তার সার্বিক ব্যবস্থা করবে;

* জনভিত্তিক দেশরক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার করবে;

* দেশরক্ষা বাহিনী যাতে সকল পেশাগত ও ন্যায়সংগত চাহিদা পূরণের জন্যে জাতীয় সাহায্য ও সহায়তা পায় সে ব্যবস্থা করবে।

২৬। জাতীয় প্রগতি ও সমৃদ্ধির অগ্রসেনা মুক্তিযোদ্ধা

১৯৭১-এর মহান মুক্তি সংগ্রামের সেনানীরা আমাদের জাতীয় উপলব্ধি ও সংহতির কেন্দ্রীয় উপাদান। তারা যাতে বাস্তবভিত্তিক সৃজনশীল, গঠনমূলক ও উৎপাদনমূলক কার্যক্রমে শরীক হতে পারেন সেজন্য আমাদের পার্টি ও তার সরকার সুচিন্তিত কর্মসূচী বাস্তবায়নে ব্রতী হবে। এ উদ্দেশ্যে :

* মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করে তাদেরকে নিজেদের নিজ পরিবারের ও জাতীয় উন্নতি সমৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত করার কর্মপন্থাকে বলিষ্ঠতর করা হবে।

* পঙ্গু ও অসহায় মুক্তিযোদ্ধাকে প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ দিয়ে তাদেরকে পুনঃ উপার্জনক্ষম ও আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তিতে পরিণত করবে;

* মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষণ ও প্রচার করবে;

* প্রতিরোধমূলক মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন মহান ঘটনা ও স্থানকে চিহ্নিত করবে এবং সেই সব ঘটনা ও স্থানকে অবিস্মরণীয় করার ব্যবস্থা নেবে;

* মুক্তিযুদ্ধের খাঁটি দলিল ও প্রামাণ্য ইতিহাস জাতীয় পর্যায়ে সংরক্ষণ করে ভবিষ্যৎ বংশধরকে অনুপ্রাণিত করবে।

২৭। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও প্রসার

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আমাদের জাতীয় পরিচয়ের ও আত্মপোলব্ধির অনস্বীকার্য উপাদান। ১৯৪৮—৫২-এর ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সার্থকতার প্রথম মৌলিক সোপান। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যাতে জাতীয় জীবনে পূর্ণ ও ব্যাপক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয় সে জন্যে আমাদের দল ও তার সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালাবে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির মূল কেন্দ্র যাতে বাংলাদেশ ভিত্তিক হয় সেজন্য আমাদের দল সর্বাত্মক প্রয়াস চালাবে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে আমাদের পার্টি :

* বিদ্যালয় ও বিদ্যায়তনসমূহে বাংলা ও সাহিত্যচর্চা জোরদার করবে;

* বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নের জন্যে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার কার্যক্রম সুসংবদ্ধ ও বলিষ্ঠ করবে;

* জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা বলিষ্ঠতর ব্যবহার ও ব্যাপকতর প্রসারে চেষ্টা করবে এবং উচ্চতর ও মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক ও

https://nagorikpathagar.org

গবেষণামূলক গ্রন্থাদি বাংলায় দ্রুত রচনার বা অনুবাদের আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২৮। বাংলাদেশী সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ক্রীড়ার বিকাশ

জাতির স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনশীল প্রতিভার সুষ্ঠু ও সার্বিক বিকাশের উদ্দেশ্যে আমাদের দল সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ক্রীড়ার সংগঠিত ও বিস্তৃততর উন্নয়নের প্রচেষ্টা নেবে। এ লক্ষ্য অর্জন করার জন্যে আমরা :

* দেশের সকল এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক সংস্কৃতি ও ক্রীড়া কেন্দ্র পর্যায়ক্রমে এবং সুবিন্যস্তভাবে গড়ে তুলব;

* সংস্কৃতি, সাহিত্য ক্রীড়া ক্ষেত্রে সকল জননির্ভর এবং জীবনমুখী লোক প্রচেষ্টাকে প্রয়োজনীয় বাস্তব সাহায্য সহায়তা দেব;

* দেশের আনাচে-কানাচে সংস্কৃতি, সাহিত্য ক্রীড়া ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিভাশীল ব্যক্তি ও গোষ্ঠী রয়েছে তাদেরকে চর্চা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ দিয়ে তাদের সাধনালব্ধ কৃতিত্বকে জাতীয় সম্মান ও সম্পদে রূপান্তরিত করার সুসংগঠিত প্রচেষ্টা চালাব।

২৯। ধর্মীয় শিক্ষা

ধর্ম আমাদের ঐতিহ্যের অবিভাজ্য অংশ। বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মীয় মানুষের আবাসস্থল। ইসলাম এদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্ম ও জীবন দর্শন। ইসলাম ধর্মের শিক্ষা যাতে মুসলমানদের জীবনে সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হতে পারে সে জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। অনুরূপভাবে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা যাতে নিজ নিজ জীবন বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মশিক্ষা লাভ করতে পারেন সেজন্যে আমাদের দল আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাবে।

৩০। জাতীয় শাসনতন্ত্রের জীবন নির্ভর ও বাস্তবমুখীরূপ সংরক্ষণ

গত আড়াই বছরে জাতীয় স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও উন্নয়নের প্রয়োজনে বাস্তবতার দাবীতে জাতীয় শাসনতন্ত্রে যে সকল বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন আনা হয়েছে তা সুরক্ষিত রাখার জন্যে আমাদের দল সরকারকে সকল সমর্থন দেবে।

৩১। জাতীয় পররাষ্ট্র নীতির উপাদান ও লক্ষ্য : স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, সমৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক প্রীতি ও সখ্যতা

আমাদের দলের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, সংগঠিত জাতীয় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জনের সকল প্রচেষ্টা বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক জগতে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদার আসনে সমাসীন করতে পারবে। সকল জাতির স্বাধীন সার্বভৌম

https://nagorikpathagar.org

সমতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক প্রীতি, সখ্যতা ও শান্তি গড়ে উঠুক এবং সুরক্ষিত হোক ইহাই জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশী পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে প্রধান লক্ষ্য।

বাংলাদেশের জনগণ আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ও সংঘর্ষের বিরোধী। জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে আমাদের দল এমন এক পররাষ্ট্রনীতির অনুসরণ করবে যার আওতায় সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনভিত্তিক সাম্যের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। আমাদের দল অন্য দেশ ও জাতির আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করে যাবে। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আমাদের মৌলিক প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে :

(ক) জাতিসংঘের সনদ এবং এর মূলনীতির প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন;

(খ) আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি গভীরতর ও স্থায়ী করার প্রচেষ্টায় শামিল হওয়া;

(গ) তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে বাংলাদেশের সহমর্মিতা ও সখ্যতা দৃঢ় করে তোলা;

(ঘ) মুসলিম দুনিয়ার ভ্রাতৃপ্রতিম সকল দেশের সঙ্গে গভীর ও স্থায়ী বন্ধুত্ব অটুট রাখা ও সম্প্রসারিত করা;

(ঙ) আরব এবং ফিলিস্তিনী ভাইদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার পূর্ণ সমর্থন দান করা;

(চ) জোটনিরপেক্ষ বিশ্বের সঙ্গে মৈত্রীর বন্ধন জোরদার করে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা;

(ছ) প্রতিবেশী সকল রাষ্ট্রের সাথে বিশেষতঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিকটবর্তী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা দৃঢ় ও স্থায়ী করা;

(জ) এশিয়া ও আফ্রিকাসহ দুনিয়ার যে সব এলাকায় অত্যাচারী ঔপনিবেশিক স্বৈরাচারী সংখ্যালঘু সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শাসন ও শোষণ চলছে সে সব অঞ্চলের জনগণের বিপ্লবী মুক্তি আন্দোলনকে সকল প্রকার সমর্থন দেওয়া।

পার্টির পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে অটুট রেখে সকল দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ করে এমন এক শান্তিপূর্ণ ও উন্নয়নমুখী পরিবেশ গড়ে তোলা যা বাংলাদেশের জনগণের উন্নয়ন, সুখ ও সমৃদ্ধির সহায়ক হবে।

আগস্ট ১৯৭৮

https://nagorikpathagar.org

পার্টির আদর্শ

প্রথম অধ্যায়

আমাদের জাতীয় সমস্যাবলীর প্রকৃত বিশালতার কারণ উদঘাটনের জন্য আমাদের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা অপরিহার্য। উপমহাদেশের, পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ডের এবং সাগরপার থেকে আগত বিদেশী শাসকগোষ্ঠী শত শত বছর ধরে এদেশের মানুষের ওপর যে নিষ্ঠুর শোষণ, নিষ্পেষণ ও নিপীড়ন চালিয়েছিল মূলতঃ সেটাই এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী। এদেশের সম্পদ পাচার হয়ে যায় সেই শাসকদের স্বদেশে এবং এই সম্পদের ওপর এদেশের মানুষের ন্যায্য অধিকার থেকে তাদের সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা হয়। এভাবে দুশো বছরেরও বেশি কাল ধরে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের সমস্যাবলী ক্রমাগত পুঞ্জিভূত হয়ে বর্তমানে পর্বত প্রমাণ রূপ নিয়েছে। ১৯৪৭ সালের পূর্ববর্তী কালের মোট সোয়া দুশো বছর, পাকিস্তানের আমালে এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পরের কয়েক বছর ক্রমাগত শোষণের ফলে এদেশের মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়েছে এবং সত্যি কথা বলতে কি একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। শহর ও পল্লী এলাকায় আমাদের সমাজ ব্যবস্থা যাতে সংগঠিত হয়ে উঠতে না পারে, বিদেশী শাসকগণ তার সব বন্দোবস্তই পাকা করেছিল। সামাজিকভাবে আমরা যাতে দুর্বল, দ্বিধা বিভক্ত এবং মনোবলহীন হয়ে থাকি, আমরা যাতে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে না পারি, সেজন্য সুপরিকল্পিতভাবে এটা করা হয়েছিল। তারা চেয়েছিল এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে যাতে করে দেশের ভেতর বিশেষ সুবিধাভোগী একটি শ্রেণী গড়ে তোলা যায় এবং এদেশের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অসহায় জনগোষ্ঠীকে শোষণ করা জন্য তাদের লেলিয়ে দিতে পারা যায়। এই লক্ষ্য সামনে রেখে তারা সৃষ্টি করে একটা জমিদার শ্রেণী যারা ন্যায়নীতির কোন রকম তোয়াক্কা না করে, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শোষণের যাঁতাকালে এদেশের মানুষকে পিষ্ট করতে থাকেন। এ জমিদার শ্রেণী ছিল তাদের সতর্কতার সঙ্গে দেশে একটি ঔপনিবেশিক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের এমনভাবে প্রশিক্ষিত এবং উদ্বুদ্ধ করা হয় যে তারা যেন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন

https://nagorikpathagar.org

হয়ে থাকে এবং শুধু তাদের ঔপনিবেশিক প্রভুদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই তৎপর থাকে।

কলকাতা এবং দিল্লীর মসনদ থেকে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা হত। আর বাংলাদেশে ছিল তাদের বিভিন্ন ধরনের রসদ ও কাঁচামালের যোগানদার। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ক্ষেতে খামারে ফসল ফলিয়েছে এদেশের মানুষ কিন্তু কোন দিনই তারা তা থেকে উপকৃত হয়নি। শোষণের প্রক্রিয়াকে আরও জোরদার করার জন্যে নির্বাচিত এক শ্রেণীর প্রতিনিধিরা প্রশাসনের কর্মকর্তা এবং জমিদারদের কাছ থেকে সবরকম দিক নির্দেশনা ও সাহায্য সহযোগিতা পেত। শোষণের প্রক্রিয়াকে চূড়ান্ত করার জন্য তারা সাধারণ মানুষকে মুখ খুলতে দিত না। শোষণের এই প্রক্রিয়া থেকেই প্রতিটি গ্রামে সৃষ্টি হয় ন্যায়নীতি বর্জিত অশুভ একটি শ্রেণী (Evil gentry) যারা দেশে জনগণের মধ্য থেকে সত্যিকার নেতৃত্বে বিকাশের পথ রুদ্ধ করে রাখে। সমাজের বিশেষ সুবিধাভোগী এই শ্রেণীটিই সাধারণ মানুষের শ্রমকে পুঁজি করে প্রভাব প্রতিপত্তি আর ধন-দৌলতের মালিক হয়ে দাঁড়ায়। পৃথিবীতে সম্ভবতঃ এমন আর একটি দেশও খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানকার মানুষ এদেশের জনগণের মত এত দীর্ঘকাল ধরে এবং এত বেশি শোষিত ও নির্যাতিত হয়েছে। এবং এই দুর্দশার জন্য দায়ী সমাজের বিশেষ সুবিধাভোগী এই শ্রেণীটি যারা ছিল তাদের বিদেশী প্রভুদের দ্বারা সৃষ্ট এবং লালিত।

শোষণের এই প্রক্রিয়া কিন্তু আজও শেষ হয়ে যায়নি। আজও তা আমাদের সমাজে নানারূপে চালু রয়েছে। পল্লী এলাকার বিশাল জনগোষ্ঠী আজও পুরোপুরি সংগঠিত নয়। ফলে এখনও তারা প্রতিপদে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত হচ্ছে। সমাজে শীর্ষ স্থানীয় এই অশুভ শোষণের হাত থেকে পরিত্রাণের কোন পথ তাদের জানা নেই।

আজ আমাদের অতীতের প্রকৃত ইতিহাস জনগণের সামনে তুলে ধরার সময় এসেছে, যেন তারা অনুধাবন করতে পারে, এই সমাজে কে তাদের শত্রু আর কে তাদের মিত্র। কারা তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করেছে, কাদের হাতে তারা শোষিত, অত্যাচারিত হয়েছে সেটা আজ তাদের জানতে হবে। এই সত্যোপলব্ধি-ই তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করবে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের চেতনা— তাদের হৃদয়ে এই আদর্শ ও ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত করবে। সেটা না হওয়া পর্যন্ত তারা এ দেশকে ভালবাসবে কেমন করে?— কেমন করে নিজেদের উৎসর্গ করবে দেশ গড়ার কাজে।

https://nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের পল্লী এলাকা জুড়ে লুকিয়ে রয়েছে বিপুল সম্পদ ও সম্ভাবনা, তার কতটুকুর সন্ধান আমরা রাখি? একটু চেষ্টা করলেই আমরা খাদ্যশস্য, মাছ, গবাদিপশু ইত্যাদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত হতে পারি। আমাদের রয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাস, চুনাপথর, কঠিন শিলা, পানি, বনজ সম্পদ এবং অন্যান্য কয়েক ধরনের প্রাকৃতিক জ্বালানির প্রায় অফুরন্ত সঞ্চয়। সর্বোপরি আমাদের রয়েছে বিপুল জনশক্তি— দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্যে যাদের সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করতে হবে। এতোদিন পর্যন্ত বিদেশীরা এবং এই উপমহাদেশের অন্যান্যরা তাদের স্বদেশের উন্নয়নের জন্য আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন করেছে। আমরা আজ যেসব সমস্যার সম্মুখীন তার সমাধানের জন্য জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তুলতে হবে। নারী-পুরুষ-কৃষাণ-শ্রমিক-ছাত্র সকলকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ছায়াতলে সংগঠিত করতে হবে স্থানীয় সরকার অর্থাৎ স্বনির্ভর গ্রাম সরকার যা স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটিয়ে দেশপ্রেমিক ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পুরোভাগে নিয়ে আসবে। জাতীয় সংসদ সদস্যরাও এদের মধ্যে থেকেই আসবেন। প্রশাসনের ব্যবস্থা সংস্কার ও পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে তাকে জনগণের আরও কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া হবে। নারী-পুরুষের সমন্বয়ে প্রতিটি গ্রামে গঠিত হবে গ্রাম প্রতিরক্ষা দল। অনুরূপভাবে জাতীয় যুব মহিলা সংস্থা এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আদর্শে বিশ্বাসী সকল দেশপ্রেমিক শক্তিকে আরও জোরদার করা হবে।

আগেই বলা হয়েছে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে লুণ্ঠন ও বঞ্চনার ফলে এদেশের মানুষ জগাখিচুরী মার্কা একটা রাজনৈতিক অব্যবস্থা ও কায়েমী স্বার্থের শিকারে পরিণত হয়। সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা ছিল তাদের রাজনীতির পুঁজি। এবং বলা বাহুল্য রাজনীতি সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধনের বদলে তাদের অধিকার হরণ করে এই দেশী-বিদেশী প্রতারকদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়। এই প্রতারণার ফলে জনগণ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে পড়ে। এই রাজনীতিতে দেশাত্মবোধ হয়ে ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত কিংবা জনগণকে শোষণের মধ্যদিয়েই তা শেষ পরিণতি লাভ করে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা পরবর্তী আমরা বিদেশী অর্থপুষ্ট কয়েকটি রাজনৈতিক দল এবং বেশ কিছু ব্যক্তিসর্বস্ব রাজনৈতিক দলের আর্বিভাব লক্ষ্য করেছি। তাদের এই রাজনীতি হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবৈধ ও অসাধু পন্থায় জীবিকা অর্জনের একটা কৌশল মাত্র,— যার সুফল নৈতিক কিংবা বৈষয়িক কোন দিক দিয়েই জনগণের নাগালে পৌছায়নি। জনগণ তাদের বিশ্বাস করে শুধু ঠকেছে এবং দিনে দিনে আরও নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। উপরোক্ত সমস্যার সমাধান হচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী

https://nagorikpathagar.org

দলকে গণতান্ত্রিকভাবে সংগঠিত একটি দলে পরিণত করা যাতে জনগণের পূর্ণ অংশ গ্রহণের নিশ্চয়তা থাকবে। একই সঙ্গে হীন, স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত ও বিতাড়িত করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে গ্রাম পর্যায়ে সংগঠিত করে তার যুব, মহিলা, কৃষক ও ছাত্র অংগদল গঠন করতে হবে। দলীয় কর্মীদের রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত ক্যাডার যা গ্রাম থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে ওপরের দিকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছুবে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের অবশ্যই কতগুলি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চাই— যেখানে আমরা আমাদের সদস্য এবং দলীয় ক্যাডারদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দান করব। এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছড়ানো থাকবে দেশের সর্বত্র— যেন সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত আমাদের লোকজন তা থেকে উপকৃত হতে পারে। এছাড়া আরও কতগুলি কাজ আমাদের অবশ্যই করতে হবে। যেমন গ্রাম পর্যায় থেকে শুরু করে ওপরের দিকে শহর পর্যন্ত সকল স্তরে, বিশেষ করে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বড় বড় সকল সহর, শিল্প এলাকা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমাদের বিরতিহীনভাবে পার্টির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সমাবেশ, জনসভা ইত্যাদির অনুষ্ঠান করতে হবে যাতে করে দেশের শিশু-কিশোর, ছাত্র-ছাত্রী, কৃষক-শ্রমিক, যুবক-যুবতী, গৃহবধূ— যারা দেশকে ভালবাসেন তাদের সকলকে আমাদের পার্টির আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে পারা যায়, যেন ১৯৭১ সালে যে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম তাকে আমরা উপলব্ধি ও গ্রহণ করতে এবং তার গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হই। এজন্যে দরকার যতো তাড়াতাড়ি এবং যতো কম খরচে সম্ভব, ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত পার্টির কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একটা করে অফিস স্থাপন করা–পার্টির কর্মীরা যাকে টিকিয়ে রাখবে। পার্টির প্রত্যেক সদস্যকে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী, তা যতো কমই হোক, পার্টির তহবিলে চাঁদা দিতে হবে। বিভিন্ন পর্যায়ে আমাদের যেসব সাবজেক্ট কমিটি ও নির্বাহী কমিটি রয়েছে, তাদের সক্রিয় থাকতে হবে। আমাদের পার্টির ম্যানিফেস্টো যাতে শান্তিপূর্ণ বৈপ্লবিক কর্মসূচীর রূপরেখা লিপিবদ্ধ আছে— সেই দলিলে বর্ণিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তব্য সম্পাদনে তাদের অবশ্যই তৎপর হতে হবে।

আমরা উৎপাদনের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। এই লক্ষ্য অর্জনে সমবায় ও অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের বেকার যুবক ও মহিলাদের কাজে লাগানোর জন্য পার্টিকে উদ্যোগী এবং সর্বপ্রকারের ব্যবস্থা হাতে নিতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে দেশের প্রত্যেক নরনারীকে উৎপাদনমুখী কাজে নিয়োজিত করে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সাধনই হচ্ছে পার্টির নীতি। এই নীতির বাস্তবায়নের জন্য যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব বিভিন্ন অংগ দলের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী পার্টি

https://nagorikpathagar.org

সংগঠন গড়ে তোলা অপরিহার্য। বিপ্লবের যে কর্মসূচী আমাদের সংবিধানে লিপিবদ্ধ আছে, পার্টি নেতৃবর্গ ইতিমধ্যেই তা গ্রহণ করেছেন। এখন এই বৈপ্লবিক চেতনা সঞ্চারিত করতে হবে পার্টির সদস্যদের মধ্যে এবং একই সঙ্গে দেশের জনগণকেও এই শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের সকল দিক ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত করতে হবে এবং তাদের মনেপ্রাণে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করতে হবে অর্থাৎ দেশের জনসাধারণকে মানসিকভাবে গড়ে তুলতে হবে।

প্রত্যেকটি পার্টি মিটিং, জনসভা, সম্মেলন, র‍্যালী ও অন্যান্য যে কোন অনুষ্ঠানে বক্তারা পার্টির বৈপ্লবিক কর্মসূচীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেবেন, সকল সূত্র থেকে সুপারিশ পরামর্শ আহ্বান করবেন এবং যখনই কোন সু-পরামর্শ পাওয়া যাবে, তা বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করবেন। এভাবে আমরা আমাদের বৈপ্লবিক কর্মসূচীকে আরও ফলপ্রসূ করতে পারবো। এর নিশ্চয়তা বিধানের জন্য পার্টির নেতৃবর্গ ও সংসদ সদস্যরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে মাঝে মাঝে বৈঠকে মিলিত হবেন এবং ঘটনা প্রবাহের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হবেন, তা নিয়ে আলোচনা করবেন। পার্টিকে আরও শক্তিশালী করার খাতিরে আরও যে জিনিসটা আমাদের অবশ্যই করতে হবে, তা হল প্রকৃত জাতীয়তাবাদী ও উৎপাদনমুখী রাজনীতির মাধ্যমে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির যুবকর্মীদের আমাদের দলে টেনে আনা। ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তরুণ সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণ রেখে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আমাদের অবশ্যই অতি দ্রুত ছাত্র অংগদল সংগঠিত করতে হবে। আমাদের দলভুক্ত ছাত্র সদস্যদের দলীয় নীতি ও আদর্শ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল করে তুললেই শুধু যথেষ্ট হবে না, তাদের একই সঙ্গে বিভিন্ন জাতীয় উন্নয়নমূলক কাজেও নিয়োজিত করতে হবে যাতে করে তারা আমাদের উৎপাদনে রাজনীতির সঙ্গে নিজেদের ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলতে পারে।

পার্টির নির্বাহী কমিটিগুলি এবং বিভিন্ন স্তরে এর অংগদলগুলিকে মাঝে মাঝেই বৈঠকে মিলিত হয়ে দলীয় লক্ষ্য অর্জনের সাফল্য-ব্যর্থতা পর্যালোচনা করে ভুল-ত্রুটি সংশোধনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। দলের সদস্য, সমর্থক ও জনগণকে পার্টির কর্মসূচী ও কর্মতৎপরতা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য আমাদের কতগুলি ইংরেজী-বাংলা দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতে হবে। অংগদলগুলিও তাদের নিজস্ব সাপ্তাহিক প্রকাশ করবে।

আমার লক্ষ্য করেছি কয়েকটি রাজনৈতিক দল ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে এবং শ্রমিক ও ছাত্র অংগনে তাদের তৎপরতা কেন্দ্রীভূত করেছে। এই অশুভ

https://nagorikpathagar.org

তৎপরতা সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন থাকা এবং এই ক্ষেত্রগুলিতে অতিদ্রুত আমাদের পার্টি সংগঠনকে শক্তিশালী করে তাদের নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া অবশ্য প্রয়োজন। আমাদের পার্টি বয়সে নবীন। তাই মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যসহ পার্টির নেতৃবৃন্দকে অবশ্যই পার্টিকে সুসংগঠিত করার জন্যে যথেষ্ট সময় ব্যয় করতে হবে। মনে রাখতে হবে আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের ক্ষমতা প্রভাব সবকিছু এই পার্টির ওপর নির্ভরশীল। কাজেই বিভিন্ন পর্যায়ে, বিশেষ করে সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে এই ভিত্তি মজবুত না হলে আমাদের অস্তিত্ব টিকবে না। আমাদের সকলকে তাই পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে প্রচারিত নির্দেশ অনুযায়ী নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী যে সব রাজনৈতিক দল জাতীয়তাবাদের আদর্শে বিশ্বাসী নয় তাদের রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় করার জন্যে আমরা অবশ্যই সর্বশক্তি নিয়োগ করব, কিন্তু একই সঙ্গে জাতীয়তাবাদী, দেশপ্রেমিক এবং আমাদের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন রাজনৈতিক দলগুলিকেও আমাদের মূল্যায়ন করতে হবে। বলা বাহুল্য আমাদের অবশ্যই প্রতিনিয়ত আমাদের পার্টি ক্যাডারের শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সমাজের বিভিন্নস্তর থেকে সুপরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় অর্থাৎ শিক্ষক, ছাত্র, সাংবাদিক, বৈজ্ঞানিক, লেখক, শিল্পী ও কারিগরি পেশাভুক্ত ব্যক্তিদের দলের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ করার জন্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

এবার আসা যাক সংস্কৃতির প্রশ্নে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে বহু যুগ ধরে আমাদের সংস্কৃতির ওপর পরিকল্পিতভাবে হামলা চলেছে। জাতীয় জীবনে বিদেশী ভাবধারা ও সংস্কৃতির ওপর অনুপ্রবেশের ফলে জাতীয় সংহতি ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের জন্যে অপরিহার্য একটি সত্যিকার দেশজ সংস্কৃতির বিকাশ কোনক্রমেই সম্ভব হয়নি। বিদেশী সমর্থন ও অর্থপুষ্ট কিছু লোক বাংলাদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হবে যে সংস্কৃতিতে তার সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের পথ আজও রুদ্ধ করে রাখবার চেষ্টা করছে। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিতে বিদেশী চিন্তাধারার অশুভ অনুপ্রবেশ রোধ করতে হবে। সংস্কৃতির অপমৃত্যু ঘটানোর জন্যে যারা সচেষ্ট তাদের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করতে হবে। এর জন্যে প্রথম প্রয়োজন সারা দেশব্যাপী শহরে গ্রামে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সাংস্কৃতিক অংগদল গড়ে তোলা। এবং এগুলির মাধ্যমে জাতীয় সংস্কৃতির পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা ও এর যথার্থ বিকাশের জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। একই সঙ্গে দেশপ্রেমিক সকল শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, সংগীতশিল্পী তথা শিল্পকলার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেককে সর্বোতভাবে, সহায্য সহযোগিতা ও উৎসাহ দিতে হবে।

https://nagorikpathagar.org

বিশেষ বিশেষ দিনে ও উপলক্ষে জাতীয়তাবাদী দলের সাংস্কৃতিক অংগদলের মাধ্যমে দেশের সর্বত্র সকল পর্যায়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। বস্তুতঃ আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ, উন্নয়ন ও প্রসার মূল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং এর সকল অংগদলের দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে গণ্য হবে। দলের উদ্যোগে এবং প্রচেষ্টায় বিভিন্ন স্থানে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। এসব কেন্দ্রে বাংলাদেশের নিজস্ব সাংস্কৃতিকে সম্যকভাবে জনগণের কাছে তুলে ধরতে হবে। উপমহাদেশের রাষ্ট্রসমূহ ইসলামী দুনিয়া এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে নিয়মিতভাবে সাংস্কৃতিক দল পাঠিয়ে বাংলাদেশের শিল্প, চারুকলা তথা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে বিশ্ববাসীকে পরিচিত করে তুলতে হবে।

আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করা ও বিশদ আলাপ-আলোচনা করা অত্যন্ত জরুরী। আমাদের জানতে হবে যে আমাদের দেশে— জমিতে, পানিতে এবং মাটির নিচে কি সম্পদ রয়েছে। দেশবাসীকেও এ সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত করতে হবে। এতে করে নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তারা সঠিকভাবে আশাবাদী হতে পারবে। এ কথাটা সবার উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে অফুরন্ত সম্পদ রয়েছে আমাদের সারাদেশে। এই সম্পদের ক্ষুদ্র অংশও এখন পর্যন্ত আহরণ বা ব্যবহার করা হয়নি। জমি হচ্ছে আমাদের মূল সম্পদ। পলিমাটি সমৃদ্ধ উর্বরা যে জমি আমাদের রয়েছে তা থেকে বর্তমানের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি কৃষিপণ্য উৎপাদন সম্ভব। আমাদের প্রচুর পানি রয়েছে— বস্তুতঃ পানি আমাদের নষ্ট হচ্ছে প্রতিদিন। পানি প্রাপ্যতা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে এবং পানিকে কৃষি, মাছের চাষ ও অন্যান্য কাজে পূর্ণভাবে সদ্ব্যবহার করতে হবে। বাংলাদেশের খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য সর্বজনবিদিত। এর সঙ্গে রয়েছে শক্তির উৎস যেমন তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস। এগুলিকে অনুসন্ধান, আহরণ ও ব্যবহারের জন্যে সত্যিকার কিছু করা হয়নি এতদিন। সবার ওপরে আমাদের রয়েছে বিরাট ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ— জনশক্তি। এই বিরাট জনশক্তি আজ আমাদের কাছে বোঝার মত মনে হচ্ছে কারণ এদেরকে অতীতে কখনও ঐক্যবদ্ধ করে কার্যকর শক্তি হিসেবে সংগঠিত করা হয়নি। ফলে এদেরকে যথাযথভাবে কাজে নিয়োজিত করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আমাদের এবার দেশের সকল সম্পদ— জমি, পানি, খনিজ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ ও সর্বোপরি জনশক্তিকে পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে হবে।

বিপ্লব :

অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ দ্রুততম সময়ে গণমানুষের জন্যে নিশ্চিত করাই হবে এই বিপ্লবের উদ্দেশ্য।

https://nagorikpathagar.org

শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের উদ্দেশ্য বলতে আরো বোঝায় :

১। জাতীয় স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সুসংহত করা। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন একটি সুসম পররাষ্ট্রনীতি। একই সঙ্গে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে সমগ্র দেশবাসীকে প্রস্তুত করে তুলতে হবে। ছোট হলেও একটা সদাপ্রস্তুত, কার্যকর সশস্ত্র বাহিনী আমাদের থাকতে হবে আর এই সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে থাকবে আধা সামরিক বাহিনী ও জনগণের মিলিশিয়া। এছাড়া স্কুল কলেজে ক্যাডেট কোরের মাধ্যমে মৌলিক সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।

২। কৃষি সংস্কার

আমাদের খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করতে হবে। মাছের চাষ, হাঁস-মুরগি ও গবাদীপশু পালন ও প্রজনন কয়েক গুণ বাড়াতে হবে। সারাদেশকে সেচের আওতায় আনতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জিত হবে প্রায় আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে। জমির মালিকানা ব্যবস্থা দেশবাসীর কাছে সহজ গ্রহণযোগ্য একটা পন্থায় পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন। তেমনি প্রয়োজন উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্র থেকে জমি উদ্ধার করা, বন সম্পদ বৃদ্ধি ও পর্যায়ক্রমে কৃষি ও সমবায় গঠন করা।

৩। শিক্ষা সংস্কার।

৪। পরিবার পরিকল্পনা।

৫। ব্যাপকভাবে শিল্প উৎপাদন এবং দেশব্যাপী বৈদ্যুতিককরণ।

৬। সমাজ সংস্কার— যাতে থাকবে মানুষে মানুষে সাম্য আর ন্যায়বিচার ভিত্তিক সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা ও সুষম বণ্টন।

৭। প্রশাসনিক সংস্কার।

৮। ধর্মকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে মূল পরিচালক শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া।

৯। আইন সংস্কার।

১০। শ্রম আইন সংস্কারের মাধ্যমে শ্রমিকদের অবস্থার সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন।

১১। জনশক্তির উন্নয়ন (পুরুষ নারী সকলকে)।

১২। খনিজ তথা সকল প্রাকৃতিক সম্পদের অনুসন্ধান, আহরণ ও পূর্ণ সদ্বব্যবহারের ব্যবস্থা করা।

১৩। সাংস্কৃতিক উন্নয়ন।

ভূমি ও কৃষি ব্যবস্থা

বর্তমানে আমাদের জাতীয় উৎপাদনের বৃহত্তম অংশ আসে কৃষি থেকে। তাই স্বাভাবিকভাবেই শতকরা ৮৫ জন লোক জমিতে কৃষি কাজে বিভিন্নভাবে নিয়োজিত রয়েছে। কৃষি থেকেই সবচেয়ে কম সময়ে প্রত্যক্ষ ফল ও লাভ

https://nagorikpathagar.org

পাওয়া যায়। এদিকে আমাদের জমির যে উর্বরা শক্তি তার মাত্র ২০ ভাগ আমরা কাজে লাগাচ্ছি। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে আমাদের কৃষি উৎপাদন চার পাঁচ গুণ বাড়ান সম্ভব। তবু একটা বাস্তব ব্যবস্থা হিসেবে আগামী প্রায় পাঁচ বছরে আমাদের খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তাই জমির পূর্ণ ব্যবহারের জন্যে কৃষি সংস্কার অপরিহার্য। এই সংস্কারের অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে জমির মালিকানা ও স্বত্ব ইত্যাদি ব্যবস্থাও আসবে। বস্তুতঃ কৃষি সংস্কার বলতে কৃষি সম্পর্কিত সবকিছুই বোঝায়।

প্রথমতঃ আমাদের দেশের সকল আবাদী জমিকে বহুমুখী সেচ ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে। অর্থাৎ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে দেশের সব হাজামজা নদী ও খাল পুনঃ খনন করে সেগুলিকে সারা বছর যাতে পানি থাকে এমন নদীগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করা। যেখানে নদী ও খাল পুনঃ খনন করে জমিতে পানি সরবরাহ সম্ভব নয় সেখানে নতুন খাল খনন করে সেগুলিকে সদ্যপ্রবাহিত নদীর সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। এ পদ্ধতি যেখানে কার্যকর নয় সেখানে বিভিন্ন ধরনের বিউবওয়েল ব্যবহার করতে হবে। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে সত্যিকার বিপ্লব আসবে বাঁশ ও কাঠ দিয়ে দেশে তৈরি ছোট ছোট পাম্প ও টিউবওয়েল ব্যবহারের মাধ্যমে। এগুলি মহিলা এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও অনায়াসে চালাতে পারবে। এর জন্যে তেল বা বিদ্যুতের কোন প্রয়োজন হবে না আর মেরামতের জন্যে খুচরা যন্ত্রাংশেরও কোন সমস্যা থাকবে না। টিউবওয়েল দিয়ে ক্রমাগত সেচের জন্যে পানি তুললে ভূনিম্ন পানির স্তর নেমে যাবে বলে যে আশংকা করে হচ্ছে সেটা ভুল। নদী খাল পুনঃ খননের ফলে নদীগুলি দিয়ে যে পানি সারা বছর প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে তার যথাযথ ব্যবহার হবে এবং এর ফলে ভূ-নিম্নস্থ পানির প্রয়োজনীয় উচ্চতা বজায় রাখা সম্ভব। দেশের সকল আবাদী জমির পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্যে আমাদের প্রয়োজন কৃষি সমবায় গঠন করা। জমিতে "আইল" করে যে বিপুল পরিমাণ চাষযোগ্য জমি নষ্ট হচ্ছে সমবায় করলে সেই অপচয় রোধ করা যাবে। খাদ্য তখন প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে সার, কীটনাশক ওষুধ ইত্যাদি চাষ করতে হবে। আমাদের বিভিন্ন ধরনের কৃষিপণ্য উৎপাদন করতে হবে, ব্যাপকহারে গম, যব, বজরা ইত্যাদির চাষ করতে হবে। ভোজ্য তেলের জন্যে সরষে, সয়াবিন, সূর্যমুখী ফুল, ভুট্টা ইত্যাদির উৎপাদন অনেক বাড়াতে হবে। সারা দেশে ব্যাপকহারে তুলা চাষেরও ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে আমাদের তুলার চাহিদা আমরা দেশেই মেটাতে পারি। ইতিমধ্যেই দেশে তুলা উৎপাদনের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে এবং দেশের ১০ লক্ষ একর জমিতে তুলা চাষ করলে আমাদের সারা বছরের চাহিদা চালাতে

https://nagorikpathagar.org

হবে। এর ফলে শুধু যে আমাদের গ্রামীণ সমাজ জীবনে আমূল পরিবর্তন আসবে তাই নয়— বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে সেচের পাম্প টিউবওয়েল প্রভৃতি চালাবার খরচও অনেক কমে যাবে। জমির পূর্ণ ব্যবহারের জন্যে আমাদের উচিত পল্লী অঞ্চলে বসতবাড়ির জন্যে যথাসম্ভব কম জমি ব্যবহার করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

আমাদের রাস্তাঘাট, রেলওয়ে লাইন, বাঁধ ও খালের দু'ধারে ফলের গাছ লাগাতে হবে যাতে করে জমির সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারি। এসব গাছ থেকে যে পরিমাণে ফল পাওয়া যাবে তা দিয়ে আমাদের খাদ্যের ঘাটতি মেটাতে সম্ভব হবে।

দেশের উত্তরাঞ্চলে ছোটখাটো বনাঞ্চল গড়ে তুলতে হবে। সমুদ্র থেকে জেগে ওঠা জমি সদ্ব্যবহারের জন্যে আমাদেরকে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং পরিকল্পিতভাবে সমুদ্র থেকে জমি পুনরুদ্ধার (reclaim) করতে হবে। একই সাথে দেশের চর জমিগুলির সুষ্ঠুভাবে বিলি ব্যবস্থা করে সেগুলিকে পুরোপুরিভাবে চাষাবাদের আওতায় আনতে হবে। উন্নতমানের ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে আমাদেরকে উচ্চ ফলনশীল বীজ উৎপাদনের বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে।

শহর এলাকায় স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিটি শহরের চারপাশে ব্যাপকভাবে শাক-সবজির আবাদ করতে হবে যাতে করে এই এলাকার প্রয়োজন স্থানীয়ভাবে মেটানো যায় অর্থাৎ green belt সৃষ্টি করতে হবে এইসব ব্যবস্থা পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়িত হলে আমরা বছরে গড়ে একটি ফসলের জায়গায় কমপক্ষে তিনটি ফসলের নিশ্চিয়তা বিধান করতে পারব।

স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে হাওরগুলিকে জলাশয়রূপে গড়ে তুলতে হবে যাতে করে প্রয়োজন মত এগুলিকে শুষ্ক এলাকায় সেচ কার্যে ব্যবহার করা যায়। খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ হবার পর এগুলির সংরক্ষণের জন্যে সরকারী পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। স্থানীয় সংস্থাগুলিতে শস্যগুদাম নির্মাণ করতে হবে। একই সঙ্গে আমাদের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে যাতে করে লোকে শুধুমাত্র ভাতের উপর নির্ভর না করে রুটি, শাক-সবজি ও ফল খেতে শেখেন।

গম উৎপাদন বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে কৃষকরা যাতে তাদের পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় সে বিষয়ে আমাদেরকে সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করতে হবে।

কৃষি ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে আরও উন্নত ও সম্প্রসারিত করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত তার শাখা বিস্তার করতে হবে যাতে করে সুবিধা সাধারণ কৃষকের

https://nagorikpathagar.org

নাগালে পৌঁছুতে পারে। শুধু শাখা খুললেই যথেষ্ট হবে না। এর নিয়ম-কানুনও এমনভাবে শিথিল করতে হবে যেন টাকা-পয়সা লেনদেন করতে কৃষকদের কোন রকম অসুবিধায় পড়তে না হয়। এই ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে শস্য-বীমার প্রচলনকেও উৎসাহিত করতে পারা যাবে।

একথা পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে আমরা এখনও পর্যন্ত বলতে গেলে সেই প্রাগৈতিহাসিক আমলের কৃষি ব্যবস্থাকেই আঁকড়ে ধরে রয়েছি। আমাদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের প্রয়োজন এই কৃষি পদ্ধতির আধুনিকায়ন ও উন্নত অপরিহার্য এবং সেজন্যে দেশের সর্বত্র আরও ব্যাপকভাবে ছোট ছোট ট্রাক্টর ও অন্যান্য কৃষি সরঞ্জামের ব্যবহার চালু করা দরকার। তা করতে গেলে দেশের ভেতরেই এসব সরঞ্জাম উৎপাদনের ব্যবস্থা নিতে হবে। এবং আমাদের কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে অবিলম্বে তাদের প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা নিতে হবে। কৃষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের নিশ্চয়তা বিধানের জন্যে স্থানীয় সংস্থাগুলিকে কাজে লাগানো হবে এবং আবাদযোগ্য সকল জমির পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করার দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করতে হবে। খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করার মাধ্যমে আমরা প্রায় আশি লাখ টন উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য বিদেশে রফতানি করতে সক্ষম হবো কিন্তু তা করার জন্যে এখন থেকেই আমাদের বিশ্ববাজারে ক্রেতার সন্ধানে যোগাযোগ করা দরকার। একই সঙ্গে আমাদের পরিবহন ব্যবস্থাকেও এই বিপুল পরিমাণ শস্য রফতানি উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে যাতে করে এই উদ্বৃত্ত রপ্তানী পণ্য সহজেই যেন সড়ক, রেলপথ ও নৌপথে বন্দর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারা যায়। এর ফলে স্বভাবতঃই আমাদের জাতীয় শিপিং লাইনকে আরও সম্প্রসারিত করার প্রয়োজন দেখা দেবে। সেই সঙ্গে দেশের সর্বত্র বিভিন্ন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন বেশ কিছু কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন করতে হবে। সরকারী এবং বেসরকারী উভয় খাতেই তা স্থাপন করা যাবে।

খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করার এই প্রক্রিয়া দেশের কর্মসংস্থান পরিস্থিতির ওপরও বিপুল প্রভাব বিস্তার করবে। এর ফলে ক্ষেতে খামারে প্রকৃত উৎপাদনসহ খাদ্যশস্যের বিপণন ইত্যাদি ক্ষেত্রে আশি লাখ থেকে এক কোটি বাড়তি লোকের কর্মসংস্থান হবে। আমাদের একটা সুসংঘবদ্ধ (Comprehensive) জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং সেই সঙ্গে ইসলামী দেশগুলিকে নিয়ে খাদ্যশস্যের একটা অভিন্ন বাজার গঠনেরও প্রচেষ্টা চালাতে হবে। খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করার কর্মসূচীর বাস্তবায়নে আমাদের অবিলম্বে কৃষি মন্ত্রণালয়কে পুনর্বিন্যস্ত করার এবং প্রতিটি থানায় কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন করার প্রয়োজন হবে। প্রত্যেক থানায় যেসব বিদ্যালয় রয়েছে সেগুলির মধ্য থেকেই

https://nagorikpathagar.org

কোন একটিকে এভাবে রূপান্তরিত করতে পারা যাবে। এর পাশাপাশি পল্লী এলাকায় কৃষি বিষয়ক শিক্ষাকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কৃষি উৎপাদন, মাছের চাষ এবং গবাদিপশু সম্পর্কে প্রশিক্ষণদানের দায়িত্ব পালন করবেন স্থানীয় সরকারগুলি, জাতীয় সংসদ সদস্যবর্গ এবং সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদের নেতৃবর্গ। এই কার্যক্রমের ব্যাপকতা এমন হবে যে আমরা যেন গোটা দেশকে একটি উন্নত ও আধুনিক কৃষকের জাতিতে পরিণত করতে পারি। এছাড়া আমাদের ব্যাপকভাবে অয়েল পাম, নারিকেল, রাবার ও কফি চাষের প্রতি মনোযোগী হতে হবে এবং অন্যান্য কতগুলি ফল যেমন আঙ্গুর, আপেল ইত্যাদি উৎপাদনের ব্যাপারেও গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে। এ জাতীয় ফল দেশের উত্তরাঞ্চলে উৎপাদনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল— এবং ব্যাপকভাবে তা করতে পারলে আমাদের নিজস্ব প্রয়োজন মিটিয়েও কিছু বিদেশে রফতানি করা যাবে। কৃষি-সংস্কার ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করার জন্যে থানা পর্যায়ে ছোট ছোট প্লটে কৃষি উৎপাদন, মাছের চাষ এবং গবাদি পশুপালন বিষয়ক প্রদর্শনী খামার স্থাপন করতে হবে। এতে করে আমাদের কৃষকগণ সহজেই আধুনিক চাষাবাদের কায়দা কানুন রপ্ত করে নিতে পারবেন । এখানে পুনরায় জোর দিয়ে উল্লেখ করা দরকার যে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা বিপ্লবের সাফল্য কৃষি উৎপাদনের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। কাজেই কৃষি ব্যবস্থা ও পদ্ধতি উন্নয়নে আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো অপরিহার্য।

গণশিক্ষা

যে কোন জাতির জন্যেই নিরক্ষরতা একটি নিদারুণ অভিশাপ দুঃখের বিষয় অনুন্নত অনেক দেশের মতোই বাংলাদেশও এ অভিশাপ থেকে মুক্ত নয়। এদেশের জনসংখ্যার ৮০ শতাংশই নিরক্ষর। সেজন্যে অবশ্য এদেশের মানুষকে দায়ী করা চলে না। সুদীর্ঘকাল ধরে ঔপনিবেশিক দাসত্ব এই পরিস্থিতির জন্যে দায়ী। এদেশের মানুষ শিক্ষিত হয়ে উঠুক সেটা আমাদের বিদেশী প্রভুদের কাম্য ছিল না। কারণ তারা জানতো, এদেশের মানুষকে অশিক্ষা আর অজ্ঞানতার আবর্তে আবদ্ধ রাখতে পারলে তারা অবাধে এই জনগোষ্ঠীকে সার্বিকভাবে শোষণ করার প্রক্রিয়া সুসংহত করতে সক্ষম হবে।

কিন্তু সেদিন আজ গত হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করার পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছি এবং শিশু-যেন এই সময়ের মধ্যে খবরের কাগজ পড়ে বোঝবার মত জ্ঞান অর্জন করতে নিজেদের চিঠিপত্র নিজেরাই লিখতে এবং যোগ-বিয়োগ গুন-ভাগের মতো অংকের সহজ

https://nagorikpathagar.org

হিসাব রাখতে সক্ষম হয়। কিন্তু এককভাবে শুধু সরকারী প্রচেষ্টায় এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার জন্যে গোটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধভাবে এই অভিযানে শরিক হতে হবে, পল্লী ও শহর এলাকার সকল শিক্ষিত নর-নারী ও ছেলেমেয়েকে এই সামগ্রিক কর্মসূচীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত করতে হবে। এই শিক্ষিত সম্প্রদায়কে ছোট ছোট দলে সংগঠিত করতে হবে এবং তারা যৌথভাবে নিজ নিজ এলাকার নিরক্ষর জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব পালন করবে। এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের সামগ্রিক দায়িত্ব থাকবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওপর তারা পল্লী এলাকার স্থানীয় সরকারসমূহ অর্থাৎ ইউনিয়ন কাউন্সিল ও স্বনির্ভর গ্রাম সরকার এবং নগর এলাকায় পৌরসভাগুলিকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করবেন। গ্রাম প্রতিরক্ষা দল, জাতীয় যুব মহিলা সংস্থা এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকেও নিরক্ষরতা দূরীকরণের এই কর্মসূচীতে সম্পৃক্ত করা যেতে পারবে। স্থানীয় সরকারগুলি মূলতঃ নিজস্ব প্রচেষ্টায় তাঁদের নিজ নিজ এলাকার জনগণকে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সাক্ষরতাদানের নিশ্চয়তা বিধানের জন্যে দায়ী থাকবেন। অবশ্য সরকারের তরফ থেকে যখন যেভাবে যতটুকু পারা যায় তাদের সহায়তা করা হবে। এজন্যে কোন আইন প্রণয়নের দরকার হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তার ব্যবস্থা নেবেন।

জাতীয় উন্নয়নের এই কাজে ছাত্র সমাজকেও শরিক করার জন্যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে সক্রিয় অংশগ্রহণকে তাদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর কোন সরকারী পদে— তা যতো ক্ষুদ্রই হোক, কোন নিরক্ষর ব্যক্তির নিয়োগকে নিষিদ্ধ করে দিতে হবে এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজন বিধি প্রণয়ন করে তা ব্যাপকভাবে প্রচার করার ব্যবস্থা নিতে হবে। দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান চলাকালে গণশিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের মধ্যে কৃষি উৎপাদন, মাছের চাষ, গবাদি পশুপালন, স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কেও মৌলিক জ্ঞান সঞ্চারিত করতে হবে। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, গণশিক্ষা বিষয়ক পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের চেতনা জাগ্রত করা দরকার যেন তারা দেশে সামগ্রিক বৈপ্লবিক কর্মসূচীতে পরিপূর্ণভাবে নিজেদের শরিক করতে পারে। বস্তুতঃ এই গণশিক্ষা কার্যক্রম আমাদের জাতীয় সংহতিরই বিকাশ ঘটাবে।

https://nagorikpathagar.org

পার্টির আদর্শ
দ্বিতীয় অধ্যায়

জনগণের সংগঠন— স্বনির্ভর গ্রাম সরকার

আমাদের জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করা এবং শান্তিপূর্ণ বিপ্লব সফল করার মূলে রয়েছে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার। বাংলাদেশের বর্তমানে অন্যতম সমস্যা হচ্ছে আমাদের গ্রাম সমাজ বলতে কিছুই নেই। গ্রামীণ জীবনও নেহাৎ অগোছাল। এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী বহু শতাব্দীর বিদেশী শাসন ও শোষণ। যে কারণে আমাদের পল্লীবাসীরা নিজেদেরকে সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করতে পারে নাই। এর ফলশ্রুতি দাঁড়িয়েছে এই যে আমাদের গ্রামাঞ্চলে উৎপাদনের সকল উপাদান বর্তমান থাকা সত্ত্বেও সেগুলির কোন সদ্ব্যবহার করা হয়নি। আমাদের রয়েছে উর্বরা জমি, অফুরন্ত পানি সম্পদ এবং বিরাট জনগোষ্ঠী। কিন্তু এর কোনটিই আমরা যথার্থভাবে সুসংহত ও সংগঠিত করে প্রাকৃতিক সম্পদ সদ্ব্যবহারের জন্যে নিয়োজিত করতে পারিনি। স্বর্ণপ্রসূ জমি আর পানি সম্পদকে দেশবাসীর কল্যাণে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছি। বরং আমাদের জমি পানি-সম্পদ আর জনসাধারণকে সর্বোতভাবে শোষণ করে পুরো ফায়দা উঠিয়েছে বিদেশী শাসকগোষ্ঠী। তাই এখন আমাদের একমাত্র উপায় হল অনুপ্রেরণা দিতে হবে, এর অর্থ হল দেশের প্রতিটি গ্রামে অর্থাৎ ৬৮ হাজার গ্রামের প্রত্যেকটিতে আমাদের দলের সম্পূর্ণ কমিটি গঠন করতে হবে। সাথে সাথে প্রত্যেকটি গ্রামে আমাদের সংগঠনের তিনটি প্রদান অংগদল থাকতে হবে। এগুলি হল যুব, মহিলা এবং কৃষক অংগদল। তবে গ্রাম পর্যায়ে জনগণকে রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রেরণা দিলেই যথেষ্ট হবে না— বরং এই প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে এবং সম্পূর্ণ করতে হবে। জনগণকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সংগঠিত করতে হবে। বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণকে গ্রাম পর্যায়ে আরও ক্ষমতা দিতে হবে। যাতে করে সমাজের প্রথম স্তরেই অর্থাৎ গ্রাম পর্যায়ে তারা শক্তি ও সামর্থ অর্জন করতে সক্ষম হয় এবং জমি ও পানি-সম্পদের উন্নয়নের জন্য তারা তাদের জীবনযাপনের গুণগত

https://nagorikpathagar.org

মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বাধিক পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয় সেদিকে আমাদেরকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানটির নামই হবে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার। গ্রামের সকল জনগণ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার মতৈক্যের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠবে এই স্বনির্ভর গ্রাম সরকার— আসলে এটা একটা কমিটির আকারে গঠিত হবে। এই কমিটির প্রধানের নাম হবে "গ্রাম-প্রধান" যিনি সকলের মতামতের ভিত্তিতে সরাসরিভাবে সমর্থিত হবেন। গ্রামের বিভিন্ন গ্রুপ অর্থাৎ পেশাদারী সংগঠন থেকে এই কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব থাককে যাতে করে স্বনির্ভর গ্রাম সরকারে সকল পেশাদারী স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। এই সংগঠনটির নাম দেওয়া হয়েছে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার। কারণ আমরা চাই যে এই মৌলিক আর্থ-সামাজিক সংগঠনটি সর্ববিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠুক। তাই জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্যে সংগঠিত এই প্রতিষ্ঠানটিকে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যাপারে স্বনির্ভর হওয়া সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যাতে করে সমগ্র জাতীয় পরিকল্পনার আওতায় আমরা আগামী কয়েক বছরের মধ্যে খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করতে সক্ষম হই। এর অর্থ হলো প্রতিটি গ্রামকে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ধরা যাক প্রায় পাঁচ বছরের মধ্যে খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করতে হবে। এটা হলো সরকারের এক নম্বর কর্তব্য।

দ্বিতীয় পর্যায়, গ্রামে যেসব শিক্ষিত অথবা আধা-শিক্ষিত লোক রয়েছে তাদেরকে সংগঠিত করে আগামী প্রায় পাঁচ বছরের মধ্যে গ্রামের অশিক্ষিত জনগণকে লেখাপড়া শেখাবার কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে।

তৃতীয় পর্যায়, গ্রাম সরকারকে তাদের নিজস্ব এলাকার পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সম্পর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে শূন্যের পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে। প্রাথমিকভাবে এটা খুবই কঠিন কাজ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু যথাযথ সংগঠন ও সার্বিক অনুপ্রেরণার মাধ্যমে একাজ সহজসাধ্য হয়ে উঠবে।

অনতিবিলম্বে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার প্রথম কাজ হল তারা স্থায়ীভাবে নিজ নিজ গ্রামে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখার নিশ্চিত করবে। স্বনির্ভর গ্রাম সরকারই তাই এমন একটি স্থানীয় সরকার যা একান্তভাবে জনগণেরই, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্যেই গঠিত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এর দায়িত্বগুলো হলো—

১। খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করা,

২। নিরক্ষরতা দূর করা,

https://nagorikpathagar.org

৩। পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং

৪। স্থানীয়ভাবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা।

প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রাম প্রধান এবং কার্যকরী কমিটিগুলিকে সুসংবদ্ধ এবং দৃঢ়ভাবে সংগঠন করতে হবে যাতে করে এরা বিপ্লবমুখী হতে পারে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হতে পারে। গ্রাম বাংলার দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে নারী পুরুষ প্রত্যেকেই নিজেদের খেয়াল খুশী মত উদ্দেশ্যহীনভাবে যে কোন কাজ করে যাচ্ছে। এই সব কাজের মধ্যে নেই কোন ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ও বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা। তারা প্রত্যেকেই এমন একটি ব্যক্তিকেন্দ্রীক জীবনযাপন করছে যা গ্রামীণ ঐক্য গঠনের অথবা জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের পক্ষে সহায়ক নয়। তাই স্বনির্ভর গ্রাম সরকারের কাজ হবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গ্রামের সকল জনগণের ঐক্যবদ্ধ করা। তাদেরকে এটাও সুনিশ্চিত করতে হবে যাতে করে গ্রামের সকল জনশক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে ঐ এলাকার জমি এবং পানি থেকে সার্বিক উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পায়। কোন জমি চাষাবাদযোগ্য অথবা কোন জমি চাষাবাদ যোগ্য নয় তার একটি পূর্ণ হিসাব তৈরি করতে হবে। প্রত্যেক গ্রামে খামার, পুকুর, জলাশয়, ছোট ছোট হ্রদ, হাওড়-বাওড়, নদী ইত্যাদি মিলে কি পরিমাণ জমি পানির নিচে, সেটাও নির্ণয় করতে হবে। সেচ ব্যবস্থায় যেসব সুযোগ সুবিধা বর্তমানে রয়েছে তার একটি হিসেব নিতে হবে, বর্তমান কৃষি উৎপাদন অর্থাৎ একর অথবা বিঘা প্রতি যে সব ফসল উৎপন্ন হয় তার পরিমাণ নির্ধারণ, কৃষি ব্যবস্থা আদিম কিংবা প্রগতিশীল অথবা আধুনিক ইত্যাদি বিষয়ে তাদেরকে জরিপ কাজ চালিয়ে যেতে হবে। বয়স ও কর্মক্ষমতার ভিত্তিতে তাদেরকে গ্রামের জনসংখ্যার শ্রেণী নির্ধারণ ছাড়া নিজস্ব গ্রাম এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, কত জন শিক্ষিত, কি তাদের মান ইত্যাদি সকল প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। চুরি, রাহাজানি এবং অন্যান্য সব রকমের অপরাধমূলক কার্যকলাপের বিবরণসহ স্থানীয় আইন ও শৃংখলা রক্ষা সম্পর্কে তাদেরকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এইসব কাজ সূচারুরূপে সম্পূর্ণ হবার পর গ্রাম সরকারকে এমন পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে যাতে করে ঐ এলাকার প্রতি ইঞ্চি জমিতে একাধিক পদ্ধতির মাধ্যমে সেচের আওতাভুক্ত করা যায়। অর্থাৎ সঠিক ও যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে খাল নদী ও পুকুরগুলিকে পুনঃখনন করতে হবে যাতে করে আমাদের জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা যায়। এর ফলে আমাদের এক ইঞ্চি জমিও পতিত থাকবে না বরং কৃষি কার্যে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার সম্ভব হবে। এই পদ্ধতিতে পানির সরবরাহ সমবায়-ভিত্তিতে গভীর অথবা অগভীর নলকূপ এবং

https://nagorikpathagar.org

বেশ কিছুসংখ্যক পাম্প সংগ্রহের মাধ্যমেও সুনিশ্চিত করতে হবে। এ সবের অর্থ হলো সমগ্র এলাকাকে সেচের আওতায় আনতে হবে যাতে করে সারা বছরব্যাপী সেচ সুবিধার মাধ্যমে বছরে তিনটি ফসল উৎপাদন করতে পারা যায়। এরমধ্যে শুকনো মওসুমে একটি গম ফসল ও অন্যান্য সময় ২টি ধানের ফসল বা অনুরূপ কৃষিপণ্যের উৎপাদন সুনিশ্চিত করতে হবে। কোন কোন গ্রামে, যেখানে পরিস্থিতি আরও অনুকুল, সেখানে সর্বাধিক ৪টি ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হবে। প্রত্যেক গ্রামকে তার চাহিদা অনুযায়ী তুলা উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে, শুকনো মওসুমে সমবায়ের মাধ্যমে এই তুলার চাষ করতে হবে যাতে করে প্রত্যেকটি গ্রাম তার নিজস্ব কাপড়ের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়। প্রত্যেকটি গ্রামের জনগণকে তাদের নিজস্ব প্রচেষ্টায় স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে ছোট আকারের খাদ্য গুদাম গড়ে তুলতে হবে। যেখানে তাদের সুবিধামতো একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য মওজুদ থাকবে যাতে করে দুঃখসময়ে অর্থাৎ খরা বন্যা বা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় এই খাদ্য মওজুদ থেকে সুফল পাওয়া যায়। শুধুমাত্র ধান, চালের মওজুদ গড়ে তুললেই চলবে না, গ্রামের জনগণকে ভোজ্য তৈল এবং সুবিধামতো বিভিন্ন ধরনের ডাল মওজুদ করতে হবে। এছাড়া সামগ্রিকভাবে খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্যে স্বনির্ভর গ্রাম সরকারের তত্ত্বাবধানে সড়ক, রেল লাইন এবং বাঁধের দু'ধারে ফলমূলের গাছ লাগাতে হবে। এইভাবে জনগণ প্রচুর পরিমাণ ফল খেতে পারবে এবং তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের অভাব দূর করতে পারবে। আমাদের দেশে গাছপালার বহুমুখী ব্যবহার রয়েছে। অধিক সংখ্যায় বৃক্ষ রোপণ করতে পারলে আমাদের জ্বালানি সমস্যারও লাঘব হবে। তবে সবচেয়ে বড় কথা হলো, যখনই কোন জায়গায় একটি গাছ কাটা হবে ঠিক তখনই ঐ জায়গায় ৩/৪টি নতুন চারা লাগাতে হবে। এটা করতে হবে বাধ্যতামূলকভাবে এবং প্রয়োজনের তাগিদে, বাঁচার তাগিদে।

আমাদের পানি-সম্পদের প্রতিটি বিন্দু কাজে লাগিয়ে মাছ উৎপাদনের জন্যে অর্থাৎ প্রত্যেকটি পুকুর, খাল, বিল, নদী, হাওড় ও হ্রদে পর্যাপ্ত পরিমাণ মাছের চাষ করতে হবে এবং এ কাজে আমাদের যুব সম্প্রদায়কে ও মহিলা সম্প্রদায়কেও উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং তাদের শ্রমকে সার্থকভাবে কাজে লাগাতে হবে। একইভাবে আমাদের দেশে অসংখ্য হাঁস মুরগী ও গরু ছাগলের খামার গড়ে তুলতে হবে। এ ব্যাপারে মহিলাদের ভূমিকাই হবে প্রধান। প্রতিটি গ্রামে প্রচুর পরিমাণে শাক্‌সবজি উৎপন্ন করতে হবে। এভাবে দেখা যাবে যে, প্রতিটি গ্রাম অল্প সময়ের মধ্যে খাদ্যশস্য, অন্যান্য কৃষি দ্রব্য এবং মাছ, হাঁস-মুরগী ও গো-সম্পদের উদ্বৃত্ত ফসল ও অন্যান্য দ্রব্য সম্ভব তাঁরা নিজেরাই সমবায়ের

https://nagorikpathagar.org

মাধ্যমে বাজারজাত করতে পারবেন। পরবর্তী পর্যায়ে সমগ্র দেশের উদ্বৃত্ত পণ্য বিদেশে রফতানি করা যাবে। এজন্য আমাদের এখন থেকেই দ্রব্য পরিবহণ ও বাজারজাতকরণের উপায় সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা দরকার।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে স্বনির্ভর গ্রাম সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। গ্রামের শিক্ষিত নারী-পুরুষকে তারা এ কাজে নিয়োজিত করবেন, এমনকি সেসব ছেলেমেয়েরা ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে তাদেরকেও ছোট ছোট 'গ্রুপ' করে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে সাফল্যজনকভাবে নিয়োজিত করা যেতে পারে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, পাঁচ থেকে ছ'মাসের মধ্যে একজন নিরক্ষর ব্যক্তি যে পরিমাণ বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারে তা ছোট ছোট চিঠিপত্র লেখার কাজ, খবরের কাগজ পাঠ করা বা হিসাব পত্রের কাজ মোটামুটি ভালভাবেই সম্পন্ন করার জন্য যথেষ্ট। নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে যে সামগ্রিক জাতীয় কাঠামো বা রূপরেখার কল্পনা করা হয়েছে তারই প্রেক্ষিতে স্বনির্ভর গ্রাম সরকারগুলো তাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। স্বনির্ভর গ্রাম সরকারগুলির সক্রিয় সহযোগিতার ফলে আগামী পাঁচ থেকে ছ'বছরের মধ্যে সমগ্র দেশ থেকে নিরক্ষরতা সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব হবে।

পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আমরা পল্লী এলাকায় জনগণের মধ্যে ইতিমধ্যেই বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছি এবং জাতীয় এবং অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে তাদের বিশেষ করে মহিলাদের, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছি। এ ব্যাপারে মহিলাদের ভূমিকা প্রশংসনীয় এবং সামগ্রিকভাবে তা আশাবাদের সঞ্চার করেছে। আজকের দিনে আমাদের সামনে যে 'শ্লোগান' রয়েছে তা হল, "ছেলে হোক মেয়ে হোক দু'টি সন্তানই যথেষ্ট। কিন্তু খুব শীঘ্রই এমন একটি সময় আসছে যখন আমাদের এই শ্লোগান পাল্টিয়ে বলতে হবে, "ছেলে হোক মেয়ে হোক একটি সন্তানই যথেষ্ট"। পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, 'ভ্যাসেকটমি' বা 'লাইগেশন-ই' হচ্ছে সবচেয়ে নিশ্চিত ব্যবস্থা। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, সারাদেশে প্রধানতঃ সরকারী প্রচেষ্টায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রচেষ্টায় অসংখ্য 'ক্লিনিক' প্রতিষ্ঠা করা দরকার হবে যাতে করে জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে এসব ক্লিনিকে এসে ছোট্ট 'অপারেশন' করিয়ে নিতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ে জনগণকে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা জন্য কিছু কিছু পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। কিন্তু জনগণ যখন ক্রমেই আর উৎসাহী হয়ে উঠবে তখন 'অপারেশনের' সঙ্গে পুরস্কারের প্রলোভনটি আর সংযুক্ত না করলেও চলবে। মনে রাখতে হবে, সমগ্র ব্যাপারটি খুবই নাজুক এবং এ ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয়

https://nagorikpathagar.org

দিতে হবে যাতে জনগণই এই ব্যবস্থার উপর ভরসা রাখতে পারে। এভাবে অগ্রসর হলেই আমাদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী কখনও বিরূপ সমালোচনা বা প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হবে না। জনগণকে এমনভাবে বুঝাতে হবে যাতে তারা নিজেরাই এগিয়ে আসে। মোট কথা, এই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আমরা ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে চাই না, আমরা চাই পূর্ণ সাফল্য। পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার কোন অবকাশ নেই। এটা জনগণের বাঁচা-মরার প্রশ্ন এবং জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন। এক্ষেত্রে আমাদের জনগণকে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দেশপ্রেম ও বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হবে। ইত্যবসরে, স্কুল কলেজে পাঠ্যরত আমাদের যে তরুণ সমাজ রয়েছে তাদেরকেও ধীরে ধীরে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং এ ব্যাপারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে আমাদের প্রচার মাধ্যমগুলিকে কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে হবে। জনগণের সামনে বিষয়টিকে আরো চিত্তাকর্ষকভাবে তুলে ধরতে হবে। সর্বোপরি, জনগণকে রাজনৈতিকভাবে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। অর্থাৎ প্রতিটি রাজনৈতিকদলের কর্মসূচীতে এবং তাদের রাজনৈতিক দিক দর্শন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পরিবার পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণের কথা থাকতে হবে। এটা কারো ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থে নয়। এটা করতে হবে সকল রাজনৈতিক দলের অবশ্য পালনীয় জাতীয় কর্তব্য হিসেবে জনগণের স্বার্থে, জনগণের জন্যে এবং জনগণেরই দ্বারা এ ক্ষেত্রে মতানৈক্যের কোন অবকাশ নেই।

প্রতিটি গ্রাম সরকারের অন্যতম দায়িত্ব সমগ্র গ্রাম এলাকায় আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। গ্রাম প্রতিরক্ষা দল সংগঠন করে এ কাজ করতে হবে। এর জন্য গ্রামের উপযুক্ত লোকের অভাব নেই। এইভাবে প্রতিটি গ্রামে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করে সমগ্র দেশে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যাবে। কোন কোন দুস্কৃতিকারীর কাছে বেআইনী অস্ত্র রয়েছে, তা একমাত্র গ্রামবাসীরাই নির্ভুলভাবে জানেন, গ্রামবাসীরা সহজেই এসব দুস্কৃতিকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

কালক্রমে গ্রাম সরকারগুলিকে কোন কোন ক্ষেত্রে বিচার বা সালিশের ক্ষমতা দেয়াও যেতে পারে যার ফলে তারা গ্রামের মানুষের বহু সমস্যা সমাধান করতে পারবে এবং তাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে। এসব ব্যবস্থা প্রবর্তন করা গেলে কোর্ট-কাচারীতে মামলা মোকদ্দমার সংখ্যাও কমে যাবে। স্বনির্ভর গ্রাম সরকার যে চারটি মৌলিক সমস্যার সমাধান দেবে সেগুলো হচ্ছে খাদ্য

https://nagorikpathagar.org

শস্যের উৎপাদন দ্বিগুণ করা, নিরক্ষরতা দূর করা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা এবং আইন-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা। এক কথায় আমরা বলতে পারি যে, অতীতের সকল বঞ্চনা ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার ব্যবস্থা জনগণকে তাদের জীবনের সকল পর্যায়ে সুসংগঠিত করবে। এবং অব্যবহৃত জনসম্পদের পূর্ব ব্যবহার নিশ্চিত করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন এনে দেবে। আজকে সারা দেশে যে শান্তিপূর্ণ বিপ্লব অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে আমাদের সফলতা এমনভাবে আসবে যা কখনও কেউ কল্পনা করেনি।

মনে রাখতে হবে যে, আমাদের জনগণ সকল শক্তির উৎস এবং তারাই সকল সমস্যার সমাধান দেবে। তাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে, তাদের আস্থাভাজন হতে হবে, তাদেরকে সংগঠিত করতে হবে, তাদেরকে নেতৃত্ব প্রদানের সুযোগ দিতে হবে, তবেই তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাতীয় সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসবে। সমস্যা সমাধানের সকল চাবিকাঠি তাদের হাতে।

গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের কথাই ধরা যাক। খুব সাধারণভাবে গ্রামের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে আজ থেকে তিন চার বছর আগে এটির গোড়াপত্তন হয়েছিল। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে এ প্রতিষ্ঠানটি জনগণের মনে বেশ আশার সঞ্চার করেছে। বহু লোক দেশ সেবার মনোভাব নিয়ে এতে যোগদান করেছে। বর্তমানে এদের সংখ্যা ১৫ লাখের কাছাকাছি হবে। আমরা এ প্রতিষ্ঠানকে পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণ করার কাজে হাত দিয়েছি এবং আমরা আশা করছি ১৯৮১ সাল নাগাদ গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সদস্য সংখ্যা ১ কোটিতে দাঁড়াবে। বলা বাহুল্য, এখন থেকে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে এ দলের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সদস্য ও সদস্যদের এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে যে, তাদেরকে সকল প্রকার জাতীয় উন্নয়নমূলক কাজে, যেমন বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত করা যায়। বর্তমানে এ দলের যে সাংগঠনিক কাঠামো রয়েছে তো সময়োপযোগী করতে হবে। এর পরিবর্তন সাধন করে অধিক সংখ্যক সদস্য সদস্যা পরিচালনার উপযুক্ত করে একে গড়ে তুলতে তহবে। এ দলকে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যে অন্যতম সার্থক হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। স্বনির্ভর গ্রাম সরকার এবং গ্রাম প্রতিরক্ষা দল একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে এবং আমাদের জীবন পদ্ধতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকবে। জাতীয় অগ্রগতির ক্ষেত্রে, সামগ্রিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে এবং জরুরি পরিস্থিতিতে উদ্ভব হলে তারা

https://nagorikpathagar.org

তখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তাদেরকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং পরিচালিত করতে হবে যাতে করে জাতীয় পর্যায়ে যে কোন প্রয়োজনে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাদের সাহায্য পাওয়া যায়।

প্রতিটি গ্রামে কৃষিক্ষেত্রে এবং কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতি সংগঠন করা এবং তা পরিচালিত করা স্বনির্ভর গ্রাম সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। সমবায়ের গুরুত্ব নূতন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। সারাদেশে ১৯৮০ সাল সমবায় বছর রূপে পালিত হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বহু গ্রামে সমবায়ের সাফল্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। ছোট বড় ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় এই যৌথ পদ্ধতি। স্বনির্ভর গ্রাম সরকার ব্যবস্থা আমাদের দেশে সবেমাত্র প্রবর্তিত হল। নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের দ্বারা আমরা গ্রাম সরকার পদ্ধতিকে এমন একটি পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হব যা আমাদের জাতীয় চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে এবং সকল প্রকার জাতীয় চেতনাকে উজ্জীবিত করতে সক্ষম হবে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, স্বনির্ভর গ্রাম সরকার হচ্ছে আমাদের জাতীয় সংহতি ও শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের ক্ষেত্রে এক বিরাট পদক্ষেপ।

উন্নয়নের প্রয়োজনে খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান ও ব্যবহার

বাংলাদেশ বিপুল সম্পদে সমৃদ্ধ একটি দেশ। অতীতে এর সম্ভাব্যতা সম্পর্কে কোনদিনই উপযুক্ত জরিপ চালানো হয়নি কিংবা দেশের নেতৃবর্গও এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। ফলে আমাদের উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে অর্থাৎ খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান ও ব্যবহারের ব্যাপারে সরকারগুলি ছিলেন উদাসীন এবং নিষ্ক্রিয়। এখন দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের প্রায় সব এলাকাতেই রয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাসের অফুরন্ত সঞ্চয়— বর্তমানে যা আমরা পেয়েছি। ভবিষ্যতে অনুসন্ধান চালালে তার চাইতেও অনেকগুণ বেশি গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যাবে। তারপর রয়েছে কয়লা ও চুনাপাথর যার সঞ্চয়ের পরিমাণও প্রায় অফুরন্ত এবং রাস্তাঘাট ও গৃহ নির্মাণের জন্য যা অত্যন্ত দরকারী, সেই কঠিন শিলার সঞ্চয়ও আমাদের রয়েছে অঢেল। আমাদের ভূগর্ভে তেলের অস্তিত্বের সুনিশ্চিত আভাসও আমরা পেয়েছি। সিলেটের পাথারিয়া, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড এবং উপকূলবর্তী সমুদ্রে তেল অনুসন্ধান প্রচেষ্টা সফল হবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এছাড়া সীমিত পরিমাণ হলেও দেশের সমুদ্র-সৈকত এবং অন্যান্য এলাকায় অত্যন্ত মূল্যবান কিছু ধাতব উপাদানের সন্ধানও আমরা পেয়েছি। আমাদের এই বিপুল সম্পদরাজি ইন্ধনশক্তির জন্য কয়লা, সিমেন্টের জন্য চুনাপাথর এবং রাস্তাঘাট ও দালানকোঠার জন্য কঠিন শিলা—

https://nagorikpathagar.org

এ সবই আমাদের উন্নয়নের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে যতোটা সম্ভব খুঁজে বের করা এবং কাজে লাগানো অপরিহার্য। এজন্য আমাদের নিম্নোক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ করা দরকার—

(ক) প্রাকৃতিক গ্যাস। বাখরাবাদ ও তিতাসসহ সিলেট, নোয়াখালি ও চট্টগ্রামে সব কটি কূপ খনন করে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। দেশের অন্যান্য যে সব এলাকায় গ্যাস পাবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল সেখানে যথাযথ জরিপ চালিয়ে কূপ খনন করতে হবে। সেই সঙ্গে প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান কূপগুলিকে সংযুক্ত করে একটি জাতীয় গ্যাস পাইপ লাইন নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে। এ পর্যন্ত আমরা প্রধানতঃ দেশের পূর্বাঞ্চলেই গ্যাসের সন্ধান পেয়েছি। এরপর থেকে আমাদের দেশের দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলে যেমন বরিশালের হিজলা, মুলাদি, বাগেরহাট সিংড়াতেও ব্যাপকভাবে গ্যাস অনুসন্ধান তৎপরতা শুরু করতে হবে। প্রান্তিক এলাকাগুলি এবং সেই সঙ্গে মধুপুরগড়েও আমাদের ব্যাপক জরিপ চালানো দরকার। উপকূলবর্তী কুতুবদিয়া দ্বীপে আমরা ইতিমধ্যে গ্যাসের সন্ধ্যান পেয়েছি। কাজেই উপকূলীয় মহীসোপানেও আমাদের অবশ্যই গ্যাস ও তেলের জন্য অনুসন্ধান তৎপরতা জোরদার করতে হবে। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে আমাদের সকল গ্যাসক্ষেত্রের উন্নয়নের কাজ হাতে নিতে হবে এবং ব্রহ্মপুত্রের উপরে গ্যাস পাইপ লাইন টেনে নিয়ে এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় সকল গ্যাসক্ষেত্রকে পরস্পর সংযুক্ত করে সারা দেশ জুড়ে গ্যাসের ব্যবহার চালু করতে হবে। বর্তমানে প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে যে সব জায়গাতে পাওয়া যাবে তার ভিত্তিতে দেশের সর্বত্র ব্যাপকভাবে গ্যাসচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। হিজলা-মুলাদি এবং সিংড়ায় প্রাকৃতিক গ্যাস পাবার সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। প্রথম পর্যায়ে এ দুটি এলাকার গ্রাস কেবল বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হবে। একই সঙ্গে দেশে রাসায়নিক সার উৎপাদন এবং কল কারখানায় জ্বালানী সরবরাহের কাজে গ্যাসকে আরও অধিক পরিমাণে কাজে লাগাতে হবে। গ্যাস থেকে কৃত্রিম তন্তু উৎপাদন করা যায়। পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সগুলিতে এ ধরনের তন্তু উৎপাদনের ব্যবস্থা করলে আমাদের কাপড়ের ঘাটতি পূরণে বিপুলভাবে সহায়ক হবে। প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তা থেকে উপজাত দ্রব্যকে বিবিধভাবে কাজে লাগিয়ে পাম্পের মোটর, সেচ কাজে ব্যবহার্য নলকূপ এবং মোটরগাড়ি চালানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং তা করলে আমাদের ক্রুড অয়েল ও ডিজেল আমদানির পরিমাণ যথেষ্ট হ্রাস পাবে। দেশের শহর এবং পল্লী এলাকায় গৃহস্থালীর কাজেও আরও বেশি করে গ্যাসের ব্যবহার চালু করতে হবে। আমাদের আরও অধিক পরিমাণে গ্যাস কনডেনসেট উৎপাদনের জন্যে প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে যাতে করে ডিজেল

https://nagorikpathagar.org

ও পেট্রোলের চাহিদা কমাতে পারা যায়। প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে নানা ধরনের কেমিক্যালস উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত শিল্প স্থাপন করতে হবে। আমাদের যেহেতু আরও অধিক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন দরকার সে জন্যে প্রতিবেশী দেশগুলিতে পাইপলাইনের সাহায্যে বাণিজ্যভিত্তিক গ্যাস বিক্রি করা অসমীচীন হবে না। এছাড়া তরলীকৃত অবস্থায় এবং অন্যান্য ভাবেও এই গ্যাস বিদেশে রফতানি করা যেতে পারে, এখানে উল্লেখ করা দরকার আমাদের সঞ্চিত প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিমাণ এতোই বিপুল যে আমাদের প্রমাণিত কিংবা আনুমানিক সঞ্চয়ের পরিমাণ কখন নিঃশেষিত হবে সে প্রশ্ন এই মুহূর্তে অবান্তর। কারণ এটা প্রায় নিশ্চিত যে আগামী বছর দশকের মধ্যেই সৌরশক্তি, সাগরে ঢেউ এবং নদীর স্রোতধারা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রক্রিয়া চালু করা যাবে। এখন আমাদের যেটা দরকার তা হ'ল দেশকে অতি দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া— এবং এজন্যে জ্বালানি সরবরাহ সবচেয়ে বেশি জরুরী। বিশ্বে তেলের দর যেভাবে বেড়ে চলেছে তার ফলে প্রাকৃতিক গ্যাসের গুরুত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমানে এই সুযোগকে আমাদের অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে।

তেল

আমাদের দেশে তেল পাবার প্রায় সুস্পষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। বস্তুতঃ ১৯২৫ সালের দিকে সিলেট জেলার পাথরিয়া অঞ্চলে তেল পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এখানে তেলকূপ মাত্র এক হাজার মিটার খনন করে তেল অনুসন্ধানের কাজ বন্ধ করে দেয়া হয় এই অজুহাত দেখিয়ে যে, এখানে তেল পাওয়া গেলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে তা আহরণের উপযোগী নয়, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে এখানকার যথেষ্ট অর্থনৈতিক সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে আজকের দিনে বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির সময় পাঁচ হাজার মিটার কিংবা তার চেয়েও বেশি পর্যন্ত গভীর তেলকূপ খনন কোন দুরূহ কাজ নয়। এসব থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, তেল আমরা পাবই। ভবিষ্যতে সব অনুসন্ধান ও জরিপ কাজ তেল পাবার উদ্দেশ্যেই চালানো হবে। এতে করে সুবিধে হবে যে, সব জায়গায় তেল পাওয়া না গেলেও আরো বেশি পরিমাণে গ্যাস আমরা পাবই। দেশের যে সব জায়গায় তেল পাওয়ার সুস্পষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে সে সব অঞ্চলে আর সময় নষ্ট না করে তেল অনুসন্ধান কাজ শুরু করতে হবে।

এ সব অঞ্চলের মধ্যে পাথারিয়া, বিয়ানীবাজার, সীতাকুণ্ড, বেগমগঞ্জ ও উপকূলের অদূরবর্তী এলাকাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমাদের প্রয়োজন সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিদেশী সহযোগীদের উৎসাহিত করে তাদের

https://nagorikpathagar.org

সঙ্গে একযোগে ব্যাপকহারে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্যে জরিপ ও অনুসন্ধান এবং উন্নয়নের কাজে অংশগ্রহণের জন্যে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা গেছে। বিশ্ব ব্যাংকও এ ব্যাপারে প্রচুর উৎসাহ প্রকাশ করছে। দুনিয়ার তেল বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, আমাদের দেশে যেহেতু অফুরন্ত গ্যাসের ভাণ্ডার রয়েছে, সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মাটির তলায় তেলও রয়েছে। আমাদের প্রয়োজন দেশে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও আহরণের জন্যে নিজেদের লোকের মধ্যে কারিগরি জ্ঞান ও যোগ্যতা গড়ে তোলা। এই সব কাজে অভিজ্ঞ ও যোগ্য বাংলাদেশী, যারা বিদেশে আছেন, তাঁদেরকে প্রয়োজনমত দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে। পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়কে এর জন্যে যথাযথভাবে পুনর্গঠিত করতে হবে।

কয়লা

জামালগঞ্জে কয়লা মওজুদের পরিমাণ প্রচুর। যদিও এই কয়লা মওজুদ প্রায় তিন হাজার ফুট মাটির তলায় তবু আজকাল আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে তিন হাজার ফুট গভীর থেকে কয়লা আহরণ ও উত্তোলন কোন দুরূহ কাজ নয়। আজ শুধু আমাদের পূর্ণ উদ্যমে কয়লা আহরণের কাজে লাগাতে হবে, যাতে করে আগামী তিন চার বছরের মধ্যেই কয়লা উত্তোলনের কাজ পুরোপুরি চলতে পারে। এ ব্যাপারে আমরা বেলজিয়াম, রুমানিয়া, অস্ট্রেলিয়া, পোলাণ্ড প্রভৃতি দেশ ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কাজ করতে পারি।

চুনাপাথর

জয়পুরহাটে আমাদের চুনাপাথরের অফুরন্ত মওজুদ রয়েছে। এই চুনাপাথর আহরণের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। দ্রুত এই চুনাপাথর তুলে দেশের অভ্যন্তরে আমাদের সিমেন্টের কারখানা বসাতে হবে, যাতে করে আমাদের দেশের সিমেন্টের চাহিদা আমরা নিজেদের কারখানা থেকে মেটাতে পারি। তাছাড়া আগামী দু'তিন বছর পর দুনিয়ার কোন দেশই আর সিমেন্ট বিক্রি করবে না তাতে করে সারা বিশ্বে সিমেন্টের চাহিদা বাড়তে থাকবে। এখন আমাদের দরকার অনতিবিলম্বে দেশে বেশ কয়েকটি সিমেন্ট কারখানা স্থাপন করা।

কঠিন শিলা

আমাদের দেশে কোন শিলা পাহাড় নেই, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা। কিন্তু দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় মাটির নিচে মাত্র পাঁচ শত ফুট গভীরে

https://nagorikpathagar.org

আমাদের প্রচুর কঠিনশিলা মওজুদ রয়েছে। এই কঠিনশিলা আহরণের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে। যত দ্রুত সম্ভব আমাদের এই কঠিনশিলা উত্তোলন করে এর সাহায্যে আমাদের পথ-ঘাট তথা যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত ও আধুনিক পর্যায়ে আনতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, আমরা খুব শীগগীরই বিশ্বের রফতানিকারী দেশের কাতারে এসে যাচ্ছি এবং আমাদের রফতানি পণ্যের মধ্যে খাদ্যশস্য হবে অন্যতম। সুতরাং রফতানির কাজে ব্যবহারের জন্যে দেশের দুটো বন্দরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার উদ্দেশ্যে উন্নতমানের রাস্তাঘাট থাকা অপরিহার্য। এরই জন্যে কঠিনশিলা উত্তোলন ও ব্যবহার আমাদের এত জরুরী। দেশের সর্বত্র ভবনাদি নির্মাণের জন্যও আমাদের প্রচুর কঠিনশিলা দরকার।

বাংলাদেশের সর্বাত্মক ও সর্বমুখীউন্নয়নের জন্যে আমাদের সকল প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ অনুসন্ধান, আহরণ ও সদ্ব্যবহার করতেই হবে। এ কাজে বিলম্বের কোন অবকাশ নেই। যে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর আমাদের সবচেয়ে বেশি জোর দিতে হবে সেগুলি হচ্ছে— গ্যাস, তেল, কয়লা, চুনাপাথর ও কঠিন শিলা।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা

আধুনিক বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা হচ্ছে সকল উন্নয়নের চাবিকাঠি। আমাদের জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক ও বাস্তব বিকাশ তাই আমাদের শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের সাফল্য নিশ্চিত করার জন্যে অপরিহার্য। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পূর্ণ গতিসঞ্চার না করা পর্যন্ত বিশ্বের কোন জাতিই উন্নয়ন হাসিল করতে পারে না। তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের সময় আমাদের এসেছে। কাজেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আমাদের বৈষয়িক উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করাতে হবে। আমাদের জাতীয় জীবনের সকল স্তরে আরও অধিকসংখ্যক বিজ্ঞানী ও কারিগর আমাদের গড়ে তুলতে হবে। একই সঙ্গে পল্লী এলাকার জন্যে আমাদের বিপুলসংখ্যক ক্ষুদে কারিগর সৃষ্টি করতে হবে কারণ তাছাড়া পল্লী উন্নয়নের কাজ অসম্ভব হয়ে পড়বে। অপর কথায় আমাদের গোটা জাতিকে বড়, মাঝারী এবং ক্ষুদ্র বিজ্ঞানী ও কারিগরের একটি জাতিতে রূপান্তরিত করতে হবে।

দেশে ও বিদেশে আমাদের বিজ্ঞানী, টেকনোক্র্যাট ও টেকনিশিয়ানের সংখ্যা কত প্রথমেই একটা জরিপ চালিয়ে তা নিরূপণ করা দরকার। এরপর দেখতে হবে বিভিন্ন সেক্টরে আমাদের জাতীয় উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ চালানোর জন্যে কতজন বিজ্ঞানী, টেকনোক্র্যাট ও টেকনিশিয়ান আমাদের দরকার। স্কুল,

https://nagorikpathagar.org

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মামুলী পুঁথিগত বিদ্যার মাত্রা কমিয়ে তার বদলে বিজ্ঞান, প্রযুক্তিগত ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের উপর জোর দিতে হবে যাতে করে এই শিক্ষাকে বস্তুগত উপার্জনের কাজে লাগাতে পারা যায়। আমাদের সুপরিকল্পিতভাবে এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যেন সাধারণ শিক্ষাদানের স্কুল ও কলেজগুলো পর্যায়ক্রমে শুধুমাত্র বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাদানমূলক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হতে পারে। দেশে শিশু-কিশোর ও উঠতি বয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষাকে উৎসাহিত করার ব্যবস্থা নিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সেক্টরে, বিভিন্ন স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার্থী ও কর্মরত বিজ্ঞানীদের উদ্ভাসিত নূতন কলা কৌশলের জন্যে জাতীয় পর্যায়ে আকর্ষণীয় পুরস্কার দিতে হবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চাহিদা পূরণের জন্যে আমাদের বিজ্ঞানী ও কারিগরদের একটি পুল গঠন করা প্রয়োজন এবং এ জন্যে দরকার হলে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী বিজ্ঞানী ও কারিগরদের দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে একটি বাস্তব, যুক্তিপূর্ণ ও বলিষ্ঠ জাতীয় নীতি নির্ধারণ আমাদের জন্য অপরিহার্য। বিজ্ঞান ও কারিগরি বিভাগকে তাই পুনর্বিন্যস্ত করে পুরোপুরি সক্রিয় করে তুলতে হবে। দেশের বিভিন্ন সেক্টরে যে সব গবেষণাগার ও গবেষণা-প্রতিষ্ঠান বর্তমান রয়েছে সেগুলিকে ঠিকমতো চলছে কি না তা যাচাই করে দেখা দরকার। প্রয়োজনবোধে সেগুলি আরও সুসংগঠিত করে তাদের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিতে হবে। উচ্চ শিক্ষিত বিজ্ঞানী এবং কারিগররা যাতে দেশের কল্যাণে তাদের পূর্ণ ক্ষমতা নিয়োজিত করতে পারেন সেজন্যে তাদের যথাসম্ভব উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে কাজ আদায় করে নিতে হবে। দেশের সকল গবেষণার এবং গবেষণা কেন্দ্রের কাজের সমন্বয় সাধনের জন্যে প্রশাসনের ভেতরে একটা উপযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

জাতীয় উন্নয়নের প্রয়োজনে পারমাণবিক বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের প্রতি আমাদের মনোযোগী হতে হবে। এজন্য প্রস্তাবিত দুটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং সাভারসহ দেশের অন্যত্র পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের কাজ আমাদের দ্রুত বাস্তবায়িত করতে হবে।

https://nagorikpathagar.org

পার্টির আদর্শ

তৃতীয় অধ্যায়

শিল্প বিপ্লব

এ কথা সবারই জানা যে, বাংলাদেশ মূলতঃ কৃষিপ্রধান একটি দেশ। তবে এ কথাটাও অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, গতানুগতিক ধারায় চাষাবাদের দিন অনেক আগেই গত হয়েছে। এখন প্রসারের পথ বেয়ে শিল্পক্ষেত্রে যে বিপ্লব সূচিত হবে সেটা শুধু যে কৃষি উন্নয়নের জন্যে দরকার তাই নয়, যে দ্রুত এবং সার্বিক উন্নয়ন আমাদের শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য অর্জনেরও একটা অপরিহার্য পূর্বশর্ত। আমাদের জমির পরিমাণ অত্যন্ত সীমিত। সেই সঙ্গে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। এ রকম পরিস্থিতিতে দেশের সর্বত্র ব্যাপকভাবে শিল্প স্থাপনের প্রয়োজন খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে। জরুরী প্রয়োজনীয় কিছু কিছু ভারী শিল্প ছাড়াও আমাদের এখন দরকার বিপুলসংখ্যক মাঝারী ও ক্ষুদ্রকায় কলকারখানা স্থাপন। এর পাশাপাশি আমাদের এমন ব্যবস্থা নিতে হবে, যেন প্রত্যেক গ্রামে এমনকি প্রত্যেক বাড়িতে কুটির শিল্প গড়ে ওঠে।

এটা আমাদের অবশ্যই উপলব্ধি করা আবশ্যক, আমাদের গোটা জাতিকে একটা কারিগরের জাতিকে পরিণত করতে হবে। যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে কতগুলি মৌলিক (mother) শিল্প থাকতে হবে যার সাহায্যে পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। এই মৌলিক শিল্পের মধ্যে রয়েছে জয়দেবপুরের মেশিন টুলস ফ্যাক্টারী, চট্টগ্রামের জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং (GEM) প্ল্যান্ট ও ইস্পাত কারখানা, সৈয়দপুরের অনুরূপ ধরনের রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, খুলনা শিপইয়ার্ড ইত্যাদি। এ সবগুলিই সম্প্রসারণ এবং আধুনিকীকরণ দরকার হবে। একই সঙ্গে পথের ধারে মাঝে মাঝে যেমন ছোট ছোট কামরার ভেতর যেসব ক্ষুদ্রকায় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ দেখতে পাওয়া যায় সে রকম অসংখ্য ওয়ার্কশপ দেশের সর্বত্র গড়ে তুলতে হবে। এগুলির মাধ্যমে দেশের ভেতরেই বিভিন্ন ধরনের ছোটখাট যন্ত্রাংশ তৈরি করতে পারা যাবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, মৌলিক শিল্পের পাশাপাশি রাস্তার

https://nagorikpathagar.org

ধারের এই ক্ষুদ্রকায় কারখানাগুলিই হচ্ছে দেশের শিল্পায়নের বুনিয়াদ। যৌথভাবে এসব মৌলিক শিল্প ও ক্ষুদ্রকায় কারখানাগুলির সাহায্যে আমরা সড়ক, নৌ ও রেল পরিবহনের ইঞ্জিন ও যন্ত্রাংশ এবং পল্লী বিদ্যুৎতায়নের জন্যে প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ইত্যাদি তৈরি করতে সক্ষম হবো। এভাবে দেশের ভেতরে একটা থেকে আরও একটা এমনি করে অসংখ্য কলকারখানা গড়ে উঠবে। এখানে আমরা একটা বিষয়ের দিকে সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তা হলে আমাদের হাতে সময় অত্যন্ত কম। যে মূল্যবান সময় আমরা ইতিমধ্যে অপচয় করেছি তা পুনরুদ্ধারের স্বার্থে এবং অতি দ্রুত শিল্পায়নের প্রয়োজনে আমাদের প্রত্যেকটি সেক্টরে সকল কলকারখানায় দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা উৎপাদন চালিয়ে যেতে হবে।

আমাদের এই লক্ষ্য অর্জনে সর্বপ্রথমেই প্রয়োজন শিল্পায়নের একটি দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসূচী প্রণয়ন। অর্থাৎ এ ব্যাপারে আগামী ২০ বছরের জন্যে একটি মহাপরিকল্পনা বানাতে হবে। এই ২০ বছরের পরিকল্পনা পাঁচ বছর মেয়াদী চারটি পরিকল্পনায় বিভক্ত থাকবে এবং প্রত্যেকটি পাঁচ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা এমনই সুষ্ঠুভাবে বানাতে হবে যেন আমরা ধাপে ধাপে আমাদের শিল্পায়নের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব করে তুলতে পারি। আমরা লক্ষ্য করছি, বর্তমানে যে সব শিল্প বা কলকারখানা আমাদের রয়েছে সেগুলোর পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতাকে আমরা কাজে লাগাচ্ছি না। যার ফলে একদিকে আমাদের উৎপাদন কম হচ্ছে, অপরদিকে উৎপাদনের খরচ পড়ছে অনেক বেশি। সে জন্যেই নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের জন্যে যেটুকু সময় দরকার তা ছাড়া বাদবাকি সময় আমাদের কলকারখানাগুলিকে চব্বিশ ঘণ্টা চালু রাখা অপরিহার্য। অপর কথায় প্রত্যেকটি কারখানায় তিন শিফটে কাজ করতে হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টরে যে সব কলকারখানা রয়েছে সেগুলির প্রয়োজনীয় সমতাবিধান ও আধুনিকায়নের ব্যবস্থা করে যথাযথ উৎপাদনমুখী করে তুলতে হবে এবং এগুলিতে শুধু ততোজন শ্রমিকই নিয়োজিত থাকবে যাদের প্রয়োজন মিল চালু রাখার জন্যে অপরিহার্য। এই কার্যব্যবস্থার লক্ষ্য হচ্ছে, ব্যয় সংকোচ এবং এজন্যে একই সঙ্গে ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে যারা রয়েছেন তাদের সংখ্যাও কমাতে হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পখাতে অপচয়ের মাত্রাও যথেষ্ট। বিশেষ করে কাঁচামালের পরিবহণ ও গুদামজাতকরণ ব্যবস্থার ত্রুটি ও গাফলতির দরুন যে অপচয় হয় তার পরিমাণ খুবই বেশি। এ দিকটিতে আমাদের বিশেষ নজর রাখতে হবে যাতে করে অপচয়ের পরিমাণ সর্বনিম্ন মাত্রায় কমিয়ে আনতে পারা যায়। এর পর রয়েছে

https://nagorikpathagar.org

রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের প্রশ্ন। এ ব্যাপারে মনোযোগ নেই বললেই চলে। শ্রমিকরা যাতে তাদের নিজ নিজ মেশিনের যথাযথ যত্ন নিতে পারে সেজন্য তাদের অবিরাম প্রশিক্ষণ দিতে হবে যার ফলে মেশিনের আয়ু বাড়বে। আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে যেসব শিল্প রয়েছে সেগুলির ব্যবস্থাপনার দিকটাও অত্যন্ত দুর্বল। এর ফলে শিল্পগুলি শুধু যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাই নয়, এতে উৎপাদনের খরচও পড়ছে অনেক বেশি। দুর্বল ও অপদার্থ ব্যবস্থাপকদের অপসারিত করা তাই অপরিহার্য।

এর পরে রয়েছে ইন্ধনশক্তির সমস্যা। কলকারখানা চালানোর জন্যে দরকার বিদ্যুৎ এবং তেল গ্যাস। দেশ এই দুটোরই সরবরাহ ত্রুটিপূর্ণ এবং অপর্যাপ্ত। বিশেষ করে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরও বেশি প্রকট। আমাদের অত্যন্ত চড়া উৎপাদন খরচের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে বিদ্যুৎ-বিভ্রাট। বিদ্যুতের এই ঘাটতি পূরণের একটা উপায় হল সকল কলকারখানায় রাত দশটা থেকে ভোর ছ'টা পর্যন্ত একটা শিফট চালু করা এবং এটা আমাদের করতেই হবে। এতে করে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আয় বাড়বে এবং তা কাজের উন্নতর পরিবেশও সৃষ্টি করবে। প্রসঙ্গতঃ আণবিক শক্তি হবে আমাদের ভবিষ্যৎ ইন্ধন চাহিদা পূরণের মূল ভিত্তি। তাই, আণবিক শক্তি উন্নয়নের জন্যে আমাদেরকে এক ব্যাপক বিশ-সালা পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এবারে কী কী শিল্প প্রতিষ্ঠান আমাদের স্থাপন করা দরকার কিংবা কোন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংস্কার ও সম্প্রসারণ দরকার সেটা পরীক্ষা করে দেখা যাক।

১। সর্বপ্রথম যে দুটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংস্কার ও সম্প্রসারণ অত্যাবশ্যক তা হল জয়দেবপুরে মেশিন টুলস ফ্যাক্টারী এবং চট্টগ্রামে জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং (GEM) প্ল্যান্ট। দুটোতেই বাড়তি কিছু কিছু যন্ত্রপাতি বসানোর প্রয়োজন রয়েছে। এই মেশিন টুলস ফ্যাক্টারী ক্ষুদ্রকায় অন্যান্য কিছু কারখানার সহযোগিতায় বস্ত্র শিল্পের ও চিনি কলের জন্যে প্রয়োজনীয় সবরকম যন্ত্রপাতি, পাম্প ইঞ্জিন ও অন্যান্য সব ধরনের ইঞ্জিন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্যে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে সক্ষম হবে।

২। অপরদিকে (GEM) প্ল্যান্টে পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্যে প্রয়োজনীয় সব রকম বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং কয়েকটি জরুরী ধরনের ইলেকট্রনিক সামগ্রী তৈরি করতে পারা যাবে।

৩। খুলনা শিপইয়ার্ডের, ক্ষুদ্রকায় সামুদ্রিক জাহাজ এবং উপকূলীয় ও আভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলেরও উপযোগী সব রকম নৌযান তৈরি করার ক্ষমতা

https://nagorikpathagar.org

রয়েছে। এগুলির নির্মাণ ছাড়া এখানে রেলের ওয়াগন ও বগ লিফট এবং অন্যান্য কিছু অত্যাবশ্যক মেশিনও তৈরি করা সম্ভব।

৪। সৈয়দপুর, রেলওয়ে ওয়ার্কশপটির সমতাবিধান ও আধুনিকায়নের পর এতে প্রয়োজনীয় মেরামতি কাজ ছাড়া রেলের ওয়াগন ও বগি এবং রেলের অন্যান্য সরঞ্জাম তৈরি করাও সম্ভব হবে।

৫। দেশের যে অস্ত্র নির্মাণ কারখানাটি বিদ্যমান, অন্যান্য মৌল শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় সেটির পক্ষে হালকা অস্ত্র ও কামান, আর্মড পার্সোনাল ক্যারিয়ার ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম তৈরি করা সম্ভব হবে। তার দ্বারা আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিদেশেও কিছু রফতানি করতে পারবো।

৬। প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ (সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের পর) এবং ডিজেল প্ল্যান্টকে যৌথভাবে কাজে লাগিয়ে আমরা বাস ট্রাক ও মোটরকারের ইঞ্জিন, গিয়ার বক্স ও ট্রান্সমিশন সিস্টেম তৈরি করতে সক্ষম হবো।

৭। সব ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি আমরা যাতে দেশের ভেতরেই তৈরি করতে পারি সেজন্য আমাদের উদ্যোগী হতে হবে। আমাদের মেশিন টুলস ফ্যাক্টারী এবং ডিজেল প্ল্যান্টের মিলিত প্রচেষ্টায় সেচের জন্যে প্রয়োজনীয় সব রকম পাম্প ও নলকূপ তৈরি করা সম্ভব। একই ভাবে অন্যান্য ক্ষুদ্রকায় কারখানার সহযোগিতায় এই মেশিন টুলস ফ্যাক্টারী হালকা ধরনের ট্রাক্টর ও পাওয়া টিলারও নির্মাণ করতে পারবে।

৮। চিনি সংকট এড়ানোর জন্যে দেশের ভেতরে আরও বেশি চিনি কল স্থাপন করা দরকার। এর জন্য প্রয়োজনীয় যে কন্ট্রোল সিস্টেম এবং অন্যান্য যে সব অপরিহার্য যন্ত্রসরঞ্জাম তৈরি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, শুধু সেগুলির আমদানি ছাড়া বাদবাকি সবকিছু আমাদের স্বদেশেই উৎপাদন করতে হবে।

৯। ডিজেল বাসের তুলনায় ট্রলি বাস চালানোর খরচ যেহেতু অনেক কম, সেজন্য আমাদের ট্রলি বাস উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। একই সঙ্গে আরো বেশি সংখ্যায় মোটর সাইকেল ব্যবহার ও স্কুটার তৈরির কাজও আমাদের হাতে নিতে হবে।

১০। আমাদের গ্রামাঞ্চলে এবং শহরেও লোকজনকে তাদের যাতায়তের জন্যে আরও বেশি করে বাইসাইকেল ব্যবহার করতে উৎসাহিত করতে হবে। বিশ্ব বাজারে তেলের দাম যেহেতু হু হু করে বাড়ছে তার প্রেক্ষিতে এটা

https://nagorikpathagar.org

আমাদের জন্যে অপরিহার্য। বাইসাইকেলের এই চাহিদা পূরণের জন্য দেশের ভেতরেই তা বিপুল সংখ্যায় তৈরি করা দরকার।

১১। চামড়ার শিল্পে আমাদের অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক নয়। কাঁচা চামড়ার বদলে আমরা যাতে পাকা ও আধা পাকা চামড়া রফতানি করতে সক্ষম হই সে জন্যে দেশের চামড়া কারখানাগুলির সংস্কার সাধন ও আধুনিকায়ন দরকার। সেই সঙ্গে আরও বেশ কিছু নতুন চামড়া কারখানা স্থাপনেরও আমাদের দরকার হবে।

১২। বিদেশে উন্নতমানের জুতোর ভালো বাজার রয়েছে। আমরা যাতে মজবুত ও উন্নতমানের জুতো রফতানি করতে পারি সে জন্যে দেশের জুতো শিল্পকে রফতানিমুখী করে তুলতে হবে।

১৩। আন্তর্জাতিক বাজারে সিমেন্ট ক্রমশঃ দুস্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে অথচ নির্মাণমূলক কাজের জন্য আমাদের সিমেন্টের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। কাজেই দেশের ভেতরে জয়পুরহাট ও সিলেটে চুনা পাথরের যে বিপুল সঞ্চয় রয়েছে তার ভিত্তিতে আমাদের আরও বেশ কয়েকটি সিমেন্ট কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নিতে হবে।

১৪। আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের জন্যে আমাদের আর একটি ইস্পাত কারখানা স্থাপন করতে হবে।

১৫। আমাদের ভূগর্ভে প্রাকৃতিক গ্যাসের যে বিপুল সঞ্চয় রয়েছে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার আমাদের অবশ্যই করতে হবে। আমাদের তাই গ্যাসভিত্তিক পেট্রো কেমিক্যাল শিল্প ও কমপ্লেক্স গড়ে তুলতে হবে যার মাধ্যমে আমরা পাবো নানা ধরনের সামগ্রী যেমন, কৃত্তিম তন্তু CNG. LNH. LPG মিথেন, পেট্রোল ইত্যাদি।

আমাদেরকে মৌল রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প স্থাপন করতে হবে যাতে করে দেশের বিভিন্ন শিল্পের রাসায়নিক চাহিদা আমরা নিজেরাই মেটাতে পারি এবং শুধুমাত্র অপরিহার্য ক্ষেত্রে রাসায়নিক দ্রব্য আমদানি সীমিত রাখতে পারি।

১৬। কীটনাশক ওষুধ আমাদের দেশেই উৎপাদন করতে হবে। আমাদের দ্বিগুণ খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্য অর্জনের জন্যে এটা অত্যাবশ্যক।

১৭। দেশে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব, সব ধরনের দরকারী ইলেক্ট্রিকের সরঞ্জাম তৈরির ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে।

https://nagorikpathagar.org

১৮। আমাদের অত্যন্ত দ্রুত ইলেকট্রিক শিল্প গড়ে তুলতে হবে যার মাধ্যমে আমরা অতি প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম, ট্রানজিস্টার রেডিও টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর, ইত্যাদি উৎপাদন করতে সক্ষম হবো।

১৯। আমাদের একমাত্র নিউজপ্রিন্ট কারখানার সমীকরণ ও আধুনিকায়নের সঙ্গে সঙ্গে এরকম কয়েকটি মিল স্থাপন করা দরকার। জুট কাটিং-এর সাহায্যে আমাদের মণ্ড তৈরির কারখানা স্থাপনেরও উদ্যোগ নিতে হবে।

২০। সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতেই আমাদের খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশেষ করে মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলার আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২১। অদূর ভবিষ্যতে আমরা লাখ লাখ টন খাদ্যশস্য বিদেশে রফতানি করতে সক্ষম হবো। এই রফতানিন জন্যে অসংখ্য চটের ব্যাগ তৈরির দরকার হবে। সে কারণে পাট শিল্পকে আরও সম্প্রসারিত করা সম্ভব হবে।

২২। দেশের বনাঞ্চলে কাঠের আসবাবপত্র তৈরির কারখানা স্থাপনের চমৎকার সুযোগ রয়েছে। এদিকে আমাদের নজর দিতে হবে।

২৩। আমাদের যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব 'নভোটেক্স' ও জুটন উৎপাদনের কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা নিতে হবে। এই শিল্পের বিকাশ তুলা আমদানির পরিমাণ কমাবে এবং কম দামী বস্ত্র উৎপাদন করতে সাহায্য করবে। বেসরকারী খাতে বিশেষ ধরনের পাটজাত সামগ্রীর কারখানা স্থাপনকে আরও উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

আমাদের বাসস্থান নির্মাণ সমস্যার সমাধানকল্পে আমাদেরকে পর্যাপ্ত গৃহনির্মাণ সামগ্রী উৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে এবং এ জাতীয় শিল্প সারা দেশে সমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

২৪। পাট ও পাটখড়ির সাহায্যে নির্মাণ কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী আমাদের উৎপাদন করতে হবে। তা আমাদের আভ্যন্তরীণ সারা দেশে সমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

২৫। দেশের বিভিন্ন শিল্পে উৎপাদনের সহায়ক হিসেবে প্লাস্টিক শিল্পের বিকাশ ঘটানো অত্যাবশ্যক এবং তা আমাদের করতে হবে।

২৬। আমাদের মেশিন টুলস ফ্যাক্টারী, ডিজেল প্ল্যান্ট এবং শিপইয়ার্ডে উৎপাদনের যে সুযোগ রয়েছে তাকে কাজে লাগালে আমরা সব ধরনের মেরিন ইঞ্জিন এবং নৌ-সরঞ্জাম তৈরি করতে পারবো।

https://nagorikpathagar.org

২৭। দেশে বীক্ষণ শিল্পের কোন অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। মোটামুটিভাবে চশমার যাবতীয় সরঞ্জাম যাতে দেশে উৎপাদন করা সম্ভব হয় সেদিকে নজর দিতে হবে।

২৮। আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ ও রফতানির স্বার্থে কাঁচ ও ফাইবার গ্লাস শিল্প সম্প্রসারণের প্রয়োজন আমাদের রয়েছে।

২৯। দেশে রেশম শিল্প সম্প্রসারণ সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। প্রত্যেকটি গ্রামের বাড়িতে কুটির শিল্পের আকারে তা করা যেতে পারে।

৩০। বৃহদাকার দেশী নৌকা তৈরির শিল্প যথেষ্ট সংগঠিত নয়। মৎস্য চাষ আহরণ ব্যবস্থার উন্নয়নের স্বার্থে দেশী নৌযান শিল্পকে আরও সুসংগঠিত করতে হবে।

৩১। আমাদের আরও অনেক বস্ত্র ও সুতা কারখানা দরকার। রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারী খাতে বস্ত্র কারখানার যন্ত্রপাতি স্বদেশেই নির্মাণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩২। অনুরূপভাবে হস্তচালিত তাঁত শিল্পের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রপাতিও দেশে তৈরির ব্যবস্থা করা দরকার।

৩৩। দেশে পরীক্ষামূলক রাবার চাষ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। অতঃপর নিজস্ব উৎপাদনের সাহায্যেই আমরা আমাদের রাবারের চাহিদা মেটাতে পারবো। কাজেই এখন রাবারভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলার জন্য দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণের সময় আমাদের এসেছে।

৩৪। চা শিল্পেরও সম্প্রসারণ এবং আধুনিকায়ন আবশ্যক।

৩৫। বিটুমিন উৎপাদনের তুলনায় তা মোটেও যথেষ্ট নয়। আমাদের নতুন নতুন অনেক রাস্তা সড়ক নির্মাণ করতে হবে এবং এ কাজ ত্বরান্বিত করার জন্যে আরও কয়েকটি বিটুমিন প্ল্যান্ট স্থাপন করা দরকার।

৩৬। আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ এবং রফতানি স্বার্থে আমাদের টেলিফোন শিল্পকে আরও সম্প্রসারিত করা দরকার। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও ব্যাপকতর টেলিফোন সার্ভিস প্রদানের জন্যে টেলিফোনের তার ও অন্যান্য সরঞ্জাম এবং ক্ষুদ্রাকায় এক্সচেঞ্জ দেশের ভেতরেই উৎপাদন করতে হবে।

৩৮। চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর এবং ঢাকায় নতুন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পাশে অবাধ বাণিজ্য এলাকা (Free Trade Zone) গড়ে তোলার কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। তা বিদেশী ও দেশী পুঁজি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে।

https://nagorikpathagar.org

৩৯। অফিস ও বাসগৃহের জন্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু উপকরণ যেমন— সিলিং ফ্যান, রেফ্রিজারেটার, এয়ারকন্ডিশনার ইত্যাদি দেশের ভেতরেই উৎপাদন করতে হবে। আগামী দু'বছরের মধ্যে এ সবের উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন আমাদের লক্ষ্য এবং তার পর থেকে এ সবের আমদানি বন্ধ করে দিতে হবে।

৪০। বর্তমানে আমরা যতটুকু কারিগরি উৎকর্ষ অর্জন করেছি তার দ্বারা চলচ্চিত্র শিল্পের জন্যে প্রয়োজনীয় প্রজেক্টর ও অন্যান্য সরঞ্জাম তৈরির কাজে আমাদের হাত দেওয়া উচিত।

৪১। আলপিন থেকে শুরু করে ডুপ্লিকেটিং মেশিন এবং সূঁচ থেকে শুরু করে সেলাই মেশিন পর্যন্ত সব রকম নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী আমাদের দেশেই তৈরি করতে হবে।

৪২। ছোট ছোট ছাপাখানার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম এখন আমাদের দেশেই তৈরি করা সম্ভব।

৪৩। উপরোক্ত লক্ষ্য ও সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে আগামী কয়েক বছর আমাদের কি কি যন্ত্রাংশ আমদানি করা অপরিহার্য সে সম্পর্কে একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। তৈরি সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি আমদানির ওপরও পরিকল্পিতভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা দরকার হবে। এর ফলে প্রতিষ্ঠিত শিল্পসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তৈরি জিনিসের গুণগত মানের উন্নয়ন উৎসাহিত বোধ করবে।

মোট কথা আমাদের শিল্পায়ন ও যন্ত্রপাতি সম্প্রসারণের লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের শিল্প উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ব বিকাশ ঘটানো, যাতে করে আমরা দেশের ভেতরেই আমাদের কাঁচামালকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারি এবং তা থেকে তৈরি পণ্যসামগ্রীর সাহায্যে আমাদের নিজস্ব চাহিদা পূরণের পরও কিছুটা বিদেশে রফতানি করতে পারি। শিল্পক্ষেত্রে এই উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ফলে আরও অনেক বেশি লোকের কর্মসংস্থান হবে। তাছাড়া আমাদের শিল্প উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করতে পারলে খরচও অনেক কম পড়বে, যার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক দরে আমরা আমাদের পণ্যসমাগ্রী বেচতে পারবো। যে শিল্পায়নের কথা আমরা বলছি, কুটির শিল্পসহ ভারী, মাঝারী ও হালকা সকল শিল্পই তার আওতাভুক্ত। অনেকে বলে থাকেন বাংলাদেশ যেহেতু কৃষিপ্রধান অতএব কৃষি উন্নয়নই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু এই সস্তা শ্লোগানে বিভ্রান্ত হলে আমরা ভুল করব। আমরা

https://nagorikpathagar.org

নিঃসন্দেহে একটি কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু আমাদের সমান গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। সে মূল্যবান সময় আমাদের ইতিমধ্যে নষ্ট হয়ে গেছে তা পুনরুদ্ধারের জন্যে স্বল্পতম সময়ে শিল্পের দ্রুততম বিকাশ আমাদের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনে সরকারী খাতে শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারী খাতে শিল্প স্থাপনের প্রতিও আমাদের অবশ্যই পূর্ণ সমর্থন প্রদান করতে হবে। শিল্পক্ষেত্রে সামগ্রিক বিকাশের গতির প্রতি আমাদের সার্বক্ষণিক নজর রাখতে হবে এবং আমরা সত্যি সত্যিই সামনে এগুচ্ছি না পিছিয়ে পড়ছি, মাঝে মাঝেই সেটা পর্যালোচনা করে দেখার দরকার হবে। শিল্পক্ষেত্রে এই বিপ্লবকে সফল করে তোলার জন্যে শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণমূলক একটি বিস্তারিত কর্মসূচী আমাদের অবশ্যই হাতে নিতে হবে। শ্রমক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রসঙ্গ নিয়ে আমাদের আলাদা করে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে এবং একই সঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে শিল্পক্ষেত্রে সুস্থ পরিবেশ ছাড়া শিল্পায়নের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রে সমান অগ্রগতি বাংলাদেশের জাতীয় লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং তার জন্যে দেশের বিপুল জনশক্তিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সুসংগঠিত ও প্রশিক্ষিত করে তোলা অপরিহার্য।

https://nagorikpathagar.org

আমার কথা

স্মরণীয় ভাষণ থেকে

(এখানে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বিভিন্ন ভাষণ থেকে
উল্লেখযোগ্য বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে।)

https://nagorikpathagar.org

১লা জানুয়ারী '৮০ ইং তারিখে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেন—

* * * *

"বিপ্লবের আদি শত্রু জাতীয় উন্নয়ন ও জনগণের প্রগতি ও কল্যাণের পথে মূল প্রতিবন্ধক নিরক্ষরতা দূরীকরণ–এর কর্মসূচী উদ্বোধন হবে আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারী থাকে। দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে স্বাক্ষর করে তোলার এই মহান বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা, শক্তিশালী সংগঠন ও কঠিন পরিশ্রমের। আর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আত্মবিশ্বাসের। জাতির কল্যাণের জন্যে কোন কাজই অসম্ভব বা দুরূহ নয়। খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করার উদ্দেশ্যে বিপুলসংখ্যক জনগণ যেভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন, ঠিক তেমনি একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও আত্মোৎসর্গের মনোভাব নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লে দেশ নিরক্ষরতা দূরীকরণের এই বৈপ্লবিক কর্মসূচী পাঁচ বছরের মধ্যেই সম্পূর্ণ সফল সম্ভব। এই মহান কর্মসূচী আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে শুরু করার তাৎপর্য হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন— আমাদের পবিত্র শহীদান আত্মোৎসর্গ করেছেন, তাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে এই দিনটি বেছে নেওয়া হয়েছে। ব্যাপকভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে ছাত্র, শিক্ষক, মুক্তিযোদ্ধা, সরকারী কর্মচারী, শ্রমিক, কৃষক, প্রতিরক্ষা বাহিনী, মসজিদের ইমাম ও রাজনৈতিক দলসমূহের সকল সদস্যই এই অভিযানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে এগিয়ে আসবেন। এই কর্মকাণ্ডে গ্রাম, ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সকল শিক্ষিত ভাইবোনদেরকে সেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করবে ইউনিয়ন ও পৌরসভা। এ ব্যাপারে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও সহায়তা দেবেন এলাকার সংসদ সদস্য। জেলার সামগ্রিক কাজের সমন্বয় পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে ডেপুটি কমিশনারদের উপর। এ উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে একটি সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ সেল এবং ভাইস প্রেসিডেন্টের দপ্তর, শিক্ষা, অর্থ, স্থানীয় সরকার, মন্ত্রণালয়সমূহতেও একটি করে সেল গঠন করা হবে। জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে ডেপুটি কমিশনার এবং এস. ডি. ও'র অফিসেও অনুরূপ সেল থাকবে। শিক্ষা সম্পর্কিত কাউন্সিল কমিটি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় যৌথভাবে শিক্ষা সম্পর্কিত প্রাথমিক ও ব্যবহারিক বইপত্র প্রকাশ করছেন। নিরক্ষরকে শিক্ষা দানের সঙ্গে তাদেরকে আধুনিক কৃষি, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ও জাতীয় উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়েও উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হবে।

https://nagorikpathagar.org

আগামী ৫ বছরের মধ্যে খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে বিপ্লবের প্রথম ধাপ লাখ খাল খনন কর্মসূচী সম্পর্কে বলেন— সারাদেশে সেচ খাল খনন অতিসত্তর সমাপ্ত হবে। ইতিমধ্যেই আগামী গ্রীষ্মের আগেই প্রয়োজনীয় পাম্প আমদানিও ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া পাশাপাশি সৌর রশ্মি উইন্ডমিল উন্নয়নের ব্যাপারেও প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো ১৯৭৪ সালে অরোপিত জরুরী ক্ষমতা আইন প্রত্যাহার। দেশের জনগণের যারা নেতৃত্ব দিতে চান তাদের উদ্দেশ্যে বলেন— যে আজ আত্ম জিজ্ঞাসার সময় এসেছে। যা কিছু সম্পদ দেশ তার সবই অবারিত করে দিয়েছে। এখন প্রিয় মাতৃভূমিকে কে কি দিতে পারি দেশকে স্বর্ণপ্রসূ করার জন্য কে কতটা আত্মত্যাগ করতে পারি সেটাই হচ্ছে আজকে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।"

১৪ই ফেব্রুয়ারী '৮০ ইং তারিখে ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরে গ্রাম প্রতিরক্ষাদলের ৫ম জাতীয় সমাবেশে ভাষণ দানকালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেন—

*   *   *   *

"গ্রামাঞ্চলের আইন-শৃংখলা বজায় রাখা এবং তৎপর হওয়া, জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব সম্পর্কে সরকার সচেতন রয়েছে। দেশের বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের আইন-শৃংখলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এই দল গঠন করা হয়েছে। জন্মলগ্ন থেকেই গ্রাম প্রতিরক্ষা দল তাদের কর্মতৎপরতার জন্যে প্রশংসা অর্জন করে আসছে। এছাড়া গ্রামের শান্তি-শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে আইন রক্ষাকারী সংস্থাগুলোকে গ্রাম প্রতিরক্ষা দল সহায়তা করে আসছে। আইন শৃংখলা রক্ষার পাশাপাশি পল্লী উন্নয়নে গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন— কৃষি, হাঁসমুরগী পালন ও মৎস্য চাষ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সকল স্তরের সদস্যরা বিভিন্ন এলাকায় প্রশংসা অর্জন করেছেন। তাই আমাদের আর পরিশ্রম করতে হবে। কেননা কঠিন পরিশ্রম না করে কোন জাতিই সমৃদ্ধশালী হতে পারে না। প্রচুর প্রাকৃতিক ও জন সম্পদ থাকা সত্ত্বেও আমরা অন্যতম দরিদ্র দেশ হিসেবে পরিচিত। দেশের দারিদ্রতা দূর করতে না পারলে আমাদের দেশ অর্থহীন হয়ে পড়বে।

বর্তমান সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে জাতীয় সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দেশকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা। গ্রাম রক্ষীরা যেন নিজেদের এলাকাকে

https://nagorikpathagar.org

একটি আত্মনির্ভরশীল এলাকা হিসেবে গড়ে তুলতে পারে সেই জন্যে এবছর ত্রিশ হাজার গ্রাম রক্ষীকে আত্মনির্ভরশীল হবার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

গত বছর ডিসেম্বর মাসে দেশব্যাপী শান্তিপূর্ণভাবে যে উৎপাদনমুখী বিপ্লবের সূচনা করা হয়েছে তা দেশের লাখ লাখ মানুষের সাথে আপনারা খাল খনন কর্মসূচীতে অংশ নিয়েছেন। আমি বিশ্বাস করি দেশের খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে গৃহীত এই কর্মসূচী বাস্তবায়নে আপনারা ভবিষ্যতেও সহযোগিতা করবেন। আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারী মহান শহীদ দিবসে এ বিপ্লবের দ্বিতীয় পদক্ষেপ শুরু হবে। এই পদক্ষেপ দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রত্যেককেই পড়তে ও লিখতে শেখানো ছাড়াও অংক শিখানো হবে। গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সদস্যরা এই সুযোগ গ্রহণ করে নিজেকে শিক্ষিত করে তুলবেন এবং দেশের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবেন।

গ্রাম রক্ষীদের অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে সরকার সচেতন রয়েছে এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দেশব্যাপী এখন যে উন্নয়ন কার্যক্রম চলছে আপনারাও তাতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিন"।

১৪ই ফেব্রুয়ারী '৮০ ইং তারিখে ঢাকার অদূরে সেনাবাহিনীর শীতকালীন মহড়া প্রত্যক্ষ করার পর প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেন—

* * * *

"জনগণের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালনে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে সশস্ত্র বাহিনীকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। তিনি মহড়ার উচ্চমানের প্রশংসা করেন এবং ব্যাপক ও বিরামহীন অনুশীলনের মাধ্যমে এই মান আরও উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিশেষ করে একাডেমীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের এবং সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ড ও স্টাফ কলেজ-এ প্রদত্ত প্রশিক্ষণের উচ্চমানের কথা উল্লেখ করেন যা ইতিমধ্যেই বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী সমূহের নাম মাত্র অবস্থা থেকে শুরু হলেও আল্লাহর রহমতে প্রস্তুতির ন্যূনতম মান বজায় রেখে চাহিদার সাথে সংগতভাবে অনেক দূরে অগ্রসর হয়েছে। প্রতিরক্ষা বাহিনীকে স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেন যা সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের বর্তমান ঐতিহ্যের সঙ্গে নূতন একটি অধ্যায় যুক্ত করেছেন। সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেদেরকে যথাযথভাবে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। যাতে তারা তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যথাসাধ্য অবদান রাখতে পারেন"।

https://nagorikpathagar.org

১৫ই ফেব্রুয়ারী '৮০ তারিখে ঢাকা জেলার পঞ্চঘাট ধনিয়ার জনসভায় ভাষণ দানকালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেন—

*　　　　*　　　　*　　　　*

"সারাদেশে এখন যে শান্তিপূর্ণ বিপ্লব চলছে তা হলো আমাদের সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির চাবিকাঠি। খাল ও নদী পুনঃখননের প্রাথমিক পর্যায়ের সাফল্যে দু-একটি রাজনৈতিক দল বিচলিত হয়ে পড়েছে এবং এটা বানচাল করার উদ্দেশ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এ বিপ্লব সফল হলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল আরও শক্তিশালী হবে এই আশংকায় ভীত হয়ে এসব রাজনৈতিক দল বিপ্লব বানচাল করার চেষ্টা করছে। দেশ উন্নত ও সমৃদ্ধি হোক এটা এরা চায় না। হিংসাত্মক কার্যকলাপ বিশৃংখলা সংশয় সৃষ্টির মাধ্যমে এটাকে নস্যাৎ করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু তাদের সকল চক্রান্ত সত্ত্বেও আল্লাহর রহমতে এবং জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের ফলে এ বিপ্লব সফল হবেই।

বর্ধিত উৎপাদন আমাদের জন্য অতীব প্রয়োজন এবং এছাড়া আগামী ৫ বছরের মধ্যে দেশের খাদ্যোৎপাদন দ্বিগুণ করার অন্য কোন বিকল্প পথ নেই। এর ফলে দেশে রফতানি করার মত উদ্বৃত্ত ফসল হবে এবং যোগাযোগ, শিক্ষা স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও শিল্পের মত বিভিন্ন খাতে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্ত বায়নের জন্যে পর্যাপ্ত অর্থ পাওয়া যাবে। গ্রামাঞ্চলের মহিলারাও মাছ চাষ করার জন্যে সমবায় গড়ে তুলতে পারেন।

জনগণকে বাঁশ ও কাঠের সাহায্যে পাম্প এবং নলকূপ তৈরি করতে হবে, এগুলো হাতে চালানো যাবে ফলে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খরচ কমে যাবে এবং এসব সরঞ্জাম আমদানির উপর আমাদের নির্ভরশীলতাও কমবে। বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ের চলতি বছরে ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান শুরু হবে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবার পরিকল্পনা প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেন—এগুলো না হলে সকল উন্নয়ন তৎপরতাই ব্যর্থ হবে"।

১৬ই ফেব্রুয়ারী '৮০ ইং তারিখে চট্টগ্রামে পাতজিন খাল এবং সাতকানিয়ায় নয়া খাল পুনঃখনন কর্মসূচীর উদ্বোধনী বিরাট জনসভায় ভাষণ দানকালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেন—

*　　　　*　　　　*　　　　*

"খাল মাছ আর পোনা খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করার লক্ষ্য অর্জনেই সাহায্য করবে না, উপরন্তু দেশর সাধারণ অর্থনৈতিক আয় বাড়বে এবং ব্যক্তিগত আয়

https://nagorikpathagar.org

বৃদ্ধি পাবে। সেই খালে কিছু মাছের পোনা ছাড়বেন। স্বেচ্ছা শ্রমের ভিত্তিতে ৫৬ ফুট প্রশস্ত ১৪ ফুট গভীর এই খাল খনন করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এই খাল থেকে ৬০০০ একর জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হবে। আগামী বছর এর ৮ মাইল দীর্ঘ শাখা খালগুলোর খনন সম্পন্ন হলে ৪০ হাজার একর জমিতে সেচ চালানো যাবে।

নয়া খাল প্রকল্পের কাজ গত মাসের মাঝামাঝি শেষ হয়েছে। এই খাল থেকে চার হাজার ছয়শত পঞ্চাশ একর জমিতে সেচ ও সমৃদ্ধির চাবিকাঠি বলে তিনি অবহিত করেন।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর পরই নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য গণশিক্ষা চালু করা উচিৎ ছিল। কিন্তু তখনকার ক্ষমতাসীনরা নিজেদের পকেট বোঝাই করার জন্যেই ব্যস্ত ছিলেন। ব্যস্ত ছিলেন হত্যা ও লুট পাটের কাজে। দেশের মানুষ সে সময় চরম বিশৃংখলা ও অশান্তির মধ্যে দিন কাটিয়েছেন।

বর্তমান সরকার উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত শান্তি ও শৃংখলা দেশে ফিরিয়ে এনেছেন। বিপ্লবের প্রথম ধাপের সফলতায় ঘাবড়ে গিয়ে কিছু লোক দেশে গোলযোগ সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। কিন্তু এদের কোনভাবেই গোলাযোগ সৃষ্টির সুযোগ সরকার দেবে না। কারণ ধ্বংসের রাজনীতি জনগণ চান না। বাংলাদেশকে পৃথিবীর বুকে একটি সম্মানিত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃস্টান সকলকে এই লক্ষ্যে একত্রে নিরলসভাবে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশে সকল ধর্মের জনসাধারণের সমান অধিকার রয়েছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে আমরা সবাই বাংলাদেশী।

১৯শে ফেব্রুয়ারী '৮০ ইং তারিখে সকালে বাংলাদেশ হ্যান্ডলুম বোর্ডের হস্তচালিত তাঁত বস্ত্র ও সরঞ্জামাদির উন্নত কেন্দ্র উদ্বোধন কালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেন—

*　　　　*　　　　*　　　　*

বস্ত্র উপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্যে দেশে পর্যাপ্ত তুলা উৎপাদন এর অত্যন্ত প্রয়োজন। বর্তমানে দেশের বস্ত্রশিল্প সম্পূর্ণভাবে বিদেশ থেকে আমদানি করা তুলার উপর নির্ভরশীল। এ অবস্থায় বস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হলে আমাদের অবশ্যই দেশের ভিতর প্রয়োজন অনুযায়ী তুলা উৎপাদন করতে হবে। এছাড়া বস্ত্রের সামগ্রিক চাহিদা মিটাতে আমাদের তাঁতজাত পণ্যের উৎপাদন দ্বিগুণ করতে হবে। প্রতিটি গ্রামে তুলা উৎপাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন যে হস্ত চালিত তাঁতে এসব তুলা দিয়ে গ্রামাঞ্চলেই কাপড় তৈরি করা যায় এবং এভাবে দেশের কাপড়ের মৌলিক চাহিদা পূরণ হতে পারে।

https://nagorikpathagar.org

আমরা যদি দেশের ১২ লাখ একর জমি তুলা চাষের আওতায় আনতে পারি তাহলে আমাদের চাহিদা মিটানো সম্ভব। তন্ত্রজাত পণ্যের উন্নতমানের ডিজাইনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার জন্যে তিনি ডিজাইন বিশেষজ্ঞদের প্রতি দেশীয় বস্ত্রের আরও নূতন ধরনের ডিজাইন উদ্ভাবনে আহ্বান জানান। আমাদের দেশে উন্নতমানের সিল্ক এবং সুতী কাপড় রয়েছে। কিন্তু উন্নতমানের ডিজাইনের অভাবে আমরা বিদেশী কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছি না। আগামী পাঁচশালা পরিকল্পনায় গ্রামের উন্নয়নের উপরই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের এই উন্নয়নের কর্মসূচীর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে দেশের কৃষি উৎপাদন দ্বিগুণ করা। সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থান উন্নতির জন্যে কুটির শিল্প বিশেষ করে হস্তচালিত তাঁত শিল্পকে অবশ্যই শক্তিশালি করতে হবে।

১৯শে ফেব্রুয়ারী ৮০ ইং তারিখে খুলনা স্টেডিয়ামে খুলনা বিভাগীয় সমবায় সম্মেলন উদ্বোধনকালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেন—

* * * *

বিপ্লবের প্রধান নীতি সমবায় আন্দোলনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। চলতি বছরের মধ্যে দেশে ৬৮ হাজার গ্রামের সব কটিতে গ্রাম সমবায় গঠন করতে হবে। বিপ্লবের ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তিনটি লক্ষ্য অর্জনের জন্যে এই বিপ্লব হবে শান্তিপূর্ণ বিপ্লব। লক্ষ্য তিনটি হচ্ছে প্রথমতঃ খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করা, দ্বিতীয়তঃ ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে গণশিক্ষা অভিযান শুরু করা এবং তৃতীয়তঃ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা।

খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে দেশে পূর্ণ উদ্যমে খাল খনন ও পুনঃ খনন চলছে এবং এই কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশ কেবল খাদ্য ও মৎস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণই হবে না বরং উদ্বৃত্ত অংশ বিদেশে রফতানি করতে সক্ষম হবে। এই কর্মসূচী যখন শুরু করা হয় কিছু লোক এর সমালোচনা শুরু করে। কিন্তু যখন এর সন্তোষজনক অগ্রগতি দেখে তখন তারা চুপসে গেছে। দেশে এখন বছরে ২০ লাখ টন খাদ্য ঘাটতি রয়েছে। কিন্তু দেশব্যাপী সেচের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন কেবল দ্বিগুণ বৃদ্ধি করাই সম্ভব নয়, তিনগুণ করাও সম্ভব হতে পারে। সে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে প্রায় এক কোটি লোকের কর্মসংস্থানও হবে। গণশিক্ষা কর্মসূচীর ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন— দেশ থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করতে এবং জনগণ যাতে পড়তে ও লিখতে পারে সেজন্য প্রত্যেক গ্রামে নিরক্ষরতা দূর করার কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

https://nagorikpathagar.org

বাংলাদেশ সমবায় আন্দোলন ভূমিকা উল্লেখ করে তিনি বলেন— সমবায়ীদের প্রতি জনগণ যাতে সমবায় থেকে উপকৃত হতে পারে সে জন্যে গ্রামে যথাযথ নেতৃত্ব দানের প্রয়োজন। শ্লোগানের দিন আর নেই। এখন জনগণ সজাগ। তারা এখন দেশের জন্য কাজ চায়। সমবায়ীদের প্রতি সমবায় আন্দোলনকে তাদের জীবন যাত্রার অঙ্গ হিসেবে গ্রহণের পরামর্শ দেন। সমবায় আন্দোলনের প্রতি তাদের দানের জন্য আগামী মাসের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকায় জাতীয় সমবায় কর্মী অংশগ্রহণ করবে। দেশে একটি ওয়ার্কাস গঠনের উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতে প্রায় দু-কোটি তরুণকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

মহান ২১শে ফেব্রুয়ারী '৮০ ইং তারিখে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণদানকালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেন—

*　　　*　　　*　　　*

"প্রাণপ্রিয় মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে অগ্রপথিক সেনানীদের আত্মা উৎসর্গে অম্লান এই দিনে আমি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জানাই সেই বীর শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে, পরম করুণাময়-এর কাছে তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করি। বাহান্নর ২১শে ফেব্রুয়ারি আমাদের অন্তরে জাতীয়তাবাদী চেতনার যে বিকাশ ঘটায় তারই পথ বেয়ে আজ আমরা বিশ্বে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে গৌরবের আসনে সু-প্রতিষ্ঠিত। জাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমরা যে গৌরবময় ঐতিহ্যে-এর অধিকারী তাকে পরিপূর্ণ করে তুলতে আমরা আজ বদ্ধপরিকর। বলা বাহুল্য এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে গণশিক্ষা অপরিহার্য। এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যদি নিরক্ষর থাকে, মাতৃভাষায় পড়তে, লিখতে সক্ষম না হয় তাহলে এই ভাষার জন্য দেশের বীর সন্তানদের আত্মউৎসর্গ অর্থহীন হয়ে পড়বে। আমাদের জাতীয় বিপ্লবের দ্বিতীয় ধাপে দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের সূচনা ঘটানোর জন্য আমাদের শপথ, আমরা একই ত্যাগের মনোভাব-এ উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করবো।"

২১শে ফেব্রুয়ারি ৮০ ইং তারিখে ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ মহকুমার সাতপাড়ে নজরুল মহাবিদ্যালয়ে বিপ্লবের দ্বিতীয় ধাপ নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান উদ্বোধনকালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেন—

*　　　*　　　*　　　*

"দেশের শিক্ষিত নাগরিকদের গ্রুপে গ্রুপে ভাগ ভাগ হয়ে গ্রামে যেয়ে নিরক্ষর জনসাধারণকে অক্ষর জ্ঞান ক এবং বাংলা প্রথম সংখ্যা ১ লিখে উপস্থিত

https://nagorikpathagar.org

বিরাট জনতাকে সমবেত কণ্ঠে-এর উচ্চারণ শেখান এবং আর্থিকভাবে দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত জরাজীর্ণ নজরুল মহাবিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্যে পাঁচ লাখ টাকার সরকারী অনুদান ঘোষণা করেন। যুগ যুগ ধরে ফরিদপুর জেলা ও গোয়ালন্দ মহকুমা অবহেলিত রয়ে গেছে। অতীতের সরকার এ এলাকার অধিবাসীদের সঙ্গে ধোঁকাবাজী করেছে। তারা শুধু শ্লোগান দিয়েছে। এই জেলায় মিল ফ্যাক্টরী স্থাপন করা হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজ ও নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপিত হতে যাচ্ছে।"

২২শে ফেব্রুয়ারি ৮০ তারিখে রাজশাহী জেলায় ৪টি পুনঃখনন করা সেচের খাল উদ্বোধনকালে বিশাল জনসভায় ভাষণদানকালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেন—

*　　　*　　　*　　　*

"অগ্রগতির জন্য আমাদের বিপ্লব হচ্ছে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের কর্মীরা জনগণের সঙ্গে নিজেদের ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক রেখে দেশে একটি সামাজিক পরিবর্তন আনতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এসব খালে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ৩০ হাজার একর জমিতে সেচের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করবে। বড় বড় নদীর পানি লাভজনকভাবে ব্যবহার করতে তাদের আরও দীর্ঘ, প্রশস্ত ও গভীর খাল খনন করা উচিত।

শিক্ষিত ও কর্মমুখী জাতিই কেবল বিশ্বে সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের প্রতি কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি করে সার্বিক জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির আহ্বান জানান।

নিরক্ষরতা দূর করা শিক্ষিত জনগণের নৈতিক দায়িত্ব। শিক্ষিত জনগণ জাতির বৃহত্তর স্বার্থে তাদের যথাযথ ভূমিকা পালন করবে।

২৯ ফেব্রুয়ারী '৮০ মুন্সীগঞ্জের জনসভায় প্রদত্ত ভাষণে জিয়াউর রহমান বলেন—

*　　　*　　　*　　　*

জনসাধারণ অনেক আগেই অস্ত্রের রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তারা আর কোনো কোটারীকেই রাজনীতির নামে পুনরায় গোলযোগ সৃষ্টি করতে দেবে না।

জনগণ যে শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অগ্রগতির জন্যে কাজ করতে বদ্ধপরিকর, বিপ্লবে তাদের স্বেচ্ছা স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

https://nagorikpathagar.org

জনগণ ভোট দিয়ে বর্তমান সরকারকে ক্ষমতায় এনেছেন। তারা যতদিন চান, ততদিন এই সরকার ক্ষমতার থাকবেন। গণতন্ত্রের নীতিমালা এবং সকল ক্ষমতার প্রকৃত উৎস জনগণের ইচ্ছার উপর এ সরকারের গভীর আস্থা রয়েছে।

জনগণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতিই বর্তমান বিপ্লবের লক্ষ্য।

৩ মার্চ ১৯৮০ স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী বাংলাদেশ রাইফেলসকে মহান জাতীয় পতাকা প্রদানকালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেন—

* * * *

ন্যায় ও সততা সুমহান আদর্শকে সামনে রেখে আগামী দিনে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলার পাথেয় এবং সকল প্রেরণার উৎস হোক এ মহান জাতীয় পতাকা। বহু কষ্টার্জিত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব আপনারা যে কোনো ত্যাগের বিনিময়ে অক্ষুণ্ন রাখবেন জাতি এ আস্থা পোষণ করে।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের সার্বভৌমত্ব, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে যে কোনো চক্রান্ত নসাৎ করতে জাতি আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ লক্ষ্য অর্জনে আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা মূল্যবান অবদান রাখবে।

চোরাচালান রোধ, সীমান্তে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও দুস্কৃতকারী দমনের মত দায়িত্বপূর্ণ কাজে আপনারা নিয়োজিত। অধিকতর নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে এ দুরূহ দায়িত্ব আপনারা পালন করে যাবেন, এ বিশ্বাস আমি পোষণ করি দৃঢ়ভাবে।

২১ মার্চ ৮০ জামালপুর ও সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন জনসভায় প্রদত্ত ভাষণে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেন —

* * * *

জনগণই প্রকৃতি শক্তি, অস্ত্র নয়। দেশে শান্তিপূর্ণ ও বসবাসের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করাই বিএনপি এবং তার সরকারের লক্ষ্য। বেআইনী অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার না করা হলে গণবিরোধীরা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতেই থাকবে এবং তার ফলে উন্নয়ন ব্যাহত হবে। শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের সফলতার জন্যে গ্রামগুলিকে অবশ্যই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। কিন্তু বেআইনী অস্ত্র থাকলে উন্নয়ন তৎপরতার পূর্বশর্ত শান্তি বিঘ্নিত হবে।

https://nagorikpathagar.org

গ্রামোন্নয়ন করতে না পারলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন করা সম্ভব হবে না। সরকার দেশের প্রতিটা ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন আনতে চান। বাংলাদেশের মত দেশ যে দেশ দু' শ' বছর ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ছিল, সে দেশের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যাগুলি সমাধানের জন্যে আমাদের অবশ্যই বৈপ্লবিক পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্যোগ নিতে হবে।

স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিরাই প্রকৃত সরকার। কাজেই গ্রামবাসীদের সংগঠিত করার দায়িত্ব অবশ্যই তাদের নিতে হবে। এ কথা মনে করেই সরকার ইউনিয়ন পরিষদগুলিকে শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যাতে তারা নিজেদের এলাকার পরিস্থিতি নিজেরাই মোকাবিলা করতে পারে।

২২ মার্চ ৮০ শিল্পকলা একাডেমীতে জাতীয় সমবায় সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেন—

* * * *

একমাত্র সমবায়ই যুগ যুগান্তের শোষণের অবসান ঘটবে পারে, দিতে পারে অর্থনৈতিক মুক্তি।

বাংলাদেশের উন্নয়ন নির্ভর করছে গ্রামের উন্নয়নের ওপর। আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে পারবেন গ্রামের মানুষই। আর তা সম্ভব সমবায়েরর মাধ্যমে।

যুগ যুগ ধরে এদেশ শোষণের ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। শোষণ ও নির্যাতনে জাতিকে দুর্বল করে রাখা হয়েছে। এ থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। শুধু তাই নয়, শোষণের ২শ' বছরের পশ্চাদপদতাকে কাটিয়ে উঠতে হবে। এ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেশকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী হিসেবে গড়ে তুলতে চাইলে প্রয়োজন ঐক্য, প্রেরণা, ইচ্ছে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে পরিচালিকা শক্তি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

বিদেশীদের নিয়ে বাংলাদেশের সমস্যার সমাধান হবে না। বরং শাসন ও শোষণ আরো কায়েম হবে। বিদেশীবাদ বাংলাদেশের জনগণ সর্বদা প্রত্যখ্যান করেছে। জাতি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ একটি বিরাট শক্তি। দেশ ও মানুষকে সে শক্তি দিয়ে সঠিকভাবে চালিত করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এগিয়ে নিয়ে যাওয়া একটি মাধ্যম সরকার।

সমবায় শুধু আমাদের নয়, ভবিষ্যৎ বংশধরদের সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারে। সমাজের অর্থনৈতিক অবনতির জন্যে মধ্যস্বত্বভোগীদের চিরাচরিত ক্ষতিকর ভূমিকার জন্যে এই টাউট শ্রেণীর আর সমাজের থাকতে দেয়া যায় না।

https://nagorikpathagar.org

গ্রামে শক্তি চাই। শান্তি না হলে কিভাবে উন্নয়নের কাজ করা যাবে?

দশম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত বাণীতে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেন —

* * * *

এবারের স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য ভিন্নতর। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয় সার্বভৌমত্ব সুনিশ্চিত করার পক্ষে জনগণ আজ ফিরে পেয়েছে তাদের পূর্ণ নাগরিক অধিকার, বিলুপ্ত হয়েছে সামরিক শাসন ও জরুরি আইন, বিকাশ ঘটেছে পূর্ণ গণতন্ত্রের। জনগণের বহু প্রত্যাশিত সেই অধিকারের প্রতীক রূপে চিহ্নিত এবং জনগণের দ্বারাই নির্বাচিত একটি সার্বভৌমত্ব জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলছে। আজকের এই দিনে আমাদের জনগণের জন্যে এটা নিঃসন্দেহে গর্ব ও আনন্দের বিষয়।

জাতীয় উন্নয়নের সর্বক্ষেত্রে স্বনির্ভর হয়ে ওঠার দৃঢ় শপথ নিয়ে আজ আমরা এক মহান বিপ্লবের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। এই অনিবার্য বিপ্লব, যা আমাদের জীবন ধারারই অঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে উঠেছে, তাকে সফল করে তুলতেই হবে। এটা আনন্দের বিষয় যে, ইতিমধ্যেই এই বিপ্লব জনমনে বিরাট সাড়া জাগিয়েছে এবং বিপুল সংখ্যক জনগণ স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে জাতির ভাগ্যোন্নয়নের মহান লক্ষ্যে এই বিপ্লবকে সফল করে তুলতে এগিয়ে এসেছেন। গণবিপ্লবের যে তাগিদ আজ সর্বত্র অনুভূত হচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে আমাদের জনগণ অধিকার সচেতন ও কর্মমুখর, তাই আমাদের ভবিষ্যত নিশ্চিতরূপেই উজ্জ্বল।

সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে যে বৈপ্লবিক কর্মসূচি আমরা বাস্তবায়ন করতে চলেছি তার পূর্বশর্ত হলো শান্তি ও স্থিতিশীলতা। আমরা একটি মাত্র রাজনীতিতেই বিশ্বাসী, তা হলো উৎপাদনের রাজনীতি, অস্ত্র বা হিংসার রাজনীতি নয়। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি জনগণই হচ্ছে ক্ষমতার মূল উৎস, অস্ত্র নয়। তাই বেআইনী অস্ত্র উদ্ধারের মাধ্যমে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা, প্রতিটি স্বাধীনতাকামী জনগণের পবিত্র দায়িত্ব।

স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুসংহত এবং জাতীয় জীবনে একে অর্থবহ করে তোলার দৃঢ় শপথ নিয়ে আমাদের জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে যে নতুন প্রেরণা ও কর্ম প্রবাহের সৃষ্টি হয়েছে, সেই গতিধারাকে অবশ্যই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এ জন্যে প্রয়োজন বৃহত্তর ঐক্যবোধ, সকল পর্যায়ে নারীপুরুষ সকলের কঠোর ও নিরলস পরিশ্রম।

https://nagorikpathagar.org

আসুন আমরা দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও ত্যাগের মনোভাব নিয়ে লাখ লাখ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত এই মহান স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলার উদ্দেশ্যে একটা সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করি। আল্লা আমাদের সহায় হোন।

১৯৮০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি শনিবার রাজধানী থেকে ২৮ মাইল দূরে মৌচাকের আরণ্যক পরিবেশে পঞ্চম আন্তর্জাতিক ইসলামী যুব শিবির উদ্বোধনকালে মহান নেতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেন—

* * * *

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার সম্পর্কে ইসলাম যে শিক্ষা দিয়েছে, তার যথাযথ অনুধাবন ও সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সারা বিশ্বে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে একটি নিয়মতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে।

ইসলাম অবিভাজ্য সামাজিক ন্যায়বিচারে বিশ্বাস করে। ইসলামী সমাজে কেউ কারো প্রভু, কেউ কারো ভৃত্য নয়। ধনীকে ইসলামী সমাজে অবশ্যই দরিদ্রের সম্পদের অংশদারিত্ব দিতে হবে। মানুষের সমমর্যাদা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে, যৌবনকাল সহজাত বিদ্রোহের সময়। বিশ্বব্যাপী যুব সমাজ বৈষম্য নির্যাতন এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বর্ণবাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে আজ সংগ্রামে লিপ্ত। এই সংগ্রামের সঙ্গে ইসলামী ভাবধারার সম্মিলন ঘটলে শোষণ, বৈষম্য ও অন্যায়ের নিগড় থেকে মানবাত্মার মুক্তি সহায়ক হবে। বর্তমান ন্যায়নীতিহীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাই এর জন্যে দায়ী। বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বেঁচে আছেন। অন্যদিকে প্রযুক্তি ও শিল্পের অগ্রসর দেশগুলোর মাথাপিছু বার্ষিক গড়পরতা আয় ৫ হাজার ডলার। বাংলাদেশের মত দরিদ্রতম দেশগুলোতে বার্ষিক গড়পরতা মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ মাত্র ১শ' ১০ ডলার। এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থা কোন মতেই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। বর্তমান বিশ্বে সামাজিক ব্যবস্থা ধনীকে আরো ধনী এবং দরিদ্রকে আরো দরিদ্র করছে। এই অবিচারের ফলে বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত এবং ভূমণ্ডলীয় পরিস্থিতি বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশী যুবসমাজ পুনর্জাগরিত, অন্যান্য ইসলামী দেশের ভাইদের মত সমাজকল্যাণ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু আশ্চর্য কাজ করেছে। আমাদের সকল প্রচেষ্টার মূলকথা হলো ইসলামী সামাজিক ন্যায়বিচার আমরা জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করছি।

https://nagorikpathagar.org

১৯৮০ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি, বিএনপি রিসার্চ কাউন্সিল সেমিনারে প্রদত্ত প্রধান অতিথি হিসেবে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেন—

*　　　*　　　*　　　*

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ শত শত বছরের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে। সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় ভাষা একটা অংশমাত্র। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে অর্থনীতি, সমাজনীতি, সাংস্কৃতিক ধর্মীয় জীবন ব্যবস্থা। এগুলির ভিত্তি করেই আমাদের জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি।

পশ্চিম বাংলার অধিবাসীরা ভারতীয়। বাংলাদেশের জনগণ বাংলাদেশী বাংলাদেশের আত্মা ও মাটির আদর্শের সঙ্গে যাদের জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তারা বাংলাদেশী হবেন, এতে নতুন কিছু নেই। আমরা বাংলাদেশী এই অনুভূতি বিশ্বাসের মধ্যেই গ্রথিত রয়েছে আমাদের জীবনমরণ।

বাংলাদেশী এই পরিচয় আমরা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে চাই। কিন্তু জাতীয় পরিচয় যদি মর্যাদার না হয়, তাহলে দেশের বাইরে মর্যাদা পাওয়া সম্ভব নয়।

১৯৮০ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী মহান একুশে উপলক্ষে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া যে বাণী দেন, তার অংশ বিশেষ—

*　　　*　　　*　　　*

বাহান্নর একুশে ফেব্রুয়ারী আমাদের অন্তরে জাতীয়তাবাদী চেতনার যে বিকাশ ঘটায় তারই পথ বেয়ে আজ আমরা বিশ্বের একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে গৌরবের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। জাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমরা যে গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী তাকে পরিপূর্ণ করে তুলতে আমরা আজ বদ্ধপরিকর। বলা বাহুল্য, এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে গণশিক্ষা অপরিহার্য। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যদি নিরক্ষর থাকে, মাতৃভাষা লিখতে-পড়তে সক্ষম না হয় তাহলে এই ভাষার জন্যে দেশের বীর সন্তানদের আত্মোৎসর্গ অর্থহীন হয়ে পড়বে। আমাদের জাতীয় বিপ্লবের দ্বিতীয় ধাপে দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের সূচনা ঘটানোর জন্যে আমরা তাই এই পবিত্র দিনটিকেই বেছে নিয়েছি।

আজকে আমাদের সকলের শপথ হোক : আমরা একই ত্যাগের মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করব।

https://nagorikpathagar.org

৩০ ডিসেম্বর '৮০ পুরানো গণভবনে শ্রমজীবী সংস্থার সংবর্ধনা অনুষ্ঠান প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেন—

*   *   *   *

ইঞ্জিনীয়ার্স ইনস্টিটিউটে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত 'উন্নয়নের জন্যে জ্বালানী' শীর্ষক সেমিনার উদ্বোধনকালে মহানায়ক জিয়া বললেন : জ্বালানি সম্পদ জাতীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি। তিনি আরো বলেন : এই সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা কেবল স্বনির্ভর হব না জ্বালানি সম্পদের দিক থেকে উদ্বৃত্ত জাতিতে পরিণত হব। বাস্তব সম্মত পরিকল্পনার অভাবে আমরা এখনো কাজে লাগাতে পারিনি। এই সম্পদ কাজে লাগানোর ব্যাপারে আমাদের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার উচিত।

বাংলাদেশে ১১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্রাস মওজুদ রয়েছে। তবে অনুমান করা হচ্ছে গ্যাসের পরিমাণ ২১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট দাঁড়াতে পারে। এই পরিমাণ গ্যাস আমাদের দীর্ঘদিনের প্রয়োজন মিটাতে যথেষ্ট। পেট্রো কেমিক্যাল কমপ্লেক্স স্থাপনের মাধ্যমে গ্যাসের বহুমুখী ব্যবহার দ্বারা জ্বালানি আমদানির ওপর আমাদের নির্ভরতা শুধু হ্রাসই পাবে না, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও সহায়ক হবে।

জামালগঞ্জে যে পরিমাণ কয়লা মওজুদ আছে তাতে আমাদের শত শত বছরের চাহিদা মিটাবে।

আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের জন্যে আমরা এই সম্পদ আহরণ করতে পারিনি।

আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং জনগণের উপর আস্থা রেখে দেশের জনগণের মন-মানসিকতা ও চিন্তাধারার ভিত্তিতে তাদের কর্মক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে আত্মনির্ভরশীল দেশ গড়ে তোলা ও জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করাই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এবং এটাই আমাদের রাজনীতি।

বিদেশীবাদ দিয়ে কিভাবে বাংলাদেশের সমস্যার সমাধান হবে। বিদেশীদের আগমন হলে কিছুদিন পর স্বশরীরে বিদেশী প্রভুরও আগমন হবে। আড়াই বছর এদেশে বিদেশীবাদের অধীনে শাসিত-শোষিত হয়েছে। ১৯৭১ সালে এদেশের জনগণ বিদেশীবাদের অধীনতা থেকে দেশকে স্বাধীন করছে।

বিদেশীবাদ বিদেশী কোম্পানীর মত। বিদেশী প্রথমে স্যাম্পল হিসেবে তাদের পণ্য অন্য দেশে বিনামূলে বিতরণ করে। পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে প্রথমে কম দামে বিক্রি করে। পরে সে পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়। রাজনীতিও এইভাবে চলে।

https://nagorikpathagar.org

এদেশের সমস্যার সমাধান এদেশের মাটিতেই রয়েছে। সাধারণ মানুষকে বাদ দিয়ে সমস্যার সমাধান করা যাবে না। এদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং জনগণের শক্তির ওপর নির্ভর করেই এদেশের সমস্যার সমাধান করতে হবে। আমাদের ৯ কোটি মানুষের ১৮ কোটি হাতকে কাজে লাগাতে হবে। নারীপুরুষ সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক সাথে কাজ করতে হবে।

উন্নয়নের জন্যে বিদেশ থেকে কেউ সাহায্য করবে না। মাথায় বুদ্ধি এবং হাতের শক্তি কাজে লাগাতে হবে দেশকে নির্মাণের জন্যে।

২০ ডিসেম্বর ৮০, চট্টগ্রামের ভাটিয়ারীতে বাংলাদেশের সামরিক একাডেমীর ক্যাডেটদের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান—

*   *   *   *

স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলতে হলে নবীন জাতি হিসেবে আমাদের উন্নয়ন তৎপরতাকে গতিশীল ও দ্রুততর করে তুলতে হবে।

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের প্রচেষ্টা চালানোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে প্রতিরক্ষার উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করতে হবে, কেননা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের অলংঘনীয়তা রক্ষা করা স্বাধীন জাতির জন্যে প্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ভৌগোলিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্যে একটি শক্তিশালী ও সুসংগঠিত প্রতিরক্ষা বাহিনী অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমাদের সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী সুসংগঠিত ও সুসজ্জিত করতে হবে।

মাতৃভূমির কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে সকল গোষ্ঠী বা ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে দেশের ঐক্য ও সার্বভৌমত্ব রক্ষাই তাদের (ক্যাডেটদের) অঙ্গীকার ও পবিত্র কর্তব্য হওয়া উচিত। দেশের সমস্যাকে নিজের সমস্যা বলে গণ্য করে দেশ ও জাতির সামনে যে কোনো চ্যালেঞ্জ সাহস, প্রজ্ঞা ও সংকল্প নিয়ে মোকাবিলা করার অঙ্গীকারও তাদের নিতে হবে।

নিরবচ্ছিন্ন প্রশিক্ষণ ও মানবিক গুণাবলী প্রতিরক্ষা বাহিনী শৌর্যবীর্যের প্রধান উৎস।

২৫ ডিসেম্বর '৮০, রমনা গ্রীণে বিএনপি-তে যোগদানকারী কর্মীদের উদ্দেশ্যে, প্রদত্ত ভাষণে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেন—

*   *   *   *

কয়েকশ' বছরের পরাধীনতার ইতিহাস প্রমাণ করে দিয়েছে যে, বিদেশী রাজনীতি দেশের সমস্যার সমাধান করতে পারে না।

https://nagorikpathagar.org

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের চেতনা নিয়ে গঠিত বিএনপির লক্ষ্য জাতীয় ঐক্যের রাজনীতি, ভাগাভাগির রাজনীতি নয়। আজকের লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষের রাজনীতি এবং গ্রামের সমস্যা মোচনের রাজনীতি।

দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যা সার্বিকভাবে মোচনের জন্যেই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের চেতনা মানুষের মনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই চেতনা নিয়েই বিএনপি দেশে বিপ্লব সংগঠন করছে, গ্রামে গ্রামে বিপ্লব সৃষ্টি হচ্ছে এবং দেশের মানুষ নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে শিখছে।

শান্তিপূর্ণ এ বিপ্লব সংগঠনের জন্যেই দেশের সর্বত্র শক্তিশালী ক্যাডার-বাহিনী দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে।

১ অক্টোবর রংপুরের নীলফামারী মহকুমার পাটগ্রামের জনসভায় ভাষণ দানকালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেন—

* * * *

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সরকারের ঘোষিত নীতি। আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা ব্যতীত কোনো প্রগতিশীল সমাজ সামনে এগিয়ে যেতে পারে না।

আমরা বিশ্বাস করি, দেশের স্থিতিশীলতা ও সার্বিক জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির জন্যে আইনের শাসন অপরিহার্য। আইনের শাসনের প্রতি আস্থা এবং শ্রদ্ধা না থাকলে সমাজে সর্বপ্রকার বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়।

কেবল সরকার ও আইনজীবীদের একক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না। এ জন্যে প্রয়োজন সমাজের সকল স্তরের জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা।

আমাদের উন্নয়ন কর্মসূচীগুলি বাস্তবায়নের জন্যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠার জন্যে তাই আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ বিপ্লবে অংশ নিতে হবে। শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের প্রধান উদ্দেশ্য কর্মহীনতা থেকে জাগিয়ে তোলা।

৫ অক্টোবর ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ রেলে যাওয়ার পথে ভাষণ দানকালে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেন—

* * * *

যে রাজনীতি জনগণের দুবেলা আহারের ব্যবস্থা ও তাদের সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ সেটা কি ধরনের রাজনীতি? জনগণের উদ্দেশ্যে এ প্রশ্ন রেখে উত্তরে প্রেসিডেন্ট জিয়া নিজেই বলেছিলেন, রাজনীতির প্রধান উদ্দেশ্যই হবে খাদ্য

https://nagorikpathagar.org

উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জনগণের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন। দেশের অর্থনীতিকে গড়ে তোলার জন্যে জনগণের অকর্মন্যতা ও অলসতার অভ্যাস অবশ্যই পরিহার করতে হবে। আমাদের বিপ্লবের মূল উদ্দেশ্য হবে খাদ্য উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি করা, জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণ। সেচ সুবিধা নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে পারলে আমাদের উর্বর জমিতে খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করা খুবই সহজ এবং এ উদ্দেশ্যে সারাবছর যাতে সেচের কাজ চালানো যায়, সেজন্যে আরো বেশি করে খাল খনন করতে হবে। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে সবাইকে ক্ষেতে ও কলে কারখানায় যেতে হবে। জনগণের বিপুল অংশকে নিরক্ষর রেখে কোন জাতিই সামনে এগুতে পারে না। তাই স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে নিরক্ষরতা দূরীকরণের শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে।

৭ অক্টোবর '৮০ সিলেট জেলার স্বনির্ভর গ্রাম সরকার সম্মেলনে ভাষণ দানকালে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেন—

*　　　*　　　*　　　*

গ্রাম উন্নয়ন ছাড়া বাংলাদেশের কোন উন্নতি হতে পারে না। গ্রামই জনশক্তির উৎস। দেশকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে গ্রামের জনগণকে তাদের ন্যায্য পাওনা দিয়ে দিতে হবে। স্বনির্ভর গ্রাম সরকার, সংগঠন ও তার কর্ম তৎপরতা দেশের দ্রুত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তরান্বিত করবে। গ্রাম সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব হবে নিজ নিজ গ্রামে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, জন্মনিয়ন্ত্রণ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ।

১০ অক্টোবর '৮০ ইঞ্জিনীয়ার্স ইনস্টিটিউটে "সমুদ্র বিজ্ঞান ও সামুদ্রিক সম্পদ" শীর্ষক সেমিনারে ভাষণ দানকালে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেন—

*　　　*　　　*　　　*

সমুদ্রগর্ভে রয়েছে খাদ্য, তেল, কয়লা, গ্যাস, ধাতব পদার্থসহ বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান সম্পদ। স্থল এলাকার যে প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি সম্পদ রয়েছে আমাদের সমুদ্রগর্ভে। এতদিন এ সম্পদ আহরণের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। সমুদ্র সম্পদ আহরণের জন্যে এখন অবশ্যই সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আমাদের দেশে সমুদ্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোক রয়েছে।

https://nagorikpathagar.org

তাদের প্রচেষ্টায় সম্পদ আহরণের প্রচেষ্টা অবশ্যই সফল হবে। সামুদ্রিক সম্পদ সম্পর্কে জাতিকে সচেতন করে তুলতে হবে।

৬ অক্টোবর '৮০ জাতীয়তাবাদী দলের নির্বাহী কমিটির সভায় ভাষণ দানকালে শহীদ প্রেসিডেন্ট রহমান বলেন—

* * * *

আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের দিকে এগিয়ে চলেছি। অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ খাদ্য রফতানিকারক দেশে পরিণত হবে।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ আজ জনগণের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। দেশে আজ জাতীয়তাবাদের জোয়ার বইছে। সারা বিশ্বে আজ জাতীয়তাবাদের ঢেউ উঠেছে। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের আদর্শে জনগণকে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করে তুলতে হবে। এই আত্মবিশ্বাসকে সম্বল করে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে নেতৃত্ব জাতীয়তাবাদী দলকেই দিতে হবে। ঢাল, তলোয়ার ও অস্ত্রের রাজনীতির দিন শেষ হয়ে গেছে। যারা অস্ত্রের রাজনীতি করেন আজ তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন। জনগণ অস্ত্রের রাজনীতি চায় না, চায় উৎপাদনের রাজনীতি।

১২ অক্টোবর '৮০ গিনির প্রেসিডেন্টের সম্মানে প্রদত্ত ভোজসভায় ভাষণ দানকালে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেন—

* * * *

গভীর বেদনা ও পরিতাপের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি যে, মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা ক্রমশই সম্প্রসারিত হচ্ছে। ইসরাইল এখন পর্যন্ত আরব ভূমি জবরদখল ও জেরুজালেম নগরী কুক্ষিগত করে রাখায় আমরা গভীরভাবে ক্ষুব্ধ। ইসরাইলের এই ঘৃণ্য তৎপরতার ফলে শুধু আঞ্চলিক শান্তিই নয়, বিশ্বশান্তিও আজ বিঘ্ন হওয়ার পথে।

২৬ অক্টোবর '৮০ চট্টগ্রামে ছাত্রদলের বিভাগীয় সম্মেলনে ভাষণ দানকালে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বলেন—

* * * *

ছাত্ররা আগামী দিনের নাগরিক; তাই তাদেরকে ভবিষ্যৎ দায়িত্ব গ্রহণের উপযোগী যোগ্য নেতা ও নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। কোন বিদেশী মতবাদ জনগণের কল্যাণ সাধন করতে পারে না। আমাদের রাজনীতি,

https://nagorikpathagar.org

সামাজিক ব্যবস্থা ও উন্নয়ন কর্মসূচীসহ সবকিছুতে জাতীয়তাবাদভিত্তিক হতে হবে, তারই পরিস্থিতিতে ছাত্র সমাজকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। ছাত্রদেরকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না করে তাদেরকে সুযোগ্য নাগরিক ও নেতা হিসেবে গড়ে তোলাই জাতীয়তাবাদী দলের লক্ষ্য।

২৮ অক্টোবর '৮০ মহিলা দলের জাতীয় সম্মেলনে ভাষণ দানকালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বলেন—

*　　　*　　　*　　　*

এদেশের মাটি থেকে এবং মানুষের আবেগ, চেতনা, প্রয়োজন, অনুভূতি সংস্কৃতির ঐতিহ্য থেকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি। এই আদর্শের ভিত্তিতে ৯ কোটি মানুষকে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিয়োজিত করতে হবে। শহরে থাকলে এ উদ্দেশ্য সফল হবে না। যেতে হবে গ্রামে। গ্রামে গ্রামে মহিলাদের সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ করার দায়িত্ব নিতে হবে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের।

২ ডিসেম্বর '৮০ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে সংহতি সম্মেলনে ভাষণ দানকালে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বলেন—

*　　　*　　　*　　　*

শিল্পোন্নয়নে সহযোগিতা চাই। এই সংহতি সম্মেলন এমন এক উপযুক্ত সময়ে শুরু হয়েছে যখন আমাদের দেশের বঞ্চিত জনগণকে উন্নততর ভবিষ্যতে এবং অন্ধকারের দিগন্তে আশার ক্ষীণ রেখা দেখানোর জন্যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে। যেখানে দেশের ন' কোটি মানুষের শতকরা আশি ভাগ কৃষির উপর নির্ভরশীল, নিরক্ষরতার হার ব্যাপক এবং সম্পদ অতি সীমিত, সেখানে আমাদের সামনে কাজ অতি দুঃসাধ্য। কিন্তু আমাদের সামনে যত দুস্তর বাধাই আসুক না কেন, আমরা তা অতিক্রম করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

১৭শ কোটি টাকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে উচ্চকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা মনে হলেও দেশের সার্বিক প্রবৃদ্ধির হার ৭ দশমিক ২ শতাংশ এবং শিল্প প্রবৃদ্ধির হার ৮ দশমিক ৬ শতাংশে উন্নীত করার জন্যে এই অংকের পরিমাণ খুব বেশি নয়।

কৃষিকে আধুনিকীকরণের জন্যে বিপুল পরিমাণ সার উৎপাদন, সেচ ব্যবস্থার প্রসার এবং আধুনিক কৃষি উপকরণের প্রয়োজন। আমরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ

https://nagorikpathagar.org

সচেতন। সে পণ্যের উৎপাদন আরো দ্রুত বৃদ্ধি এবং শিল্পে কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে নির্ভরতা কমানো না গেলে বাণিজ্য ঘাটতি পরিস্থিতির উন্নয়ন সম্ভব নয়।

প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে খাদ্যোৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বনির্ভর হবার ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য অভাবিত। জনগণের স্বেচ্ছাশ্রমে খাল খনন ও পুনর্খননের উদ্যোগ গ্রহণের প্রথম বছরেই পঁচিশ মাইল খাল কাটা হয়েছে এবং এর ফলে ৬ লাখ একর অতিরিক্ত জমি সেচের আওতায় এসেছে।

সামাজিক বিপ্লবের কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে দেশব্যাপী নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং এ উদ্দেশ্যে প্রতিবছর গণশিক্ষা কর্মসূচীর মাধ্যমে এক কোটি লোক স্বাক্ষর করা হবে যাতে ৮৫ সালের মধ্যে দেশের কেউ নিরক্ষর না থাকে। ৯০ সালের মধ্যেই দেশের জনসংখ্যাকে একটি স্থিতিশীল পর্যায়ে নিয়ে আসতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

কৃষির আধুনিকীকরণ, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন, পল্লীতে গৃহসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্যে দেশে শিল্প বিকাশের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। সরকারী শিল্পখাতগুলির পাশাপাশি বেসরকারী খাতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিল্প স্থাপন ছাড়া এই ব্যাপক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী এবং দেশী ও বিদেশী উভয় প্রকারের যৌথ সহযোগিতা ও উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।

পুরাতন গণভবনে আয়োজিত বাংলাদেশ শ্রমজীবী সংস্থার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ভাষণ দানকালে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেন—

*   *   *   *

দেশের মাটিতেই সমস্যার সমাধান রয়েছে

বাকশালী রাজনীতি হচ্ছে বিদেশী রাজনীতি। এ রাজনীতি দিয়ে দেশ চলবে না। আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন এবং জনগণের ওপর আস্থা রেখে দেশের জনসাধারণের মন মানসিকতা ও চিন্তাধারার ভিত্তিতে তাদের কর্মক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে আত্মনির্ভরশীল দেশ গড়ে তোলা, জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করাই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। এটাই বিএনপির রাজনীতি। বাকশালীরা বিদেশীবাদের শিকার হয়েছে। তাদের বিদেশী প্রভু তাদের টাকা পয়সা দেয়। তাদের পরিবারের চিকিৎসা এবং লেখাপড়া এদেশে হতে পারে না, তারা কিভাবে দেশের মানুষকে ভালবাসবে। বিদেশী বাদ দিয়ে কিভাবে বাংলাদেশের সম্যসার সমাধান হবে?

https://nagorikpathagar.org

বিদেশীবাদের আগমন হলে কিছুদিন পর স্বশরীরে বিদেশী প্রভুরও আগমন হবে। ১৯৭১ সালে এদেশের জনগণ বিদেশীদের অধীনতা থেকে দেশকে স্বাধীন করেছে।

এদেশের সমস্যার সমাধান এদেশের মাটিতেই রয়েছে। সাধারণ মানুষকে বাদ দিয়ে সমস্যার সমাধান করা যাবে না। এদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং জনগণের শক্তির ওপর নির্ভর করেই এদেশের সমস্যার সমাধান করতে হবে।

আমাদেরকে ৯ কোটি মানুষের আঠারো কোটি হাতকে কাজে লাগাতে হবে। নারী-পুরুষ সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক সাথে কাজ করতে হবে। উন্নয়নের জন্যে বিদেশ থেকে কেউ সাহায্য করবে না। মাথার বুদ্ধি এবং হাত কাজে লাগাতে হবে দেশকে নির্মাণের জন্যে।

দেশের জনগণ কাজের জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছেন কিন্তু নেতৃত্ব নেই। আমাদেরকে বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে। অতীতে যারা নেতৃত্ব করেছেন, তারা ইলেকশান হয়ে গেলেই শহরে এসে হাত গুটিয়ে বসে থেকেছেন। বাড়ি, গাড়ি বানানো আর লাইসেন্স পারমিট বানাবার কাজে ব্যস্ত থেকেছেন। তারা গ্রামে আর যাননি। গ্রামে তারা যেতে চাননি। গ্রামের মানুষকে এরা ভয় করেছেন।

অস্ত্রের রাজনীতি। এ রাজনীতি দিয়ে জনগণের মন জয় করা যায় না।

৩০ নভেম্বর '৮০ দিনাজপুরের তেতুলিয়ায় বিশাল জনসভায় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ থেকে—

*　　　*　　　*　　　*

জমির আইল প্রসঙ্গে

এদেশের মাটির সঙ্গে যে আদর্শের সংযোগ নেই, তা জাতির কোনো কল্যাণ করতে পারে না। জনগণ বিদেশীবাদ প্রত্যাখান করেছে। তারা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সরকার গ্রাম সরকার ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে জমির আইল তুলে দেবার উপায় বিবেচনা করছেন। আইল তুলে দিলে কৃষকের মালিকানা যাবে না এবং এ কাজ তাড়াহুড়া করেও হবে না। সব আইল একত্র করলে একটি জেলার সমান হবে। আইলের জমি উদ্ধার করা হলে তা চাষাবাদের আওতায় আনা হবে। আইলের বিলুপ্তি খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনের ক্ষেত্রে অনেক অবদান রাখবে।

https://nagorikpathagar.org

১ ডিসেম্বর '৮০ রামপুরা টিভি সেন্টারে রঙিন টিভি ট্রান্সমিশন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ থেকে—

*　　　　*　　　　*　　　　*

রঙিন টিভি ট্রান্সমিশন

রঙিন টিভি ট্রান্সমিশনের এই উদ্বোধন আমাদের টেলিভিশন মাধ্যমের অগ্রগতির ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা ঘটালো। টেলিভিশন অনুষ্ঠান হতে হবে আরো বর্ণাঢ্য, জীবন্ত ও নিয়মিত। স্মরণ রাখতে হবে রঙিন ট্রান্সমিশনই শেষ নয়। টিভি মাধ্যমকে বহুমুখী ব্যবহারে লাগাতে হবে। এবং দেশের আপামর জনসাধারণের জীবনযাত্রার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে দিতে হবে। এছাড়া আমাদের সকল প্রচেষ্টাই অর্থহীন হয়ে যাবে।

টেলিভিশন চিত্তবিনোদনের মাধ্যম হিসেবে পরিচিত হলেও সস্তা ও অর্থহীন চিত্তবিনোদনের মাধ্যম হিসেবে একে কেউ দেখতে চায় না। টেলিভিশন চিন্তার প্রসার ঘটাবে এবং মানুষ এটাই প্রত্যাশা করে। দেশের শিক্ষা সংস্কৃতি শিল্পকলার বিকাশ ও উন্নয়নের জন্যেই টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রচারের সময় বাড়ানো হয়েছে।

২৬ আগস্ট জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রদত্ত ভাষণ থেকে—

*　　　　*　　　　*　　　　*

বিশ্ব উন্নয়ন তহবিল

বৈষম্যমূলক বর্তমান আন্তর্জাতিক অর্থ-ব্যবস্থার মৌল পরিবর্তন ছাড়া বিশ্বের নিরাপত্তা, শান্তি ও স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তার বিধান সম্ভব নয়। উত্তর থেকে দক্ষিণে বিশেষ করে দরিদ্রতম দেশগুলোয় সাহায্যের প্রবাহ দ্বিগুণ করতে হবে। বর্তমান অচলাবস্থার দ্রুত নিরসন করা না গেলে বিশ্ব এমন এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে যা থেকে ধনী দরিদ্র কেউই রক্ষা পাবে না।

আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে বিশ্ব সমাজের সর্বস্তরের জনগণের উন্নত ও মহত্তর জীবনের লক্ষ্যে কাজ করে যেতে হবে। সম্মিলিতভাবে এই লক্ষ্য অর্জনে উপযোগী যথেষ্ট সম্পদ ও কারিগরী জ্ঞানের আমরা অধিকারী।

আমাদের নিকট ও দূরবর্তী এলাকায় বিদেশী সামরিক হস্তক্ষেপের ফলে উদ্ভূত অবনতিশীল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অভীষ্ট আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক

https://nagorikpathagar.org

ব্যবস্থার সঙ্গে মোটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। জাতীয় উন্নয়ন শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্যে সহযোগিতার প্রচেষ্টা সংহত করা আজ সবচেয়ে জরুরী। এ কারণেই বাংলাদেশ সম্প্রতি দক্ষিণ এশীয় দেশগুলির শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তাব দিয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় সহযেগিতার উদ্যোগ নেয়ার এটাই উপযুক্ত সময়।

অনতিবিলম্বে কিছু কিছু জরুরী ও বলিষ্ঠ কার্যব্যবস্থা নিতে না পারলে স্বল্পোন্নত দেশগুলির পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। কেবল পরিমাণগত নয়, সাহায্যের গুণগত উৎকর্ষতার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। সাহায্য শর্তহীন হতে হবে। আন্তর্জাতিক ব্যাংক ও অর্থ প্রতিষ্ঠানগুলির উচিৎ হবে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা এবং অপরদিকে স্বল্পোন্নত দেশগুলির রেয়াতি শর্তে অশোধিত তেল পেট্রোলজাত সামগ্রীর পূর্ণ চাহিদা পালনের দায়িত্ব নিতে হবে ওপেকভুক্ত দেশগলিকে।

স্বল্পোন্নত দেশগুলির মতামতের যথাযথ বিবেচনা এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থার সমমর্যাদা তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। তৃতীয় বিশ্বের কণ্ঠে কাজ যে বিপুল উদ্বেগ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তার কারণ অস্ত্র প্রতিযোগিতার দ্রুত প্রসার। আমূল পরিবর্তন সূচক কার্যব্যবস্থা গ্রহণ না করতে পারলে দক্ষিণের বর্তমান নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটবে।

২৭ আগস্ট '৮০ নিউইয়র্কের জাতিসংঘ সচিবালয়ে জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ভাষণ থেকে—

* * * *

আর্থ-কাঠামো সামঞ্জস্যহীন

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং অপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতির প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সব দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলে নিরবচ্ছিন্নভাবে একটি স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করছে। জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার পর থেকেই এদেশ জাতিসংঘের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটি ভূমিকা পালনের সংকল্পের প্রমাণ দিয়েছে। উন্নয়নশীল বিশ্বের রাজনৈতিক বিবর্তন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যাতীতভাবেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত। আমরা আজ এমন এক অর্থনৈতিক কাঠামোকে মোকাবিলা করছি, যা বর্তমান বিশ্বের আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যহীন।

https://nagorikpathagar.org

উন্নয়নশীল দেশগুলি যখন বাসস্থান ও বস্ত্রের মৌলিক সমস্যার সঙ্গে ভয়ংকর লড়াই চালাচ্ছে, তখন উন্নত দেশগুলিও মুদ্রাস্ফীতি, অর্থনৈতিক মন্দা, বেকারত্ব এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সমস্যায় ভুগছে।

জ্বালানি সমস্যা ক্রমশঃ বাড়তে থাকায় বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি খুব খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারাই সবচাইতে বেশি দুর্ভোগ পোহাচ্ছে।

স্বল্পোন্নত দেশগুলোর কাছে উন্নত দেশের প্রযুক্তিবিদ্যা হস্তান্তরসহ আরো বেশি পরিমাণে পুঁজি সরবরাহের ব্যবস্থাসহ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের সুপারিশ সম্বলিত ব্রান্ট কমিশনের রিপোর্টকে আমরা স্বাগত জানিয়েছি।

বাংলাদেশ মনুষ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর একটি দেশ। অবশ্য সে সম্পদ অনাহরিত রয়েছে। আমাদের উর্বর জমি ও পানি এবং প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাসও রয়েছে। সম্প্রতি আমরা প্রচুর তেল ও কয়লা মজুদের সন্ধান পেয়েছি। আমরা এসব সম্পদকে কাজে লাগাতে চাই। আর সে জন্যে আমাদের প্রয়োজন পুঁজির।

আঞ্চলিক শীর্ষ বৈঠকের যে প্রস্তাব বাংলাদেশ দিয়েছে তা উপযুক্ত মহলের সমর্থন পাচ্ছে, আমরা প্রতিনিয়ত এ ব্যাপারে কাজ করছি।

১ জুলাই ১৯৮০ দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার শুভ উদ্বোধনের দিন। এদিন উপলক্ষে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত বাণীর অংশ বিশেষ—

*　　　　*　　　　*　　　　*

জাতীয় জীবনে এটি একটি অত্যন্ত তৎপর্যপূর্ণ দিন। দেশের এ বিরাট পাঁচশালা পরিকল্পনা সুষ্ঠু ও সার্থকভাবে বাস্তবায়িত করতে হলে জনগণের ভূমিকাই হবে মুখ্য। এ মহান কাজে সারা দেশের মানুষকে রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত ও সংগঠিত করা অপরিহার্য। কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা, ত্যাগ, একতা আর সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করলেই এ পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব।

জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে নিরলসভাবে সংগ্রামী মনোভাব নিজে ভাগ্যোন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এ মহান কর্মকাণ্ডে সকলকে একজাতি, এক মানুষ হিসেবে কাজ করতে হবে।

দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এগিয়ে চলার এ শুভ মুহূর্তে সকলকে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে হিংসা, লোভ ও সংকীর্ণতা ত্যাগ করে সার্বিক

https://nagorikpathagar.org

উন্নয়নের স্বার্থে উত্তর পুরুষদের কল্যাণে এবং সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার জন্যে কাজে আত্মনিয়োগের শপথ নিতে হবে।

আগামী পাঁচ বছর কঠিন পরীক্ষার সময়। এ পরীক্ষা বেঁচে থাকার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সমুন্নত রেখে বিশ্বের দরবারে একটি শক্তিশালী ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন জাতি হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার পরীক্ষা। এতে সফল হতেই হবে। কারণ সাফল্যের কোনো বিকল্প নেই।

৭ জুলাই ১৯৮০, নারায়ণগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ রাজনৈতিক জেলার গ্রামীণ কর্মীদের পৃথক পৃথক সম্মেলনে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রদত্ত ভাষণের অংশ বিশেষ —

* * * *

জাতীয়তাবাদী চেতনার মূল এখন জনগণের অন্তরের গভীরে বিস্তার লাভ করছে। তারা বিদেশী মতাদর্শ ও সেই সঙ্গে রাজনৈতিক হিংসাত্মক পন্থা ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ তা কোনদিনই তাদের জন্যে সুফল বহন করে আনেনি।

১১ জুলাই ১৯৮০ শেরেবাংলা নগর প্রদর্শনী মাঠে বাংলাদেশ পাটচাষী সমিতি ও বাংলাদেশ পাট সম্প্রসারণ সহকারী সমিতির যৌথ জাতীয় মহাসম্মেলনে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ থেকে—

* * * *

পাটের বাজার থেকে ফরিয়াদের উৎখাতের জন্যে গ্রামে গ্রামে পাটচাষী সমবায় সমিতি গড়ে তুলুন। সমবায় সমিতির মাধ্যমে চাষীদের পাট একত্রে সংগ্রহ করে সরকারী পাট ক্রয় কেন্দ্রগুলিতে নিয়ে যান। পাট ক্রয় কেন্দ্রের কর্মচারীদের বলুন— পাট কিনুন ন্যায্য মূল্য দিন। পাটের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার জন্যে চাষীদের সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সমবায় সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

পাট উৎপাদনের সঙ্গে যাদের কোন সম্পর্ক নেই— সেই ফরিয়ারা পাট চাষীদের রক্ত চুষে খাচ্ছে। তাঁদের দৌরাত্মে চাষীরা পাটের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন না। গ্রামে গ্রামে এরা চাষীদের ঠকিয়ে অল্পদামে পাট কিনে গুদামজাত করছে। এই ফড়িয়াদের সহায়তা করছে সরকারী পাট ক্রয় কেন্দ্রের কর্মচারীরা।

গত বছর চাষীরা পাটের ন্যায্যমূল্য পাননি। অথচ সরকারী পাটের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণের জন্যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছেন। আর এই টাকা গিয়েছে ফড়িয়া ও সরকারী পাটক্রয় কেন্দ্রের অফিসারদের পকেটে।

https://nagorikpathagar.org

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের পাটচাষীদের সংগঠিত হয়ে সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে চোর বাটপার ও টাউটদের উৎখাত করতে হবে।

সরকারের একার পক্ষে এইসব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। সরকারের সঙ্গে এ ব্যাপারে জনসাধারণকে সহযোগিতা করতে হবে।

সরকার আজ জনগণের মধ্যে কাজ শুরু করেছেন। ঢাকা অফিসে বসে সোনালী আঁশ পাটের সমস্যার সমাধান হবে না। উৎপাদন, ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্যে চাষীদের সংগঠিত হয়ে শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

পাট মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ঢাকায় অনতিবিলম্বে একটি পাট ভবন নির্মাণ করা হবে। এখানে একটি অডিটরিয়াম থাকবে। পাট চাষী ও পাট সম্পর্কিত ব্যক্তিরা এখানে সভা, সেমিনার ও আলোচনা করবেন।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। পাটের সমস্যা সমাধানে সরকার দৃঢ় ও বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে যাবেন। আমরা চাই বিশ্ব বাজারে পাটের চাহিদা একাই যেন আমরা মেটাতে পারি। বিশ্ব পাটের বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।

•

বৈশারী, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ১৩ জুলাই, ১৯৮০-এর বিরাট জনসভায় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রদত্ত ভাষণ থেকে—

* * * *

স্বনির্ভরতা অর্জন করতে হবে

জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে দেশের ১৭ কোটি হাতকে উৎপাদনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত করতে হবে।

আমরা যদি বিশ্ব সমাজে নিজেদের একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতিরূপে পরিচিত করতে চাই, তাহলে আমাদের সর্বক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন করতে হবে।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ আমাদের সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টার ভিত্তি রচনা করেছে। এই আদর্শকে জনগণের মধ্যে দৃঢ়ভাবে গ্রোথিত করতে হবে।

বর্তমানে দেশ জুড়ে যে বিপ্লবী কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে তাতে শীতকালীন গমসহ বছরে ৩টি ফসল উৎপাদন করতে হবে। সারা বছর পানি সেচ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সকল পাওয়ার পাম্প বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে।

সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সর্বাধিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সর্বস্তরের জনগণের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন।

https://nagorikpathagar.org

রাজবাড়ি, ফরিদপুর, ১৪ জুলাই, ১৯৮০ সালে রাজবাড়ি রাজনৈতিক জেলার গ্রামীণ কর্মী ও কৃষক সম্মেলনে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রদত্ত ভাষণ থেকে —

* * * *

সাফল্যের চাবিকাঠি

গ্রামীণ জনগণের হাতেই বর্তমান শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের সাফল্যের চাবিকাঠি। দেশে দ্রুত সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের জন্যে গ্রাম সরকারকে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। বছরে ৩টি ফসলের নিশ্চয়তা বিধান করে শুধু খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনই আমাদের লক্ষ্য নয়, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহে সহায়তা করার জন্য রফতানি করার মতো উদ্বৃত্ত খাদ্যও আমাদের উৎপাদন করতে হবে। পরিবার পরিকল্পনা ও গণস্বাক্ষরতা কার্যক্রমকে সফল করতে হবে।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ হলো এদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করার মতো একটি আদর্শ। বাংলাদেশের মাটিতে বিদেশী 'ইজম' বা মতাদর্শের জায়গা নেই। সর্বস্তরের সৎ ও দেশপ্রেমিক মানুষ যারা এদেশকে ভালবাসে— সবাইকে পার্টিতে স্থান দিতে হবে।

১৮ জুলাই, ১৯৮০ সালে, লালকুঠিতে ঢাকা নগর বিএনপির মহল্লা পর্যায়ে নেতৃবৃন্দের এক সমাদেশে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রদত্ত ভাষণ থেকে—

* * * *

শক্তিশালী সংগঠন

শক্তিশালী সংগঠন ছাড়া আমরা সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌছুতে পারবো না। দেশের বিভিন্ন সমস্যাবলী সমাধানের কাজে সকল স্তরের জনগণের বৃহত্তর অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

অতীতের অলসতার রাজনীতির দিন শেষ হয়ে গেছে। জাতীয় উন্নয়নের জন্যে অলসতা পরিত্যাগ করে আমাদের অবশ্যই কঠোর পরিশ্রমী হতে হবে।

বিভিন্ন শহরে ও নগরে গ্রামসরকারের মতো একই ধরনের সংগঠন গড়ে তোলা হবে। এ ব্যাপারে শিগগিরই প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হবে।

https://nagorikpathagar.org

২১ জুলাই ১৯৮০ পিকিং-এ চীনের প্রধানমন্ত্রী হুয়াকুয়ো ফেং প্রদত্ত ভোজ সভায় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রদত্ত ভাষণের অংশ বিশেষ—

*   *   *   *

দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি

দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি ও স্থিতিশীলতার পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে বাংলাদেশ অংগীকারাবদ্ধ।

দক্ষিণ এশিয়ার জনগণ যাতে একটা সুন্দর জীবন ধারণের মৌলিক শর্তগুলির নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে তার জন্যে তাদের সকল শক্তি ও সম্পদ নিয়োগের জন্যে এ অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা একান্তভাবে আবশ্যক। বাংলাদেশের মানুষ শান্তি, স্বাধীনতা ও মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকতে চায়।

চীনের বন্ধুত্ব যে নির্ভরযোগ্য সেকথা বলা বাহুল্য। আমরা দেখছি, গণপ্রজাতন্ত্রী চীন এমন একটি দেশ, যে দেশ তার প্রতিবেশীদের প্রতি অব্যাহতভাবে শান্তি ও বন্ধুত্বের নীতি অনুসরণ করে চলেছে।

সকল জাতির পারস্পরিক সমতা এবং সার্বভৌমত্বের জন্যে চীনের বলিষ্ঠ বক্তব্য আমাদেরকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে।

দু'দেশের মধ্যে যুগ যুগের সুপ্রাচীন যোগসূত্র রয়েছে। এক্ষেত্রে পণ্ডিত ও পরিব্রাজকদের মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যে যোগাযোগের কথাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। এসব যোগাযোগ সব সময়ে ছিল বন্ধুত্ব, সমঝোতা ও সহযোগিতার উষ্ণ ভাবধারায় সম্পৃক্ত। আমাদের অভিন্ন লক্ষ্য ও স্বার্থের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আমাদের সম্পর্ক আজ এ সফরের মাধ্যমে আরও মজবুত হলো।

বিভিন্ন জাতির সার্বভৌমত্ব সমতার প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং একে অপরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতির ভিত্তিতে আমরা সকল দেশ বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশসমূহের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী।

এ অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে সমঝোতা আরও বৃদ্ধি ও সুনির্দিষ্ট সহযোগিতা আরও জোরদার করার উদ্দেশ্যে আমি দক্ষিণ এশীয় শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করেছি। আনন্দের বিষয়, এ ব্যাপারে প্রাথমিকভাবেই উৎসাহজনক সাড়া পড়ে গেছে।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, কাউচিয়া ও আফগানিস্তান থেকে অবিলম্বে সকল বিদেশী সৈন্য বিনাশর্তে প্রত্যাহার করা উচিত যাতে এ দু'দেশের জনগণ বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়া নিজেরাই নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে সক্ষম।

https://nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের জনগণ যাতে নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী নিজেরাই তাদের সমস্যাবলী সমাধান করতে পারে তজ্জন্য তারা তাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

শান্তি, স্থিতিশীলতা ও অগ্রগতির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্তসমূহ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জনগণের কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্যেও এটা একান্ত ভাবে আবশ্যক।

এটা বাংলাদেশ তথা তৃতীয় বিশ্বের অপরাপর দেশের কাছে খুবই সন্তোষের বিষয় যে, চীনের বন্ধু বৎসল জনগণও একইভাবে যে কোন ধরনের সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, সম্প্রসারণবাদ; আধিপত্যবাদমুক্ত এক বিশ্ব ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখে।

এটা খুবই আনন্দের বিষয় যে, গত দেড় বছরকালে বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হিসেবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রশ্নে আমরা আপনাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। জেরুজালেমসহ বেআইনীভাবে দখলকৃত সকল আরব ভূমি থেকে ইসরাইলের পূর্ণ প্রত্যাহার এবং ফিলিস্তিনীদের নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকারসহ তাদের সকল ন্যায্য অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই শুধুমাত্র এ অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

আমরা যৌথভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বিদ্বেষী নীতি ও প্রতিবেশী দেশসমূহের বিরুদ্ধে তার সশস্ত্র আগ্রাসী তৎপরতার বিরোধিতা করেছি। আমাদের এখন উচিৎ নামিবিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণের সত্যিকার প্রতিনিধিদের নিকট এ দু'দেশের ক্ষমতা হস্তান্তরের সংগ্রামে আমাদের শক্তি নিয়োজিত করা।

স্বাধীন জিম্বাবিয়ার অভ্যুদয় নিঃসন্দেহে বিশ্বের সকল স্বাধীনতাকামী জনগণের জন্যে একটা উল্লাসের বিষয়। বিশ্ব সমাজের সমতাভিত্তিক উন্নয়নের স্বার্থে একটা নতুন ও সুষম আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে জরুরী পদক্ষেপ নেয়া অত্যন্ত জরুরী।

উন্নয়নশীল দেশসমূহ তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তা বর্তমানের অসম ও অযৌক্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দরুন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

জাতীয় সংসদে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রদত্ত শেষ ভাষণ থেকে —

*　　　*　　　*　　　*

স্বাধীনতার বিরুদ্ধে হুমকি সশস্ত্রবাহিনী ও জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করবে—

https://nagorikpathagar.org

গণতান্ত্রিক অধিকারের অর্থ অবাধ স্বেচ্ছাচারিতা নয়।

বাংলাদেশ বিশ্বে শান্তি স্বাধীনতা ও অগ্রগতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

শান্তিপূর্ণ বিপ্লব ছাড়া জনগণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, জনস্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, প্রশাসনিক কাঠামো ইত্যাদি জাতীয় জীবনের সকল পর্যায়ে এই বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। জনগণের স্বতঃপ্রণোদিত অংশগ্রহণ ও স্বেচ্ছাশ্রম শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের প্রধান স্তম্ভ।

১৭ই এপ্রিল ১৯৮১ 'আমার দেশ' পত্রিকার প্রকাশনা সভায় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রদত্ত ভাষণ থেকে—

* * * *

দেশে প্রায় সাড়ে চারশত বিভিন্ন ধরনের সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছে। সংবাদপত্রকে মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। বর্তমান সরকার কোন পত্রিকার উপরে বিধিনিষেধ আরোপ করেনি। তবে একটি স্বাধীন দেশে অবশ্যই সংবাদপত্রের উচ্চমান থাকতে হবে।

শান্তপূর্ণ বিপ্লব সফল করে তোলার কাজে বিশেষ অবদান রাখতে পারে।

২১ এপ্রিল '৮১ রাজশাহী ও কুষ্টিয়ার জনসভায় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রদত্ত ভাষণ থেকে —

* * * *

বাংলাদেশের জনগণ এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা চিরদিনের মত প্রত্যাখ্যান করেছে। দেশে যে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চলছে জনগণ তা ব্যাপকভাবে অনুমোদন করেছে, এই ব্যবস্থায় জাতিগঠন কাজে জনগণ এক বিরাট গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে পারে। আমাদের শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন এই পদ্ধতিতে জনগণ রাজনৈতিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে তা অর্জন করতে পারে।

জনগণ এবং সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেকার ফাঁক কমিয়ে প্রশাসনিক যন্ত্র জনগণের আরও কাছে নিয়ে যাওয়া হবে।

২৬ এপ্রিল '৮১ রংপুর ও পাবনায় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রদত্ত ভাষণ থেকে —

* * * *

সর্বস্তরে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে গ্রামের জনগণকে পুনর্জাগরিত করে তাদেরকে একটি ব্যাপক শক্তি হিসেবে সংগঠিত করতে হবে। নিজেদের ভাগ্য

https://nagorikpathagar.org

উন্নয়নের জন্যে জনগণকে কাজ করে যেতে হবে। জনগণের প্রচেষ্টা ছাড়া একটি জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না।

বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী দলের রাজনীতির ভিত্তি ভাষা বা ধর্ম নয়। অর্থনীতি ভাষা ধর্ম ও সমাজসহ জীবনের প্রত্যেকটি দিক নিয়েই এ রাজনীতি গড়ে উঠেছে। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করাই জাতীয়তাবাদী দলের রাজনীতির লক্ষ্য।

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্যে মহিলাদেরকে পুরুষের সাথে কাজ করে যেতে হবে।

কাজের মাধ্যমেই মহিলারা সমাজে তাদের ন্যায়সঙ্গত মর্যাদা লাভে সক্ষম হবেন।

২৬ এপ্রিল '৮১ শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রদত্ত ভাষণ থেকে—

*　　*　　*　　*

সাম্রাজ্যবাদ সম্প্রসারণবাদ নয়া উপনিবেশবাদ শক্তিশালী দেশগুলি বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে আশপাশের দেশগুলিকে কবজা করে নেয়। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত আমাদের দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। আজ সে স্থলে খাদ্য ঘাটতি বিরাজ করছে। বিভিন্ন শোষণকারী মহল নিজেদের দেশ গড়ে তোলার জন্য এদেশ শোষণ করে গেছে। এ ব্যাপারে জনগণকে সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দর্শন হচ্ছে মানুষের কর্মক্ষমতা প্রয়োগের সকল বাধা প্রতিবন্ধকতা খুলে দিয়ে বহুদলীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে একটি শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। রাজনৈতিক চেতনা ও সংগঠন ছাড়া জনগণের কর্মক্ষমতা কাজে লাগানো যায় না। তাই সবাইকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন হতে হবে।

https://nagorikpathagar.org

স্মৃতি অম্লান

https://nagorikpathagar.org

বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানদের শোকবাণী

মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে বিভিন্ন দেশের সরকার, রাষ্ট্রপ্রধান ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির শোকবার্তা :

মৌরিতানিয়ার প্রেসিডেন্ট শোকবার্তায় বলেন, ইসলামী দেশ এমন একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বকে হারালো যিনি দেশের জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এবং সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের কাছে প্রেরিত শোকবার্তায় মৌরিতানিয়ার প্রেসিডেন্ট তার দেশের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের জনগণ ও শহীদ প্রেসিডেন্ট শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন।

কানাডীয় নেতৃবৃন্দ

কানাডার গভর্নর জেনারেল প্রধানমন্ত্রী পিয়েরে ট্রুডো ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং শোকবার্তা পাঠিয়েছেন। ঢাকার প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, কানাডার সর্বস্তরের জনগণ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে শোক প্রকাশ করেছে।

কানাডার রেডিও, টেলিভিশন ও পত্রপত্রিকা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এ খবর প্রচার করে। সংবাদ মাধ্যমসমূহে শহীদ প্রেসিডেন্টের গতিশীল নেতৃত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে বলা হয়, তিনি শুধু বাংলাদেশেরই প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন না, তিনি ছিলেন তৃতীয় বিশ্বের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের একজন।

সংবাদ মাধ্যমসমূহ উল্লেখ করে তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা পূরণ হবে না।

নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী

নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী আরতি মুলডুন অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের কাছে প্রেরিত এক বার্তায় গভীর শোক প্রকাশ করেছে। বার্তায় তিনি বলেন, তার দেশ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নিহত হওয়ার

https://nagorikpathagar.org

ঘটনায় শোকে আকুল। মিঃ মুলডুন বলেন, কমনওয়েলথ সম্মেলন প্রেসিডেন্ট জিয়ার উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত হবে।

জামাইকার প্রধানমন্ত্রী

জামাইকার প্রধানমন্ত্রী এক বার্তায় প্রেসিডেন্ট জিয়ার মর্মান্তিক ও অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক ও আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

পপ জন পোল

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ডে পপ জন পোল বাংলাদেশের সরকার ও জনগণকে তাঁর গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

তিনি বাংলাদেশের সংকটময় মুহূর্ত কাটিয়ে উঠতে এবং মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করেন।

স্নাইডার

বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র কৃষি গবেষণা চুক্তি সম্পাদন অনুষ্ঠানে ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত স্নাইডার বলেন, বাংলাদেশে এখন হচ্ছে গভীর দুঃখ ও শোকের সময়। বিশ্ব এমন একজন নেতাকে হারিয়েছে, শান্তি এবং মানবজাতির কল্যাণে যাঁর প্রচেষ্টার অভাবে আমাদেরকে বিশেষভাবে পীড়া দেবে।

বাংলাদেশী জাতি একজন মহান নেতাকে হারিয়েছে যাঁর বহুমুখী সাফল্যের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় সত্যিকারের গতিশীলতা আনয়ন। আমরা সবাই তাঁর বিয়োগ ব্যথায় ব্যথিত।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যুতে আমরা শোকাভিভূত। সেই সাথে দেশের জন্যে তাঁর উৎপাদনশীল কর্মপ্রচেষ্টা প্রশংসাও আমরা করছি। সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে আমরা যে চুক্তিটি সম্পাদন করলাম তা মরহুম প্রেসিডেন্টের জীবনাদর্শের সাথে সংগতিপূর্ণ। কারণ তাঁর একটি বড় লক্ষ্য ছিল ক্ষুদ্র এবং বড় চাষীদের শ্রমের মাধ্যমে খাদ্যের দিক দিয়ে দেশকে স্বয়ম্ভর করে তোলা। আর এই চুক্তিটির লক্ষ্যও হচ্ছে সেটাই।

আইএলও

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মহাসচিব মিঃ ফ্রান্সিস রেনচার্ড প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডে গভীর শোক প্রকাশ করে একটি বার্তা পাঠিয়েছেন। শোক বার্তায় তার নিজের এবং আইএলও-র পক্ষ থেকে আন্তরিক শোক জ্ঞাপন করেন।

https://nagorikpathagar.org

মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র

মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের ডেভিট ডেক্কে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আকস্মিক মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশের জনগণ ও মরহুমের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

বিশ্ব শান্তি পরিষদ

বিশ্ব শান্তি পরিষদের সভাপতি মিঃ রমেশ চন্দ্র প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন। তিনি মরহুমের শোকাতুর পরিবারের প্রতি তার সমবেদনা জানান।

আইএমসিও-র মহাসচিব মিঃ সিপি শ্রীভাসতাডা প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে বলেন, তার মৃত্যুতে বিশ্ব একজন প্রভাবশালী মুখপাত্র হারালো।

আলজেরিয়া

আলজেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ মোহাম্মদ বিন আহম্মদ আবদেল গনি আলজেয়ার্সে বাংলাদেশ দূতাবাসে রক্ষিত শোক বই স্বাক্ষর করতে গিয়ে বলেন, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যু সংবাদে আলজেরিয়ার সরকার ও জনগণ অত্যন্ত মর্মাহত।

তিনি মরহুমের শোকাহত পরিবারের প্রতি তার আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

ইন্দোনেশীয় রেডক্রস

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মর্মান্তিক মৃত্যুতে ইন্দোনেশীয় রেডক্রস সমিতি শোক প্রকাশ করেছেন। মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ রেডক্রস সমিতিরও প্রেসিডেন্ট ছিলেন। খবর বাসসর।

বাংলাদেশ রেডক্রস সমিতির কাছে প্রেরিত এক তার বাণীতে ইন্দোনেশীয় রেডক্রস সমিতি বলেন, বাংলাদেশের মহামান্য প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের দুঃখজনক মৃত্যু সংবাদে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। আমরা আপনার প্রতি এবং আপনারা মাধ্যমে মরহুমের পরিবারের প্রতি আমাদের গভীরতম শোক ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো

এক বার্তায় প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ট্রো কিউবার জনগণ ও তার নিজের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যুতে আন্তরিকভাবে শোক প্রকাশ করেন। তিনি মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি তার সমবেদনা জানান।

https://nagorikpathagar.org

উত্তর কোরিয়া

উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম ইলসুঙ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করে বিচারপতি আদুস সাত্তারের কাছে একটি শোকবার্তা পাঠিয়েছেন। শোকবার্তায় তিনি সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীন উন্নয়ন ও নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নেতৃত্ব শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন।

ফ্রান্স

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙেকাইন মিতেরাঁ অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের কাছে প্রেরিত এক শোকবার্তায় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে বলেন, আমি ফ্রান্সের জনগণের পক্ষে আপনাকে গভীর শোক জ্ঞাপন করছি।

তুরস্কের রাষ্ট্রপ্রধান

তুরস্কের রাষ্ট্রপ্রধান কেনান এভরেন প্রেসিডেন্ট জিয়ার আকস্মিক মৃত্যুতে এক শোকবার্তায় তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। বার্তায় তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট জিয়া তার দেশের ও জনসাধারণের শান্তি সমৃদ্ধি এবং অগ্রগতির জন্যে একজন নিবেদিতপ্রাণ নেতা ছিলেন।

নাইজেরিয়া

নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব শেহু সাঘারি অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের কাছে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে একটি বার্তায় বলেন, তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশের বিপুল ক্ষতি হলো।

থাইল্যান্ড

থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী প্রেম তিন সুলানন্দ প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমানের কাছে প্রেরিত এক শোকবার্তায় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডে থাইল্যান্ড তার একজন প্রিয় বন্ধুকে হারালো। থাইল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার চীফ মার্শাল সিদ্ধি সাভেতশিলা পররাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল

https://nagorikpathagar.org

হকের কাছে প্রেরিত পৃথক শোকবার্তায় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের দুঃখজনক মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন।

দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিনিইয়ঙ হো পররাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল হকের কাছে প্রেরিত এক শোকবার্তায় বলেন, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আকস্মিক মৃত্যুতে আমি মর্মাহত হয়েছি।

বেলজিয়াম

বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী মিঃ মার্ক আয়নিস অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের কাছে প্রেরিত এক শোকবার্তায় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন।

তুরস্ক

তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী মিঃ বুলেন্দ বেগম জিয়াউর রহমানের কাছে তার স্বামীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে এক শোকবার্তা পাঠান। বার্তায় তিনি বলেন, মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়া সত্যিকার একজন দেশ-প্রেমিক হিসেবে দেশে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্যে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে গেছেন।

দক্ষিণ কোরিয়া

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ দোয়েক উনাম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের দুঃখজনক মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী শাহ্ আজিজুর রহমানের কাছে একটি শোকবার্তা পাঠিয়েছেন। বার্তায় তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে আমি গভীরভাবে শোকাহত হয়েছি। আমি আপনাকে ও বাংলাদেশের জনগণকে আমার গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

অস্ট্রেলিয়া

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী ম্যালকম ফ্রেসার অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের কাছে প্রেরিত এক শোকবার্তায় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডে গভীর শোক প্রকাশ করেন।

শোকবার্তায় তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের অকাল মৃত্যু সংবাদে আমি মর্মাহত হয়েছি। তিনি মরহুমের নেতৃত্বে বিশেষ করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার অবদান শ্রদ্ধাসহকারে স্মরণ করেন।

https://nagorikpathagar.org

শোকবার্তায় মিঃ ফ্রেসার বাংলাদেশের দুর্দিনে তার দেশের সমর্থন থাকবে বলে উল্লেখ করেন।

বুলগেরিয়া

বুলগেরিয়ার প্রেসিডেন্ট মিঃ টেডার জিভকোভ মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মর্মান্তিক মৃত্যুতে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের কাছে এক শোকবার্তায় গভীর শোক প্রকাশ করেন।

ইন্দোনেশিয়া

ইন্দোনেশিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট ডঃ আদম মালিক অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারের কাছে প্রেরিত এক শোকবার্তায় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে হিংস্রভাবে হত্যার সংবাদে তিনি গভীরভাবে শোকাহত বলে জানান।

কানাডার পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মার্ক মাকসুইসেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল হকের কাছে প্রেরিত এক শোকবার্তায় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নির্মম মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করেন।

ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ মোকতার কুসুমাত মাজ্জা পররাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল হকের কাছে প্রেরিত এক শোকবার্তায় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নির্মম মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করেন।

পাকিস্তান

বাসস জানায় : পাকিস্তানের সকল স্তরের জনগণ বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের হত্যাকাণ্ডে শোকাভিভূত হয়েছেন। তারা এই সংবাদে গভীর শোক ও সমবেদনা জানান।

কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাবৃন্দ, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ শিক্ষাবিদ, সশস্ত্র বাহিনীর উপ-প্রধানবৃন্দ এবং বিভিন্ন কূটনীতির ও আন্তর্জাতিক মিশনের প্রধানবৃন্দ বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের বাসায় যান ও শোক পুস্তকে স্বাক্ষর করেন।

ভারত

নয়াদিল্লী থেকে বাসস জানায়, ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ হেদায়েতউল্লাহ বাংলাদেশ হাইকমিশন সফর করেন এবং শোকপুস্তকে স্বাক্ষর করেন। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হবার পর এই পুস্তক হাইকমিশনে রাখা হয়। তিনি মরহুমের আত্মার শান্তি কামনা করেন।

https://nagorikpathagar.org

এর আগে গত মঙ্গলবার ভারতের অসংখ্য রাজনৈতিক নেতা ও ব্যক্তিত্ব এই শোকপুস্তকে স্বাক্ষর করেন। ভারতের যোগাযোগমন্ত্রী স্টিফেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, মাত্র কয়েক দিন আগে আমি উনার সাথে এক ঘণ্টার জন্যে মিলিত হয়েছিলাম। তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুতে মনে হচ্ছে ব্যক্তিগতভাবে আমিই যেনো ক্ষতিগ্রস্ত হলাম। উল্লেখ্য তিনি সম্প্রতি ঢাকা সফর করেন।

সাবেক শিল্পমন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ শোক পুস্তকে বলেন : আমি এই মহান নেতার কাছ থেকে ভবিষ্যতে আরো অনেক বড় কিছু প্রত্যাশা করেছিলাম।

নয়া ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল কৃষ্ণ রাও শোকপুস্তকে স্বাক্ষর করার সময় কেঁদে ফেলেন।

সওদী পত্রিকা

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ডে বাংলাদেশের প্রতি বিরাট আঘাত এবং মুসলিম বিশ্বের নিদারুণ ক্ষতিসাধন করেছে। সউদী আরবের শীর্ষস্থানীয় ইংরেজী দৈনিক-এর ৩১ মে'র সম্পাদকীয়তে এ মন্তব্য করা হয়।

'মর্মান্তিক ক্ষতি' শিরোনামে প্রকাশিত ঐ নিবন্ধে আরো বলা হয়, প্রেসিডেন্ট জিয়া ছিলেন একজন মহান জাতীয় নেতা। তিনি বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ বাংলাদেশকে সকল সমস্যা কাটিয়ে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ক্ষমতায় আসার মাত্র কয়েক বছর পূর্বে বাংলাদেশ 'তলা বিহীন ঝুড়ি' বলে আখ্যায়িত হয়েছিলো। এছাড়াও দেশটি মারাত্মক দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট জিয়া দেশকে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে রক্ষা করেন এবং স্বনির্ভরতা অর্জন ও জাতীয় পুনর্গঠনে কাজ শুরু করার ব্যাপারে জনগণের মধ্যে ব্যাপক আশা ও চেতনার সঞ্চার করেন। অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই অবস্থার পরিবর্তন সাধন এবং ন্যূনতম খাদ্য চাহিদার ৭০ শতাংশ দেশেই উৎপাদন করাতে সক্ষম হন। খবর বাসস।

https://nagorikpathagar.org

প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যুতে বিশ্বের বিভিন্ন নেতা মর্মাহত

চীনের প্রথম সারির নেতারা আজ মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে পিকিংস্থ বাংলাদেশের দূতাবাসে রক্ষিত শোক বইতে স্বাক্ষর করেন। রক্ষিত শোক বইয়ে যারা স্বাক্ষর করেন তাদের মধ্যে চীনের সহকারী প্রধানমন্ত্রী মিঃ ওয়াং লিং, ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের স্ট্যান্ডিং কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান উই গোয়াগিং, স্টেট কাউন্সিলের সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও পার্টির বৈদেশিক লিয়াজোঁ ব্যুরো প্রধান মিঃ জিপেংফি, পিপলস লেবারেশন আর্মির সহকারী চীফ স্টাফ মিঙ জো জিং, বিদেশের সাথে চীনের মৈত্রী সম্পর্কিত সমিতির ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ হাও তুং, পিকিংয়ের সহকারী মেয়র গায়ো জিয়ানরো এবং চীনের পররাষ্ট্র বৈদেশিক বাণিজ্য, অর্থনৈতিক শিল্প ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সহকারী মন্ত্রীরা রয়েছেন।

তারা মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করেন এবং তার এই আকস্মিক দুঃখজনক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন।

চীনা নেতারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে বাংলাদেশের সরকার ও জনগণ এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের কাছে তাদের আন্তরিক শোকবার্তা পৌঁছে দেয়ার জন্যে অনুরোধ জানান।

চীন ও বাংলাদেশ অন্যান্য বন্ধু রাষ্ট্রের কূটনীতিকরাও এ শোক বইয়ে স্বাক্ষর করেন।

চীনের বাংলাশ ছাত্র সমিতিও অনুষ্ঠানে শোক প্রকাশ করেন।

বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড ক্যারিংটন মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে লন্ডনের বাংলাদেশ দূতাবাসে রক্ষিত শোক বই-এ যারা স্বাক্ষর করেন তাঁদের মধ্যে লর্ড ক্যারিংটনই প্রথম ব্যক্তি। অন্যান্যের মধ্যে বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক মিশনের প্রধানরা এতে স্বাক্ষর করেন।

https://nagorikpathagar.org

বৃটেনের পত্র-পত্রিকা ও প্রচার মাধ্যমগুলোতে মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে হত্যা করার পর থেকে বাংলাদেশের ঘটনা সম্পর্কে ফলাও করে খবর প্রকাশ করে। তাঁর গতিশীল নেতৃত্বের কথা তারা শ্রদ্ধাসহকারে স্মরণ করেন।

টাইমস পত্রিকা জানায়, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডে শান্তির প্রতি ও বাংলাদেশের জনপ্রিয় সরকারের প্রতি প্রচণ্ড আঘাত।

গার্ডিয়ান পত্রিকা লিখেছে তিনি যে একজন গতিশীল ও দুর্নীতিমুক্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তা তার প্রতিপক্ষরাও স্বীকার করবেন।

ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকা জানায়, প্রেসিডেন্ট জিয়া তার দেশকে দুর্নীতিমুক্ত এবং বৃহৎ শক্তির জোট থেকে আলাদা রাখতে সচেষ্ট ছিলেন।

ফিন্যান্সিয়াল টাইমস লিখেছেন, প্রেসিডেন্ট জিয়ার লক্ষ্য ছিল দেশে সত্যিকারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা।

উইকলি অবজারভার মরহুম প্রেসিন্টে জিয়াউর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেন যে একজন সৎ ব্যক্তি হিসেবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মর্মান্তিক মৃত্যুতে পশ্চিম জার্মানীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী হ্যানস দিয়েত্রিচ জেনসার, অস্টিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলীবড পি ফর এবং আইসল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত পিটার থর্সটনসন পৃথক পৃথক বাণীতে শোক প্রকাশ করেছেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক শাসুল হকের কাছে পাঠানো বাণীতে তারা বলেন, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের এই মৃত্যুতে তারা গভীরভাবে শোকাহত।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যুতে বাংলাদেশের অপূরণীয় ক্ষতি হলো বলে তারা শোকবাণীতে উল্লেখ করেন।

তারা সব ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপেরও নিন্দা করেন।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের শোক

বৃটেনে বসবাসরত বাংলাদেশী নাগরিকরা প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আকস্মিক মৃত্যুতে এক শোকসভায় মিলিত হয়ে হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেন।

শোকসভায় বিভিন্ন বক্তা, তাদের বক্তৃতায় এ মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। তারা মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করেন এবং সংকটময় মুহূর্তে দেশের সাংবিধানিক সরকারের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

সুনাউ সনোদা

জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ সুনাউ সনোদা প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন।

https://nagorikpathagar.org

জিয়া সেরা নেতা
কার্টার

মার্কিন প্রেসিডেন্ট কার্টার প্রেসিডেন্ট জিয়াকে 'বাংলাদেশের সেরা নেতা' বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং বলেছেন যে, জনগণকে সাহসী নেতৃত্বদানের মধ্য দিয়ে তিনি গোটা বিশ্বকে অনুপ্রাণিত করেছেন।

প্রেসিডেন্ট কার্টার হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট জিয়ার সঙ্গে এক ঘণ্টাব্যাপী নির্বাহী বৈঠকের পর এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট জিয়ার কার্যকর নেতৃত্বে বাংলাদেশ সকল ক্ষেত্রে বিপুল অগ্রগতি অর্জন করেছে। তিনি আরও বলেন, প্রেসিডেন্ট জিয়ার বলিষ্ঠ রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞা ও দৃঢ় সংকল্পের জন্যেই বাংলাদেশের ৯ কোটি মানুষ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করার সুযোগ পেয়েছেন।

এর আগে প্রেসিডেন্ট কার্টার হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে প্রেসিডেন্ট জিয়াকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। প্রেসিডেন্ট জিয়া তার আগে বাংলাদেশের বিমানের বিশেষ ফ্লাইটে নিউইয়র্ক থেকে এন্ড্রুজ বিমান ঘাঁটিতে এসে পৌঁছান। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে করে তাকে হোয়াইট হাউসের কাছে হেলিপ্যাডে আনা হয়।

ওখানে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এডমন্ড মাস্কি তাকে অভ্যর্থনা জানান। হেলিপ্যাড থেকে তিনি মোটরযোগে হোয়াইট হাউসে আসেন।

বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টকে ওয়াশিংটনে স্বাগত জানিয়ে প্রেসিডেন্ট কার্টার হোয়াইট হাউসের সবুজ প্রাঙ্গণে শতাধিক বিদেশী সাংবাদিকের উপস্থিতিতে বলেন, তিনি ও প্রেসিডেন্ট জিয়া বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করার প্রচেষ্টা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমরা অবাধ নির্বাচনের প্রক্রিয়ার সূচনা করার জন্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার গণতন্ত্রায়নের সুবিধা নিয়ে আলোচনা করেছি। গণতন্ত্রায়নের এই প্রক্রিয়ার ফলে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় এসেছেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার নেতৃত্বের প্রশংসা করে কার্টার বলেন, শুধু মুসলিম দেশ ও সমাজের মধ্যেই নয়, প্রকৃতপক্ষে গোটা বিশ্ব সমাজে তিনি ব্যক্তিগতভাবে যে

https://nagorikpathagar.org

নেতৃত্ব দিয়েছেন আমরা তার জন্যেও কৃতজ্ঞ। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ সাম্প্রতিক দুর্যোগের মাসগুলিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে জিয়ার ভূমিকার প্রশংসা করেন। এ অধিবেশনে প্রেসিডেন্ট দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলিকে অল্প দামে তেল সরবরাহের এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মূলধন বিনিয়োগের জন্যে ওপেক দেশগুলির প্রতি আহ্বান জানান।

প্রেসিডেন্ট কার্টার আরও বলেন, প্রেসিডেন্ট জিয়া যুক্তরাষ্ট্রে আসায় আমরা আনন্দিত। আমাদের মাঝে তাকে পেয়ে আমরা সম্মানিত বোধ করছি। আপনাদের ও আমাদের মূল নীতিমালা ও পথ অভিন্ন।

প্রেসিডেন্ট জিয়া বলেন, '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জনগণকে যে নৈতিক সমর্থন ও সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য দিয়েছিলো জনগণ তার জন্যে এই মহান দেশটার প্রতি কৃতজ্ঞ। নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে মার্কিন সরকার ও জনগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিপুল অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্যেও তারা কৃতজ্ঞ।

প্রেসিডেন্ট জিয়া বাংলাদেশের উন্নয়নের ব্যাপারে মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিশেষ আগ্রহের প্রশংসা করেন এবং মার্কিন খাদ্য সাহায্যকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন।

কার্টারের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা বিশ্বের কয়েকটি বড় রকমের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছি এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী অভিন্ন হওয়ায় আমি আনন্দিত।

প্রেসিডেন্ট জিয়া বিশ্বে শান্তি স্থিতিশীলতা রক্ষায় জাতিসংঘ সনদকে সমুন্নত রাখার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, বিশেষ করে মানবাধিকার মানুষের মর্যাদা সম্পর্কিত প্রশ্নে আপনাদের মূল্যবোধের জন্যে আমরা সকল বিশ্ববাসী গর্ববোধ করতে পারি।

https://nagorikpathagar.org

অর্থনৈতিক উন্নয়নে জিয়ার ভূমিকা উত্তম ওয়াশিংটন স্টার

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সম্পর্কে কার্টারের মধ্য দিয়ে এটাই প্রতিফলিত হয়েছে যে, তার প্রশাসন মনে করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানবাধিকারের ক্ষেত্রে জিয়ার উত্তম ভূমিকা রয়েছে 'ওয়াশিংটন স্টার' পত্রিকার এক খবরে একথা বলা হয়।

হোয়াইট হাউসে দুই প্রেসিডেন্টের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠক সম্পর্কে পত্রিকার এক দীর্ঘ প্রতিবেদনে সরকারী সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে হেনরী ব্রাডসের লিখেছেন, একটা মর্যাদাসম্পন্ন মধ্যপন্থী, জোটনিরপেক্ষ মুসলিম দেশকে জিয়া যেরূপ নেতৃত্ব দিচ্ছেন কার্টার তাতে মুগ্ধ। দেশটি এখন অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদগ্রীব অথচ নয় বছর আগে এদেশকেই তলাহীন ঝুড়ি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিলো।

জিয়া-কার্টার বৈঠক সম্পর্কে পত্রিকায় বলা হয়, জনগণকে উন্নত জীবন এনে দেবার জন্যে যিনি সাহস ও দৃঢ়সঙ্কল্পের পরিচয় দিয়েছেন এমন একজন নেতার নেতৃত্বে বিপুল অগ্রগতি অর্জিত হওয়ায় কার্টার বাংলাদেশের প্রশংসা করেছেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়া কিভাবে ক্ষমতায় এসেছেন এবং গণতন্ত্র কায়েম করেছেন পত্রিকায় তার বিশদ বিবরণ দেয়া হয়। কার্টারের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে জিয়ার ভাষণও পত্রিকায় বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়।

https://nagorikpathagar.org

C/o HQ F Sector
24 Jul 71

My dear Rafique,

My regards and best wishes to you. Hope you are in good health. I remember you all and is looking forward for meeting you all once again. When you meet Lt Col Ghosh & his officers, please convey to them my regards & best wishes.

Any news? Please do keep me informed. You are welcome at my loc. That's for the day. Please do drop a few lines at the earliest.

Thanking

Yours Sincerely,
Zia

[মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মেজর রফিককে লেখা মেজর জিয়ার একটি চিঠি]

https://nagorikpathagar.org

সোনার গাঁ
উইলিয়াম ব্রানিগান/ওয়াশিংটন পোস্ট

[সোনার গাঁ, সোনার দেশ-এর সোনার সন্তান শহীদ জিয়া সম্পর্কে 'ওয়াশিংটন পোস্ট' এ্যামেরিকা থেকে প্রকাশিত এবং 'ভয়েজ অব এ্যামেরিকা' থেকে প্রচারিত সংবাদ ভাষ্য ।]

'ওয়াশিংটন পোস্ট'-এর সংবাদদাতা মিঃ উইলিয়াম ব্রানিগান তাঁর 'সোনার গাঁ' নিবন্ধে লিখেছেন,— "সোনার গাঁয়ের ৬৫ বছর বয়স্ক একজন কৃষক ঈমান আলী সরকার অশ্রু সিক্ত নয়নে প্রেসিডেন্ট জিয়ার কথা বলতে গিয়ে বলেন — 'আমরা এখন এতিম হয়ে গেছি। আর কোন প্রেসিডেন্ট তাঁর মতো গ্রামে, ঘরে ঘরে গিয়ে আমাদের খোঁজ খবর নেবেন কিনা আমার সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। তাঁর স্থান পূরণ করা খুবই কঠিন হবে ।'

উইলিয়াম ব্রানিগান 'সোনার গাঁ' নিবন্ধটি ঢাকা থেকে পাঠিয়েছেন। মিঃ ব্রানিগান লিখেছেন,— "যে দেশের মানুষ সব সময়ে কোন রকমে জীবন রক্ষা করে চলেছে, তৃতীয় বিশ্বের এমন একটি দেশের একটি মানুষ অর্থনৈতিক জীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে জিয়াউর রহমানের মৃত্যু থেকেই তা বোঝা যায় ।" তিনি আরো লিখেছেন,— "সমালোচকরা যদিও অভিযোগ করেন এই তরুণ জেনারেল তাঁর বিভিন্ন লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যে কখনো নির্মমভাবে কাজ চালিয়েছেন এবং তাঁর সহযোগীদের দুষ্কর্ম সহ্য করেছেন, তবু উন্নয়ন প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এক নতুন গতিশীলতা এনে দিয়েছেন তিনি ।"

সংবাদদাতা ব্রানিগান লিখেছেন,— "প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যু দরিদ্র গ্রামবাসীদের কাছে এক নির্মম আঘাত। তাঁর শাসনামলে যে উন্নতির প্রাচুর্য দেখা দিয়েছিল তাঁর অবর্তমানে তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে গ্রামবাসীরা ভয় করছে ।"

সংবাদদাতা ব্রানিগান তাঁর নিবন্ধে লিখেছেন,— "বাংলাদেশের দীর্ঘকালের খাদ্য রাজনীতি প্রেসিডেন্ট জিয়াই বন্ধ করতে পেরেছিলেন। তাঁর আমলেই দেশের মাটিতে খাদ্য শস্যের প্রাচুর্য দেখা দেয় ।"

https://nagorikpathagar.org

ইমান আলী সরকার মিঃ ব্রানিগানকে জানান,— 'প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যুতে সবাই এতো শোকাভিভূত হয়ে পড়ে, তার গ্রামে দু'দিন কেউ ঘুমুতে পারেনি।' ঈমান আলী সরকার আরো বলেন, — 'ঢাকায় যেতে ২০ টাকা লাগে। তাই তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে শুধু তাঁর ভাই জানাজায় গিয়েছে।' ঈমান আলী আরো বলেন,— 'গ্রামবাসীরা অনাহারে ছিল। কিন্তু জিয়ার গ্রামীণ প্রকল্প গ্রামের চোখ খুলে দিয়েছিল।'

আরেক গ্রামবাসী ৮৫ বছর বয়স্ক সাজাদ আলী মিঃ ব্রানিগানকে বলেন,— 'বিশ্ববাসীর কাছে আমরা অসুস্থ বলেই পরিচিত ছিলাম। কিন্তু জিয়ার জন্য আমাদের মর্যাদা বেড়ে গেলো। ভাগ্য ভালো হলে আমরা তাঁর মতো আরেকজন নেতা পাবো। কিন্তু ভাগ্য মন্দ হলে দুর্ভোগ বাড়বে।'

মিঃ ব্রানিগান তাঁর নিবন্ধে আইজনের মা'র কথাও লিখেছেন। ৮০ বছর বয়স্কা আইজনের মা জিয়ার কথা বলতে বলতে বার বার কেঁদেছেন। কেঁদে বলেছেন,— 'তার উঠানের বেগুন গাছটায় সার দেয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট জিয়া তাকে ১০০ টাকা দিয়েছিলেন।' — ভয়েস অব এ্যামেরিকার সৌজন্যে।

https://nagorikpathagar.org

ঈদুল ফিতরের দিনে জনগণের সাথে কোলাকোলি করছেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

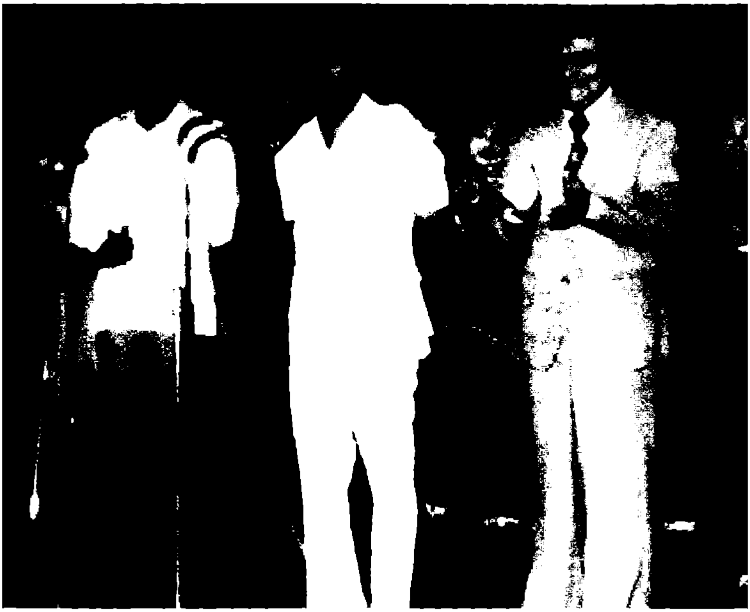

কলা একাডেমীর শিল্পীপুলের সদস্যদের বিরল কৃতিত্বের জন্য তাদেরকে অভিনন্দন
াচ্ছেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

https://nagorikpathagar.org

কবি কাজী নজরুল ইসলামকে একুশে পদক প্রদান করছেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলছেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

https://nagorikpathagar.org

য় শহীদ মিনারে রাত ১২:১ মিনিটে শহীদদের বেদীতে পুষ্পার্ঘ অর্পন করছেন প্রেসিডেন্ট

গ্রামের খেটে খাওয়া মুজুরদের উদ্দেশ্যে রক্তব্য রাখছেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

https://nagorikpathagar.org

কাপ্তাই লেক পরিদর্শনে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও পিএলও প্রধান ইয়াসির আরাফাত

জাতীয় সংসদের স্পীকার হিসেবে মীর্জা গোলাম হাফিজকে শপথ করাচ্ছেন প্রেসি

https://nagorikpathagar.org

গালাম হাফিজ স্পিকার হিসেব শপথ গ্রহণের পর প্রেসিডেন্ট জিয়ার সাথে হ্যান্ডসেক
৮

মওলানা ভাসানীর সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

https://nagorikpathagar.org

আত্মপ্রত্যয়ী প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

https://nagorikpathagar.org

বই পড়ছেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

https://nagorikpathagar.org

খাল খননের পর ক্লান্তির মুহূর্তে ক্ষণিকের বিশ্রাম

https://nagorikpathagar.org

খালকাটা কর্মসূচির উদ্বোধন করছেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

https://nagorikpathagar.org

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার ও জিয়াউর রহমান

https://nagorikpathagar.org

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থেচার জিয়াউর রহমান ও বেগম জিয়া

কালুরঘাট বেতারে স্বাধীনতার ঘোষনা দিচ্ছেন জিয়াউর রহমান

https://nagorikpathagar.org

জাতিসংঘের মহাসচিব কূর্ট ওয়াল্ডহাইমের সঙ্গে জিয়াউর রহমান

গিনির প্রেসিডেন্ট সেকোতুরে এবং বেগম সেকোতুরের সঙ্গে সস্ত্রীক জিয়াউর রহমান

https://nagorikpathagar.org

মার্কোস ও ইমেলডার সঙ্গে জিয়াউর রহমান ও বেগম জিয়া

নিজ হাতে বৃক্ষরোপন করছেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

https://nagorikpathagar.org

চীনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক-এর সঙ্গে হাস্যোজ্জ্বল মুহূর্তে জিয়াউর রহমান

https://nagorikpathagar.org

সস্ত্রীক ভারতের প্রেসিডেন্ট এবং জিয়াউর রহমান, সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীও

ইন্দিরা গান্ধী এবং জিয়াউর রহমান

https://nagorikpathagar.org

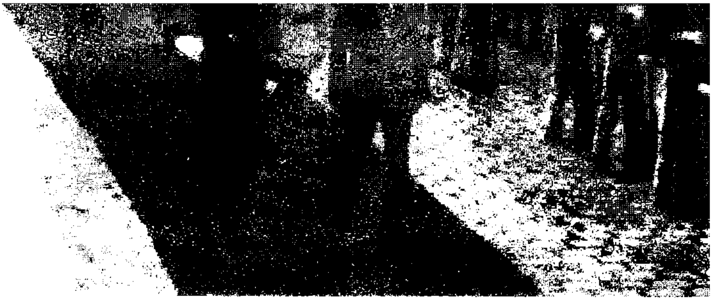

জাপান সরকার কর্তৃক প্রেসিডেন্ট জিয়াকে লাল গালিচা সংবর্ধনা (৬ এপ্রিল, ১৯৭৮)

https://nagorikpathagar.org

বঙ্গভবনে শিশুদের মাঝে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

নের সাথে কুশল বিনিময় করছেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও বেগম জিয়া

https://nagorikpathagar.org

মুকুল ফৌজ পরিদর্শনে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

১৯৭৭ সালে গ্রামের পর গ্রাম পায়ে হেঁটে জনসংযোগ করছেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

https://nagorikpathagar.org

দুই বন্ধুর মিলনের এক অভূতপূর্ব দৃশ্য-যেন কত কাছের মানুষ

https://nagorikpathagar.org

হোয়াইট হাইজের লনে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন প্রেসিডেন্ট
পাশে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার

https://nagorikpathagar.org

ী-যদুনাথপুর প্রকল্প উদ্বোধনকালে বেতনা নদীতে মাটি কাটছেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর

ার ভবনে 'কলকাকলি-৭৮' এর অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট জিয়ার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করছেন
। সজীব ওনাসিস

https://nagorikpathagar.org

বান্দরবানের উপজাতীয় শিশুদের মাঝে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

কোদাল হাতে মাটি কাটছেন কর্মী জিয়াউর রহমান

https://nagorikpathagar.org

নতুন কুঁড়ি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিশু-কিশোর শিল্পীদের মাঝে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

গ্রামের মুরব্বীদের সাথে কুশল বিনিময় করছেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

https://nagorikpathagar.org

শুধু কাজ আর কাজ। কাজের মাঝে গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষের সাথে জনতার নয়নমনি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

গ্রামে গণসংযোগের এক পর্যায়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন প্রেসিডেন্ট জিয়া। পাশে প্রধানমন্ত্রী শাহ্ অজিজুর রহমান ও ঢাকার মেয়র ব্যারিস্টার আবুল হাসনাত

https://nagorikpathagar.org

কুঁড়ি 'ক' শাখায় পুরস্কারপ্রাপ্ত ছোট শিশুশিল্পী দীপুমনিকে তার কৃতিত্বের পুরস্কার দিচ্ছেন
ডেন্ট জিয়াউর রহমান

কুঁড়ি 'খ' শাখায় বিরল কৃতিত্বের জন্য ছোট্ট শিশুশিল্পীকে পুরস্কার দিচ্ছেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমা

https://nagorikpathagar.org

ফৌজের অনুষ্ঠানে শিল্পীদের সাথে 'প্রথম বাংলাদেশ, সঙ্গীত পরিবেশনরত

মাদ্রাসা ছাত্রদের সাথে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

https://nagorikpathagar.org

বঙ্গভবনে এতিম ছেলেমেয়েদের সাথে কুশল বিনিময় করছেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউ রহমান ও বেগম খালেদা জিয়া

জাতীয় স্টেডিয়ামে শিশুমেলায় শিশুদের মাঝে শিশুপ্রিয় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

https://nagorikpathagar.org

নিজ বাসভবনে দু'সন্তানসহ প্রেসিডেন্ট জিয়া ও বেগম খালেদা জিয়া

বঙ্গভবনে শিশুদের কাছে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

https://nagorikpathagar.org

রোজগারী বালকদের সাথে কুশল বিনিময় করছেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

ঈদের নামাজ আদায় করছেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

প্রেস ক্লাবের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করছেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান (১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯

https://nagorikpathagar.org

বিভাগীয় সমবায় সমাবেশে 'প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ' গানের সাথে তাল
চ্ছেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

র গ্রাম সরকার প্রধানদের সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমা

https://nagorikpathagar.org

সমবায় সম্মেলন উদ্বোধনের পর অতিথিদের সাথে আলাপ করছেন প্রেসিডেন্ট

গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সদস্যদের সাথে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

https://nagorikpathagar.org

পবিত্র ঈদুল আযহার দিনে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও বেগম খালেদা জিয়া

নৌবাহিনীর প্যারেড পরিদর্শন করছেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

https://nagorikpathagar.org

ঢাকা পরিদর্শনকালে আলহাজ্ব মাজেদ সর্দারের সাথে কুশল বিনিময় করছেন
ডন্ট জিয়াউর রহমান

বিদেশি টিভি নেটওয়ার্কের সঙ্গে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

https://nagorikpathagar.org

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ কর্তৃক পল্লী বিদ্যুৎতিক
উর রহমান (মৌচাক, ২ জুন, ১৯৮০)

বিদ্যুৎতিকরণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য
ত মি. ডেবিড টি স্নাইডার

https://nagorikpathagar.org

ISBN: 978-984-90109-9-9

https://nagorikpathagar.org